জামে আত-তিরমিযী

১ম খণ্ড

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ)

জামে আত-তিরমিযী

[প্রথম খণ্ড]

جامع الترمذى

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-1012-9 set

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৪
ষষ্ঠ প্রকাশ শাবান ১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
জুন ২০১৪

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত টাকা মাত্র

Jame At-Tirmizi (Vol. 1) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition March 1994 6th Edition June 2014 Price Taka 300.00 only.

সূচীপত্র

অধ্যায়—১
আবওয়াবুত তাহারাত (পবিত্রতা)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায়—২

আবওয়াবুস—সালাত (নামায)

অধ্যায়—৩
আবওয়াবুল বিতর (বিতর নামায)

অধ্যায়—৪
আবওয়াবুল জুমুআ (জুমুআর নামায)

অধ্যায়—৫
আবওয়াবুল ঈদাইন (দুই ঈদের নামায)

অধ্যায়—৬

আবওয়াবুস সাফার (সফরকালীন নামায)

প্রসংগ কথা

মহান আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি পথ না দেখালে আমরা কখনও হেদায়াত লাভ করতে পারতাম না। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর। তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড এবং হাদীস এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন আল-কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দেয়, অন্যদিকে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবনবিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মানবজাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। তিনি এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য মহানবী (সা) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা-ই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى -

তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী -(সূরা নাজম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ -

তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম –(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৪–৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন ঃ নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"—(বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহ্‌লীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন"—(নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আরও একটি জিনিস"—(আবু দাউদ, ইব্‌নে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদের নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক –(সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে حديث মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিলনা, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তা-ই হাদীস। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় মহানবী (সা) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যাকিছু বলেছেন, যাকিছু করেছেন এবং যাকিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তার সংগে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাচনিক) হাদীস বলে।

দ্বিতীয়ত মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে।

তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগী জানা

যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ। সুন্নাহ্ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও নীতি মহানবী (সা) অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন–নবী (সা)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ্। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ বলতে এই সুন্নাহ্কেই বুঝানো হয়েছে। ফিক্হ–এর পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যাকিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা)–এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ' হাদীস।

ইল্মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খাইন ঃ সাহাবীদের মধ্যে আবু বাক্র ও উমার (রা)–কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)–কে এবং ফিক্হ–এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহ)–কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর–রিজাল বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূলকথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসগ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে—তাকে মাকতূ হাদীস বলে।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াকুফ (অপেক্ষা) করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রায ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে মুদ্‌রায (প্রক্ষিপ্ত) বলে। যদি এটি দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদ্‌রায বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে 'ইনকিতা'।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃত গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষ–ত্রুটিমুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাবত্ গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসটিকে মাওযূ হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

খবরে ওয়াহেদ : প্রত্যেক স্তরে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বা আখবারুল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক স্তরে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক স্তরে দুইজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয হাদীস বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী বা হাদীসে রব্বানীও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ্ : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে মুত্তাফাক আলায়হ্ হাদীস বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্‌ত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবৃত (স্মৃতিশক্তি) বলে।

সিকাহ্ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে সিকাহ্, সাবিত বা সাবাত বলে।

আল-জামে : যে হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্কাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও শিষ্টাচার, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামে বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী তার অন্তর্ভুক্ত।

আস্-সুনান : যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহ্কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা বলা হয়। কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (রহ)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতেকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহাইন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহাইন বলে।

সুনানে আরবাআ : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ—আবুদ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ বলে।

হাদীসের চর্চা ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রতিটি আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের

আদর্শ ও তার যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিয়েছেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোআ করেছেন ঃ

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হেফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি"—(তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯০)।

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বলেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দেবে"—(বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে"—(মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন, "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো"—(মুসনাদে আহ্মাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও"—(বুখারী)।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন ঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়"—(বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা)–এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হত"—(সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশই দিতেন—সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলে আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"—(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ,১খ,পৃ. ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহ্লুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী-শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হাদীস মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। (হাদীসের সংরক্ষণ ও নির্ভরযোগ্যতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও তার জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন মাওলানা মওদূদী রচিত গ্রন্থ 'সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা')।

অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"—(মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।" তিনি বলেন, "আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"—(দারিমী)। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাকিছু শুনতাম তা মনে রাখার জন্য লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মানুষ, কখনও

স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।" একথা বলার পর আমি হাদীস লেখা ত্যাগ করলাম এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ "তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"—(আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্মাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যাকিছু বলেন তা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারিনা। মহানবী (সা) বলেন ঃ "তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" অতপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন—(তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ্ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ (রহ) বলেন ঃ আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পান্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল—(ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামিশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন ঃ আমি এসব হাদীস মহানবী (সা)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩খ, পৃ. ৫৭৩)। রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহ্মাদ)।

আলী ইব্নে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রহ) একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন ঃ এটা ইব্নে মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত—(জামি বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সবসময় উপস্থিত

থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব্'ই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব্'ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহ) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশ্‌কে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পান্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (রহ)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীসগ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন।

এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (রহ)

সিহাহ সিত্তা বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের অন্যতম আল-জামে আত্ তিরমিযী বা সুনানুত তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা (রহ) ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খৃষ্টাব্দে বালখ (খোরাসান)-এর প্রসিদ্ধ নদী জায়হূনের বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিয শহরের উপকণ্ঠে বূগ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মারভের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিরমিয-এ এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক

শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর হিজায, মিসর, সিরিয়া, কূফা, বসরা, খোরাসান ও বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে সমকালীন খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট উচ্চশিক্ষা, বিশেষতঃ হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ সিজিস্তানী, আহ্মাদ ইবনে মানী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহ) এবং আরও অনেকে।

ইমাম তিরমিযী ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি তাঁর এই গ্রন্থখানি সংকলনের পর তা হিজায, ইরাক ও খোরাসানের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা গ্রন্থখানি খুবই পছন্দ করলেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—এতে হাদীসের পুনরুক্তি খুবই কম। এতে ফকীহগণের অভিমতসমূহের অনুকূলে ব্যবহৃত হাদীসসমূহই সংকলন করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করেছেন এবং একই বিষয়ে যেসব সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন প্রতিটি অনুচ্ছেদে। গ্রন্থখানি সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন ঃ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ هذَا الْكِتَابَ الْجَامِعَ فَكَانَّ عِنْدَهُ نَبِيًّا تَتَكَلَّمَ -

"যার নিকট এই আল জামে গ্রন্থখানি আছে তার সাথে যেন একজন নবী কথা বলছেন।"

এই গ্রন্থখানির উপর বিশালাকারে বেশ কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থও রচিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ) রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখিত হল ঃ কিতাবুল আসমা ওয়াল–কুনা, কিতাবুশ শামাইল, কিতাবুল ইলাল, কিতাবুয যুহ্দ, কিতাবুত তাওয়ারীখ ইত্যাদি। হাদীস শাস্ত্রের এই মহান সাধক ২৭৯ হিজরীর (৮৯২ খৃ.) ১৩ই রজব সোমবার রাতে নিজগ্রাম বূগ–এ ইন্তেকাল করেন।

আল-জামে আত-তিরমিযীতে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

● সহীহ–হাসান–গরীব ঃ এক দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি সহীহ বিবেচিত হলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা হাসান অথবা গরীব (শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা পাঁচ নং টীকায় দ্রষ্টব্য)।

● আসহাবুনা (আমাদের সাথীগণ) বলে ইমাম তিরমিযী (রহ) ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ, ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণকে বুঝিয়েছেন।

● মাকারিবুল হাদীস–মন্তব্যকৃত রাবী বা তাঁর হাদীসের মর্যাদা হাফেজ রাবী বা তাঁর হাদীসের মর্যাদার কাছাকাছি।

● লাইসা বিযালিকা
● ইসনাদুহ লাইসা বিল কুওয়াহ } হাদীসটি তত শক্তিশালী নয়।

● হাদীসুন গারীবুন ইসনাদান
● হাযা হাদীসুন গারীবুন মিন হাযাল ওয়াজহি } সনদসমূহের বিচারে হাদীসটি গরীব, মূল পাঠের দিক থেকে নয়।

● হাযা হাদীসুন জায়্যিদুন—সনদের দিক থেকে হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ।

● হাযা আসাহ্হু মিন যালিকা—এখানে উল্লেখিত উভয় হাদীসই সহীহ, কিন্তু শেষোক্তটি পূর্বোক্তটির তুলনায় অধিকতর সহীহ।

● হাযাল হাদীসু আসাহ্হু শায়ইন ফী হাযাল বাব ওয়া আহ্সানু—এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে এ হাদীসটি অগ্রাধিকারযোগ্য, সবগুলো সহীহ হোক অথবা যঈফ। সবগুলো সহীহ হলে এটি (মন্তব্যযুক্তটি) অধিকতর সহীহ এবং সবগুলো যঈফ হলে এটি সবচেয়ে কম যঈফ।

● হাযা হাদীসুন ফীহি ইদতিরাব
● হাযা হাদীসুন মুদতারাব } হাদীসের মধ্যে গরমিল আছে, তা সনদেও হতে পারে, বা মূল পাঠেও হতে পারে, যদি তা একাধিক সনদসূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে।

● হাযা হাদীসুন গাইরু মাহ্ফূজ—হাদীসটি অসংরক্ষিত অর্থাৎ সহীহ নয়।

● মাকরূহ—এই শব্দটি তিনি মাকরূহ তাহ্রীমী ও মাকরূহ তানযীহী উভয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

● আহ্লুর-রায় দ্বারা তিনি হানাফী ইমামগণকে বুঝিয়েছেন এবং

● আহ্লুল-কূফা দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও তাঁর সহচরদের বুঝিয়েছেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদ সহজ ও নির্ভুল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পাঠকদের সুবিধার জন্য কিছু জরুরী টীকাও যোগ করেছি। শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহ্মূদুল হাসান (রহ) তিরমিযীর কতিপয় হাদীসের উপর আরবী ভাষায় টীকা লিখেছেন, যা তিরমিযীর ভারতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যোগ করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ডক্টর মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এই অংশের অনুবাদ করেছেন। টীকাগুলো সংশ্লিষ্ট হাদীসের নিচে স্থাপন করা হয়েছে হুবহু অথবা সংক্ষেপে এবং শেষে ব্রাকেটে 'মাহ্মূদ' শব্দ যোগ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য।

১৯৮৩ সনের মধ্যে মুসলিম, আবু দাউদ, ও তিরমিযীর অনুবাদকর্ম শেষ হলেও আর্থিক অসংগতির কারণে তা দ্রুত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলে একসংগে গ্রন্থত্রয়ের পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থাকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হত। সাথে সাথে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মাতৃভাষায় প্রচারের অফুরন্ত সওয়াবও পাওয়া যেত।

পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার জন্য তিরমিযীর সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা সিহাহ সিত্তাসহ প্রসিদ্ধ আর কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে তা হাদীসের শেষে যোগ করেছি। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা

হুবহু, আংশিক অথবা বিস্তারিত আকারে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে।

আল্লাহ্‌র বান্দাগণ আমাদের অনূদিত এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম-শৌলা
পোষ্ট- কালাইয়া
জিলা- পটুয়াখালী

তারিখ ঃ
১১ই যিলকাদ, ১৪১৩
২২শে বৈশাখ, ১৪০০
৫ই মে, ১৯৯৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

হাফেজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (র) বলেন ঃ

أَبْوَابُ الطَّهَرَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবওয়াবুত তাহারাত

(পবিত্রতা)[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১

পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।

١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ قَالَ هَنَّادُ فِيْ حَدِيْثِهِ اِلاَّ بِطُهُوْرٍ .

১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।[২] তদ্রূপ হারাম পন্থায় অর্জিত মালের সদকাও কবুল হয় না। হান্নাদ 'বিগাইরি তুহূর'-এর স্থলে 'ইল্লা বিতুহূর' উল্লেখ করেছেন–(মু, দা, না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে এ হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা সহীহ এবং হাসান।[৩] এ

---

১. অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পবিত্রতা সম্পর্কিত বর্ণনা।" জামে তিরমিযীর সব অধ্যায়ের সাথেই "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে" কথাটি আছে। (অনু.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঃ এ বাক্যটি উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা মাত্র। এ বাক্যের মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, আমরা এ অধ্যায়ে যেসব হাদীস বর্ণনা করবো তার সবগুলোই রাসূলুল্লাহ (সা)–এর বাণী –(মাহমূদ)।

২. নামায কবুল করা হয় না অর্থাৎ নামায শুদ্ধ হয় না। কেননা অপর হাদীসে নামায সহীহ না হওয়ার কথা এসেছে। অথবা বলা যায়, শুধু ইবাদতের বেলায় 'বিশুদ্ধতা' এবং 'গ্রহণযোগ্যতা' শব্দ দু'টো সমার্থবোধক। এক্ষেত্রে "কবুল হয় না" বাক্যটি "বিশুদ্ধ হয় না" অর্থও প্রদান করে (অতএব কবুল হয় না বললে 'বিশুদ্ধ হয় না' এও বুঝা যায়) –(মাহমূদ)।

৩. আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সর্বাপেক্ষা সহীহ ঃ এ কথার অর্থ হচ্ছে আমরা এ অনুচ্ছেদে যেসব হাদীস বর্ণনা করব তার মধ্যে এ হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ; যদিও তা স্বয়ং একটি দুর্বল হাদীস। ইমাম তিরমিযী হাদীস সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা অত্যাবশ্যকীয় মনে করেছেন।

অনুচ্ছেদে আবুল মালীহ, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ২

পবিত্রতা অর্জনের ফযীলাত।

٢- حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ اَو نَحْوَ هٰذَا وَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَو مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ .

২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা উযু করে এবং চেহারা ধোয়, তার চেহারা থেকে তার চোখের দ্বারা কৃত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। যখন সে তার হাত ধোয়, তার দু'হাতে কৃত সমস্ত গুনাহ তার হাত থেকে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সমস্ত গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়-(মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।[৫] এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাওবান, সুনাবিহী, আমর ইবনে আবাসা, সালমান ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) প্রমুখ

এক, হাদীসের শ্রেণীবিভাগ ঃ যেমন সহীহ, হাসান প্রভৃতি। দুই, বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত অবস্থা, যেমন তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা। তিন, ফিক্হবিদদের অভিমত বর্ণনা করা। চার, সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হাদীসটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণনা করা এবং অবশিষ্ট হাদীসগুলো অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা। যেমন এ অনুচ্ছেদে অমুক অমুক রাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। পাঁচ, যদি রাবী তাঁর উপনামে (কুন্য়া) প্রসিদ্ধ হন এবং আসল নামে পরিচিত না হন তাহলে তাঁর আসল নামের উল্লেখ করা। তিনি যদি আসল নামে বা অন্যভাবে প্রসিদ্ধ হন তবে তাঁর উপনাম (কুন্য়া) এবং যে পরিচয়ে তিনি অপ্রসিদ্ধ তারও উল্লেখ করা। ছয়, বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় হাদীসের মূল পাঠে (মতনে) যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা উল্লেখ করা।

৪. উল্লেখিত সাহাবাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মওজুদ রয়েছে। (অনু.)

৫. হাসান এবং সহীহ ঃ হাদীসের উসূলবিদদের মতে যে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, ন্যায়নিষ্ঠ এবং তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী তাকে সহীহ হাদীস বলে। হাসান হাদীসেও এ শর্ত বলবৎ রয়েছে। তবে তাতে বর্ণনাকারীর পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ এবং সংরক্ষণকারী হওয়া শর্ত নয়।

সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস রয়েছে। এ হাদীসটি মালেক সুহাইল থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু সালেহ হচ্ছেন সুহাইলের পিতা। তাঁর নাম যাকওয়ান। আবু হুরায়রা (রা)-র আসল নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম আবদুশ শামস, আবার কেউ বলেছেন তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) অনুরূপ কথাই বলেছেন এবং এটাই সর্বাধিক সহীহ।

সুনাবিহী আবু বাক্‌র (রা)-র কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে কোন হাদীস শুনেননি। তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে উসাইলা এবং ডাকনাম ছিল আবু আবদুল্লাহ। তিনি মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে থাকাকালীন অবস্থায়ই নবী (সা) ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরেক সুনাবিহী ইবনুল আসার আল-আহমাসী নামে পরিচিত। তিনি মহানবী (সা)-এর সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস হলঃ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

اِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِىْ .

"পূর্ববর্তী উম্মাতদের সামনে আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব করব। অতএব আমার মৃত্যুর পর তোমরা যেন পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত না হও"-(আ, ই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

পবিত্রতা নামাযের চাবি।

٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

কিন্তু সহীহ হাদীস তার বিপরীত। কেননা সহীহ হাদীসে পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ এবং পূর্ণ সংরক্ষণকারী হওয়া শর্ত। এটিই হচ্ছে এই দুই ধরনের হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ এবং হাসান দুটি ভিন্ন প্রকারের হাদীস। সহীহ অর্থ সহীহ লিগায়রিহীও হতে পারে। অর্থাৎ হাদীসটি এমন সনদে বর্ণিত হয়েছে যার কোন দিকই পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছেনি। আর হাসান অর্থ হাসান লিযাতিহীও হতে পারে। অর্থাৎ হাদীসটি এমন সনদে বর্ণিত হয়েছে যা প্রতিটি দিক থেকেই হাসানের পর্যায়ভুক্ত। অথবা বলা যায়, এখানে একটি 'এবং' শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এ হাদীসটি একটি সনদের ভিত্তিতে সহীহ এবং অপর সনদের ভিত্তিতে হাসান। এ ব্যাখ্যাটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তা একটি সনদেই বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে এখানে সন্দেহের অর্থ প্রকাশক একটি 'অথবা' উহ্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। কারো কারো মতে হাসান এবং সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর একটি নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে, যা মুহাদ্দিসদের পরিভাষার বিপরীত। তাঁর মতে হাসান এমন একটি সাধারণ হাদীস যা সহীহ এবং সহীহ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত নয় এমন সব হাদীসকে বুঝায়, তার রাবী পরিপূর্ণ সংরক্ষণকারী এবং ন্যায়নিষ্ঠ হোক বা না হোক। কিন্তু সহীহ হাদীস এর বিপরীত। কারণ তাতে রাবীর শর্ত পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহারাত (পবিত্রতা) হল নামাযের চাবি; তাকবীর হল তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হল তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হালালকারী–(দা, ই, আ)।[৬]

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ এবং হাসান। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল অতীব সত্যবাদী লোক। কতিপয় বিশেষজ্ঞ তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম এবং হুমাইদী (রহ) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীলের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ বলেন, তাঁর হাদীস বলতে গেলে গ্রহণযোগ্যই। এ অনুচ্ছেদে জাবির এবং আবু সাঈদ (রা)–র হাদীসও রয়েছে।

---

৬. 'তাহারাত' (পবিত্রতা) এখানে 'উযূর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন নামাযীর পক্ষে নামাযের বাইরের যেসব কাজ করা বৈধ, তাকবীরে তাহরীমা করার সাথে সাথে তা সাময়িকভাবে হারাম হয়ে যায় এবং নামায শেষে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে তা পুনরায় হালাল হয়ে যায় (অনুবাদক)।

পবিত্রতা নামাযের চাবি ঃ ইমাম শাফিঈ (রহ) এ হাদীসকে নিজের দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, বিশেষভাবে আল্লাহু আকবার শব্দ দ্বারা তাকবীর দেয়া ফরয। তেমনিভাবে সালাম শব্দ দ্বারা সালাম ফিরানোও ফরয। আমাদের (হানাফী) মতে শুধু 'আল্লাহু আকবার' শব্দের মধ্যেই তাকবীর সীমাবদ্ধ নয়। বরং এমন যে কোন শব্দ দ্বারাই তাকবীর দেয়া যেতে পারে যা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে। আমরা ইমাম শাফিঈর বক্তব্যের জবাবে বলব, উসূলবিদদের মতে কোন হাদীস খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হলে তার মাধ্যমে কোন নির্দেশ ফরযের মর্যাদা লাভ করে না। অথবা এখানে তাকবীর শব্দের অভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কারো মহত্ত্ব প্রকাশ করা)। অথবা আমরা বলব, আল্লাহু আকবার দ্বারা তাহরীমা বাঁধতে হবে এবং 'সালাম' দ্বারা নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু এটা ফরয হওয়ার কারণে নয় যে, তা ছাড়া নামাযই বৈধ হবে না, বরং এটা অপেক্ষাকৃত উত্তম বলে বিবেচিত। বিশেষ করে 'আল্লাহু আকবার' বলা যে ফরয নয় তা প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যে নিজের প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামায পড়েছে" (সূরা আলা ঃ ১৫) এ আয়াতের মাধ্যমে। এমনিভাবে যদি সালাম ফরয হত তাহলে নবী (সা) ইবনে মাসউদ (রা)–কে বলতেন না ঃ "যখন তুমি এটা বলবে বা করবে, তোমার নামায পূর্ণতা লাভ করবে।" যদি 'সালাম' শব্দের সাহায্যে নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা করা ফরয হত তাহলে এই শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না –(মাহমূদ)।

٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ اَبِىْ يَحْىَ الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الْوُضُوْءُ.

৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ বেহেশতের চাবি হল নামায, আর নামাযের চাবি হল উযু–(আ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলতে হয়।

٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبِيْثِ اَوِ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট (পুরুষ ও স্ত্রী) জিনের (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় চাই।" শোবা বলেন, তিনি কখনও "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা"–এর স্থলে "আউযু বিল্লাহ"(আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) বলতেন–(বু, মু)।[৭]

এ অনুচ্ছেদে আলী, যায়েদ ইবনে আরকাম, জাবির ও ইবনে মাসউদ (রা)–র হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাসের হাদীস সর্বাধিক সহীহ এবং হাসান। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণিত হাদীসের সনদে গরমিল রয়েছে।[৮] আমি ইমাম বুখারীর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাতাদা খুব সম্ভব কাসেম এবং নাদর উভয়ের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭· আল্লাহর আশ্রয় কামনা করার উদ্দেশ্য শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ প্রতিহত করা। কেননা এ ধরনের স্থানে শয়তানের দখল থাকে। অথবা অপবিত্রতার মধ্যে জড়িত হওয়া নাফরমানির অন্তর্ভুক্ত বলে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন। ইমাম বুখারী (রহ) হাদীস শাস্ত্রে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তার নাম রাখেন 'আদাবুল মুফরাদ'। এই গ্রন্থে তিনি পায়খানায় প্রবেশ করার সময় কি করতে হবে বা কি পড়তে হবে এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। জমহুর উলামাদের মতে পায়খানার স্থান নির্মিত ঘরে হলে তাতে প্রবেশকালে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় কামনা করে দোয়া পড়তে হবে। আদাবুল মুফরাদে এটাই উল্লেখ আছে। আর উন্মুক্ত মাঠে পায়খানা করলে বসার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ভূমির নিকটবর্তী হওয়ার সময় দোয়া পড়তে হবে। ইমাম আওযাঈ এবং মালিক (রহ)–র মতে যদি কেউ পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে দোয়া

٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী-জিন বা শয়তানের অনিষ্ট[৯] থেকে আশ্রয় চাই-(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়।

٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ "(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি"-(আ, দা, ই, দার)।

পড়তে ভুলে যায় তবে তাকে বসার সময় দোয়া পড়তে হবে। কিন্তু জমহুর উলামাদের মতে তখন দোয়া মুখে উচ্চারণ করে পড়া নিষেধ, বরং মনে মনে দোয়া পড়তে হবে -(মাহমূদ)।

৮. এই হাদীসের সনদের মধ্যে গরমিল রয়েছে ঃ এখানে তিনটি সংশয় বিদ্যমান। এক, সাঈদ তাঁর হাদীসের সনদ বর্ণনাকালে নিজের উস্তাদদের মধ্যে কাতাদার নাম উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-র মাঝে অপর এক রাবী কাসেম ইবনে আওফ আশ-শাইবানীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিশাম আদ-দাসতোয়ায়ী এই নামের উল্লেখ করেননি। এই বিরোধের মীমাংসা এভাবে করা যায় যে, হিশাম আদ-দাসতোয়ায়ীর হাদীসের সনদ সংক্ষিপ্ত। তিনি তাতে কাসেমের নাম উল্লেখ করেননি। দুই, হিশাম এবং সাঈদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কাতাদার উস্তাদ কাসেম ইবনে আওফ আশ-শাইবানী। কিন্তু শুবা ও মামারের হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর উস্তাদ নদর ইবনে আনাস। এ বিরোধ মীমাংসা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহ) বলেন ঃ সম্ভবত কাতাদা তাদের উভয়ের কাছ থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ) বলেন, 'আনহুমা'-এর 'হুমা' সর্বনাম কাসেম ইবনে আওফ আশ-শাইবানী এবং নদর ইবনে আনাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তিন, শুবার বর্ণনা থেকে জানা যায়, নদর ইবনে আনাসের উস্তাদ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)। কিন্তু মামারের বর্ণনায় দেখা যায়, নদর ইবনে আনাসের উস্তাদ তাঁর পিতা (আনাস) -(মাহমূদ)।

৯. 'আল-খুবুস' খাবীস শব্দের বহুবচন। এর অর্থ পুরুষ শয়তানগুলো। 'আল-খাবায়িস' 'খাবীসা' শব্দের বহুবচন, এর অর্থ স্ত্রী শয়তানগুলো -(মাহমূদ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। আমি শুধু ইউসুফ ইবনে আবু বুরদার সূত্রে ইসরাঈলের বর্ণনার মাধ্যমেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসার নাম হল আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আনসারী। এ অনুচ্ছেদে শুধু আইশার সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস ছাড়া আর কোন হাদীস জানা যায়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাবে বসা নিষেধ।

٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ .

৮। আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পায়খানায় যাও, তখন পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসো না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বস।[১০] আবু আইয়ূব (রা) বলেন, আমরা সিরিয়ায় এসে দেখলাম এখানকার পায়খানাগুলো কিবলার দিকে করে বানানো। অতএব আমরা কিবলার দিক থেকে ঘুরে যেতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম [১১]-(বু, মু, আ)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে হারিস, মাকিল ইবনে আবুল হাইসাম, আবু উমামা, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা)-র হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবু আইয়ূবের হাদীসটি অধিকতর সহীহ এবং হাসান। আবু আইয়ূবের নাম খালিদ ইবনে যায়েদ এবং যুহ্রীর নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে শিহাব আয-যুহরী। তাঁর উপনাম আবু বাক্র। আবুল ওলীদ আল-মক্কী বলেন, আবু আবদুল্লাহ শাফিঈ বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসো না"- এ নিষেধাজ্ঞা খোলা ময়দানের জন্য। কিন্তু ঘরের মধ্যের পায়খানায় কিবলাকে সামনে রেখে বসার অনুমতি আছে। ইসহাকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, কিবলাকে পেছনে রেখে পায়খানা-পেশাবে বসার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১০. হাদীসটি মদীনা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের কিবলা দক্ষিণ দিকে। কাজেই যাদের কিবলা পশ্চিম অথবা পূর্ব দিকে তারা উত্তর অথবা দক্ষিণমুখী হয়ে পায়খানা পেশাবে বসবে। (অনু.)

১১. পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসা সম্পর্কে তিনটি মাযহাব রয়েছে। (১) এটা

ওয়াসাল্লামের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু কিবলাকে সামনে করে বসা যাবে না। তাঁর মতে খোলা জায়গায় অথবা ঘেরা জায়গায় কিবলাকে সামনে রেখে বসা জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

উল্লিখিত ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে।

৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

যে কোন অবস্থায় মাকরূহ। এ অভিমত ইমাম আবু হানীফা, মুজাহিদ এবং নাখয়ীর। তাঁরা হাদীসের সাধারণ ভাব থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন। আবু আইউব আনসারী (রা)–র বক্তব্য থেকে তাঁদের অভিমত আরও শক্তিশালী হয়।

(২) ইমাম শাফিঈর মতে খোলা ময়দানে কিবলামুখী হওয়া বা কিবলার দিকে পিঠ করে বসা কোনটিই মাকরূহ নয়। ইমাম শাবীও এ অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা আবু দাউদে উল্লেখিত মারওয়ান আল–আসগারের হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করেন। হাদীসটি এই যে, মারওয়ান আল–আসগার বলেন ঃ "আমি ইবনে উমার (রা)–কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর বাহনকে বসিয়ে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) কি এটা নিষেধ করেননি? তিনি জবাবে বলেন, হাঁ! তিনি (সা) খোলা ময়দানে এভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, ঘরের মত নির্মিত পায়খানার ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং তোমার এবং কিবলার মাঝে কোন আবরণ থাকলে একাজে কোন দোষ নেই। তাঁরা ইবনে উমারের হাদীসও(১১নং) দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

(৩) ইমাম আহমাদের মতে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা–পেশাবে বসা মাকরূহ। তা খোলা ময়দানেই হোক বা ঘরের মত নির্মিত পায়খানায় হোক। তিনি তাঁর মতের এ অংশে ইমাম আবু হানীফার সাথে শরীক হয়েছেন এবং দ্বিতীয় অংশে ইমাম শাফিঈর সাথে শরীক হয়ে বলেন ঃ কিবলার দিকে পিঠ করে বসা দেয়াল ঘেরা পায়খানার ক্ষেত্রে জায়েয, কিন্তু খোলা মাঠে জায়েয নয়।

হানাফীগণ তাদের মতের সপক্ষে কয়েকটি দিক থেকে দলীল পেশ করেছেন। (১) উসূলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মুবাহ এবং হারামের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে হারাম নির্দেশটি কার্যকর হয়।" (২) কাওলী হাদীস সাধারণ নির্দেশ জ্ঞাপক (আম) এবং ফেলী হাদীস বিশেষ নির্দেশ জ্ঞাপক (খাস)। সুতরাং প্রথম মতের উপর আমল করাই নিরাপদ। (৩) ইমাম তিরমিযী যে মন্তব্য করেছেন তাও এর সপক্ষে একটি দলীল। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদে আবু আইউবের হাদীসটিই সর্বাধিক সহীহ। (৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু আইউব আনসারী (রা)-র বক্তব্য এই মতকে আরো শক্তিশালী করে। (৫) এক্ষেত্রে পঞ্চম দলীল হল কিয়াস। কেননা আল্লাহর ঘরের অসম্মান হয় বলেই কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে পায়খানায় বসা মাকরূহ। এ কারণটি উভয় ক্ষেত্রেই (মাঠ এবং দেয়াল ঘেরা পায়খানা) বিদ্যমান। সুতরাং কোন একটিকে খাস করার পেছনে যৌক্তিকতা থাকতে পারে না –(মাহমূদ)।

৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কিবলাকে সামনে রেখে পায়খানা-পেশাব করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।" আমি তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে কিবলার দিকে মুখ করে তাঁকে পায়খানা-পেশাব করতে দেখেছি-(আ, দা, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা, আইশা ও আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবিরের হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

১০। ইবনে লাহীআ আবু যুবায়রের সূত্রে, তিনি জাবিরের সূত্রে এবং তিনি আবু কাতাদার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাতাদা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিবলার দিকে ফিরে পেশাব করতে দেখেছেন।

কুতাইবা আমাদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছেন। ইবনে লাহীআর হাদীসের চেয়ে জাবিরের হাদীস অধিকতর সহীহ। হাদীস বিশারদদের মতে, ইবনে লাহীআ দুর্বল রাবী। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান ও অন্যরা তাঁকে স্মরণশক্তিতে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

١١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ .

১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন (আমার বোন) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-র ঘরের ছাদে উঠি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিরিয়ার দিকে মুখ করে এবং কাবাকে পেছনে রেখে পায়খানা করতে দেখি-(বু, মু, দা, না, ই, আ)।[১২]

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

১২. মুজাহিদ, নাখঈ ও ইমাম আবু হানীফার মতে কিবলাকে সামনে অথবা পেছনে রেখে পায়খানা-পেশাবে বসা সাধারণতঃ মাকরূহ; তা খোলা জায়গায়ই হোক আর প্রাচীর ঘেরা স্থানে। ইমাম শাবী, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে উন্মুক্ত স্থানে ইস্তিনজায় বসা মাকরূহ। কিন্তু প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে এভাবে ইস্তিনজার অনুমতি আছে। অপর একদল ফকীহর মতে, যে কোন স্থানে কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে ইস্তিনজায় বসার অনুমতি আছে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের জবাব কয়েক দিক থেকে প্রদান করা হয়। এক, কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে পায়খানায় বসা মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ।

١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ قَاعِدًا .

১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তার কথা তোমরা বিশ্বাস কর না। তিনি সব সময় বসেই পেশাব করতেন–(আ, ই, না)।

এ অনুচ্ছেদে উমার ও বুরাইদা (রা)–র হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশার হাদীস অধিকতর হাসান ও সর্বাপেক্ষা সহীহ। উমারের বর্ণিত হাদীস হল ঃ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .

উমার (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেন। তিনি বলেন ঃ হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব কর না। (উমার বলেন,) অতঃপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।"

উল্লেখিত হাদীসের রাবী আবদুল করীম মুহাদ্দিসদের মতে যঈফ। আইয়ুব সাখ তিয়ানী তাঁকে যঈফ বলেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন নামাযের সময় কিবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে লোকদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যারা কাবা থেকে দূরে অবস্থান করে তাদের জন্য পায়খানা এবং পেশাবের সময় কাবার দিকে ফিরে বসা মাকরূহ। এদেরকে নামাযের সময় কিবলার দিকে ফিরতে হবে, হুবহু কাবামুখী হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অপর দলটির ক্ষেত্রে হুবহু কাবামুখী হয়ে পায়খানায় বসা মাকরূহ, কিন্তু কাবার দিক মাকরূহ নয়। এদের বেলায় নামাযের সময় হুবহু কাবামুখী হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তারা হচ্ছে কাবা এবং তার চারপাশের অধিবাসী। তারা পেশাব–পায়খানার সময় হুবহু কাবামুখী হয়ে বসলে বেআদবী হবে। কিন্তু কাবার দিকে ফিরে বসলে মাকরূহ হবে না। আমাদের বেলায় কাবার দিকে ফিরে বসা জায়েয হবে না। এ আলোচনার পর বলা যায়, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অবগত ছিলেন যে, তিনি একেবারে কাবার সোজাসুজি হয়ে বসেননি। সুতরাং নবী আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে এটা মাকরূহ ছিল না। অথবা বলা যায়, এ ব্যাপারটি নবী করীম (সা)–এর জন্য খাস ছিল। কেননা তিনি বায়তুল্লাহ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী। কাবার তাযীম করা তাঁর কর্তব্য নয়। অথবা তিনি ওজর বশতঃ এভাবে বসেছেন। অর্থাৎ ঐ স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসা ছাড়া উপায় ছিল না –(মাহমূদ)।

وَرَوٰى عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ .

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি"–(ই, বা)।

এ হাদীসটি আবদুল করীমের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরদার হাদীস অরক্ষিত। দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য হল, এটা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী, তবে হারাম নয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ تَبُوْلَ وَاَنْتَ قَائِمٌ .

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ তোমার দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা যুলুম ও বেয়াদবীর অন্তর্ভুক্ত।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি সম্পর্কে।

١٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَذَهَبْتُ لِاَتَاَخَّرَ عَنْهُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

১৩। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা রাখার স্থানে আসেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[১৩] অতঃপর আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসি। আমি অপেক্ষা করার জন্য একটু দূরে সরে

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস এবং হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা হযরত আইশা (রা)–র বর্ণনা ছিল নবী করীম (সা)–এর অভ্যাস সম্পর্কে। কোন একবার এর বিপরীত ঘটে থাকলে তা অভ্যাসের পরিপন্থী গণ্য হয় না, বরং তা একটি বিরল ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। অথবা বলা যায়, এ ঘটনা ঘরের বাইরে সংঘটিত হয়েছে বলে হযরত আইশা (রা) এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অথবা বলা যায়, বসে পেশাব করার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলেই তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। যেমন ঃ সেখানে আবর্জনার অপবিত্রতায় পোশাক অপবিত্র হওয়ার আশংকা ছিল। অথবা মহানবী (সা)–এর শরীরে ব্যাথা ছিল বলে তাঁর জন্য বসা সম্ভব ছিল না। কোন কোন চিকিৎসকের মতে পিঠে ব্যাথা দেখা দিলে তার চিকিৎসা ছিল দাঁড়িয়ে পেশাব করা। আর সম্ভবতঃ নবী (সা) এজন্যই দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অথবা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার বৈধতা প্রকাশ করা –(মাহমূদ)। এই শেষোক্ত উত্তরটি অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়–(সম্পাদক)।

দাঁড়াই। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি এসে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়ালাম। তিনি উযু করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন–(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি অপর এক সূত্রেও হুযাইফা (রা)-র বরাতে বর্ণিত হয়েছে। মুগীরা ইবনে শোবার সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হুযাইফার প্রথম হাদীসটিই সর্বাধিক সহীহ। কতিপয় মনীষী দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

পায়খানা–পেশাবের সময় গোপনীয়তা (পর্দা) অবলম্বন করা।

١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ .

১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা করার প্রয়োজন অনুভব করতেন, তিনি মাটির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না।

আবু ঈসা বলেন, অনুরূপ একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে রবীআ–আমাশের সূত্রে আনাস (রা)–র কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী এবং আল–হিম্মানী আমাশের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমাশ– আনাসের স্থলে ইবনে উমারের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন,

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার ইচ্ছা করলে মাটির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত পরিধানের কাপড় তুলতেন না"–(দা)।

হাদীস দুটি মুরসাল। কেননা আমাশ– আনাস অথবা অন্য কোন সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীসের বর্ণনা শুনেননি, অবশ্য তিনি তাঁকে দেখেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে নামায পড়তে দেখেছি। আমাশের নাম সুলাইমান ইবনে মিহরাম, তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মাদ আল–কাহিলী এবং তিনি কাহিল গোত্রের মুক্ত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতাকে ছোটবেলা মুসলমান দেশে নিয়ে আসা হয়। মাসরূক তাঁকে নিজের ওয়ারিশ করেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

ডান হাতে ইস্তিনজা করা মাকরূহ। [১৪]

١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَـرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَـنْ مَعْـمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ .

১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যে কোন ব্যক্তিকে ডান হাত দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন"–(বু, মু, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, সালমান, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মনীষীগণ ডান হাত দিয়ে শৌচ করা মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১২

পাথর বা ঢিলা দিয়ে ইস্‌তিনজা করা।

١٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْـنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ فَقَالَ سَلْمَانُ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْـلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ يَسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ .

১৬। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা)–কে বলা হল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদের শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি পায়খানা–পেশাবের শিষ্টাচার পর্যন্ত। সালমান (রা) বলেন, হাঁ, তিনি আমাদের কিবলামুখী হয়ে পায়খানা–পেশাব করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন –(মু)।

এ অনুচ্ছেদ আইশা, খুযাইমা ইবনে সাবিত, জাবির ও সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত

---

১৪. পায়খানা–পেশাবের পর শৌচ করাকে ইস্তিনজা বলে (অনু.)। পায়খানা–পেশাব অথবা অন্য কোন সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাংগ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। অনুচ্ছেদের শিরোনাম থেকেই তা বুঝা যায়–(মাহমূদ)।

হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, সালমান (রা)-র বর্ণিত হাদীস হাসান এবং সহীহ্। অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিঈর মতে ইস্তিনজায় যদি ঢিলা দ্বারা সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তবে তাই যথেষ্ট, পানির প্রয়োজন নেই। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

দুটি ঢিলা দিয়ে ইস্তিনজা করা।

١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهٖ فَقَالَ الْتَمِسْ لِىْ ثَلاَثَةَ اَحْجَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا رِكْسٌ .

১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।[১৫] তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যাওয়ার সময় (আমাকে) বললেন ঃ আমার জন্য তিন টুকরা পাথর নিয়ে আস। রাবী বলেন, আমি পাথরের দুটি টুকরা এবং শুকনা গোবরের একটি টুকরা নিয়ে আসলাম। তিনি পাথরের টুকরা দু'টো রাখলেন এবং গোবরের টুকরাটা ফেলে দিলেন। তিনি বললেন ঃ "এটা নাপাক জিনিস"-(ই)।

আবু ঈসা বলেন, কায়েস ইবনে রবী এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু উবাইদা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে ইসরাঈল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। মা'মার এবং আম্মার ইবনে যুরাইক আবু ইসহাক থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। যুহাইর আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ থেকে, তিনি নিজ পিতা আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদা আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটির সনদে গরমিল আছে।

আবু ঈসা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারিমীকে[১৬] জিজ্ঞেস করলাম, আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত এসব রিওয়াতের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক সহীহ্? তিনি এর কোন জবাব দিতে পারেননি। আমি এ সম্পর্কে মুহাম্মাদকে (বুখারী) জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও এর কোন জবাব দেননি। আবু ইসহাকের সূত্রে যুহাইর কর্তৃক বর্ণিত

---

১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ সাহাবীদের স্তরে শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ' নাম উল্লেখ থাকলে বুঝতে হবে ইনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) -(মাহমূদ)।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ঃ ইনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম দারিমী (র) -(মাহমূদ)।

হাদীসকে তিনি অধিকতর সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন এবং সহীহ বুখারীতে তা সংকলন করেছেন। আমার মতে ইসহাকের সূত্রে ইসরাঈল ও কায়েস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সর্বাধিক সহীহ। কেননা আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ স্মরণ রাখার ব্যাপারে ইসরাঈল অন্যদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী। তাছাড়া কায়েস ইবনে রবীও তাঁর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু ইসহাকের সূত্রে যুহাইরের বর্ণনা তেমন শক্তিশালী নয়।[১৭] কেননা তিনি তাঁর কাছে শেষ বয়সে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইবনে হাম্বল বলেন, তুমি যদি যাইদা ও যুহাইরের কাছে হাদীস শুনে থাক তাহলে অন্যের কাছে তা শুনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি যদি যুহাইরকে আবু ইসহাকের হাদীস বর্ণনা করতে শুন তাহলে তা অন্যের কাছেও জিজ্ঞেস করে নিও। আবু ইসহাকের নাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ সাবিয়ী হামদানী। আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর পিতার নিকটে কোন হাদীস শুনেননি। তার আসল নাম জানা যায়নি। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন? তিনি বলেন, না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

যেসব বস্তু দিয়ে ইসতিনজা করা মাকরূহ।

١٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

১৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা না শুকনা গোবর দিয়ে আর না হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করবে। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য-(মু)।[১৮]

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, সালমান, জাবির ও ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত

---

১৭. যুহাইর তাঁর উস্তাদ আবু ইসহাকের পরিণত বয়সে তাঁর কাছে হাদীস শুনেছেন। আর এই বয়সের বর্ণনা হাদীসবিদদের বিচারে নির্ভরযোগ্য নয়-(মাহমূদ)।

১৮. হাড় তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য ঃ "ইন্নাহু" শব্দের 'হা' সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল দুটো হতে পারে। (১) সর্বনামটির প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে "হাড়" এবং এই সম্ভবনা অধিক। এর অর্থ ঃ হাড় জিনদের খাদ্য। (২) সর্বনামটি পৃথক পৃথকভাবে 'ইযাম' (হাড়) এবং রাওস (গোবর) উভয়ের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করেছে। গোবরকে জিনদের খাদ্য বলা হয়েছে রূপক অর্থে এবং সামান্যতম সম্পর্কের ভিত্তিতে। কেননা এটা তাদের খাদ্য না হলেও তাদের পশুর খাদ্য। এও

হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ও অন্যরা দাউদ ইবনে আবু হিনদের সূত্রে, তিনি শাবী থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) জিনদের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالعِظَامِ فَانَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ .

"তোমরা শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা কর না। কেননা এটা তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।"

হাফস ইবনে গিয়াসের বর্ণনার চেয়ে ইসমাঈলের বর্ণনা (প্রথম বর্ণনার চেয়ে দ্বিতীয় বর্ণনা) অধিকতর সহীহ। এ হাদীসের উপরই মনীষীরা আমল করেন (গোবর ও হাড় দিয়ে শৌচ করেন না)। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে উমার (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা।[১৯]

١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ الْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَ

হতে পারে যে, গোবর জিনদেরও খাদ্য এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, গোবর কি করে জিনদের খোরাক হতে পারে, অথচ জিনদের মধ্যেও ঈমানদার লোক রয়েছে? আমাদের প্রতি যে নবী প্রেরিত হয়েছেন তাদের প্রতিও সেই একই নবী প্রেরিত হয়েছেন। আমাদের শরীআতই তাদের শরীআত। আর শরীআতের দৃষ্টিতে জীবজন্তুর পায়খানা অপবিত্র। আমাদের পক্ষে এগুলো খাওয়া অবৈধ হলে জিনদের বেলায় তা কি করে বৈধ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, পুরুষ এবং নারীদের শরীআত এক হওয়া সত্ত্বেও রেশম, সোনা এবং রূপার ব্যবহার পুরুষদের পক্ষে হারাম অথচ নারীদের জন্য হালাল। এমনিভাবে সম্ভবতঃ এ নির্দেশের বেলায়ও জিনরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র। তা ছাড়া আমরা একথা বলি না যে, জিনেরা গোবরকে গোবর অবস্থায় ভক্ষণ করে। এও হতে পারে যে, তারা গোবরের মূলরূপ পরিবর্তন করে এবং তা থেকে নির্যাস বের করে এমন অবস্থায় ভক্ষণ করে যে, তাতে গোবরের কোন তাসিরই থাকে না। যেমন সিহাহ সিত্তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জিনেরা গোবর খাওয়ার জন্য স্পর্শ করার সাথে সাথে তা খেজুরে রূপান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে যখন তারা শুকনো, পুরাতন এবং নষ্ট হাড় খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেয় তখন তা তাদের জন্য তাজা গোশতের রূপলাভ করে। এ ক্ষেত্রে গোবর, হাড় ইত্যাদি তাদের খাদ্য হওয়ার পথে কোন বাধা থাকে না –(মাহমূদ)।

১৯. তিনভাবে শৌচ করা যায়। যেমন শুধু পানি দিয়ে শৌচ করা, শুধু পাথর বা মাটি দিয়ে শৌচ করা অথবা প্রথমে ঢিলা ও পরে পানি দিয়ে শৌচ করা। এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে শৌচ করা জায়েয। তবে তৃতীয় পদ্ধতিটি সর্বোত্তম। মরু অঞ্চল ও শীত প্রধান দেশের লোকেরা সাধারণতঃ

أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّيْ أَسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

১৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মহিলাদের) বললেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানি দিয়ে শৌচ করার নির্দেশ দাও। আমি (স্ত্রীলোক হিসাবে) তাদের (এ নির্দেশ দিতে) লজ্জাবোধ করছি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পানি দিয়ে ইস্তিনজা করতেন-(আ, না)।

এ অনুচ্ছেদে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মনীষীগণ এ হাদীসের উপরই আমল করেন। তাঁরা পানি দিয়ে শৌচ করা পছন্দ করেন, যদিও তাদের মতে ঢিলা দিয়ে ইস্তিনজা করলেই যথেষ্ট। তাঁরা সবাই পানি দিয়ে শৌচ করা মুস্তাহাব এবং উত্তম বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক এ মতই পোষণ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়খানার বেগ হলে তিনি রাস্তা থেকে দূরে চলে যেতেন।[২০]

٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ .

২০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়খানার বেগ হলে তিনি রাস্তা থেকে বেশ দূরে চলে গেলেন-(দা, দার, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ, আবু কাতাদা, জাবির, উবায়দ, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও বিলাল ইবনুল হারিস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু

পাথর বা মাটি দিয়ে শৌচ করে থাকে। শুধু পানি দিয়ে শৌচ করে সাবান ব্যবহার করলে অথবা হাত মাটিতে ভাল করে ঘষে নিলে ঢিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। শহরবাসীদের জন্য এটাই সহজ পদ্ধতি। (অনু.)

২০. রাস্তা থেকে দূরে চলে যেতেন ঃ 'আল-মাযহাব' শব্দের 'মীম' অক্ষরটি মাসদারের (ধাতুপদ) অর্থ জ্ঞাপক। অর্থাৎ গমনের মধ্যে। অথবা এটা 'স্থানের আধার' অর্থ জ্ঞাপক। অর্থাৎ তিনি প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা করলে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন -(মাহমূদ)।

ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً .

তিনি সফরে থাকাকালীন অবস্থায় যেরূপ আশ্রয়স্থল খুঁজতেন ঠিক তদ্রূপ পেশাবের জন্য নরম জায়গা খুঁজতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ।

٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسٰى مَرْدَوَيْه قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ وَقَالَ اِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

২১। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে নিজের গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ (মানুষের মনে) অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা (খুঁতখুঁতি) তা থেকেই উৎপন্ন হয়– (দা, না, ই, আ)।

এ অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, এটা গরীব হাদীস। শুধু আশআস ইবনে আবদুল্লাহ এটাকে মহানবী (সা)–এর হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এক দল মনীষী গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে, এর দ্বারা মানুষের সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হয়। অপর দলের মতে, তার অনুমতি আছে। এদের মধ্যে ইবনে সীরীন অন্যতম। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, লোকেরা বলাবলি করছে, 'অধিকাংশ সন্দেহপ্রবণতা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়' এটা কেমন করে? তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রভু, তাঁর কোন শরীক নেই।[২১] ইবনুল মুবারকের মতে, যদি গোসলখানার পানি গড়িয়ে যায় তাহলে সেখানে পেশাব করার অনুমতি আছে।

---

২১. আল্লাহ আমাদের রব, তাঁর কোন শরীক নেই ঃ ইবনে সীরীন তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা) গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। এটা মাকরূহ তাহরীমী নয়। আর যদি গোসলখানা থেকে পেশাব বের হওয়ার কোন পথ থাকে, যেমন পানি ঢেলে দিলেই তা দূর হয়ে যায় তাহলে পেশাব করতে কোন দোষ নেই। (ব্যাখ্যাকারী 'আল্লাহর কোন শরীক নেই' এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ) অসঅসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পেশাবের কোন দখল নেই। কেননা আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী। অসঅসা

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মিসওয়াক করা বা দাঁত মাজা।

٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ اَنْ أَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম-(বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা)-র কাছ থেকে আবু সালামা কর্তৃক বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ। কেননা এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদের মতে যায়েদ ইবনে খালিদের কাছ থেকে আবু সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর সিদ্দীক, আলী, আইশা, ইবনে আব্বাস, হুযাইফা, যায়েদ ইবনে খালিদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, উম্মে হাবীবা, ইবনে উমার, আবু উমামা, আবু আইয়ুব, তাম্মাম ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা, উম্মে সালামা, ওয়াসিলা ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٢٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنْ أَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلأَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ ابْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لاَ يَقُوْمُ اِلَى الصَّلاَةِ اِلاَّ اِسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ اِلٰى مَوْضِعِهِ .

২৩। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য

সৃষ্টি করা এবং না করা তাঁর ইচ্ছাধীন। অসঅসা (খুঁতখুঁতে ভাব) সৃষ্টির ব্যাপারে পেশাবের কোন দখল নেই -(মাহমূদ)।

কষ্টকর হবে বলে মনে না করলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁত মাজার নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামাযের জামাআত এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করতাম-(না, দা,আ)।[২২]

অধঃস্তন রাবী আবু সালামা বলেন, যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) নামাযে উপস্থিত হতেন আর তাঁর কানের গোড়ার ঠিক সেই স্থানে মিসওয়াক থাকত যেখানে লিখকের কলম থাকে। যখনই তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, মিসওয়াক করতেন, অতঃপর তা পুনরায় স্বস্থানে রেখে দিতেন।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত না ধোয়া পর্যন্ত যেন তা পানির পাত্রে ঢুকানো থেকে বিরত থাকে।

٢٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ يُقَالُ هُوَ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

---

২২. শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীগণ উযূর সময় এবং ফরয নামায শুরু করার পূর্বে মিসওয়াক করা জরুরী মনে করেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু উযূর সময় মিসওয়াক করা জরুরী মনে করেন। কেননা নামাযের সময় মিসওয়াক করলে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত বের হয়ে উযু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের মতে, 'প্রত্যেক নামাযের সময় কথাটার অর্থ 'প্রত্যেক উযূর সময়'। (অনু.)

'অবশ্যই আমি প্রতি নামাযের সময় তাদের মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম' ঃ এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে প্রতি নামাযের সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নিষেধ করেন। তিনি মিসওয়াককে সাধারণভাবে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন। যে কোনভাবেই করা হোক, তিনি এটা নিষেধ করেননি। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) কখনও নামাযের সময় মিসওয়াক করতেন। কোন কোন সাহাবীও এরূপ করেছেন। তাঁর এ নিষেধ হযরত আইশা (রা)-র নিষেধের অনুরূপ। আইশা (রা) মুহাসসাব উপত্যকা সম্পর্কে বলেছেন যে, সেখানে অবস্থান সুন্নাত নয়। অথচ নবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ সেখানে অবস্থান করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহ) থেকেও এ মত বর্ণিত হয়নি যে, নামাযের সময় মিসওয়াক

২৪। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে উঠে নিজের হাত দুই অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন তা পানির পাত্রে প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকে। কেননা তার জানা নেই, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে (ঘুমের ঘোরে হয়ত তা লজ্জাস্থানে পৌছে যেতে পারে)–(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, জাবির ও আইশা (রা)–র হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম শাফিঈ বলেন, দিনে অথবা রাতে ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে তা উযুর পানিতে প্রবেশ করানোটা আমি মাকরূহ মনে করি। অবশ্য হাতে নাপাক না থাকা অবস্থায় যদি পাত্রে হাত ঢুকায় তবে পানি নাপাক হবে না। ইমাম আহমাদ বলেন, যদি কেউ রাতের ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করায় তাহলে এ পানি ফেলে দিতে হবে। ইমাম ইসহাক বলেন, কেউ যেন রাতে অথবা দিনে ঘুম থেকে উঠে হাত ধোয়ার পূর্বে তা পানির পাত্রে না ঢুকায়।[২৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

উযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা।

٢٥- حَدَّثَنَا نَصْـرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْـرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِىْ ثِقَالٍ الْمُرِّىِّ

অত্যাবশ্যকীয় ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; যেমন তাঁর মতেও উযুর সময় মিসওয়াক সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকৃত কথা এই যে, নামাযের সময় মিসওয়াক মুস্তাহাব। আবূ হানীফা (রহ) প্রথম থেকেই এ অভিমত পোষণ করেছেন। নামাযের সময় তাঁর মিসওয়াক করতে নিষেধ করার পিছনে মূল কারণ হলো, এ সময় মিসওয়াক করলে মুখ থেকে রক্ত বের হওয়ার আশংকা থাকে এবং জামাআতের সাথে তাহরীমা ছুটে যাওয়ারও আশংকা থাকে। প্রকৃতপক্ষে নামাযের সময় মিসওয়াক জরুরী সুন্নাত নয়। যদি তাই হত তাহলে নবী (সা) এবং সাহাবাদের যুগ থেকে এ সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণিত থাকত। অথচ যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ কানে মিসওয়াক রেখেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই। উসূলে হাদীস এবং ফিক্‌হশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন হাদীস কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয় অথচ ঐ হাদীসটিকে শুধুমাত্র একজন রাবী অন্য একজন থেকে বর্ণনা করেন তখন তার নির্দেশ মুস্তাহাব বলে পরিগণিত হয়। এ হাদীসের বিপরীত সাহাবাদের আমল এটাই প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি জরুরী নয়। আমাদের অভিমতটিও এরূপ –(মাহমূদ)।

২৩. যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগে ঃ এ হাদীস থেকে অনুধাবন করা যায় যে, অল্প পরিমাণ পানিতে সামান্য অপবিত্র বস্তু পতিত হওয়াও এর জন্য ক্ষতিকর। নচেৎ পাত্রে হাত প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না –(মাহমূদ)।

হানাফী মতে, ঘুম থেকে উঠে উযুর পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে তা ধুয়ে নেয়া উত্তম। (অনু.)

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حَوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

২৫। রাবাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবূ সুফিয়ান ইবনে হুআইতিব থেকে তাঁর দাদীর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার (সাঈদ ইবনে যায়েদ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঈদ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযূ হয়নি–(বু, মু, না, আ, দা, ই)।[২৪]

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইবনে সাদ ও আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আহমাদ বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এমন কোন হাদীস আমার জানা নেই যার সনদ শক্তিশালী। ইসহাক বলেন, যদি ইচ্ছাপূর্বক বিসমিল্লাহ না বলা হয় তবে পুনরায় উযূ করতে হবে। আর যদি ভুলে অথবা হাদীসের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করা হয় তাহলে প্রথম উযুই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে রাবাহ ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে উত্তম।

---

২৪. যে ব্যক্তি উযুর সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়নি তার উযূ হয়নি ঃ যাহিরী মাযহাবের কারো কারো মতে উযুর সময় ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ না পড়লে উযূ হয় না। পুনরায় উযূ করতে হবে। ইমাম ইসহাক তাদের অন্যতম। ইমাম শাফিঈ (রহ) উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলাকে নিয়াত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ হাদীস এবং সিহাহ সিত্তায় উল্লেখিত অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে নিয়াত করাকে ফরয বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তাসমিয়াকে ফরয বলেননি। কেননা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কোন কাজ ফরয প্রমাণিত হয় না। অনুরূপভাবে আমরা তাসমিয়াকে নিয়াত বলেও ব্যাখ্যা করি না। আমাদের মতে, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ ঠিকই আছে। অর্থাৎ উযুর সময় বিসমিল্লাহ না পড়লে পরিপূর্ণ উযূ হয় না। এমন নয় যে, ঐ উযূ দিয়ে নামাযই পড়া যাবে না। শরীআতে এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না।" "ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে উদর পূর্ণ অবস্থায় রাত যাপন করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত রয়েছে।" "সেই ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে একটি-দুটি খেজুর এবং এক–দুই গ্রাস খাবার ভিক্ষায় নামায়।" "যার লজ্জাবোধ নেই তার ঈমান নেই।" সর্বস্বীকৃত মতানুসারে এ হাদীসগুলো নফিয়ে কামাল নয়, অর্থাৎ 'পূর্ণ মুমিন নয়' এ অর্থ বহন করে। আলোচিত হাদীসটিও অনুরূপ অর্থবোধক। তাছাড়া উযুর সময় তাসমিয়া ফরয হলে তায়াম্মুমেও তা ফরয হতো। কেননা তায়াম্মুমের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাতে নিয়াতও ফরয। অথবা আমরা বলব, উযূ এবং পবিত্রতা সমার্থবোধক নয়। হাদীস শরীফে তাসমিয়া না পড়লে উযূ হয় না বলে যে উল্লেখ রয়েছে এর অর্থ 'পবিত্রতা অর্জন হয় না' নয়। উযুর অর্থ আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি যা মুমিন ব্যক্তি বিসমিল্লাহর সাথে উযূ করার কারণে কিয়ামতের দিন লাভ করবে। ইমাম তাহাবী (রহ) মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই ঃ "একদা মুহাজির (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দেন। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ইসতিঞ্জা করছিলেন।

٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

২৬। পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ .

২৭। সালামা ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি উযূ কর নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেল[২৫] এবং যখন (পায়খানায়) ঢিলা ব্যবহার কর বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার কর।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, লকীত ইবনে সাবিরাহ, ইবনে আব্বাস, মিকদাম ইবনে মাদিকারিব, ওয়ায়িল ইবনে হুজর ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, সালামা ইবনে কায়েসের হাদীস হাসান এবং সহীহ।

যে ব্যক্তি কুলি করেনি ও নাকে পানি দেয়নি তার উযুর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক দলের অভিমত হল, যে ব্যক্তি উযুর সময় কুলি করেনি ও নাকে পানি দেয়নি এ অবস্থায় সে নামায পড়লে তাকে দ্বিতীয়বার তা পড়তে হবে। তাঁরা উযূ এবং (ওয়াযিব) গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করেছেন। এ দলে রয়েছেন ইবনে আবী লাইলা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক। ইমাম আহমাদ আরো বলেছেন, নাক পরিষ্কার করা কুলি করার চেয়ে অধিক জরুরী ব্যাপার। অন্য এক দল বলেছেন, যদি নাপাকির গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া না হয় তবে পুনরায় নামায পড়তে

হুযূর (সা) অবসর হয়ে বললেন ঃ তোমার সালামের প্রতিউত্তরে আমার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমি পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া অপসন্দ করি।" এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাসমিয়া পড়ার পূর্বেই উযূ করেছেন –(মাহমূদ)।

২৫. নাকের পানি ঝাড় ঃ অর্থাৎ উযুর সময় নাকে যে পানি দেওয়া হয়েছে তা ঝেড়ে ফেল –(মাহমূদ)।

হবে; আর যদি উযূর সময় এটা পরিত্যাগ করা হয় তাহলে পুনর্বার নামায পড়তে হবে না। এটা সুফিয়ান সাওরী ও কূফার কতিপয় লোকের (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারী) বক্তব্য। অপর এক দলের মতে, গোসল অথবা উযূর সময় এ দুটি কাজ পরিত্যাগ করলে নামায পুনর্বার পড়তে হবে না। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। অতএব কেউ যদি ফরজ গোসলে বা উযূর সময় কুলি না করে এবং নাকে পানি না দেয় আর এই উযূ দিয়ে নামায পড়ে নেয় তাহলে পুনর্বার তা পড়তে হবে না। কেননা সুন্নাত ছুটে গেলে বা পরিত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয় না। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা।

٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا .

২৮। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতে ও নাক পরিষ্কার করতে দেখেছি।[২৬] তিনি তিনবার এরূপ করেছেন–(বু, মু)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস হাসান এবং গরীব। মালিক, ইবনে উআইনা ও অন্যরাও আমর ইবনে ইয়াহইয়ার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন এ কথা উল্লেখ করেননি। খালিদ ইবনে আবদুল্লাহই একথা বর্ণনা করেছেন। হাদীস বিশারদদের বিচারে তিনি সিকাহ রাবী এবং হাফেজ।

---

২৬. এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে দেয়া ঃ অর্থাৎ তিনি এক আঁজলা পানি নিয়ে কিছু পানি দিয়ে কুলি করতেন আর কিছু পানি নাকে দিতেন। অতপর দ্বিতীয়বার পানি নিতেন এবং অনুরূপভাবে ব্যবহার করতেন। অতপর তৃতীয়বারও এরূপ করতেন। এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করা জায়েয। এতে পানি 'মুসতামাল' (ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট) বলে গণ্য হবে না। কিন্তু এক আঁজলা পানি তিনবার নাকে ব্যবহার করা জায়েয নেই। এতে মায়ে মুসতামাল বা ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে। কারণ নাক থেকে নির্গত পানি হাতের তালুর অবশিষ্ট পানির সাথে মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেন ঃ এক আঁজলা পানি দিয়ে একই সাথে কুলি করা ও নাকে দেয়া জায়েয। ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবও তাই –(মাহমূদ)।

কতিপয় মনীষী বলেছেন, এক কোষ পানির কিছুটা দিয়ে কুলি করলে ও কিছুটা নাকে দিলে তাতে যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মুখে এবং নাকে দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে পানি নেয়াই উত্তম। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যদিও এক আঁজলা পানি দিয়ে উভয় কাজ করা জায়েয তবুও আমার মতে মুখ ও নাকের জন্য পৃথকভাবে পানি লওয়াই উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

দাড়ি খিলাল করা।

٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِىْ وَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

২৯। আবদুল করীম ইবনে আবুল মুখারিক আবু উমাইয়া থেকে হাসসান ইবনে বিলালের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)–কে উযু করার সময় দাড়ি খিলাল করতে দেখলাম। তাঁকে বলা হল, অথবা তিনি (হাসসান) বলেছেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি (আম্মার) বললেন, কেন? কি অসুবিধা আছে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

৩০। আম্মার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন····· এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মে সালামা, আনাস, ইবনে আবু আওফা ও আবু আইয়ুব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আমি ইসহাক ইবনে মানসূরকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি ঃ ইবনে উআইনা বলেছেন, আবদুল করীম 'দাড়ি খিলাল করা' সম্পর্কিত হাদীস হাসসান ইবনে বিলালের কাছ থেকে শুনেননি।

٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْـنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

৩১। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি খিলাল করতেন [২৭]–(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী পর্যায়ের অধিকাংশ মনীষীর মতে দাড়ি খিলাল করা উচিৎ। ইমাম শাফিঈরও এই মত। ইমাম আহমাদ বলেন, যে ব্যক্তি দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেছে তাতে তার উযুর কোন ক্ষতি হয়নি। ইসহাক বলেন, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দাড়ি খিলাল না করা হয় এবং এই উযূ দিয়ে নামায পড়া হয়ে থাকে তাহলে নামায পুনর্বার পড়তে হবে। আর যদি ভুল করে অথবা হাদীসের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করে দাড়ি খিলাল করা পরিত্যাগ করে তবে নামায পুনর্বার পড়তে হবে না।[২৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

মাথা মাসেহ করার নিয়ম ঃ সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনের দিকে নিতে হবে।

٣٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৩২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাতে মাথা মাসেহ করতেন। তিনি মাথার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে নিতেন; অতপর পেছন দিক থেকে পুনরায় সামনের দিকে এনে

২৭. আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযূ করতেন তখন এক কোষ পানি নিতেন। অতপর তা চিবুকের নীচে দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। তা দিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন আর তিনি বলতেন, আমার প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন–(আবু দাউদ)।

২৮. হানাফী মতে ঘন দাড়ি নীচের দিক থেকে খিলাল করা সুন্নাত (অনু.)।

শুরু করার স্থানে পৌছাতেন। অতপর তিনি উভয় পা ধুতেন–(মা, আ, বু, মু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে মুআবিয়া, মিকদাম ইবনে মাদিকারিব ও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীস সর্বাধিক সহীহ ও সর্বাধিক হাসান। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এভাবেই মাথা মাসেহ করার পক্ষপাতী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

মাথার পেছন দিক থেকে সামনের দিকে মাসেহ করা।

٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِاُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا .

৩৩। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা দু'বার মাসেহ করলেন। তিনি প্রথমবার ঘাড়ের দিক থেকে মাসেহ শুরু করলেন এবং দ্বিতীয়বার মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন।[২৯] তিনি উভয় কানের ভেতর ও বর্হিভাগও মাসেহ করলেন–(আ, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। তবে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীস এ হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। কুফার বিভিন্ন আলেম এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাদের মধ্যে ওয়াকী ইবনুল জাররাহ অন্যতম।

---

২৯. তিনি মাথার পশ্চাদভাগ হতে মাসেহ শুরু করেন ঃ অনেক কয়টি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর আমল ছিল প্রথম হাদীসের অনুরূপ। অর্থাৎ মাসেহ করার সময় তিনি মাথার সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে হাত নিতেন। অধিকাংশ আলেমের অভিমতও তাই। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফাও রয়েছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী এবং তাবিঈ এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসের জবাবে বলা যায়, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এ কাজকে জায়েয বলে বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর অভ্যাসের বিপরীত আমল করেছেন। অথবা অপারগতা বশতঃ এটা করেছেন। অথবা "বাদআ বিমুআখখারি রাসিহি"–এর 'বা' হরফে জার 'ইলা' অর্থ জ্ঞাপক। অনুরূপভাবে 'সুম্মা বিমুকাদ্দামিহি'–এর 'বা' হরফে জারও 'ইলা' অর্থ জ্ঞাপক। অর্থাৎ তিনি সামনের দিক থেকে শুরু করে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে শুরু করে মাথার সামনের দিকে মাসেহ করতেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী দু'টি হাদীসই সহীহ এবং সমার্থবোধক। রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্ণ মাথা মাসেহ করার উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছেন, বারবার মাসেহ করার জন্য নয়–(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

একবার মাথা মাসেহ্ করা।

٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৩৪। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখলেন। তিনি বলেন, তিনি (নবী) মাথার সামনের দিক, পেছনের দিক (সমুদয় মাথা) এবং দুই কানের ভেতর ও বহির্ভাগ একবার করে মাসেহ করলেন।

এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) ও তালহা ইবনে মুসাররিফ ইবনে আমরের দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, রুবাই কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হাসান এবং সহীহ। অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাথা মাসেহ করেছেন।

অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিঈন একবারই মাথা মাসেহ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ ইমামেরও এই মত। যেমন জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক একবার মাথা মাসেহ করার কথা বলেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَيَجْزِئُ مَرَّةً فَقَالَ اِىْ وَاللّٰهِ .

মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উআইনাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি জাফর ইবনে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, একবার মাথা মাসেহ করা যথেষ্ট কি না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! একবারই যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

মাথা মাসেহ করার জন্য পৃথকভাবে পানি নেয়া।

٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযূ করতে দেখলেন। তিনি হাতে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি বাদে নতুন পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করলেন–(মু, দা)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি ইবনে লাহীআ হাব্বানের সূত্রে, তিনি ওয়াসের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাতের পানি ছাড়া নতুন পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করেছেন'–(আ)।

হাব্বানের সূত্রে বর্ণিত আমর ইবনে হারিসের হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কেননা তিনি বিভিন্ন সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) ও অন্য সাহাবীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাসেহ করার জন্য নতুনভাবে পানি নিয়েছেন।" অধিকাংশ মনীষীর মতে, নতুনভাবে পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করা উচিৎ।

অনুচ্ছেদ : ২৮

কানের ভেতরে ও বাইরে মাসেহ করা।

٣٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাসেহ করলেন এবং দুই কানের ভেতরে ও বাইরে মাসেহ করলেন–(না, ই, বা)।

এ অনুচ্ছেদে রুবাই'র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)–র হাদীস হাসান এবং সহীহ। অধিকাংশ মনীষী কানের ভেতর ও বাইরে মাসেহ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৯

দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ

وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন। তিনি মুখমন্ডল ও উভয় হাত তিনবার করে ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন আর বললেন ঃ উভয় কান মাথারই অংশ–(দা, ই)।[৩০]

আবু ঈসা বলেন ঃ কুতাইবা বলেন, হাম্মাদ বলেছেন, 'কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ' কথাটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না আবু উসামার– তা আমি জানি না। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। এ হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। অধিকাংশ সাহাবা ও মনীষীর মতে, কান মাথারই অংশ। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত। কতিপয় মনীষী বলেছেন, কানের অগ্রভাগ মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং গোড়ার দিক মাথার অন্তর্ভুক্ত। ইসহাক বলেন, আমি কানের অগ্রভাগ মুখমন্ডলের সাথে এবং গোড়ার ভাগ মাথার সাথে মাসেহ করা পছন্দ করি। ইমাম শাফিঈ বলেন, কানের অবস্থান অনুসারে এটা স্বতন্ত্র সুন্নাত। নতুনভাবে পান নিয়ে দুই কান মাসেহ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

আংগুল খিলাল করা।

٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ .

৩৮। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিরা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি উযূ কর, আংগুলও খিলাল কর–(আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, মুসতাওরিদ ও আবু আইয়ুব (রা)–র হাদীসও রয়েছে। মনীষীদের মতে উযুর সময় পায়ের আঙ্গুল

৩০. এতে তিনটি মাযহাব রয়েছে। (এক) কান মাথার সাথেই মাসেহ করতে হবে। এটা জমহুর এবং ইমাম আবু হানীফার মত। (দুই) কান মুখমন্ডলের সাথে মাসেহ করতে হবে। (তিন) এ দু'টোর অভ্যন্তরভাগ মুখমন্ডলের সাথে এবং বহির্ভাগ মাথার সাথে মাসেহ করতে হবে। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (রহ)–র এ মতের বিরুদ্ধে দলীল যে, কানকে নতুন পানি দিয়ে মাসেহ করতে হবে। এ হাদীসকে যদিও ইমাম তিরমিযী (রহ) সনদের দিক থেকে দুর্বল বলেছেন কিন্তু অন্যান্য সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং হাদীসের তাত্ত্বিক দিক এর সমর্থক। যেমন ঃ "তিনি মাথার পেছন থেকে শুরু করতেন"– অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সা) কানের ভেতরের এবং বাইরের উভয় দিক থেকেই মাসেহ করেছেন। রুবাই বিনতে আফরা (রা)–র হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) মাথা এবং কান একবার মাসেহ করেছেন – (মাহমূদ)।

খিলাল করতে হবে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এ মতের সমর্থক। ইসহাক বলেন, হাত এবং পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা উচিৎ।

٣٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ .

৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তুমি উযু কর তখন দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুল খিলাল কর–(ই)।[৩১]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

৪০। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ আল–ফিহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, (বাঁ হাতের) ছোট আঙ্গুল দিয়ে দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ মলতেন।–(আ, দা, বা)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি ইবনে লাহীআ ব্যতীত আর কোন রাবীর কাছে এ হাদীসটি শুনিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

পায়ের গোড়ালি ধোয়ার ব্যাপারে যারা সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদেরকে আগুনের ভীতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে।

٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

---

৩১. ঘর্ষণ এবং খিলাল ব্যতীত দুই হাত ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে পানি না পৌছলে তা খিলাল করা ওয়াজিব, অন্যথায় এটা মুস্তাহাব – (মাহমুদ)।

৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের শাস্তি–(বু, মু, না, ই)।৩২

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, মুআইকীব, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, শুরাহবীল ইবনে হাসানা, আমর ইবনুল আস ও ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতার জন্য ধ্বংস রয়েছে"–(আ, বা)।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের নিগূঢ় তত্ত্ব হল, পায়ে যদি মোজা না থাকে তবে (উযুর সময় ধোয়ার পরিবর্তে) পা মাসেহ করা জায়েয নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২
উযুর সময় প্রত্যেক অংগ একবার করে ধোয়া।

٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর প্রতিটি অংগ একবার করে ধুয়েছেন।

এ অনুচ্ছেদে উমার, জাবির, বুরাইদা, আবু রাফে ও ইবনুল ফাকিহি (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাসের হাদীস অধিকতর সহীহ ও অধিকতর হাসান। ইমাম তিরমিযী মহানবী (সা)–এর এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রে উমার (রা)–র কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বর্ণনা সূত্রটি তেমন সহীহ নয়। বরং ইবনে আজলান, হিশাম ইবনে সাদ, সুফিয়ান সাওরী এবং আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ– যায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসারের

---

৩২. অর্থাৎ যারা উযু করার সময় পায়ের গোড়ালি ঠিকমত ধোয় না, ফলে তা শুকনা থেকে যায়। এতে উযু হয় না যার ফলে নামাযও হয় না (অনু.)।

সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)–র সূত্রে এবং তাঁর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা–ই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

উযুর সময় প্রত্যেক অংগ দুইবার করে ধৌত করা।

٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ هُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উযুর সময়) প্রতিটি অংগ দু'বার করে ধৌত করেছেন–(দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। আমি এটা শুধু ইবনে সাওবানের কাছ থেকে জেনেছি, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ফযলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা)–র হাদীস রয়েছে। আবু হুরায়রা থেকে এ বর্ণনাটিও আছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধুয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

উযুর সময় প্রত্যেক অংগ তিনবার করে ধোয়া।

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর প্রত্যেক অংগ তিনবার করে ধুয়েছেন–(দা,না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, রুবাই, ইবনে উমার, আইশা, আবু উমামা, আবু রাফে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা, জাবির, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও উবাই ইবনে কাব (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী (রা)–র হাদীসটি অধিকতর সহীহ ও অধিকতর হাসান। জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের

অভিমত হল, উযুর অংগগুলো একবার ধোয়াতেও উযূ হবে, কিন্তু দু'বার করে ধোয়া উত্তম এবং তিনবার করে ধোয়া সবচেয়ে উত্তম। এর অধিক বার ধোয়াতে কোন ফায়দা নেই। ইবনুল মুবারক বলেন, যে ব্যক্তি তিনবারের অধিক ধোয়, আমার ধারণামতে তার গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হয় সে তিনবারের অধিক ধুইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

উযুর অংগগুলো এক, দুই অথবা তিনবার ধোয়া সম্পর্কে।

٤٥- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ .

৪৫। সাবিত ইবনে আবু সাফিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফরকে (মুহাম্মাদ বাকের) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনাকে কি জাবির (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উযুর অংগ-প্রত্যংগগুলো) কখনও একবার, কখনও দু'বার আবার কখনও তিনবার ধুয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ-(হুঁ)।

٤٦- قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَرَوٰى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ وَحَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ .

৪৬। সাবিত ইবনে আবু সাফিয়্যা (রহ) বলেন, আমি আবু জাফরকে বললাম, জাবির (রা) কি আপনাকে বলেছেন যে, মহানবী (সা) উযুর অংগগুলো একবার করে ধুয়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

এ বর্ণনাটি শরীকের বর্ণনাটির চেয়ে অধিকতর সহীহ। কেননা এটি বিভিন্ন সূত্রে সাবিত থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর শরীক অনেক ভুলের শিকার হন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

যে ব্যক্তি কোন অংগ দু'বার এবং কোন অংগ তিনবার ধোয়।

٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা উযূ করলেন। তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, দুই হাত দুইবার ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় পা দুইবার ধুইলেন–(বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ ছাড়াও কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অংগ একবার এবং কোন অংগ তিনবার ধুয়েছেন।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম অনুমতি দিয়েছেন যে, কেউ যদি উযুর সময় কোন অংগ দু'বার, কোন অংগ তিনবার এবং কোন অংগ একবার ধোয় তবে তাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উযূ করতেন।

٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৪৮। আবূ হাইআ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)–কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এবং ভাল করে পরিষ্কার করলেন; তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন, একবার মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় পা গোছা পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযুর অবশিষ্ট পানি তুলে নিয়ে তা

দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূ কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখানোর জন্যই আমি এরূপ করা পছন্দ করলাম।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, রুবাই ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)-র হাদীসও রয়েছে।

٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ ذَكَرَ عَنْ عَلِىٍّ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ حَيَّةَ اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ اَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ .

৪৯। আবদে খাইর আলী (রা)-র সূত্রে আবু হাইআ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদে খাইরের বর্ণিত হাদীসের শেষের অংশ নিম্নরূপ ঃ তিনি যখন উযূ শেষ করতেন তখন অবশিষ্ট পানি হাতের আঁজলে নিয়ে পান করতেন।

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা)-র কাছ থেকে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

উযূর শেষে পরিধানের কাপড়ে পানি ছিটানো।

٥٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ السَّلِيْمِىُّ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ الْهَاشِمِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ .

৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনি উযূ করেন, (পরিধেয় বস্ত্রে) পানি ছিটিয়ে দিন -(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এটা গরীব হাদীস। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, হাসান ইবনে আলী[৩৩] একজন প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। এ অনুচ্ছেদে আবুল হাকাম ইবনে সুফিয়ান, ইবনে আব্বাস, যায়েদ ইবনে হারিসা ও আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। কতিপয় হাদীস বিশারদ বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে হাকাম অথবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান এ হাদীসের সনদে গরমিল (ইদতিরাব) করেছেন।

---

৩৩. ইনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নন, বরং হাদীসের একজন অধস্তন রাবী- (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

কষ্ট সত্ত্বেও সুন্দরভাবে উযু করা।

٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ .

৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের বলে দেব না, আল্লাহ কি দিয়ে (মানুষের) গুনাহ মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেন ঃ কষ্ট সত্ত্বেও উত্তমরূপে উযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামায শেষ করে পরবর্তী নামাযের জন্য প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল 'রিবাত' (প্রস্তুতি) –(মা, মু, না, ই)।

٥٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ نَحْوَهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِى حَدِيْثِهِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ثَلاَثًا .

৫২। আলা (রহ) থেকে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীসে (মহানবীর কথাটা এভাবে) উল্লেখ করেছেন ঃ "এটাই তোমাদের জন্য রিবাত, এটাই তোমাদের জন্য রিবাত, এটাই তোমাদের জন্য রিবাত।" এ কথাটা (এ বর্ণনায়) তিনবার উল্লেখিত হয়েছে।[৩৪]

এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, উবাইদা (ইবনে আমর), আইশা, আবদুর রহমান ইবনে আইশ ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু

---

৩৪. 'রিবাত' শব্দের অর্থ (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত রক্ষার কাজে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। হাদীসে এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকাকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা' কথাটার দু'রকম অর্থ হতে পারে; দূরের স্থান থেকে মসজিদে আসা অথবা নিয়মিত মসজিদে আসা (অনুবাদক)।

এটাই তোমাদের সীমান্ত পাহারা দেয়া। "এটা হাদীসের শেষ বাক্য অর্থাৎ "এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা"–এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। মূলে 'রিবাত' অর্থ এমন দল যারা সীমান্তে শত্রুর বিরুদ্ধে পাহারায় নিয়োজিত থাকে, যাতে শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে। অর্থাৎ সৈন্যদের জিহাদের অপেক্ষায় রত থাকা। হাদীসের অর্থ হবে ঃ এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষা করা শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদের সমতুল্য – (মাহমূদ)।

ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীস হাসান ও সহীহ। আলা ইবনে আবদুর রহমান- ইনি ইয়াকুব আল-জুহানীর পুত্র এবং হাদীস বিশারদদের মতে সিকাহ রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

উযুর পর রুমাল ব্যবহার করা।

٥٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ اَبِىْ مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ .

৫৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল। উযু করার পর এটা দিয়ে তিনি (উযুর অংগসমূহ) মুছে নিতেন।

এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّاَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ .

৫৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি- তিনি উযু করে তাঁর কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন -(বা)।

আবু ঈসা বলেন, এটা গরীব হাদীস এবং এর সনদ দুর্বল। এ হাদীসের রাবী রিশদীন ইবনে সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। হযরত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও শক্তিশালী নয়। কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবু মুআয সম্পর্কে লোকেরা বলেন, ইনি হলেন সুলাইমান ইবনে আরকাম। ইনি মুহাদ্দিসদের বিচারে দুর্বল রাবী। এ অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

কতিপয় সাহাবী ও তাদের পরবর্তী কালের একদল মনীষী উযুর পরে রুমাল ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা উযুর অংগ মোছা মাকরূহ মনে করেন তাদের মতে উযুর পানি ওজন দেওয়া হয়। অতএব এটা মুছে ফেলা ঠিক নয়। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও যুহরী এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম যুহরী বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي وَهُوَ عِنْدِيْ ثِقَةٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اِنَّمَا كُرِهَ الْمِنْدِيْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لِاَنَّ الْوُضُوْءَ يُوْزَنُ .

উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা আমি মাকরূহ মনে করি। কেননা উযূকে ওজন করা হয়।[৩৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

উযূর পর যা বলতে হবে।

٥٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَاَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

৫৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করার পর বলে ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল; হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর", তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। সে নিজ ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করতে পারবে।

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসে যায়েদ ইবনে হুবাবের কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ হাদীসটি অপর একটি সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কোন সূত্রেই খুব একটা সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবু ইদরীস উমারের কাছে কোন কিছুই শুনেননি।[৩৬]

৩৫· উযূ মাপা হবে ঃ অর্থাৎ উযূর পর অংগ–প্রত্যংগে যে পানি অবশিষ্ট থাকে এবং শরীর যা চুষে নেয়, কিয়ামতের দিন তা ওজন দেয়া হবে। এখানে শরীর থেকে মাটিতে পতিত হওয়া পানি বুঝায় না – (মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযূ করা।

٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَبِى رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

৫৬। সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'এক মুদ্দ' পানি দিয়ে উযূ করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন –(আ, মু, ই)।[৩৭]

এ অনুচ্ছেদে আইশা, জাবির ও আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, সাফীনার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, উযূ এক মুদ্দ এবং গোসল এক সা পানি দিয়েই করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, হাদীসের তাৎপর্য এটা নয় যে, এক মুদ্দ বা এক সা-এর বেশী বা কম পানি ব্যবহার জায়েয নয়, বরং উযূ ও গোসলের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ পানি ব্যবহার করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

উযুর মধ্যে পানির অপচয় মাকরূহ।

٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ .

---

৩৬. অর্থাৎ কোন বর্ণনায় আবু ইদরীসের পরে উকবা ইবনে আমের রয়েছেন, আবার কোন বর্ণনায় আবু ইদরীস এবং আবু উসমানের পরে জুবায়ের ইবনে নুফায়ের রয়েছেন এবং তিনি উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার কোন বর্ণনায় আবু ইদরীস ও উমার (রা)-র মাঝে কোন রাবী নেই। "খুব একটা সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই", তিরমিযী একথা দ্বারা এদিকে ইংগিত করেছেন যে, অনুচ্ছেদে কোন কোন বর্ণনা সহীহ এবং তা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে "হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর" বাক্যের উল্লেখ নেই। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এ হাদীসের পর্যালোচনা করেছেন এবং আল্লামা শওকানী তাঁর নাইলুল আওতার গ্রন্থে তা সন্নিবেশ করেছেন। বুলূগুল মরামের ভাষ্যগ্রন্থ মিসকুল খিতাম গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা দেখুন- (অনু.)।

৩৭. জারীর বলেন, এক সময় আলী ইবনে মুজাহিদ (অধঃস্তন রাবী) এই হাদীসটি আমার কাছে পাঠ করেন। অতপর তিনি চলে যান এবং আমি হাদীসটি ভুলে যাই। পুনরায় কিছু দিন পর তিনি

৫৭। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ উযুর সময় (সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি করার জন্য) একটি শয়তান রয়েছে। তার নাম 'ওয়ালাহান' বলে কথিত। অতএব উযুর সময় পানি ব্যবহারে অসওয়াসা থেকে সতর্ক থাক –(আ,ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)–র হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি গরীব। হাদীস বিশারদদের মতে এর সনদ শক্তিশালী নয়। কেননা খারিজা ছাড়া আর কেউ এ হাদীসকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কতিপয় সূত্রে এটাকে (হাদীসটিকে) হাসান বসরীর কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] এ অনুচ্ছেদে মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। হাদীস বিশারদদের কাছে খারিজা তত সবল রাবী নন। ইবনুল মুবারক তাঁকে দুর্বল রাবী সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে উযু করা।

٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرِ طَاهِرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ اَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّاُ وُضُوْءً وَّاحِدًا .

৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করতেন,[৩৯] তিনি পবিত্র (উযু অবস্থায়) থাকলেও করতেন

আমার নিকট এসে আমাকে সম্পূর্ণ হাদীসটি পড়ে শুনান। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি এ হাদীসটি কার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলী ইবনে মুজাহিদ বলেন, আপনার কাছে শুনেছি। আপনি ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমি ভুলিনি। আলী ইবনে মুজাহিদ আমার দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সংরক্ষণকারী এবং বিশ্বস্ত। যদিও আমি হাদীসটি ভুলে গিয়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং সংরক্ষণের উপর আমার আস্থা রয়েছে– (মাহমূদ)।

মুদ্দ এবং সা তৎকালীন আরবদের ওজন–পরিমাপের একক বিশেষ। এক মুদ্দ প্রায় এক সেরের সমান এবং চার মুদ্দে এক সা হয় (অনু.)।

৩৮. হাসান থেকে ঃ সকলের মতে এটা হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত একটি মাওকূফ হাদীস। এটা নবী (সা) থেকে বর্ণিত 'মারফূ' হাদীস নয় – (মাহমূদ)।

৩৯. রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি নামাযের জন্য উযু করতেন ঃ এ মাসআলায় দুটো মাযহাব রয়েছে। এক দলের মতে মহানবী (সা)–এর জন্য প্রতি নামাযের সময় নতুন উযু করা ফরজ ছিল। অবশ্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কোন কোন ক্ষেত্রে একই উযু দিয়ে তাঁর জন্য একাধিক নামায পড়ার অনুমতিও ছিল। যেমন মক্কা বিজয়ের দিন এবং সফরকালে যোহর ও আসরের নামায একত্রে

এবং অপবিত্র (উযুহীন অবস্থায়) থাকলেও করতেন। হুমাইদ বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি করেন? তিনি বললেন, আমরা একই উযূতে কাজ সারি।[৪০]

আবূ ঈসা বলেন, আনাসের বর্ণিত হাদীস হাসান এবং গরীব। এ পর্যায়ে আমর ইবনে আমের কর্তৃক আনাসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাদীস বিশারদদের কাছে মশহুর। কতিপয় মনীষীর মতে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব, তবে ওয়াজিব নয়।

٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ فَاَنْتُمْ مَا كُنْتُم تَصْنَعُوْنَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ .

৫৯। আমর ইবনে আমের আনসারী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সময় নতুনভাবে উযূ করতেন। আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি করেন? তিনি বললেন, আমাদের উযূ ছুটে না গেলে একই উযূতে আমরা সব ওয়াক্তের নামায পড়ে নেই -(দা, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর হাদীস বর্ণিত আছে : তিনি (নবী সা) বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ .

যে ব্যক্তি উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূ করে, আল্লাহ তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেন।

কিন্তু এ হাদীসের সনদ যঈফ। হিশাম ইবনে উরওয়া বলেন, এ হাদীসের সনদ পূর্ব এলাকার (মেদীনার লোকেরা বর্ণনা করেনি, বসরা ও কূফার লোকেরা বর্ণনা করেছে)।

পড়ার সময় তিনি একই উযূতে তা পড়েছেন। উম্মাতের জন্য প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন করে উযূ করা ফরজ নয়। অপর দলের মতে প্রতি নামাযের সময় নতুন উযূ করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ফরজ ছিল না। বরং একই উযূতে তাঁর এবং উম্মাতের জন্য একাধিক নামায পড়ার অনুমতি ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) ফরজ নামাযের সময় নতুন উযূ করতেন। কোন কোন সাহাবীও তাই করতেন -(মাহমূদ)।

৪০. অর্থাৎ উযূ থাকলে তা দিয়ে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযও পড়ে নেই। আর উযূ ছুটে গেলে পুনরায় উযূ করে নেই (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

নবী (সা) একই উযূতে সমস্ত নামায পড়েছেন।

٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ .

৬০। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে উযূ করতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন একই উযূ দিয়ে সব ওয়াক্তের নামায পড়লেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন। উমার (রা) বললেন ঃ আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। তিনি (সা) বলেন, আমি ইচ্ছা করেই এটা করলাম –(বু, দা, না, ই, আ)।[৪১]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি আলী ইবনে কাদিম–সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাটুকুও আছে ঃ "তিনি একবার একবার উযূ করেছেন।" সুফিয়ান সাওরী তাঁর সনদ পরম্পরায় বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুনভাবে উযূ করতেন। ওয়াকীও তাঁর সনদ পরম্পরায় বুরাইদার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী ও অন্যরা অপর এক সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ওয়াকীর বর্ণনার তুলনায় অধিকতর সহীহ।

মনীষীদের অভিমত হল উযূ যতক্ষণ ছুটে না যাবে, ততক্ষণ একই উযূতে একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়া যাবে। তাদের কেউ কেউ কল্যাণ লাভের আশায় প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে উযূ করাটা মুস্তাহাব মনে করেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছেঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ .

---

৪১. যতক্ষণ উযূ ছুটে না যায়, একই উযূ দিয়ে একাধিক নামায পড়া যায়। এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মহানবী (সা) একই উযূ দিয়ে একাধিক নামায পড়েছেন। তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব। যেসব কাজ করতে উযূর প্রয়োজন হয়, উযূ করার পর এরূপ কোন কাজ না করে পুনরায় উযূ করাকে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন (অনু.)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উযুতে যোহর এবং আসরের নামায পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

একই পাত্রের পানি দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উযু করা।

٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মাইমূনা (রা) অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে নাপাকির (ফরজ) গোসল করেছি –(মু, বু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। সমস্ত ফিক্‌হবিদের এটাই অভিমত, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক (স্বামী-স্ত্রী) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করায় কোন দোষ নেই। এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, আনাস, উম্মে হানী, উম্মে সুবাইয়া, উম্মে সালামা, ইবনে উমার ও আবু শা'ছা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু শা'ছার নাম জাবির ইবনে যায়েদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে যাওয়া পানির ব্যবহার।

٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ .

৬২। বনী গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলাদের (উযু ক গোসল করার পর) বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুরুষদের) নিষেধ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, কোন কোন ফিক্‌হবিদ মহিলাদের উযু-গোসলের পর বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। কিন্তু তাঁরা মহিলাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য-পানীয়ের ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটি ধরেননি।

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ اَوْ قَالَ بِسُوْرِهَا .

৬৩। হাকাম ইবনে আমর আল–গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের উযু–গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করতে নিষেধ করেছেন।[৪২] অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি স্ত্রীলোকদের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন –(আ, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এটা হাসান হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার তাঁর হাদীসে বলেছেনঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের উযু–গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন"। এ বর্ণনায় বাশশার সন্দেহ প্রকাশ করেননি –(দা, ই, আ)।

---

৪২. ইমাম আবু হানীফা (রহ) এবং জমহুরের মতে স্ত্রীলোকের উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের উযু করতে কোন দোষ নেই। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিষেধ একারণে ছিল না যে, স্ত্রীলোকদের উযুর অবশিষ্ট পানি নাপাক হয়ে যায়। আর এটা কিভাবে হতে পারে? কেননা যদি এ নিষেধ নাপাক হওয়ার কারণেই হতো তাহলে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের বেলায়ও তাদের পস্পরের অবশিষ্ট উযুর পানি ব্যবহার নিষদ্ধ হতো। এমনকি একজন স্ত্রীলোকের উযূর পর অবশিষ্ট পানি তার নিজের পক্ষেও পুনরায় ব্যবহার নিষিদ্ধ হতো। কেননা স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য নাপাক সম্পর্কিত হুকুম এক। এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকের ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করা নিষেধ হওয়ার কারণ নাপাক হওয়ার ফলে নয়, বরং এর কারণ অন্য কিছু।

অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে যে সকল হাদীস স্ত্রীলোকের উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ করে, সেগুলো অনুমতিসূচক হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে কোনটিকেই নাসেখ বা মনসূখ না বলাই উত্তম। কারো করো মতে বেগানা স্ত্রীলোকের উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু নিষিদ্ধ। এতে ফাসাদ সৃষ্টির এবং কুপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ার আশংকা থাকে। কিন্তু এটা সঠিক ব্যাখ্যা নয়। কারণ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "তারা যেন একত্রে আঁজলা ভরে নেয়।" কেননা এটা তো আরো খারাপ। ব্যাপারটি ঐ ব্যক্তির মত যে বৃষ্টি হতে পলায়ন করে জল প্রপাতের নীচে আশ্রয় নেয়। কেননা একত্রে আজঁলা ভরে পানি লওয়ার মধ্যে

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

মহিলাদের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে।

٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ .

৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী একটি গামলাতে গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে উযূ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি (স্ত্রী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ (নাপাক ব্যক্তির স্পর্শে) পানি নাপাক হয় না (যদি তার হাতে ময়লা না থাকে) –(দা, না, ই, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও শাফিঈর এটাই মত (স্ত্রীলোকদের উযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষলোক উযূ করতে পারে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

পানিকে কোন জিনিস নাপাক করতে পারে না।

٦٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

আরো বেশী ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে। ফলে এই নিষেধকে তানযীহী বলাই উত্তম। নিষেধের কারণ এই যে, মহানবী (সা)–এর যুগে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, স্বামী–স্ত্রী একত্রে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে উযূ করত। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উযূর সময় পাত্রে পানির ছিঁটা পড়তে পারে, আর এতে অন্তরে সংশয়ের সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ্ই জানেন পানি কি অপবিত্র না পবিত্র। নারী পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রমনা হলে তার উযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে কোন দোষ নেই (মাহমূদ)।

৬৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বীরে বুদাআ নামক কূপের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? এটা এমন একটি কূপ যাতে হায়েযের ন্যাকড়া, মরা কুকুর ও আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "পানি পাক, কোন জিনিসই তা নাপাক করতে পারে না [৪৩]–(আ)।

আবু ঈসা বলেন, এটা হাসান হাদীস। আবু উসামা এটাকে উত্তম সনদে উল্লেখ করেছেন। কেউ এটাকে তাঁর চেয়ে উত্তম সনদে বর্ণনা করেননি। হাদীসটি একাধিক সনদে আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

ঐ সম্পর্কেই।

٦٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন পানির বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, যা অরণ্য ও জনশূন্য প্রান্তরে জমা হয়ে থাকে এবং যা পান করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হিংস্র জীব ও বন্য জন্তু এসে থাকে। তিনি বললেন ঃ পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না।[৪৪]

---

৪৩. এই মাসআলায় তিনটি মাযহাব রয়েছে। (১) আসহাবে যাওয়াহিরের মতে পানি কোন অবস্থায় নাপাক হয় না। তাদের মতে পানি কম হোক বা বেশী হোক তার গুণাগুণ পরিবর্তিত হোক বা না হোক এতে কিছু যায় আসে না। (২) ইমাম মালেক (রহ)–র মতে পানির রং বা স্বাদ বা গন্ধের পরিবর্তন না ঘটলে তা অপবিত্র হয় না। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন একটির পরিবর্তন না ঘটলে তাঁর মতে পানি অপবিত্র হয় না। (৩) ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, জমহুর এবং আহলে হাদীসের মতে অল্প পানিতে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। তবে অল্প এবং অধিক পানির পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন –(মাহমূদ)।

বুদাআ কূপটি মদীনায় অবস্থিত ছিল। তার পানি প্রবহমান ছিল। ফলে আবর্জনা ও নাপাকি পানির প্রবাহের সাথে দূর হয়ে যেত (অনু.)।

৪৪. পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না ঃ ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, পানির কলসী বা মটকাকে কুল্লা বলা হয়। আবু ঈসা বলেন, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত, পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না, যতক্ষণ তার গন্ধ অথবা স্বাদ পরিবর্তিত না হয়। তাঁরা এ কথাও বলেছেন, দুই মটকার অর্থ কম-বেশী পাঁচ মশকের সমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা মাকরূহ।

٦٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ

শাফিঈ এ ক্ষেত্রে একমত যে, অল্প পানি অপবিত্র হয়, কিন্তু অধিক পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না হলে তা অপবিত্র হয় না। এ ঐক্যমত পোষণের পর তাঁরা অল্প এবং অধিক পানির পরিমাণ নির্ধারণে মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শরীআতের হুকুম নির্ধারণকারী মহান নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে অল্প এবং বেশী পানির পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। বরং এটা বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ অল্প ও অধিক পানির পরিমাণ নির্ধারণে একটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে তা অধিক বলে বিবেচিত হবে। পানি এর কম হলে তা অল্প পানি বলে গণ্য হবে। হানাফীদের মতে এ ধরনের হাদীস থেকে পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এর রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে দুর্বল। এমনকি তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, আমি মাকামে ইবরাহীম এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি মিথ্যাবাদী। শাফিঈ বিশেষজ্ঞরা তাঁর হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তারা বলেছেন, এ হাদীসটি দলীলের উপযোগী নয়।

(দুই) কুল্লা শব্দের বর্ণনায় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। কোন বর্ণনায় দুই কুল্লা, কোন বর্ণনায় তিন কুল্লা এবং কোন বর্ণনায় চার কুল্লা উল্লেখ আছে। সুতরাং দুই কুল্লার মধ্যে পরিমাণ নির্ধারণ করা কি করে সম্ভব?

(তিন) কুল্লা শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। এর অর্থ কলস, মশক, পাহাড়ের চূড়া, ব্যক্তির অবয়ব এবং উট। যদি এ মটকাকে বিশেষ করে হাজার নামক স্থানের মটকা বলেই নির্দিষ্ট করা হয়, তবে তাও ছোট-বড় বিভিন্নরূপ হতে পারে। সুতরাং কি করে অধিক পানির পরিমাণ শুধুমাত্র দুই মটকা বলে প্রমাণ হয়?

অতএব এটা বলাই উত্তম যে, "দুই মটকা" পানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করার জন্য নয়, বরং বিশেষজ্ঞের মতে যা অধিক পানি বলে বিবেচিত হবে তাই অধিক। যদি তাঁর মতে এক মটকা পরিমাণ পানিও অধিক পানি বলে বিবেচিত হয় তবে তাও অপবিত্র হবে না। দুই মটকা পরিমাণ পানির তো কথাই নেই। হেদায়ার সংকলক দুই মটকা পরিমাণ পানি 'অপবিত্রতা বহন করে না' অর্থ 'অপবিত্র হয় না' বলে যে জবাব দিয়েছেন তা আরবদের পরিভাষার বিপরীত। কেননা তাদের নিকট 'অপবিত্রতা বহন করে না' বাক্যটি 'অপবিত্র নয়' অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় সরাসরি 'অপবিত্র হয় না' বলেও উল্লেখ আছে -(মাহমূদ)।

أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ .

৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে, অতঃপর তা দিয়েই উযূ করে –(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা)–এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

সমুদ্রের পানি পাক।

٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا الْأَنصَارِيُّ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ اَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৬৮। মুগীরা ইবনে আবু বুরদা থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)–কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করি এবং সাথে করে সামান্য মিঠা পানি নেই। যদি আমরা তা দিয়ে উযূ করি তাহলে পিপাসায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল" –(দা, না, ই, দার)।[৪৫]

---

৪৫. ইমাম আবু হানীফার মতে, 'সমুদ্রের মৃত জীব' বলতে শুধু মরা মাছকেই বুঝানো হয়েছে। এ জীবটি খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া জায়েয কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে (অনু.)।

মাটির বুকে যেমন হাজারো রকমের প্রাণী রয়েছে, তেমনি পানির জগতেও রয়েছে অসংখ্য প্রাণী। দিন দিন সমুদ্র বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে– এ সম্পর্কে আমরা ততই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। পানির জগতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ফিক্‌হবিদদের সর্বাধিক

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতে, পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয। অপর এক দল ফিক্‌হবিদের মতে, নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাণী ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। আর হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, পানির জগতের সকল প্রকারের মাছ খাওয়া হালাল। তাছাড়া আর সব প্রাণীই হারাম। আরেক দল ফিক্‌হবিদের মতে, স্থলভাগের যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম, পানির জগতের ঐ জাতীয় প্রাণীগুলো ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। কুরআন মজীদের আয়াতে 'বাহর' (সমুদ্র) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি সর্ব প্রকার জলাশয় তার অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাফসীরকারের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হল।

আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসী (রহ্) লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমার (রা) এবং কাতাদার মতে "সমুদ্রের শিকার" বলতে পানিতে বসবাসকারী যেসব প্রাণী শিকার করা হয় এবং পরে মারা যায়- তা বুঝানো হয়েছে। আর "সমুদ্রের খাদ্য" বলতে সমুদ্র যেসব প্রাণী মৃত অবস্থায় (উপরিভাগে) নিক্ষেপ করে- তা বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইবনে জারীর, মুজাহিদ এবং ইবনে আব্বাস (রা)-র অপর মত অনুযায়ী প্রথমটির অর্থ 'সমুদ্রের তাজা খাবার' আর দ্বিতীয়টির অর্থ 'লবণ'- (তাফসীরে রূহুল মাআনী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩০)।

আল্লামা ফাখরুদ্দীন রাযী (শাফিঈ) বলেন, 'শিকার' শব্দের অর্থ যেসব প্রাণী শিকার করা হয়। পানির জগতের যেসব প্রাণী শিকার করা হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাছ এবং এই শ্রেণীভুক্ত সকল প্রাণী, তা খাওয়া হালাল। (২) ব্যাঙ এবং এই শ্রেণীভুক্ত সকল প্রাণী, তা খাওয়া হারাম। (৩) উল্লেখিত দুই প্রকার প্রাণীর বাইরে যেসব প্রাণী রয়েছে তা হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম। ইবনে আবু লাইলা এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে তা খাওয়া হালাল। 'সমুদ্র' শব্দের অর্থ নদীনালা ইত্যাদির যাবতীয় পানি। "সমুদ্রের শিকার" বলতে যেসব প্রাণী কেবল পানিতেই বসবাস করে তাকে বুঝায়। কিন্তু যেসব প্রাণী কিছুক্ষণ স্থলভাগে এবং কিছুক্ষণ জলভাগে বসবাস করে তা স্থলভাগের শিকার হিসাবেই গণ্য হবে। অতএব কাছিম, কাকড়া, উড়োক মাছ, ব্যাঙ, পানির পাখি ইত্যাদি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে- (তাফসীরে কাবীর, ১২শ খন্ড, পৃ ৯৭-৯৮)।

ইমাম কুরতুবী (রহ্) বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, যাবতীয় প্রকারের মাছ খাওয়া যাবে। এছাড়া পানিতে বসবাসকারী অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। ইমাম মালিক, শাফিঈ, ইবনে আবু লাইলা, আওযাঈ এবং আশজাঈর বর্ণনা অনুযায়ী- সুফিয়ান সাওরী এবং জমহুরের মতে পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল, তা মাছ হোক বা অন্য কোন প্রাণী, তা শিকারের মাধ্যমে হস্তগত হোক অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক। কিন্তু ইমাম মালিক সামুদ্রিক শূকর (দেখতে সম্পূর্ণ মাছের মত) খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন এই নামের কারণে, তবে হারাম মনে করতেন না। ইমাম শাফিঈর মতে, সামুদ্রিক শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব খেতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈর মতে ব্যাঙ এবং এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু ইমাম মালিকের মতে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে ডলফিন, উড়োক পাখি এবং কুমীর খাওয়া হারাম।

আতা ইবনে আবু রবাহকে উভচর প্রাণী (ইবনুল-মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে না জলভাগের শিকার? তিনি জওয়াবে বললেন, তা অধিকাংশ সময় যেখানে বসবাস করে এবং যেখানে বাচ্চা দেয় সেখানকার প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। উভচর প্রাণী সম্পর্কে সঠিক কথা হচ্ছে তা স্থলভাগের প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইবনুল আরাবীর মতে, তা হারাম। কেননা এগুলোর হালাল হওয়া বা

হারাম হওয়া সম্পর্কে উভয় দিকের দলীল রয়েছে। অতএব সতর্কতার খাতিরে হারাম হওয়ার দলীলই অগ্রাধিকার পাবে (আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

আবু বাক্র আল-জাস্‌সাস (হানাফী) বলেন, আমাদের মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, "মাছ ছাড়া পানির জগতের অন্য কোন প্রাণী খাওয়া যাবে না।" সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। ইবনে আবু লাইলা বলেন, ব্যাঙ, সামুদ্রিক সাপ ইত্যাদি পানির যে কোন প্রাণী খাওয়ায় দোষ নেই। মালিক ইবনে আনাসেরও এই মত। ইমাম আওযাঈ বলেন, সমুদ্রের যাবতীয় শিকার খাওয়া হালাল। লাইস ইবনে সা'দ বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব, সামুদ্রিক কুকুর এবং সামুদ্রিক ঘোড়া খাওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু সামুদ্রিক শূকর খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফিঈর মতে পানির জগতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীই হালাল। এগুলোকে কাবু করাই হচ্ছে যবেহ করা (অস্ত্র দিয়ে গলা কাটার প্রয়োজন নেই)। সামুদ্রিক শূকর খাওয়াও দোষের ব্যাপার নয়।

যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেছেন তাঁরা "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হল-" আয়াতকে নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা আয়াতটি সাধারণ নির্দেশ জ্ঞাপক। এতে কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। কিন্তু (এই তাফসীরকারের মতে) উল্লেখিত আয়াত তাঁদের এই মতের সমর্থন করে না। কেননা আয়াতটি কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ করেছে মাত্র। তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার দিকে এ আয়াত ইংগিত করে না, অনন্তর যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেন, তাঁদের এ মত মহানবী (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত হয় ঃ "আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব হালাল করা হয়েছে, মাছ এবং টিডডি"-(ইবনে মাজা)। অতএব এই দুই প্রকারের মৃতজীবকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য মৃতজীব হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমাদের জন্য মৃতজীব হারাম করা হয়েছে"-(বাকারা ঃ ১৭৩; নাহল ঃ ১১৫) এবং "কিন্তু যদি মৃতজীব হয়, তা হারাম"-(আনআম ঃ ১৪৪)। সামুদ্রিক শূকরও হারাম। কেননা কুরআন মজীদে তা হারাম করা হয়েছে।

হযরত উসমান (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান বলেন, "এক ডাক্তার মহানবী (সা)-এর কাছে ঔষধের কথা উল্লেখ করে। সে তাঁকে আরো জানায় যে, ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী হয়। মহানবী (সা) তা নিষেধ করেন।" ব্যাঙ হচ্ছে পানির প্রাণী। তা খাওয়া এবং কোন কাজে লাগানো জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা হত্যা করতে নিষেধ করতেন না। এ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাঙ খাওয়া যখন হারাম প্রমাণিত হয়, তখন এর দ্বারা পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী (মাছ ছাড়া) খাওয়া হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা এ দুটি প্রাণীর মধ্যে (জলজ প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে) কেউ কোনরূপ পার্থক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে হাদীস (সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল) বর্ণিত হয়েছে তা জলভাগের সব প্রাণী হালাল হওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী সাঈদ ইবনে সালামা অপরিচিত ব্যক্তি (আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৪৭৯-৮০)।

আবু বাক্র আল-জাস্‌সাস (রহ) জমহুরের দলীল- কুরআনের আয়াতের জওয়াবে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত নয়। কারণ উল্লেখিত আয়াতে যদি সমুদ্রের বুকে শুধু শিকারকার্যকেই হালাল করা হয়ে থাকে এবং শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল না করা হয়ে থাকে তবে ঐ শিকারকার্য হালাল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া আয়াতেই তো পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, "সমুদ্রের খাদ্য" এবং "তা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের পাথেয়।" দ্বিতীয়ত, তিনি আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াবে যা বলেছেন- তাও খুব

একটা শক্তিশালী বক্তব্য নয়। কারণ হানাফী আলেমদের মতেই কোন যঈফ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তা আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না এবং তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়াও উল্লেখিত হাদীসটি আবু বুরদা (রা), জাবির (রা) এবং ফিরাসী (রা)-র সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। জাস্‌সাস তাঁর তাফসীরেই ঐ সূত্রগুলো উল্লেখ করেছেন। অনন্তর এ হাদীসে যে বক্তব্য রয়েছে তার সমর্থনে আরো একাধিক হাদীস বর্তমান রয়েছে। অতএব একথা স্বীকার করতে কোন দোষ নেই যে, এক্ষেত্রে আমাদের হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহুরের দলীল প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

মরে পানির উপরিভাগে ভেসে উঠা মাছকে বলা হয় তাফী। আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, এ জাতীয় মাছ খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আসহাবে যাওয়াহির এবং জমহুরের মতে তাফী খাওয়া জায়েয, এতে মাকরূর কিছু নেই। হযরত আলী (রা), জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন, জাবির ইবনে যায়েদ তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-র জায়েয সম্পর্কিত মতও বর্ণিত আছে এবং এটাই সঠিক। মরে পানির উপরিভাগে ভেসে আসা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহুরের দলীল অধিক শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, "তাফী খাওয়া হালাল, যে খেতে চায় তা খেতে পারে।" তিনি আরো বলেন, "আমি আবু বাক্‌র (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পানির উপর মরে ভেসে উঠা মাছ খেয়েছেন।" একবার আবু আইউব আনসারী (রা) সমুদ্র-ভ্রমণে গেলেন। তাঁর সংগীরা পানির উপরিভাগে মরে ভেসে উঠা মাছ পেলেন এবং তা খাওয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "তা খাও এবং আমাকেও দাও।" জাবালা ইবনে আতিয়া বলেন, আবু তালহা (রা)-র সংগীরা পানির উপরে ভাসমান মরা মাছ পেলেন। তারা এগুলো খাওয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমাকেও তা থেকে উপহার দাও"-(ইমাম কুরতুবীর আহকামুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃ.৩১৮-২০)।

নাফে বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (রহ) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে বললেন, সমুদ্র প্রচুর মাছ তীরে নিক্ষেপ করেছে। আমরা কি তা খেতে পারি? তিনি বললেন, "তোমরা তা খেও না।" অতপর ইবনে উমার (রা) বাড়িতে গিয়ে কুরআন শরীফ হাতে নিলেন এবং সূরা মাইদা পাঠ করতে করতে "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হল-" আয়াতে পৌছলেন। আয়াত পাঠ শেষে তিনি আমাকে বললেন, "যাও এবং তাকে বল, সে যেন তা খায়। কেননা তা খাদ্য"- (তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ৭ম খন্ড পৃ. ৪৩)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বাহরাইনে গেলে সেখানকার লোকেরা সমুদ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাছ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করল। তাদেরকে আমি তা খাওয়ার অনুমতি দিলাম। অতপর আমি (মদীনায়) উমার (রা)-র কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন, "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হল।" অতএব 'সমুদ্রের শিকার' হচ্ছে-'যা শিকার করা হয়' এবং 'সমুদ্রের খাদ্য'- 'যা সে উদগীরণ করে'- (ফাতহুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃ ৬১৪)।

হাম্বালী মাযহাবের বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ 'আল-মুগনীতে' লেখা আছে ঃ আবু বাক্‌র (রা) এবং আবু আইউব আনসারী (রা) তাফী খাওয়া হালাল বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আতা, মাকহুল সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখঈ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে জাবির (রা), তাউস

ইবনে সীরীন, জাবির ইবনে যায়েদ এবং হানাফী মতাবলম্বীগণ তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন– (৮ম খন্ড, পৃ.৫৭২)।

হানাফী আলেমগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেন ঃ "সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতপর পানির উপর ভেসে উঠে তা খেও না।"

কিন্তু এ হাদীসের সনদ সহীহ নয়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর বাণী নয়, বরং জাবির (রা)–র নিজের বক্তব্য। ইমাম দারু কুতনী বলেন, এ হাদীসের এক রাবী আবদুল আযীয ইবনে উবাইদুল্লাহ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণের অযোগ্য। হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী থেকে মারফূ এবং মাওকূফ উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মাওকূফ সূত্রটিই সঠিক। আইউব সুখতিয়ানী, উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে জুরাইজ, যুহাইর, হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ রাবীগণও এটাকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা এবং ইবনে আবু যে'ব আবুয–যুবায়েরের সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সহীহ নয়–(তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় খন্ড, পৃ.৩১৮–১৯)।

তাছাড়া হযরত জাবির (রা) নিজেই তাফী খেয়েছেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। 'জায়গুল খাবাত'–এর যুদ্ধে তাঁরা সমুদ্রের তীরে বিরাটকায় মরা তিমি মাছ পান। একমাস ধরে তিনশো সৈনিক তা খেয়ে শেষ করতে পারেননি। তাঁরা মদীনায় ফিরে এসে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ "তা খাদ্য, তা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। তোমাদের কাছে তা অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরও খেতে দাও।" জাবির (রা) বলেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছে পাঠালাম এবং তিনি তা খেলেন–(বুখারী, আবু দাউদ ও অন্যান্য)–(অনু:)।

পানির মধ্যকার মৃতজীব হালাল। কারো কারো মতে পানির মধ্যে বসবাসকারী প্রাণীর স্থলভাগে বসবাসকারী প্রাণীর সংখ্যার তুলনায় অধিক। পানির মধ্যে বসবাসকারী জীব হালাল কি হারাম এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি মত আছে। (এক) একদল আলেমের মতে পানির মধ্যে বসবাসকারী সব জীব হালাল। তা মানুষ হোক বা শূকর বা অন্য কোন জীব। কেননা হাদীসটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। (দুই) আর একদল আলেমের মতে পানির মধ্যের যে সকল জীব স্থলভাগের জীবের মত সেগুলো স্থলভাগের জীবের হুকুমের আওতাভুক্ত। সুতরাং যে জন্তু আকারে শূকরের মত তা হারাম আর যে জন্তু আকারে গরুর মত তা হালাল। আর পানিতে বসবাসকারী যে জন্তু স্থলভাগের জন্তুর সাথে সাদৃশ্য রাখে না তাও হালাল। (তিন) ইমাম আবু হানীফার মতে পানিতে বসবাসকারী জন্তুর মধ্যে মাছ ছাড়া আর বাকী সবই হারাম। ইমাম আবু হানীফা তাঁর মতের সপক্ষে নবী করীম (সা)–এর একটি হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। হাদীসটি এই ঃ

"দু'প্রকারের মৃত জীব আমাদের জন্য হালাল। মাছ এবং ফড়িং।" হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদীসে উল্লেখিত "আলহিল্লু" শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়, এখানে শব্দের অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ পানিতে বসবাসকারী জন্তুর মৃত্যুর কারণে অধিক পানি নাপাক হয় না। কেননা পানিতে বসবাসকারী জীবজন্তু পবিত্র। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হাদীসে উল্লেখিত বাক্য একটি প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল সাগরের পানি সম্পর্কে। অর্থাৎ সাগরে বিভিন্ন জীবজন্তুর মৃত্যুর পরও তার পানি কি পবিত্র থাকে? উত্তরে মহানবী (সা) বলেন ঃ সাগরের পানিতে জীবজন্তুর মৃত্যুর কারণে তার পানি নাপাক হয় না। কারণ এর মৃত জীবগুলো পাক, কাজেই এই বাক্যে পানাহারের নির্দেশের সাথে কোন সম্পর্ক নেই –(মাহমূদ)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ সাহাবার মতে সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করাতে কোন দোষ নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বাকর, উমার ও ইবনে আব্বাস (রা)। সাহাবাদের অপর দল সাগরের পানি দিয়ে উযু করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, এটা আগুনের সমতুল্য (এর ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

পেশাবের ব্যাপারে কঠোরতা ও সতর্কতা।

٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ .

৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বড় কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাবের সময় আড়াল (পর্দা) করত না, আর অপরজন একের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়াত (চোগলখুরী করত)-(বু, মু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে সাবিত, আবু বাকর, আবু হুরায়রা, আবু মূসা ও আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মানসূর মুজাহিদের সূত্রে ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাউসের নাম উল্লেখ করেননি। আমাশের বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ। কেননা তাঁর সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল অধিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটানো।

٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ .

৭০। উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। বাচ্চাটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তা পেশাবের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন –(বু, মু, দা, না, ই, মা)।[৪৬]

এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, যয়নব, লুবাবা বিনতে হারিস, আবু সামহি, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু লাইলা ও ইবনে আব্বাস (রা)–র হাদীস রয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, একাধিক সাহাবা, তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ, যেমন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলে হলে পেশাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে, আর কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে ঐ স্থান ধুয়ে নিতে হবে। শিশু যখন শক্ত খাবার ধরবে তখন পুত্র–কন্যা নির্বিশেষে সবার পেশাবের স্থান ধুয়ে নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

হালাল জীবের পেশাব সম্পর্কে।

٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ

---

৪৬. নবী করীম (সা) তাঁর কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দেন ঃ

এক দল আলেম বালক ও বালিকার পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে বালিকার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে এবং বালকের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। তাদের ধারণা অনুযায়ী বালকের পেশাবের তুলনায় বালিকার পেশাবে নাপাকি অধিক। কিন্তু এই মত হাদীসের ভাব, অর্থ ও কিয়াসের বিপরীত। এই মত পোষণকারীদের জবাবে বলা হয়, 'নুদহ্' শব্দের অর্থ হালকাভাবে ধোয়া। অর্থাৎ বালকের পেশাব দূর করার জন্য খুব বেশী ধোয়ার দরকার নেই। হালকাভাবে ধুলেই তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু বালিকার পেশাব এর ব্যতিক্রম। তা দূর করতে হলে ভালোভাবে ধুতে হবে। এই নির্দেশ নবী করীম (সা)–এর নিম্নের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল। নবী (সা) বলেন ঃ "এটা দূর কর, নখ দিয়ে খুঁটে ফেল এবং পানি দিয়ে ধুয়ে নাও"। সকল আলেম একমত হয়ে বলেন, এখানে অর্থ ধুয়ে ফেলা। 'নুদহ' শব্দটি প্রবাহিত হওয়া–অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন নবী (সা) বলেন ঃ "আমি এমন একটি শহরকে জানি যার পাশ দিয়ে সাগর প্রবাহিত রয়েছে।" এ ছাড়া হযরত হাসানের হাদীসে এসেছে ঃ "বালিকার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে এবং বালকের পেশাব মুছে নিতে হবে"। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন ঃ "পেশাব ছিঁটে পড়লে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে আর পেশাব ঢেলে পড়লে পানিও ঢেলে দিতে হবে"। বালক এবং বালিকার পেশাবের মধ্যে এ তারতম্যের কারণ হচ্ছে উভয়ের পেশাব নির্গত হওয়ার স্থানের তারতম্যের। বালিকার পেশাব নির্গত হওয়ার স্থান প্রশস্ত। তা থেকে পেশাব বের হয়ে অধিক পরিমা ণ জায়গাকে ভিজিয়ে দেয় এবং পেশাব কাপড়ের অনেক জায়গা জুড়ে পতিত হয়। এজন্য তা ভালোভাবে ধোয়া দরকার। আর বালকের পেশাব বের হওয়ার স্থান অতি সংকীর্ণ। তা থেকে পেশাব বের হয়ে অল্প জায়গা ভিজে এবং তা দূরে গিয়ে পড়ে। ফলে তা ভালভাবে ধোয়ার দরকার হয় না –(মাহমূদ)

قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ وَارْتَدُّوا عَنِ الْاِسْلَامِ فَاُتِىَ بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَاَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ اَنَسٌ فَكُنْتُ اَرٰى اَحَدَهُمْ يَكُدُّ الْاَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ يَكْدُمُ الْاَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوا .

৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের লোকেরা মদীনায় আগমন করল। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সদকার উটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা এর দুধ ও পেশাব পান কর।" তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল এবং ইসলাম ত্যাগ করল (মুরতাদ হয়ে গেল)। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের এক দিকের হাত ও অন্যদিকের পা কাটলেন (কাটালেন), চোখ উৎপাটন করলেন (করালেন) এবং রোদের মধ্যে কাঁকরময় জমিনে ফেলে রাখলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখলাম। অতঃপর তারা মারা গেল। (অধঃস্তন রাবী) মুহাম্মাদ কখনো কখনো বলতেন, সে তার মুখ দিয়ে মাটি কামড়াচ্ছিল। পরিশেষে তারা মারা গেল-(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত হল, যে জীবের গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব পান করাতে কোন দোষ নেই।[৪৭]

হানাফী মাযহাব মতে, বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের পেশাবই নাপাক। তা অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে (অনুবাদক)

৪৭. যে সকল জন্তুর গোশত হালাল তার পেশাবের হুকুম ঃ

ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ হাদীসের ভিত্তিতে এমত পোষণ করেন যে, যে সকল জন্তুর গোশত খাওয়া যায় সেগুলোর পেশাব পাক। কেননা নবী (সা) উরায়নার লোকদের ঔষধ হিসেবে উটের পেশাব পান করতে বলেছেন। এতে বুঝা যায়, হালাল জন্তুর পেশাব হালাল। যদি তার পেশাব হারাম হত তবে নবী (সা) তাদের তা পান করতে বলতেন না। কারণ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হারাম বস্তুর মধ্যে রোগমুক্তি নেই। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং জমহুরের মতে পেশাব নাপাক। তাদের দলীল নবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস। নবী (সা) বলেন ঃ "তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাক। কেননা কবরের সাধারণ আযাব এ কারণেই হবে।"

٧٢- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْيُنَهُمْ لِاَنَّهُمْ سَمَلُوْا اَعْيُنَ الرُّعَاةِ

৭২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখ উৎপাটন করলেন (করালেন)। কেননা তারা রাখালদের চোখ উৎপাটন করেছিল –(মুসলিম, নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা এ হাদীসটি কেবল এই শায়খ (ইয়াহইয়া ইবনে গাইলান) ছাড়া আর কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর এ রায় "সব ধরনের জখমের জন্য সমান দন্ড নির্দিষ্ট" (সূরা মাইদাঃ ৪৫) এই মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বলেন, হদ (ফৌজদারী দন্ড) সম্পর্কিত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

বায়ু নির্গত হলে উযু করা সম্পর্কে।

٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ .

যদি পেশাব পবিত্র হত তাহলে কবরে এ ধরনের আযাব হওয়ার কোন অর্থ ছিল না। সুতরাং এ হাদীস গোশ্‌ত খাওয়া যায় এবং যায় না এমন সব জন্তুর পেশাবের জন্য সাধারণ নির্দেশ জ্ঞাপক। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হাদীস (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ....) পেশাব নাপাক হওয়া সম্পর্কে একটি স্পষ্ট দলীল। এখন দু'টি হাদীসের মধ্যে যখন পরস্পর বিরোধ ঘটেছে তখন উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী আমরা এ বিরোধ মীমাংসায় কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কিয়াস ইমাম আবু হানীফার মাযহাবকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। কেননা গোশ্‌ত হালাল এবং হালাল নয়–উভয় প্রকার জন্তুর পেশাবে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং গোশ্‌ত খাওয়া যায় না এমন জন্তুর পেশাব যখন নাপাক তখন যে জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া যায় তার পেশাবও নাপাক। তাছাড়া আমাদের উল্লেখিত নিষেধের হাদীস (তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকে) একটি কাওলী হাদীস এবং হারাম নির্দেশ জ্ঞাপক। উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী হারাম নির্দেশ অগ্রাধিকার লাভ করে, কারণ তাতে সাবধানতা রয়েছে। কেউ কেউ এর জবাবে বলেন, নবী (সা) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, পেশাবের মধ্যেই তাদের রোগমুক্তি ছিল। এজন্য তিনি তাদেরকে তা পান করার হুকুম দিয়েছেন –(মাহমূদ)।

ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈর মতে, যে কোন জীবের পেশাবই নাপাক। রোগমুক্তির জন্য তা পান করাকে তাঁরা মুবাহ বলেছেন (অনুবাদক)।

৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন (বায়ুর) শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় উযু করা ফরয নয় -(ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيْحًا بَيْنَ اَلْيَتَيْهِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে অবস্থানকালে যদি তার নিতম্বের মাঝখান থেকে বায়ুর আভাস পায়, তাহলে সে যেন শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত (মসজিদ থেকে) বের না হয়-(মুসলিম, আবু দাউদ)[৪৮]

٧٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ .

৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তির উযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় উযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না।-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, আলী ইবনে তলক, আইশা, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আলেমদেরও অভিমত হল, (বায়ুর) গন্ধ অথবা (নির্গত হওয়ার) শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় উযু করা আবশ্যক হয় না। ইবনুল মুবারক বলেন, উযু ভংগ হওয়ার সন্দেহ হলেই উযু করা জরুরী নয়, যতক্ষণ এরূপ বিশ্বাস না জন্মে যার ভিত্তিতে শপথ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, মহিলাদের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হলে পুনরায় উযু করা ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাকেরও অভিমত।

---

৪৮. এ হাদীসের সারকথা হল, বায়ু বের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অর্থাৎ গন্ধ, শব্দ অথবা অন্য কোন উপায়ে বায়ু বের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। সুতরাং এ প্রশ্নই উথাপিত হয় না যে, যদি বায়ু অল্প হয় অথবা নাকের অনুভবশক্তি দুর্বল হয় অথবা বধির হওয়ার কারণে শুনতে না পায়, তাহলে উযু ভংগ হওয়া উচিৎ নয় -(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

ঘুমালে উযূ ভংগ হয়ে যায় বা পুনরায় উযূ করা ফরয হয়।

٧٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى كُوْفِيٌّ وَهَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِى اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ الْمُلاَئِىُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدِ الدَّالاَنِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّٰى غَطَّ اَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ اِنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَجِبُ اِلاَّ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ .

৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতে দেখলেন। এমনকি তিনি নাক ডাকলেন, অতঃপর তিনি নামাযরত অবস্থায়ই দাঁড়ালেন। (নামায শেষে) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যে ঘুমালেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় কেবল তার জন্যই উযূ করা ওয়াজিব। কেননা যখন কেউ শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে যায় –(আ, দা, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ .

৭৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ (বসে বসে) ঘুমাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং নামায পড়তেন, কিন্তু উযূ করতেন না –(মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আমি সালেহ ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বসে বসে ঘুমায় আমি (সালেহ) তার সম্পর্কে ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাকে পুনরায় উযূ করতে হবে না।

ঘুমের দ্বারা উযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মত হল, যদি বসে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ঘুমানো হয় তবে উযূ নষ্ট হবে না; কিন্তু শুয়ে ঘুমালে পুনরায় উযূ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও আহমাদ এ মত

ব্যক্ত করেছেন। ইসহাক বলেন, শোয়ার পর যদি বোধশক্তি লোপ পেয়ে যায় তবে পুনরায় উযু করতে হবে। শাফিঈ বলেন, যে ব্যক্তি বসে বসে ঘুমাল এবং স্বপ্ন দেখল অথবা ঘুমের আবেশে তার উরু স্থানচ্যুত হল, তাকে উযু করতে হবে। সাঈদ ইবনে আবু আরুবা কাতাদার সূত্রে ইবনে আব্বাসের অভিমত রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি সনদের মধ্যে আবুল আলিয়ার নামও উল্লেখ করেননি এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যও মারফূ হিসাবেবর্ণনাকরেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

আগুন যে জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তার সংস্পর্শে আসলে পুনরায় উযু করা সম্পর্কে।[৪৯]

٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيْمِ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِذَا سَمِعْتَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً .

৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণ করলে উযু করতে হবে; তা পনিরের একটা টুকরাই হোক না কেন।" (আবু হুরায়রাকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনে) ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও উযু করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও উযু করব? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যখন তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনতে পাও, তার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ কর না-(ই)।

---

৪৯. এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আগুনে পাকানো বস্তু খেলে উযু করা জরুরী। অন্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো বস্তু খেলে উযু করা জরুরী নয়। যেমন হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হলেন এবং আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনাসারী মহিলার বাড়ীতে আসেন। সে তাঁর জন্য একটি ছাগল জবেহ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা খেলেন। অতঃপর সে এক থালা খেজুর নিয়ে আসল। নবী (সা) তা থেকে খেলেন। অতঃপর তিনি যোহরের নামাযের জন্য উযু করেন এবং নামায পড়েন, এর পর তিনি চলে যান। সে ছাগলের অবশিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ্(সা)-এর সামনে পেশ করে। তিনি তা খেয়ে নতুনভাবে উযু না করেই আসরের নামায পড়েন।" হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে ইমাম আবু হানীফার মতে বিরোধের মীমাংসা করে হাদীসসমূহের মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধন

এ অনুচ্ছেদে উম্মে হাবীবা, উম্মে সালামা, যায়দ ইবনে সাবিত, আবু তালহা, আবু আইউব ও আবু মূসা (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে, আগুন যে জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তা ব্যবহার করলে পুনরায় উযু করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মতে, আগুনে স্পর্শ করা জিনিসের ব্যবহার ও পানাহারে উযু করার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

আগুনের তাপে পরিবর্তিত জিনিস ব্যবহারে উযুর প্রয়োজন নেই।

٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَاَكَلَ وَاَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ

করতে হবে। যদি সমন্বয় সম্ভব না হয় তবে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার দু'টো বক্তব্য আছে। (এক) এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর উযু করার যে নির্দেশ এসেছে তা মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত নয়। আমরা এই ইংগিত পাই নবী করীম (সা)–এর নিজস্ব আমলের মধ্যে। কেননা তিনি এ ব্যাপারে তাঁর নিজের হুকুমের বিপরীত আমল করেছেন। অথবা বলা যায়, এ হাদীসে উযু অর্থ কুলি করা। যেমন অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করে কুলি করলেন।"

অতঃপর তিনি বললেন ঃ "এটাই আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পরের উযু।"

(দুই) যদি হাদীসসমূহকে পরস্পর বিরোধী বলে ধরে নেয়া হয় তবে তার জবাব এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে উসূলে হাদীসের নীতি অনুসারে কিয়াসের সাহায্যে কোন একটি হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুতরাং আমরা জবাবে বলব, "আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে" এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। ইমাম তিরমিযীও এই মত ব্যক্ত করেছেন। কিয়াসের আলোকেও আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে না। কারণ আমরা দেখছি, কোন আলেমই একথা বলেন না যে, গরম পানি দিয়ে উযু করলে পুনরায় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে উযু করা ওয়াজিব। এতে বুঝা যায়, উযু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আগুনের কোন প্রভাব নেই। তাছাড়া এ হাদীসের বিপরীত সাহাবীদের আমল এ কথাই প্রমাণ করে যে, হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) একদা রুটি অথবা গোশ্‌ত খান। অতঃপর তিনি নতুনভাবে উযু না করেই নামায পড়েন। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ (রা) এবং আলকামা (র) সারীদ খেয়ে নামায পড়েন, কিন্তু তাঁরা পুনরায় উযু করেননি। অনুরূপভাবে উমার, উসমান, ইবনে উমার, আনাস, আবু তালহা, জাবির এবং উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম আটা এবং ঘি দিয়ে তৈরী 'সাখীনা' নামক গরম খাদ্য খান; কিন্তু তাঁরা কেউই পুনরায় উযু করেননি – (মাহমূদ)।

فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসার মহিলার বাড়ীতে গেলেন। সে তাঁর জন্য একটি বকরী যবেহ করল। তিনি তা খেলেন। অতঃপর সে তাঁর জন্য পিয়ালায় করে তাজা খেজুর নিয়ে আসল। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর যোহরের নামাযের উযূ করলেন এবং নামায পড়লেন। তিনি অবসর হলে সে বকরীর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে আসল। তিনি তা খেলেন এবং আসরের নামায পড়লেন, কিন্তু উযূ করেননি –(দা, আ)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। কিন্তু সনদের মানদণ্ডে তা সহীহ নয়, বরং ইবনে আব্বাস (রা) যে হাদীসটি সরাসরি মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটিই সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সনদের দিক থেকে এটা অধিকতর সহীহ।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, আবূ রাফে, উম্মুল হাকাম, আমর ইবনে উমাইয়া, উম্মে আমের, সুআইদ ইবনে নো'মান ও উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ ও তৎপরবর্তী মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। অর্থাৎ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে পুনরায় উযূর প্রয়োজন নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। তাদের মতে, এ হাদীসটির মাধ্যমে পূর্ববর্তী হাদীসের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

উটের গোশত খেলে উযূ ভংগ হওয়া সম্পর্কে।

٨٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوْا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ فَقَالَ لاَ تَتَوَضَّئُوْا مِنْهَا

৮০। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উটের গোশত খেলে পুনরায় উযূ করতে হবে কি না এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ কর। তাঁকে পুনরায়

বকরীর গোশত খেলে উযূ করতে হবে কি না এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন ঃ এতে (বকরীর গোশত খেলে) তোমাদের উযূর প্রয়োজন নেই–(দা, ই, আ)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা ও উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত তাঁর সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে বারাআ ইবনে আযেব (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। ইসহাক বলেন, এ অনুচ্ছেদে মহানবী (সা)–র কাছ থেকে বর্ণিত দু'টি অধিকতর সহীহ হাদীস রয়েছে। একটির রাবী বারাআ ইবনে আযেব (রা) এবং অপরটির রাবী জাবির ইবনে সামুরা (রা)।

ইমাম ইসহাক ও আহমাদের মতে, উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করতে হবে কিন্তু সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলেমদের মতে উযূ করতে হবে না।[৫০]

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযূ থাকবে কি না।

٨١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ .

৮১। বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (উযূ করার পর) নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করেছে, সে যেন পুনরায় উযূ না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে –(মা, আ, না)।

এ অনুচ্ছেদে উম্মে হাবীবা, আবু আইউব, আবু হুরায়রা, আরওয়া বিনতে উনাইস, আইশা, জাবির, যায়েদ ইবনে খালিদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে হিশাম, আবু উসামা, আবুল যিনাদ ও অন্য রাবীগণ বুসরা থেকে বর্ণনা করেছেন।

মহানবী (সা)–র একাধিক সাহাবী ও তাবিঈন এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযূ ভংগ হবে। ইমাম আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এ কথাই বলেছেন। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে বুসরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই অধিকতর সহীহ। আবু যুরআ বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মে হাবীবা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। এর সনদসূত্রটি এরূপ ঃ আলা ইবনে হারিস–মাকহূল থেকে, তিনি আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা

---

৫০. এখানে উযূ বলতে আভিধানিক অর্থে উযূ বুঝান হয়েছে অর্থাৎ দুই হাত ধোয়া। উটের গোশ্ত খাওয়ার পর তোমরা হাত ধুয়ে নিও। কেননা উটের গোশতে বেশী পরিমাণে চর্বি থাকে। কিন্তু ছাগলের গোশত এর ব্যতিক্রম। তাতে চর্বি কম থাকে –(মাহমূদ)।

করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে মাকহূল কখনও কিছু শুনেননি। তিনি (বুখারী) উম্মে হাবীবা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ মনে করেননা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযূ নষ্ট হবে না।

٨٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ .

৮২। কায়েস ইবনে তলক ইবনে আলী আল–হানাফী থেকে তাঁর পিতার (তলকের) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা (যৌনাংগ) তার শরীরের একটা অংশ বৈ আর কিছুই নয়। (অথবা রাবীর সন্দেহ) তিনি 'বুদআহ' (টুকরা, অংশ) শব্দ বলেছেন –(না, দা, বা)।[৫১]

এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবিঈ যৌনাংগ স্পর্শ করলে পুনরায় উযূর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসীদের এটাই অভিমত।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ। এ হাদীসটি অপর এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সূত্রে দু'জন রাবী—'মুহাম্মাদ ইবনে জাবির' ও 'আইউব ইবনে উতবা'

---

৫১. পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে ঃ

এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস এবং পুরুষাংগ স্পর্শ করে উযূ না করার হাদীস পরস্পর বিরোধী। তবে হাদীস দুটির মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে বলে ধরে নেয়াই উত্তম। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফার মতে এটা উত্তম। হাদীস দুটির মধ্যে মিল এভাবে দেখান যায় যে, পুরুষাংগ স্পর্শ করার কারণে উযূ করার যে নির্দেশ এসেছে তা মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব পর্যায়ের নয়, ঐচ্ছিক পর্যায়ের, বাধ্যতামূলক নয়। নবী করীম (সা)–এর বক্তব্যে এ ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ "এটা তোমার শরীরের একটি অংশ বা একটি টুকরা মাত্র।" তিনি আরও বলেন ঃ "তুমি কি শরীর স্পর্শ করনি"; অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী এ সম্পর্কে বলেন ঃ "আমি নাক স্পর্শ করি বা পুরুষাংগ এতে আমার কোন পরওয়া নেই।"

যদি হাদীস দুটির মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এ বিরোধের অবসান করা যায় সাহাবীদের উক্তির মাধ্যমে। সাহাবীদের বক্তব্য এটা প্রমাণ করে যে, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে না। সাহাবীদের বক্তব্য উল্লেখ করার পর কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে। এ মাসআলায় কিয়াস ইমাম আবু হানীফার অভিমতকে অগ্রাধিকার দান করে। কেননা ইমাম আবু হানীফা বলেন, হাতের পিঠ এবং বাহু দিয়ে পুরুষাংগ স্পশ করলে যেমন উযূ নষ্ট হয় না তেমনি হাতের তালু দিয়ে পুরুষাংগ স্পর্শ করলেও উযূ নষ্ট হবে না –(মাহমূদ)।

সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বিশারদ বিভিন্ন কথা বলেছেন। অতএব প্রথম বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ এবং হাসান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

চুমা দিলে উযূ করতে হবে না।

٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ قَالَ فَضَحِكَتْ .

৮৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুমু খেলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু তিনি (পুনরায়) উযূ করলেন না। উরওয়া বলেন, আমি বললাম, তা আপনি (আইশা) ছাড়া আর কেউ নয়। এতে তিনি হেসে দিলেন –(দা, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, অনুরূপভাবে একাধিক সাহাবা ও তাবিঈ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) বলেন, চুমা দিলে উযূ ভংগ হয় না। মালিক ইবনে আনাস, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে চুমা দিলে উযূ নষ্ট হয়। এটা একাধিক ফিক্‌হবিদ সাহাবা ও তাবিঈর মত। (তিরমিযী বলেন,) আমাদের সাথীরা এ প্রসংগে আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্জন করেছেন। কেননা সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ নয়। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল–কাত্তান হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ হাদীস বিবেচনাযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলও (বুখারী) এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা হাবীব ইবনে আবু সাবিত উরওয়ার কাছ থেকে কিছুই শুনেননি। ইবরাহীম তাইমী থেকেও আইশা (রা)–র এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ "মহানবী (সা) তাঁকে চুমু খেলেন কিন্তু উযূ করলেন না।" এ বর্ণনাটিও সহীহ নয়, কেননা ইবরাহীম তাইমী আইশা (রা)–র কাছ থেকে কিছু শুনার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৫২]

মোটকথা, এ অনুচ্ছেদে মহানবী (সা)–এর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

---

৫২. শায়েখ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ) বলেন, এখানে ইমাম তিরমিযী (রহ) তাঁর নিজ অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রাবী ইবরাহীমের রিওয়ায়াতের সমালোচনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইবরাহীমের হাদীস মুরসাল। সুতরাং তা সহীহ নয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তাঁর এ সমালোচনায় উসূলে হাদীসের ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। কেননা উসূলবিদদের মতে

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

বমি করলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে উযূ ভংগ হওয়া সম্পর্কে।

٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ وَهُوَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ فَتَوَضَّاَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ .

৮৪। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন, অতঃপর উযূ করলেন।[৫৩] মাদান বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে সাওবান (রা)–র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ কথা বললাম। তিনি বললেন, আবু দারদা (রা) সত্যিই বলেছেন, এ সময় আমি তাঁর (মহানবীর) উযূর পানি ঢালছিলাম –(আ, বা)।

সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবীর মুরসাল গ্রহণযোগ্য। বরং আমাদের মতে এমন রাবীর মুরসাল হাদীস তাঁর মুসনাদ অপেক্ষাও অধিক গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ইমাম শাফিঈর মতে সিকাহ রাবীর মুরসাল দুর্বল। হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ইবরাহীম একজন বিশ্বস্ত, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ এবং হাদীস সংরক্ষণকারী রাবী। এ ছাড়া আমরা হযরত আইশা (রা) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত পাই।

"হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানা থেকে হারিয়ে ফেলি। আমি তাঁর খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমার হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের পাতার উপর পড়ে। তাঁর পায়ের পাতা তখন খাড়া অবস্থায় ছিল। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি নামাযে আছেন।"

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, স্ত্রীলোককে স্পর্শ করলে উযূ নষ্ট হয় না। কেননা যদি এতে উযূ নষ্ট হত তাহলে নবী (সা) অবশ্যই উযূ করে নিতেন। আইশা (রা) থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি ঘুমে ছিলাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। ঘরে সে সময়ে কোন বাতি ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন তখন তিনি আমাকে ঘুষি দিতেন এবং আমি পা গুটিয়ে নিতাম" –(মাহমূদ)।

৫৩. হানাফীদের মতে মুখ ভরে বমি করলে উযূ নষ্ট হয়। সামান্য পরিমাণ বমি হলে উযূ নষ্ট হয় না। কেননা শরীরের ভেতর থেকে নাপাক বস্তু বের না হওয়া পর্যন্ত উযূ নষ্ট হয় না। আর মুখ ভরে বমি করলেই ভেতর থেকে নাপাক বস্তু বের হয়ে আসে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফিঈর মতে বমি করলে বা নাক থেকে রক্ত বের হলে উযূ ভংগ হয় না।। হানাফীরা তাদের মতের পক্ষে

আবু ঈসা বলেন, একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈর মতে বমি করলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে উযূ ভংগ হবে এবং নতুন করে উযূ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক এ মত পোষণ করেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বমি হলে অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে পুনরায় উযূ করতে হবে না। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

হুসাইন আল-মুআল্লিম এ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে হুসাইনের হাদীসটি অধিকতর সহীহ। অপর একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

নবীয দিয়ে উযূ করা।

٨٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى اِدَاوَتِكَ فَقُلْتُ نَبِيْذٌ فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ .

৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পাত্রের মধ্যে কি আছে? আমি বললাম, নবীয (খেজুরের তৈরী শরবত)। তিনি বললেন ঃ খেজুর পাক এবং পানিও পাক। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি (মহানবী) তা দিয়ে উযূ করলেন –(দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শুধু আবু যায়েদ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–র বরাতে বর্ণিত হয়েছে। অথচ আবু যায়েদ হাদীস বিশারদদের কাছে অপরিচিত ব্যক্তি। আমরাও এ বর্ণনাটি ছাড়া আর কোথাও তাঁর নাম পাইনি। কতিপয় লোক বলেন, খেজুর ভিজানো পানি (নবীয) দিয়ে উযূ করা জায়েয। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন। শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে খেজুর ভিজানো পানি দিয়ে উযূ হবে না। ইসহাক বলেন, যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে নবীয দিয়ে উযূ করবে, অতঃপর তায়াম্মুম করে নেয়াই আমার কাছে পছন্দনীয়। তিরমিযী বলেন, যারা বলেন নবীয দিয়ে উযূ না করা উচিৎ, তাদের এ মত কুরআনের বাণীর অনুকূলে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দিয়ে দলীল নেন। তিনি বলেন ঃ "রক্ত প্রবাহিত হলেই উযূ করতে হবে"। তিনি আরও বলেন ঃ "নামাযে বমি করলে অথবা নাক থেকে রক্ত বের হলে তাকে উযূ করতে হবে এবং কথা না বলে থাকলে নামাযের অবশিষ্ট অংশ পড়ে নেবে।" হযরত আলী (রা)–র বক্তব্যও হানাফীদের একটি দলীল। তিনি বলেন, "মুখ ভরে বমি করলেই উযূ ভংগ হয়" –(মাহমূদ)।

"যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর"-(সূরা নিসাঃ ৪৩)।

আর নবীয তো পানি নয়, অতএব তা দিয়ে উযূ করা জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

দুধ পান করে কুলি করা।

٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করে কুলি করলেন এবং বললেন ঃ দুধে তৈলাক্ত পদার্থ (চর্বি) আছে -(বু, মু, দা, না)।

এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে সাদ ও উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কেউ কেউ দুধ পান করার পর কুলি করা মুস্তাহাব মনে করেন, আবার কেউ কুলি করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

বিনা উযুতে সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ।

٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল, তখন তিনি পেশাব করছিলেন। তিনি তার সালামের উত্তর দেননি -(দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আমাদের মতে, পায়খানা বা পেশাবরত অবস্থায় সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ এ হাদীসের তাৎপর্য এটাই বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি অধিকতর হাসান। মুহাজির ইবনে কুনফুয, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা, আলকামা ইবনে ফাগওয়া, জাবির ও বারাআ (রা) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে।

٨٨- حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ اَوْ اُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً .

৮৮। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে, প্রথম অথবা শেষবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে। বিড়াল যদি তাতে মুখ দেয় তবে একবার ধৌত করলেই যথেষ্ট –(মা, আ, বু, মু, দা, ই, না)।[৫৪]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত (সাতবার ধৌত করা)। মহানবী (সা)–এর এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা)–র মাধ্যমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে এ বর্ণনাটুকু নেই ঃ "বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে একবার ধৌত করতে হবে।"

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে।

٨٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ ابْنِ

৫৪. কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র সাতবার ধুতে হবে। প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষে নিতে হবে। জমহুর, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট খুবই নাপাক। ইমামগণ পাত্র ধোয়ার নির্দেশ গ্রহণ করার পর কিভাবে তা ধুতে হবে এ নিয়ে মতপার্থক্য করেন। অধিকাংশ আলেমের মতে যাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈও রয়েছেন, হাদীসে সাত বার ধোয়ার যে হুকুম এসেছে তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য। এর কম সংখ্যকবার ধুলে হুকুম আদায় হবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে এ সংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নয়। বরং সাতবার ধোওয়া মুস্তাহাব এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য। তাঁর মতে অন্যান্য নাপাক বস্তুকে পাক করার জন্য যতবার ধোয়ার প্রয়োজন হবে কুকুরে মুখ দেয়া পাত্রও ততবার ধুতে হবে – (মাহমূদ)।

ইমাম মালিকও কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র সাতবার ধোয়ার পক্ষপাতি। ইমাম আবূ হানীফার মতে এ হাদীসে সতর্কতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুবা পাক করার সাধারণ নিয়মানুযায়ী তিনবার ধৌত করলেই যথেষ্ট। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, কুকুরের লালায় এমন এক প্রকারের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে যার প্রতিষেধক হচ্ছে মাটি (অনুঃ)।

رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ اَخِىْ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ .

৮৯। কাবশা বিনতে কাব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ ছিলেন। আবু কাতাদা (শ্বশুর) তাঁর কাছে আসলেন। তিনি তাঁর জন্য উযুর পানি ঢাললেন। একটি বিড়াল এসে তা পান করতে লাগল। তিনি পাত্রটি কাত করে ধরলেন আর বিড়ালটি পানি পান করতে থাকল। কাবশা বলেন, তিনি (শ্বশুর) দেখলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাইঝি! তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী – (দা, না, ই)।[৫৫]

এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈন ও পরবর্তীদের মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ মত পোষণ করেন। (ইমাম আবু হানীফা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযু করা মাকরূহ তানযিহি মনে করেন–অনুবাদক)। এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি অধিকতর হাসান। ইমাম মালিকের তুলনায় অধিক উত্তম সনদে আর কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করতে পারেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

মোজার উপর মাসেহ করা।

৯০- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ بَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هٰذَا قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِىْ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

৫৫. জমহুর আলেমদের মতে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক। ইমাম আবু হানীফার মতে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। এটা মাকরূহ তাহরীমা না মাকরূহ তানযীহী এ নিয়ে হানাফী আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে – (মাহমূদ)।

يَفْعَلُهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيْثُ جَرِيْرٍ لِأَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ هٰذَا قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ يَعْنِيْ كَانَ يُعْجِبُهُمْ .

৯০। হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) পেশাব করলেন, অতঃপর উযু করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ করছেন? তিনি বললেন, কোন্ জিনিস আমাকে বাধা দিবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ (মোজার উপর মাসেহ) করতে দেখেছি। হাম্মাম বলেন, জারীরের এ হাদীস সবারই ভাল লাগত। কেননা তিনি সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পর মুসলমান হয়েছেন –(বু, মু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, হুযাইফা, মুগীরা, বিলাল, সাদ, আবু আইউব, সালমান, বুরাইদা, আমর ইবনে উমাইয়া, আনাস, সাহল ইবনে সাদ, আলা ইবনে মুররা, উবাদা ইবনুস সামিত, উমামা ইবনে শারীক, আবু উমামা, জাবির এবং উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, জারীর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। শাহর ইবনে হাওশার বলেন ঃ

وَيُرْوٰى عَــنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اَقَبْلَ الْمَائِدَةِ اَمْ بَعْــدَ الْمَاءِدَةِ فَقَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعْــدَ الْمَائِدَةِ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيْرٍ .

আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহকে উযু করতে এবং মোজার উপর মাসেহ করতে দেখলাম। আমি এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে এবং মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। আমি (শাহর) তাঁকে (জারীরকে) জিজ্ঞেস করলাম, সেটা কি সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

অপরাপর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছে। কেননা একদল লোক মোজার উপর মাসেহ করা অস্বীকার করেন। তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা) মোজার উপর মাসেহ করেছিলেন। অথচ হাদীসের রাবী জারীর (রা) উল্লেখ করেছেন, তিনি মহানবী

(সা)–কে সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরই মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছেন (তাই এ হাদীস যেন উযূ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

মুসাফির ও মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাসেহ করা।

٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ .

৯১। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "মুসাফিরের জন্য তিন (দিন) এবং মুকীমের জন্য এক (দিন)। –(বু, মু, দা, না, ই, মা, আ)।[৫৬]

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু বাকর, আবূ হুরায়রা, সাফওয়ান ইবনে আসসাল, আওফ ইবনে মালিক, ইবনে উমার ও জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٩٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

৯২। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; এমনকি পায়খানা–পেশাব ও ঘুম থেকে ওঠার পর উযূ করার সময়ও (মোজা না খুলি)–(আ, না, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হাকাম ইবনে উতবা ও হাম্মাদ–

---

৫৬. যে ব্যক্তি নিজের বাসস্থানে অবস্থান করে তাকে মুকীম বলে। যে ব্যক্তি নিজের বাসস্থান ছেড়ে কম পক্ষে আটচল্লিশ মাইল দূরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে তাকে মুসাফির বলে। চামড়ার মোজার উপরই মাসেহ করা জায়েয। সূতী মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়। হানাফী মাযহাব মতে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয হলেও মোজা খুলে পা ধুয়ে নেয়াই উত্তম (অনু.)।

ইবরাহীম নাখঈর সূত্রে, তিনি আবু আবদুল্লাহ আল–জাদালীর সূত্রে, তিন খুযাইমার সূত্রে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। শো'বা বলেছেন, আবু আবদুল্লাহ আল–জাদালীর কাছ থেকে ইবরাহীম নাখঈ মাসেহ সম্পর্কিত হাদীস শুনেননি। মানসূর বলেন, আমরা ইবরাহীম তাইমীর হুজরায় বসা ছিলাম। ইবরাহীম নাখঈও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন ইবরাহীম তাইমী আমাদের কাছে আমর ইবনে মাইমূনের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ আল–জাদালীর সূত্রে, তিনি খুযাইমা ইবনে সাবিতের সূত্রে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে 'মোজার উপর মাসেহ' সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর হাসান।

আবু ঈসা বলেন, বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের ফিক্‌হবিদ যেমন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত এবং মুকীম ব্যক্তি এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ যেমন মালিক ইবনে আনাস মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু সময়সীমা নির্ধারিত করাটাই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

মোজার উপরের দিক ও নীচের দিক মাসেহ করা।

৯৩– حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنِـى ثَوْرُ بْنُ يَـزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ .

৯৩। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগও মাসেহ করেছেন এবং নীচের ভাগও মাসেহ করেছেন –(দা, ই, বা)।[৫৭]

আবু ঈসা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈদের এটাই অভিমত যে, মোজার উপর ও নীচের দিক মাসেহ করতে হবে। ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং ইসহাকেরও এই মত।

---

৫৭. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে মোজার উপর ও নীচে উভয় অংশই মাসেহ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে মোজার কেবল উপরের ভাগেই মাসেহ করতে হবে। তিনি হযরত আলী (রা)–র হাদীস দিয়ে দলীল নিয়েছেন। আলী (রা) বলেন ঃ "ধর্মের অনুশাসন যদি মানুষের রায়ের ভিত্তিতে হত তাহলে মোজার নীচে মাসেহ করা এর উপরে মাসেহ করার চেয়ে উত্তম হত। কিন্তু আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি" –(মাহমূদ)।

এ হাদীসটি মালূল (ত্রুটিযুক্ত)। ওলীদ ইবনে মুসলিম ব্যতীত আর কেউই এ হাদীসটি সাওর ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণনা করেননি। আমি (তিরমিযী) আবু যুরআ ও মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা ইবনুল মুবারক সাওরীর সূত্রে, তিনি রাজাআর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাজাআ বলেছেন, আমার নিকট মুগীরার সচীবের সূত্রে মুরসাল হিসেবে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কারণ তিনি মুগীরা (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

মোজার বাইরের দিক মাসেহ করা।

٩٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا .

৯৪। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছি -(দা, বা)।[৫৮]

আবু ঈসা বলেন, মুগীরার বর্ণিত হাদীসটি হাসান। সুফিয়ান সাওরী ও আহমাদ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। মুহাম্মাদ বলেন, মালিক এ হাদীসের রাবী আবদুর রহমান ইবনে আবু যিনাদের দিকে ইশারা করতেন (দুর্বল বলতেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

জাওরাব ও জুতার উপর মাসেহ করা।

٩٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৯৫। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং জাওরাব ও জুতার উপর মাসেহ করলেন -(দা, না, ই, বা)।[৫৯]

---

৫৮. পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে পায়ের গোছার দিকে মাসেহ করতে হবে (অনু.)।

৫৯. আরবী ভাষায় চামড়ার মোজাকে 'খুফ' বলে, মোটা কাপড়ের শক্ত মোজাকে 'জাওরাব' বলে। পৃথকভাবে তার উপর মাসেহ করা জায়েয কি না এ ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে (অনু.)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, জাওরাবের উপর মাসেহ করা যাবে, তার সাথে জুতা না পরা হলেও এবং এটা যখন মোটা কাপড়ের হবে। এ অনুচ্ছেদে আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

জাওরাব ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করা।

٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .

৯৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন এবং মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করলেন।

বাক্‌র বলেন, আমি এ হাদীসটি ইবনে মুগীরার কাছেও শুনেছি। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার অন্য এক স্থানে এ হাদীসে বলেছেন, তিনি (মহানবী) মাথার অগ্রভাগ এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করলেন।

এ হাদীসটি মুগীরা ইবনে শোবা (রা)–র কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে কতিপয় রাবী বর্ণনা করেছেন, "তিনি (মহানবী) মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন।" আর কতিপয় রাবী শুধু পাগড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কপালের কথা উল্লেখ করেননি। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলেছেন, আমি স্বচক্ষে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল–কাত্তানের মত ভালো লোক দেখিনি। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে উমাইয়া, সালমান, সাওবান ও আবূ উমামা (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, মুগীরার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবী যেমন, আবূ বাকর, উমার ও আনাস (রা) পাগড়ীর উপর মাসেহ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আওযাঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই কথা বলেছেন।

٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اسْحٰقَ هُوَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ أَمِسَّ الشَّعْرَ الْمَاءَ .

৯৭। আবু উবাইদা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসার (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এটা সুন্নাত। আমি পুনরায় তাঁকে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মাথার চুল স্পর্শ কর -(মা)।৬০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈগণ বলেছেন, শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করা যাবে না, এর সাথে মাথাও মাসেহ করতে হবে।

সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনে আনাস, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ এ মত পোষণ করেছেন।

٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৯৮। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজা এবং ওড়নার (পাগড়ীর) উপর মাসেহ করেছেন -(মু, না, ই, বা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

নাপাকির গোসল।

٩٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَأَ الْاِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلٰى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ اَوِ الْاَرْضَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

---

৬০. ইমাম আহমাদ এবং অপর একদল আলেম শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে মাথা মাসেহ করার নির্দেশ এসেছে। মহানবী (সা) কপালের চুল পরিমাণ মাসেহ করেছেন। আর এতে ফরজ আদায় হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করার উদ্দেশ্যে পাগড়ীর উপরও মাসেহ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতেও মাসেহ করার এ পদ্ধতি নিষিদ্ধ নয়। দুররুল মুখতার কিতাবে এরূপ বর্ণনা আছে।

৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাঁর খালা মাইমূনা (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি সহবাস জনিত নাপাকির গোসল করলেন। তিনি বাঁ হাত দিয়ে পানির পাত্র ডান হাতের উপর কাত করলেন, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে লজ্জাস্থানে দিলেন, অতঃপর দেয়ালে অথবা মাটিতে হাত ঘষলেন, অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমন্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢাললেন। অতপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর (গোসলের) স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন–(বু, দা, না, ই, মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মে সালামা, জাবির, আবু সাঈদ, জুবাইর ইবনে মুতইম ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

١٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ثُمَّ يَحْثِىْ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ .

১০০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন পানির পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে গোসল শুরু করতেন। অতঃপর তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। অতঃপর চুলের ভেতরে পানি পৌছাতেন এবং মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন –(বু, মু,দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মনীষীগণ নাপাকির গোসলের এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। প্রথমে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করবে, অতঃপর উভয় পা ধৌত করবে। আলেমগণ এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, নাপাক ব্যক্তি উযু না করেই যদি পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তাহলে তার গোসল হয়ে যাবে।[৬১] ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

---

৬১. নাপাক ব্যক্তি উযু না করেই যদি পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তাহলেও তার গোসল হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈর এই মত। কেননা তাঁর মতে গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে এতে গোসল হবে না। কেননা তাঁর মতে কুলি করা এবং নাকে পানি

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

গোসলের সময় মহিলাদের চুলের বাঁধন খোলা সম্পর্কে।

١٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيْنَ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ اَوْ قَالَ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ .

১০১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। আমি কি নাপাকির গোসলের সময় তা খুলে দেব? তিনি বললেন ঃ না, তুমি তোমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢাল, অতঃপর তোমার সর্বশরীরে পানি প্রবাহিত কর এবং এভাবে পবিত্রতা অর্জন কর। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন ঃ এভাবে তুমি নিজেকে পাক করলে –(মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে মহিলাদের নাপাকির গোসলের সময় চুলের বেণী খোলার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ মাথায় পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

প্রতিটি চুলের নীচে (লোমকূপে) নাপাকি রয়েছে।

١٠٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَاَنْقُوا الْبَشَرَ .

১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি চুলের নীচে নাপাকি রয়েছে। অতএব চুলগুলো ভাল করে ধৌত কর এবং চামড়াও (শরীর) ভাল করে পরিষ্কার কর –(দা, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আলী ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি গরীব। কেননা এর এক রাবী হারিস ইবনুল ওজীহ

দেয়া ফরয। তাঁর দলীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহ পাক আধিক্য প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,"তোমরা ভালভাবে পাক হয়ে যাও।" সুতরাং বিভিন্ন অংগে সাধ্যমত পানি পৌছান ওয়াজিব –(মাহমূদ)।

অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ বর্ণনাটি শুধু তাঁর মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌছেছে। আরো কতিপয় ইমাম তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

গোসলের পর উযু করা।

١٠٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

১০৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর উযু করতেন না –(আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান ও সহীহ হাদীস। মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈদের এটাই মত যে, গোসলের পর উযু করার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

পুরুষের লজ্জাস্থান ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল করা ওয়াজিব।

١٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا .

১০৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষাংগের খাতনার স্থান স্ত্রীর (যৌনাঙ্গের) খাতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি (আইশা) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি –(আ,ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

١٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ .

১০৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এক লজ্জাস্থান অপর লজ্জাস্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় –(আ)।৬২

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি তাঁর নিকট বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উভয়ের খাতনার স্থান মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী ও আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাদের পরবর্তী যুগের ফিক্হবিদ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, স্বামী–স্ত্রী উভয়ের যৌনাংগ একত্রে মিলে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়।

١٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا .

১০৬। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়" এ অনুমতি ইসলামের প্রথম দিকে ছিল, অতঃপর তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে –(আ, ই, দা, বা)।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

ইমাম যুহ্রী (রহ) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। 'বীর্যপাত হলেই কেবল গোসল ফরয হয়' এ সুযোগ ইসলামের প্রথম দিকে ছিল, অতঃপর তা প্রত্যাহার করা হয়। মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন উবাই ইবনে কাব ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের এটাই অভিমত যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সংগমে লিপ্ত হলেই উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, চাই শুক্র স্খলন হোক বা না হোক।

৬২· ইমাম আবু হানীফা (রহ)–র মতে শুক্রস্খলন হোক বা না হোক শুধু পুরুষাংগ স্ত্রীঅংগে প্রবেশ করলেই গোসল করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা অনুচ্ছেদে উল্লেখিত এ হাদীস দিয়ে দলীল নেন –(মাহমূদ)।

١٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْجَحَّافِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْاِحْتِلاَمِ .

১০৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব" এই হুকুম ইহতিলামের (স্বপ্নদোষের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আবু ঈসা বলেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, আমি (জারূদ) ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, আমি শুধু শরীফের কাছেই এ হাদীসটি পেয়েছি। এ অনুচ্ছেদে উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবু তালিব, যুবাইর, তালহা, আবু আইউব ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'শুক্র স্খলনের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়।' আবুল জাহ্হাফের নাম দাউদ ইবনে আবু আওফ। তিনি একজন জনপ্রিয় আস্থাভাজন লোক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে (কাপড় বা বিছানা) ভিজা দেখতে পেল অথচ তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হচ্ছে না।

١٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ اِحْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرٰى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

১০৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, সে ঘুম থেকে উঠে ভিজা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না। তিনি বললেন, তাকে গোসল করতে হবে। অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু বীর্যপাতের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন ঃ "তাকে গোসল করতে হবে না।" উম্মে সালামা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। কোন স্ত্রীলোক যদি এরূপ দেখতে পায় (স্বপ্নদোষ হয়) তবে তাকে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই অংশ –(আ, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার– উবাইদুল্লাহ ইবনে উমারের সূত্রে আইশা (রা)–র হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ এ হাদীসের এক

রাবী আবদুল্লাহকে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা)-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈদের মতে কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে ভিজা দেখতে পেলে তাকে গোসল করতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরী এবং আহমাদেরও অভিমত। কতিপয় বিশেষজ্ঞ তাবিঈ বলেছেন, বীর্যপাতের ফলে যদি কাপড় ভিজে থাকে তবে গোসল করতে হবে। এটা ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের মত। স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু শুক্র স্খলন হয়নি, এ অবস্থায় সকল ইমামের মতে গোসল করার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

বীর্য এবং বীর্যরস (মযী)।[৬৩]

١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ .

১০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বীর্যরস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ "বীর্যরস বের হলে উযু করতে হবে এবং বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে" -(আ, ই)।

এ অনুচ্ছেদে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। 'বীর্যরসে উযু এবং বীর্যপাতে গোসল' মহানবী (সা)-এর এ হাদীসটি আলী (রা)-র কাছ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈদের এই মত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একথাই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে কি করতে হবে।

١١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقٰى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

---

৬৩. মূল শব্দ হল মনী (শুক্র) এবং মযী (শুক্ররস)। শুক্রস্খলন হওয়ার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে আঠালো ও পিচ্ছিল ধরনের যে লালা নির্গত হয় তাকে মযী বলে (অনু.)।

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَ مِنْهُ .

১১০। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বীর্যরস স্খলনের কারণে আমি কঠিন অবস্থার মধ্যে ছিলাম। কেননা এ কারণে আমাকে প্রায়ই গোসল করতে হত। আমি ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলাম এবং তার বিধান জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ "এটা নির্গত হলে তোমার জন্য উযুই যথেষ্ট।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা যদি লেগে যায়, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ "এক আঁজলা পানি তোমার কাপড়ের যে অংশে বীর্যরস দেখতে পাও সেখানে ছিটিয়ে দাও, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট –(আ, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে এর হুকুম সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের মতে কাপড় ধৌত করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, মযী লাগার স্থানে পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। ইমাম আহমাদ বলেন, আমার মতে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে।

١١١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيْهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَا اَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا اَثَرُ الْاِحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ اَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاَصَابِعِهِ وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِىْ .

১১১। হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা)-র বাড়িতে একজন মেহমান আসল, তিনি তার জন্য হলুদ বর্ণের একটি চাদর বিছিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। সে তাতে শুয়ে গেল। (ঘুমের মধ্যে) তার স্বপ্নদোষ হল। সে চাদরটি এ অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করল। তাই সে তা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিল। অতপর আইশা (রা)-র কাছে তা পাঠিয়ে দিল। তিনি বললেন, নিষ্প্রয়োজনে সে আমাদের কাপড়টি খারাপ করে দিল। আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে বীর্য তুলে ফেলাই তার

জন্য যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে আংগুল দিয়ে শুক্র খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতাম – (মু, না, ই, দা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। একাধিক ফকীহ যেমন সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যদি কাপড়ে বীর্য লেগে যায় তবে তা খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলাই যথেষ্ট, ধোয়ার প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সর্বাপেক্ষা সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

পরিধেয় বস্ত্র থেকে বীর্য ধৌত করা।

١١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১১২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলেছেন –(বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির বিরোধী নয়। যদিও খুঁটে খুঁটে শুক্র তুলে ফেললেই যথেষ্ট তবুও কোন ব্যক্তির কাপড়ে এর দাগ না থাকাই উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, শুক্র হচ্ছে নাকের শ্লেষ্মার অনুরূপ। তোমার কাপড় থেকে তা দূর করা উচিৎ, এমনকি ইযখির ঘাস দিয়ে হলেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

গোসল না করে নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যাওয়া।

١١٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً .

১১৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন, পানি স্পর্শ করতেন না –(আ, দা, ই)।[৬৪]

---

৬৪. হযরত নদর (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন"। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, এখানে পানি স্পর্শ না করার অর্থ গোসল না করা। অবশ্য পানি স্পর্শ না করার সাধারণ অর্থও এখানে লওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলও

١١٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ نَحْوَهُ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ .

১১৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের পূর্বে উযু করতেন।–(বা, মু, দা, না)।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব প্রমুখের এই মত। আসওয়াদের সূত্রে আবু ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কেননা আবু ইসহাক এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন। শেষোক্ত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

নাপাক ব্যক্তির ঘুমের পূর্বে উযু করা।

١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ .

১১৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, তবে উযু করে নেবে –(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আম্মার, আইশা, জাবির, আবু সাঈদ ও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ ও ইসহাক বলেন, নাপাক ব্যক্তির ঘুমানোর পূর্বে উযু করে নেয়া উচিৎ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা (হাতে হাত মিলানো)।

١١٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا

করেননি এবং উযুও করেননি, বরং তিনি নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়েছেন। তিনি তাঁর সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত এরূপ একবার বা একাধিকবার করেছেন। নাপাক অবস্থায়ও যে ঘুমান জায়েয তা জানানোর জন্যই তিনি এটা করেছেন –(মাহমূদ)।

حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَانْخَنَسْتُ اَىْ تَنَحَّيْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ اَوْ اَيْنَ ذَهَبْتَ قُلْتُ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ .

১১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তিনি (আবু হুরায়রা) নাপাক ছিলেন। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমি চুপিসারে কেটে পড়লাম এবং গোসল সেরে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, অথবা কোথায় গিয়েছিলে? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি কখনও নাপাক হয় না"–(দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ও ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। মনীষীগণ নাপাক অবস্থায় পরস্পর মুসাফাহা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মতে, নাপাক ব্যক্তির ঘাম এবং ঋতুবতী মহিলার ঘামের মধ্যে কোন দোষ (নাপাক) নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদেরও যখন স্বপ্নদোষ হয়।

١١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِيْ غُسْلاً اِذَا هِيَ رَأَتْ فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ اِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ .

১১৭। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিলহান কন্যা উম্মে সুলাইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হক কথা প্রকাশ করতে আল্লাহ তাআলা লজ্জাবোধ করেন না। অতএব কোন নারীর পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হলে কি তাকে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, যখন সে পানির (বীর্যপাতের) চিহ্ন দেখতে পায় তখন যেন গোসল করে নেয়। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে উম্মে সুলাইম! আপনি তো নারীদের অপমান করলেন – (মা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ফিক্‌হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন স্ত্রীলোকের পুরুষের মত স্বপ্নদোষ হলে এবং বীর্যপাত হলে তাকে গোসল করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী এবং শাফিঈও একথা বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে উম্মে সুলাইম, খাওলা, আইশা ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

গোসলের পর শরীর গরম করার জন্য স্ত্রীর শরীরের সাথে লেগে যাওয়া।

١١٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا اِغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِيْ فَضَمَمْتُهُ اِلَيَّ وَلَمْ اَغْتَسِلْ .

১১৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও নাপাকির গোসল করে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন শরীর গরম করার জন্য। আমি তাঁকে আমার সাথে জড়িয়ে নিতাম (ঠান্ডা দূর করার জন্য)। অথচ আমি তখনও নাপাক অবস্থায় থাকতাম -(ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি নেই। মহানবী (সা)-র একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈদের মতে, কোন ব্যক্তি নাপাকির গোসল করে এসে নাপাক স্ত্রীকে জড়িয়ে নিয়ে শরীর গরম করলে এবং তার সাথে ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে কোন দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এইমত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

নাপাক ব্যক্তি পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে।

١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ .

১১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যখন সে পানি পাবে তখন নিজের শরীরে যেন পানি পৌছায় (গোসল করে)। এটাই (তার জন্য) উত্তম। মাহমূদ তার বর্ণিত হাদীসে এরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ পাক মাটি মুসলমানদের

জন্য উযূ গোসলের (বিকল্প) উপকরণ –(আ, দা, বা, না)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটা হাসান হাদীস। জমহুর ফুকাহাদের এটাই মত যে, নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা (ঋতুশেষে) পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক এ মতেরই সমর্থক। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাপাক ব্যক্তির জন্য পানি না পেলেও তায়াম্মুম জায়েয মনে করেন না। কিন্তু তিনি তাঁর এ বক্তব্য পরবর্তী কালে প্রত্যাহার করেছেন বলেও উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নেবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর)।

١٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِيْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ .

১২০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুবাইশের কন্যা ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইস্তিহাযার রোগিণী, কখনও পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ "না, এটা একটা শিরার রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে, নামায ছেড়ে দেবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে, তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করে নেবে) এবং নামায পড়বে।" আবু মুআবিয়া তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, তিনি (মহানবী) বললেন, (হায়েযের মুদ্দত শেষ হওয়ার পর) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ কর (নামায পড়), যতক্ষণ পরবর্তী (হায়েযের) সময় না আসে –(মা, বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র এই মত। হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈনের এই মত। যেমন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ বলেন, ইসতিহাযার রোগিণী হায়েযের

সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য (নতুন করে) উযু করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

ইস্তিহাযার রোগিণী প্রতি ওয়াক্তে উযু করবে।[৬৫]

١٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَئِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ .

১২১। আদী ইবনে সাবিত (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।[৬৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিহাযার রোগিণী সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ যে কয়দিন সে নিয়মিত ঋতুবতী থাকবে ততদিন নামায ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন করে উযু করবে এবং রোযা রাখবে ও নামায পড়বে – (দা, দার, ই)।

١٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

১২২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের রাবী শরীক একাই আবু ইয়াকযানের কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে

---

৬৫. বালেগ হওয়ার সাথে সাথে মহিলাদের যে নিয়মিত মাসিক রক্তস্রাব হয় তাকে হায়েয বলে। তার সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন এবং সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন। হায়েয চলাকালীন নামায পড়া এবং রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু রোযা পরে কাযা করতে হয়। দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি রক্তস্রাব হতে থাকে তবে এটাকে ইস্তিহাযা বলে। এটা এক ধরনের রোগ এবং এর সুচিকিৎসা হওয়া দরকার। ইস্তিহাযার রোগিণীকে নিয়মিত নামায পড়তে হয় (অনু)।

৬৬. আদী ইবনে সাবিত থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত ঃ হাদীসের উসূলবিদদের মতে উল্লেখিত বাক্য যেখানেই আসবে সেখানেই "তাঁর পিতা" এবং "তাঁর দাদা"–এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল এক। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় "আবীহি" ও "জাদ্দিহি"–এর সর্বনামের প্রর্তাবর্তন স্থল আদী (রা)। রাবী আদী (রা) তাঁর পিতা সাবিত থেকে বর্ণনা করেন। আর সাবিত হাদীস রিওয়ায়াত করেন তাঁর পিতা থেকে যিনি আদীর দাদা। উল্লেখিত নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে 'আমর ইবনে শুআইব আন আবীহি আন জাদ্দিহি।" এই সনদে "তাঁর পিতা" এবং "তাঁর দাদা" সর্বনাম দুটির প্রত্যাবর্তন স্থল ভিন্ন। এখানে 'আবীহি'–এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল আমর। আর জাদ্দিহি– এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল আমরের পিতা শুআইব। ফলে সনদের অর্থ দাঁড়ায়, আমর তাঁর পিতা শুআইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, শুআইব হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর দাদা থেকে, যিনি হচ্ছেন আমরের পিতার দাদা –(মাহমূদ)।

তিনি আদীর দাদার নাম বলতে পারেননি। আমি তাঁর কাছে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মূঈনের কথা উল্লেখ করলাম যে, তিনি আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন। কিন্তু বুখারী তা নির্ভরযোগ্য মনে করলেন না। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে তাহলে এটা উত্তম। আর যদি শুধু উযু করে নেয় তবে তাও জায়েয। সে যদি এক গোসলে দুই ওয়াক্ত নামায পড়ে তবে তাও যথেষ্ট (অর্থাৎ এক গোসলে যোহর–আসর, দ্বিতীয় গোসলে মাগরিব–এশা এবং তৃতীয় গোসলে ফজরের নামায পড়া)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

ইস্তিহাযার রোগিণীর একই গোসলে দুই ওয়াক্তের নামায পড়া।

١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلاَةَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ اَيَّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ فَاِذَا رَأَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّيْ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِيْ وَصَلِّيْ فَاِنَّ ذٰلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِيْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِيْنَ

مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَوِيْتَ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ .

১২৩। হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে ইসতিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিধান জিজ্ঞেস করতে এবং ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে আসলাম। আমি আমার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে তাঁর সাক্ষাত পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুরুতররূপে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? এটা আমাকে রোযা–নামাযে বাধা দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি; এটা রক্ত শোষণ করবে। তিনি (হামনা) বলেন, এটা তদপেক্ষাও বেশী। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি (নির্দিষ্ট স্থানে কাপড়ের) লাগাম বেঁধে নাও। তিনি (হামনা) বললেন, এটা তদপেক্ষাও বেশী। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। তিনি বললেন, এটা আরো অধিক গুরুতর, আমি পানি প্রবাহের ন্যায় রক্তক্ষরণ করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাকে দু'টো নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্যে যেটাই তুমি অনুসরণ করবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টিই করতে সক্ষম হও তাহলে তুমিই অধিক জান (কোনটি অনুসরণ করবে)। অতঃপর তিনি তাকে বললেনঃ এটা শয়তানের একটা আঘাত ছাড়া আর কিছু নয় (অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই)।

(এক) তুমি হায়েযের সময়সীমা ছয় দিন অথবা সাত দিন ধরবে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। অতঃপর তুমি গোসল করবে। তুমি যখন মনে করবে যে, তুমি পাক হয়ে গেছ তখন (মাসের অবশিষ্ট) চব্বিশ দিন অথবা তেইশ দিন নামায পড়বে এবং রোযা রাখবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি প্রতি মাসে এরূপ করবে, যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের হায়েযের সময়ে এবং তোহরের (পবিত্রতার) সময়ে নিজেদের হায়েযের সময়সীমা ও তোহরের সময়সীমা গণনা করে থাকে।

(দুই) যদি তুমি যোহরের নামায বিলম্ব করতে এবং আসরের নামায এগিয়ে আনতে সক্ষম হও তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে যোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে পড়ে নাও। এভাবে মাগরিবের নামায বিলম্ব করতে এবং এশার নামায এগিয়ে আনতে সক্ষম হলে এবং গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পারলে তাই করবে।[৬৭] তুমি যদি ফজরের নামাযের জন্য ও গোসল করতে সক্ষম হও তবে তাই করবে এবং

---

৬৭. "যোহর বিলম্ব করা আসর এগিয়ে আনা"– এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যোহরের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে আসরের প্রথম ওয়াক্তে উভয় নামায একত্রে পড়া। এটা ইমাম শাফিঈর মত। (দুই) যোহরের শেষের দিকে গোসল করে যোহরের শেষ সময়ে এবং আসরের প্রথম ওয়াক্তে উভয় নামায পরপর এক সময়ে পড়া এটা ইমাম আবু হানীফার মত (অনুঃ)।

রোযাও রাখবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'টি বিকল্প নির্দেশের মধ্যে শেষোক্তটিই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় –(আ, দা, ই, বা)।[৬৮]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হাদীসটি আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি হাসান হাদীস। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, এটি হাসান এবং সহীহ হাদীস।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী হায়েযের শুরু এবং শেষ বুঝতে পারে, তবে রক্তস্রাব যখন আরম্ভ হয় তখন তার রং হয় কালো এবং শেষের দিকে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এ ধরনের মহিলাদের জন্য ফাতিমা বিনতে জাহ্শ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নির্দেশ প্রযোজ্য।

পূর্বে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়েছে এবং পরে ইস্তিহাযার রোগ দেখা দিয়েছে এরূপ মহিলার কর্তব্য হচ্ছে, হায়েযের নির্দিষ্ট দিন কয়টির নামায ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথকভাবে উযূ করে নামায পড়বে। কোন মহিলার যদি রক্তস্রাব হতে থাকে এবং পূর্ব থেকেই কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বা অভ্যাসও না থাকে

---

৬৮ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটি নির্দেশের মধ্যে শেষোক্তটিই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

রক্ত প্রদর রোগগ্রস্ত নারী কিভাবে নামায পড়বে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন। (এক) প্রত্যেক নামাযের সময় উযূ করে নামায পড়বে। (দুই) এ হাদীসে দ্বিতীয় নির্দেশের বর্ণনা নেই। অন্য হাদীসে তার বর্ণনা আছে। তা এই যে, প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে নামায পড়তে হবে। অথবা একবারের গোসলে দুটি নামায পড়বে। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য একবার গোসল করা বা দুটি নামাযের জন্য একবার গোসল করার উদ্দেশ্য অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, রক্তের প্রবাহ কম হওয়া এবং আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা। ইমাম তাহাবীও এই উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নিহিত রয়েছে। যদিও গোসল না করে শুধু উযূ করে নামায পড়লেও নামায হয়ে যাবে। তবে মহানবী (সা)–এর দৃষ্টিতে প্রতি নামাযের সময় গোসল করা অধিক পছন্দনীয় এবং এতে পরিচ্ছন্নতাও রয়েছে। অথবা পানির শীতলতার দ্বারা চিকিৎসা অর্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটাও হতে পারে যে, গোসলের নির্দেশ দেয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরে এ দুটি উদ্দেশ্যই ছিল। রক্তপ্রদর রোগগ্রস্ত নারী যদি এ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় থাকে তবে সে পনর দিন পর্যন্ত নামায পড়বে, অতঃপর ঋতুস্রাবের নিম্নতম মুদ্দত পরিমাণ সময় সে নামায ত্যাগ করবে। এ সময়ের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে এ সময়ের নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক দিন এক রাত। হানাফীদের মতে এর নিম্নতম পরিমাণ তিন দিন তিন রাত –(মাহমূদ)।

. এ হাদীসে দুটি বিকল্প পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে। (এক) ছয় অথবা সাত দিন পর একবার মাত্র গোসল করে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য পৃথকভাবে উযূ করে নামায পড়া। (দুই) দৈনিক তিনবার গোসল করে দুই দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া এবং ফজর ভিন্নভাবে পড়া। দ্বিতীয় পন্থাটি অপেক্ষাকৃত উত্তম (অনু.)।

যে, কত দিন হায়েয হয়; এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে হামনা বিনতে জাহ্‌শ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুম প্রযোজ্য। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইস্তিহাযার রোগিণীর যদি প্রথম হায়েয হয়ে থাকে এবং তা পনের দিন অথবা তার কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার এ দিনগুলো হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। এ কয়দিন সে নামায পড়বে না। পনের দিনের পরও যদি রক্তস্রাব চলতে থাকে তবে (উক্ত পনের দিনের মধ্যে) চৌদ্দ দিনের নামায কাযা হিসেবে আদায় করবে এবং এক দিনের নামায ছেড়ে দিবে। কেননা (ইমাম শাফিঈর মতে) হায়েযের নিম্নতম মুদ্দত এক দিন।

আবু ঈসা বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মুদ্দত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিন দিন এবং সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) একথা বলেছেন। ইবনুল মুবারক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। অপর এক দল মনীষী, যাদের মধ্যে আতা ইবনে আবু রবাহ্‌ও রয়েছেন, বলেছেন, হায়েযের নিম্নতম মুদ্দত এক দিন এক রাত এবং সর্বোচ্চ মুদ্দত পনের দিন (ও রাত)। ইমাম আওযাঈ, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক ও আবু উবাইদ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

ইস্তিহাযার রোগিণী প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে।

১২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اِسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ اِبْنَةُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّى اسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ اللَّيْثُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلٰكِنَّهُ شَىْءٌ فَعَلَتْهُ هِىَ .

১২৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহ্‌শ কন্যা উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি সর্বদা ইস্তিহাযার রোগে আক্রান্ত থাকি এবং কখনও পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ "না, এটা একটি শিরার রক্ত; তুমি গোসল করে নামায পড়বে।" অতঃপর তিনি (উম্মে হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন – (বু, মু, দা, না, ই, আ, দার)।

কুতাইবা বলেন, লাইস বলেছেন, ইবনে শিহাব (তাঁর বর্ণনায়) একথা উল্লেখ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবাকে প্রত্যেক নামাযের সময়

গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তিনি স্বেচ্ছায় একাজ করতেন (নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে)।

আবু ঈসা বলেন, যুহরীও আমরার সূত্রে, তিনি আইশা (রা)-র সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মনীষীর মতে ইস্তিহাযার রোগিণীকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

ঋতুবতী নারী ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবে না।

١٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَقْضِىْ اِحْدَانَا صَلاَتَهَا اَيَّامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

১২৫। মুআযা (রহ) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আইশা (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ তার হায়েয চলাকালীন সময়ের নামায পরে কি আদায় করবে? তিনি (আইশা) বললেন, তুমি কি হারূরা এলাকার বাসিন্দা (খারিজী)?[৬৯] আমাদের কাউকে মাসিক ঋতু চলাকালীন ছুটে যাওয়া নামায পরবর্তীতে কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত না -(বু, মু, দা, না, ই, দার)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আইশা (রা)-র কাছ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋতুবতী নারীকে তার ছুটে যাওয়া নামায পরবর্তী সময়ে কাযা করতে হবে না। সমস্ত ফিক্‌হবিদ এ ব্যাপারে একমত। হায়েযগ্রস্তা মহিলাকে তার ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে হবে না, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে, এ ব্যাপারেও ফিক্‌হবিদদের মাঝে কোন মতভেদ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী নারী কুরআন পাঠ করবে না।

١٢٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ .

---

৬৯. এখানে হারুরিয়া বলতে খারিজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বুঝান হয়েছে। কেননা তাদের মতে ঋতুস্রাবের সময় যে নামায পড়া হয় না তা কাযা করা ওয়াজিব। এরা খারিজী সম্প্রদায়ের একটি গোত্র। এদেরকে কুফার হারূরা এলাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে হারূরী বলা হয়। এ এলাকায় তাদের কেন্দ্র ছিল। এরাই হযরত আলী (রা)-কে হত্যা করে -(মাহমূদ)।

১২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না –(ই, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একই সনদসূত্রে ইসমাঈল ইবনে আইয়াশও বর্ণনা করেছেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্তা নারী কুরআন পাঠ করবে না। এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা উপরোক্ত হাদীস জানতে পারিনি। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈর এটাই অভিমত। তাদের পরবর্তীগণ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেন, নাপাক ও হায়েয অবস্থায় কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না; কিন্তু কোন আয়াতের অংশবিশেষ অথবা শব্দ ইত্যাদি পাঠ করতে পারবে। তাঁরা নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্তা নারীকে তসবীহ–তাহলীল (সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ইত্যাদি পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, এ হাদীসের এক রাবী ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ হেজায ও ইরাকবাসীদের থেকে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) হাদীসগুলো বর্ণনা করে থাকে। ইমাম বুখারী তাদের সূত্রে বর্ণিত তার এ ধরনের একক বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলতে চান। তিনি আরো বলেছেন, সিরীয়াবাসীদের কাছ থেকে বর্ণিত ইসমাঈল ইবনে আইয়াশের হাদীসগুলো শক্তিশালী। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ বাকিয়ার তুলনায় অনেক ভাল। কেননা বাকিয়া সিকাহ রাবীদের বরাতে প্রত্যাখ্যাত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আহমাদ ইবনে হাসান আমাকে একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে একথা বলতে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

ঋতুবতীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো।

١٢٧- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِيْ اَنْ اَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِيْ .

১২৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিতেন ঃ 'তুমি শক্ত করে পাজামা বেঁধে নাও।' অতঃপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন –(বু, মু, ই, আ)।

এ অনুচ্ছেদে উম্মে সালামা ও মাইমূনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও

তাবিঈর এটাই মত (ঋতুবতীর সাথে একত্রে ঘুমানো জায়েয)। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এই মত পোষণ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

ঋতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে।

١٢٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا .

১২৮। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা নারীর সাথে একত্রে পানাহার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তার সাথে খাও।

এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। জমহুর উলামাদের মতে, হায়েযগ্রস্তার সাথে একত্রে পানাহারে কোন দোষ নেই। কিন্তু স্ত্রীলোকদের উযূ করার পর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ এটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

হায়েয অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু আনা।

١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ لِىْ عَائِشَةُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ قَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ .

১২৯। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ "হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও।" তিনি (আইশা) বলেন, আমি বললাম, আমি হায়েযগ্রস্তা। তিনি বললেন ঃ তোমার হায়েয তোমার হাতে নয় -(মু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)-র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হায়েযগ্রস্তা নারী মসজিদ থেকে হাত

বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে আনতে পারে, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

ঋতুবতী নারীর সাথে সংগম করা জঘন্য অপরাধ।

١٣٠- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَبَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ الاَثْرَمِ عَنْ اَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সংগম করে অথবা স্ত্রীর বাহ্যদ্বারে সংগম করে অথবা গণক ঠাকুরের কাছে যায়– সে মুহাম্মাদ (সা)–এর উপর নাযিল করা জিনিসের প্রতি অবিশ্বাস করে –(আ, দা, দার, ই)।[৭০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবু তামীমা, তাঁর থেকে হাকীম আল–আসলাম– এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। (আবু তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন কোন হাদীস বিশারদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন– অনুবাদক)। মনীষীগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'নাযিল করা জিনিসের প্রতি অবিশ্বাস করে'–মহানবী (সা) এ কথা তিরস্কার ও ধমকের সুরে বলেছেন। কেননা উল্লেখিত কাজ করলে কেউ কাফের হয়ে যায় না। মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে এরূপ বর্ণনাও আছে, তিনি বলেন ঃ مَنْ اَتٰى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ .

"যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করে সে যেন একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদকা করে।"

হায়েযগ্রস্তার সাথে সংগম করা যদি কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হত, তাহলে এর পরিবর্তে সদকা করার নির্দেশ দেয়া হত না। ইমাম বুখারীও সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি যঈফ বলেছেন।

---

৭০. কোন ব্যক্তি যদি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে জায়েয মনে করে সংগম করে তবে সে বাস্তবিকপক্ষেই কাফের হয়ে যাবে। অথবা নবী করীম (সা)–এর হুকুম একটি কড়া নির্দেশ বলে পরিগণিত হবে। কেননা অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে দান–খয়রাত করার হুকুম দিয়েছেন। এখন ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসংগম করা যদি কুফরী হত তবে নবী (সা) এমন ব্যক্তিকে শুধু দান–খয়রাত করার হুকুম কেন দিলেন। কারণ কাফেরদের উপর দান–খয়রাত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম বুখারীর মতে এ হাদীসে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে –(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

ঋতুবতীর সাথে সংগমের কাফফারা।

١٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

১৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয চলাকালীন সময়ে সংগম করে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সে অর্ধ দীনার সদকা করবে" –(দা, দার, আ, বা, ই)।

١٣٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ .

১৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন রক্ত লাল থাকে তখন (সংগম করলে) এক দীনার, আর যখন রক্ত পীতবর্ণ ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার।[৭১]

আবু ঈসা বলেন, 'ঋতুবতীর সাথে সংগম করার কাফফারা' সম্পর্কিত হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)–র সূত্রে দুইভাবে অর্থাৎ 'মাওকূফ এবং মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ কাফফারা আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। ইবনুল মুবারক বলেন, সংগমকারীকে কোন কাফফারা দিতে হবে না, বরং সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৭২] কতিপয় তাবিঈও তাঁর

---

৭১. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে অর্ধ দীনার সদকা করতে হবে ঃ
কোন বর্ণনায় অর্ধ দীনার, কোন বর্ণনায় দুই–তৃতীয়াংশ দীনার এবং কোন বর্ণনায় এক দীনার দান করার হুকুম এসেছে। ইমাম আবু হানীফার মতে দান করার এ হুকুম মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব অর্থে নয়। দানকারী ইচ্ছা করলে এক দীনারও দান করতে পারে। আবার সে ইচ্ছা করলে তিন দীনারও দান করতে পারে। কারণ এ বিষয়ে শরীআত কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। যে সকল আলেম দান করার হুকুমকে ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত করেছেন তাঁরা বলেন, ঋতুর প্রথমে অথবা মধ্যভাগে সংগম করলে এক দীনার দান করতে হবে। আর মাসিকের শেষভাগে সংগম করলে এক দীনারের অর্ধেক দান করতে হবে –(মাহমূদ)।

৭২. ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ (রহ) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে শাফিঈ তওবা করার সাথে সাথে অর্ধ দীনার দান–খয়রাত করা উত্তম বলেছেন (অনু·)।

অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইবরাহীম নাখঈও তাদের অন্তর্ভূক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

কাপড় থেকে হায়েযের রক্ত ধুয়ে ফেলা।

١٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اِمْرَاَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ .

১৩৩। আসমা বিনতে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কাছে হায়েযের রক্ত লাগা কাপড়ের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে তা তুলে ফেল, অতঃপর পানি দিয়ে তা আংগুলের সাহায্যে মলে নাও, অতঃপর তাতে পানি গড়িয়ে দাও, অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও উম্মে কায়েস (রা)–র হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আসমা (রা)–র এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা না ধুয়ে নামায পড়া যাবে কি না এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাবিঈদের মধ্যে কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যদি কাপড়ের রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হয় এবং তা না ধুয়ে ঐ কাপড় পরেই নামায পড়া হয় তাহলে পুনরায় নামায পড়তে হবে। অপর দল বলেছেন, রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের বেশী হলেই পুনরায় নামায পড়তে হবে। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা) ও ইবনুল মুবারক একথা বলেছেন। আহমাদ ও ইসহাকের মতে রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের অধিক হলেও পুনরায় নামায পড়তে হবে না। ইমাম শাফিঈর মতে, কাপড়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ রক্ত লাগলেও তা ধুয়ে নেয়া ওয়াজিব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

নিফাসগ্রস্তা নারী কত দিন নামায ও রোযা থেকে বিরত থাকবে।

١٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَبُوْ بَدْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْاَزْدِيَّةِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَكُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

১৩৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন বসে থাকত। আমরা ওয়ারস ঘাস পিষে তা দিয়ে আমাদের মুখমন্ডলের দাগ তুলতাম –(দা, বা, ই)।[৭৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবু সাহলের সূত্রে জানতে পেরেছি। ইমাম বুখারী বলেন, আলী ইবনে আবদুল আলা ও আবু সাহল সিকাহ রাবী। মুহাম্মাদও (বুখারী) এ হাদীসটি আবু সাহলের সূত্রে জানতে পেরেছেন। আবু সাহলের নাম কাসীর ইবনে যিয়াদ।

মহানবী (সা)-এর বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে যে, নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়বে না। হাঁ যদি চল্লিশ দিনের পূর্বে পাক হয়ে যায় তবে গোসল করে নামায শুরু করে দেবে। যদি চল্লিশ দিন পরও রক্তস্রাব চলতে থাকে, তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে চল্লিশ দিন পর আর নামায পরিত্যাগ করা যাবে না। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদেরও এই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (এবং ইমাম আবু হানীফাও) এ কথাই বলেছেন। হাসান বসরী পঞ্চাশ দিন এবং আতা ইবনে আবু রাবাহ ও শাবী ষাট দিন নামায পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন, যদি ঋতুস্রাব চলতেই থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগম করা।

١٣٥- حَدَّثَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ .

১৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই গোসলে তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন (একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগম করে একবারেই গোসল করতেন) –(বু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবু রাফে (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, উযু না করে দ্বিতীয়বার সংগম করায় কোন আপত্তি নেই। হাসান বসরী তাদের অন্তর্ভুক্ত। আনাস (রা)-র এ হাদীস অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

---

৭৩. সন্তান প্রসবের পর মহিলাদের যে দীর্ঘ দিন রক্তস্রাব হতে থাকে তাকে নিফাস বলে। নিফাস চলাকালীন সময়ে নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং সংগমে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। রোযার পরে কাযা আদায় করতে হবে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

দ্বিতীয় বার সংগম লিপ্ত হতে চাইলে উযূ করে নেবে।

١٣٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا.

১৩৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর পুনরায় সহবাস করতে চায় তখন সে যেন এর মাঝখানে উযূ করে নেয় –(না, ই, দা)।

এ অনুচ্ছেদে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাঈদ (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হযরত উমার (রা)–ও দ্বিতীয় সংগমের পূর্বে উযূ করার কথা বলেছেন। মনীষীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সংগম করার পর পুনরায় সংগম করার ইচ্ছা করলে সে যেন দ্বিতীয় বার সংগমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে উযূ করে নেয়। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)–র নাম সাদ ইবনে মালিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

নামায শুরু হওয়ার সময়ে কারো পায়খানা লাগলে সে প্রথমে পায়খানা সেরে নেবে।

١٣٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَاَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَكَانَ اِمَامَ قَوْمِهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ .

১৩৭। হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) ইমাম হলেন। নামাযের ইকামত হয়ে গেল। তিনি (আবদুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে সামনে ঠেলে দিলেন। (নামায শেষে) তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "নামাযের জামাআত শুরু হওয়ার সময় তোমাদের কারো পায়খানার বেগ হলে প্রথমে সে পায়খানা সেরে নেবে –(আ, দা, দার)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবূ হুরায়রা, সাওবান ও আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা)–র হাদীসটি

হাসান এবং সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা)–র এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (সা)–এর কয়েকজন সাহাবা ও তাবিঈর এটাই অভিমত (প্রাকৃতিক প্রয়োজন আগে সেরে নেবে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মত সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, পায়খানা–পেশাবের প্রয়োজন অনুভূত হলে তা না সেরে নামাযে দাঁড়াবে না। হাঁ যদি নামায শুরু করার পর প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে নামায পড়তে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত গোলমাল ও বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। কতিপয় আলেম বলেছেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কারণে যে পর্যন্ত নামাযের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পায়খানা–পেশাবের বেগ নিয়ে নামায পড়তে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

যাতায়াতের পথের ময়লা আবর্জনা লাগলে উযু করার প্রয়োজন নেই।

١٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ قُلْتُ لِاُمِّ سَلَمَةَ اِنِّيْ اِمْرَأَةٌ اُطِيْلُ ذَيْلِيْ وَاَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

১৩৮। আবদুর রহমান ইবনে আওফের উম্মে ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত।[৭৪] তিনি (উম্মে ওয়ালাদ) বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)–কে বললাম, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নীচের দিকে লম্বা করে দেই এবং ময়লা–আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি (এর বিধান কি)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পরবর্তী পাক জায়গার মাটি এটাকে পাক করে দেয়"–(মা, দা, দার, ই)।

এ হাদীসটি আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِإِ .

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম এবং রাস্তার ময়লা–আবর্জনা লেগে যাওয়ার কারণে উযু করতাম না"–(দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত হল, যদি কোন ব্যক্তি নাপাক জমিনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তবে তার পা ধোয়া ওয়াজিব নয়। হাঁ নাপাক যদি ভিজা হয় এবং শুকনা না হয় তাহলে নাপাক লাগার স্থানটুকু ধুয়ে নেবে।

---

৭৪. ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান হওয়ার পর ঐ ক্রীতদাসীকে উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা) বলে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

তায়াম্মুম সম্পর্কিত হাদীস।

١٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْـنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰـنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

১৩৯। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুখমন্ডল এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন –(আ, দা, দার, বা, বু, মু)।[৭৫]

এ অনুচ্ছেদে আইশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আম্মার (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি আম্মারের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

একাধিক সাহাবী যেমন, আলী, আম্মার ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবিঈদের মধ্যে শাবী, আতা ও মাকহূল বলেন, মুখমন্ডল ও উভয় হাতের জন্য একবার মাত্র (তায়াম্মুমের বস্তুর উপর) হাত মারতে হবে। আহমাদ ও ইসহাক এ মত সমর্থন করেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ যেমন, ইবনে উমার (রা), জাবির (রা), ইবরাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী বলেন, মুখমন্ডলের জন্য একবার হাত মারতে হবে এবং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে একবার হাত মারতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা) ও শাফিঈ এ মত সমর্থন করেছেন। আম্মার (রা) থেকে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি তায়াম্মুমের ব্যাপারে মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আম্মার (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاَبَاطِ .

"আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি"।

---

৭৫. ইমাম শাফিঈ সহ একদল আলেমের মতে তায়াম্মুমে একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের তালু মাসেহ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে তায়াম্মুমের জন্য দু'বার মাটিতে হাত মারতে হবে। প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করতে হবে। দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা সুনানে আবু দাউদের হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ঐ হাদীসে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার হুকুম এসেছে। তিনি আম্মার (রা)–র হাদীস সম্পর্কে বলেন, আম্মার (রা)–র হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ। তবে কোন কোন হাদীস তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে আম্মারের এ হাদীসের বিপরীত হুকুম প্রমাণ করে। এ সকল

কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে আম্মার (রা) বর্ণিত তায়াম্মুম সম্পর্কিত হাদীসটিকে (যাতে চেহারা ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে) যঈফ বলেছেন। কেননা তিনিই আবার কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, 'চেহারা ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তায়াম্মুম' করার হাদীসটি সহীহ। 'কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম' করার হাদীসটিও সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আম্মার (রা) এ হাদীসে এরূপ বলেননি যে, মহানবী

হাদীস বিশুদ্ধতার দিক থেকে আম্মারের হাদীসের সমপর্যায়ের নয়। কিন্তু এগুলো বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী কোন হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হলে তা দিয়ে দলীল নেয়া যায়। সুতরাং আম্মার (রা)–র হাদীসের উপর আমল না করে এ হাদীসসমূহের উপর আমল করাই উত্তম এবং সাবধানতামূলক। এছাড়া তায়াম্মুম হচ্ছে উযূর বিকল্প। সুতরাং মূল অর্থাৎ উযূর হুকুমই তায়াম্মুমের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কোন হাদীসে বগল পর্যন্ত মাসেহ করার কথাও বর্ণিত আছে, কোন হাদীসে বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করার কথা এসেছে। আবার কোন হাদীসে হাতের তালুর শুধু পিঠের দিক মাসেহ করার কথা বর্ণিত আছে। তাতে তালুর পেটের দিক মাসেহ করার কথা উল্লেখ নেই। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কেননা তাঁর মতে তায়াম্মুমের জন্য দু'বার মাটিতে হাত মারতে হয়ঃ প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করতে হবে। দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। হযরত আম্মারের হাদীস তাঁর এই মতের বিরোধী নয়। কেননা তিনি বলেন, আম্মার (রা)–র উযূর বিকল্প তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানা ছিল। কিন্তু তিনি গোসলের বিকল্প তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানতেন না, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

উমার ফারূক (রা) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) এক সফরে ছিলেন। তাদের দু'জনেরই স্বপ্নদোষ হল। আম্মার (রা) মাটিতে গড়াগড়ি করার পড় নামায পড়েন। এরপর তাঁরা উভয়ে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট ফিরে আসেন, আম্মার (রা) তাঁর নিকট এ সম্পর্কে ফতোয়া চান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সংক্ষিপ্তভাবে এর জবাব দেন। তিনি আম্মার (রা) কে বলেন ঃ তোমার জন্য এভাবে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ উযূর বিকল্প যে তায়াম্মুম তোমার আগে থেকেই জানা ছিল, তা গোসলের জন্যও যথেষ্ট ছিল। এজন্য মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেয়ার দরকার ছিল না। এ দু'য়ের মধ্যে নিয়াত ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আম্মার (রা) তাড়াতাড়ি এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উযূর পরিপূরক তায়াম্মুমের দিকে ইংগিত করেন, তখন তাঁর হাত তালুর পিঠের উপর দিক থেকে বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত পৌছে। এ সময়ে যে ব্যক্তি মহানবী (সা)–কে বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করতে দেখেন তিনি তাই বর্ণনা করেন। আর যিনি তাঁকে হাতের পিঠের দিক মাসেহ করতে দেখেছেন, তিনি তার দেখা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে এ বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং তায়াম্মুমের নিয়ম তাই যা তাদের আগে থেকে জানা ছিল। গোসলের জন্য হযরত আম্মার (রা)–র মাটিতে গড়াগড়ি দেয়া তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শিক্ষা দিয়ে বলেন ঃ তোমার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়ার কোন দরকার ছিল না। হযরত আম্মার (রা)–র কথা "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের তালু মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন"–এর অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত আকারে মুখ এবং হাতের তালুর দিকে ইংগীত করেছেন –(মাহমূদ)।

(সা) তাদেরকে এটা করতে বলেছেন। বরং তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, 'আমরা এরূপ করেছি'। তিনি মহানবী (সা)-এর কাছে তায়াম্মুম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (সা) মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তায়াম্মুম করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি 'মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত' তায়াম্মুম করার ফতোয়াই দিয়েছেন। আর এই ফতোয়া একথারই প্রমাণ যে, মহানবী (সা) তাঁকে যেভাবে তায়াম্মুমের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পরিশেষে তিনি তাই অনুসরণ করেছেন।

١٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِيْ كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ) وَقَالَ فِى التَّيَمُّمِ (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ) وَقَالَ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا) فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِى الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ اِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِى التَّيَمُّمَ .

১৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, উযুর বিধান উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান কিতাবে বলেছেন ঃ "তোমাদের মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর"-(সূরা মাইদা ঃ ৬)। তিনি তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন ঃ "(মাটির ওপর হাত মেরে তা দিয়ে) নিজেদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নাও"-(সূরা মাইদা ঃ ৬)। তিনি (চোরের শাস্তি সম্পর্কে) বলেছেনঃ "চোর পুরুষ হোক আর নারী- উভয়ের হাত কেটে দাও"- (সূরা মাইদা ঃ ৩৮)। অতএব চোরের হাত কাটার সুন্নাত তরীকা হল 'হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটা।' এ থেকে জানা গেল হাত বলতে হাতের কব্জি পর্যন্তও বুঝায়। এজন্য তায়াম্মুমে মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

নাপাক না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন পাঠ করা বৈধ।

١٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا .

১৪১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরীর নাপাক না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সর্বাবস্থায় কুরআন পড়াতেন -(আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈনের মতে কোন লোক বিনা উযূতে মুখস্থ কুরআন পাঠ করতে পারে; কিন্তু কুরআন স্পর্শ করে পাঠ করতে হলে উযূ করা জরুরী। সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক।[৭৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

মাটিতে পেশাব থাকলে তার বিধান।

١٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ اَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِّنْ مَاءٍ اَوْ دَلْوًا مِّنْ مَاءٍ اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন এসে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (সেখানে) বসা ছিলেন। লোকটি নামায পড়ল। অতঃপর সে নামায শেষে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর ও মুহাম্মাদের (সা) উপর অনুগ্রহ কর; আমাদের সাথে আর কাউকে রহম কর না।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "তুমি প্রশস্ত রহমাতকে সংকীর্ণ করে দিলে।" লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যে মসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হল (আক্রমণ করার জন্য)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।[৭৭] তিনি পুনরায়

---

৭৬. কুরআন স্পর্শ না করে দেখে দেখে বিনা উযূতে পাঠ করা জায়েয। আলী (রা) বলেন, "মহানবী (সা) পায়খানা থেকে বের হয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় কুরআন মুখস্থ পড়াও জায়েয নয় (অনু)।

বললেনঃ তোমাদেরকে সহজ পন্থা অবলম্বনকারী বা সহানুভূতিশীল করে পাঠানো হয়েছে; কঠোরতা করার জন্য পাঠানো হয়নি–(আ)।

আনাস ইবনে মালিক (রা)–ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কোন কোন মনীষীর মতে, পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দিলে তা পাক হয়ে যায়। আহমাদ ও ইসহাক এই মত সমর্থন করেছেন। এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)–র অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

---

৭৭. ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী মাটি শুকিয়ে গেলে বা পানি ঢেলে দিলে তা পাক হয়ে যায়। তবে মাটি কিরূপ হতে হবে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার আরও ব্যাখ্যা আছে। যেমন মাটি ছিদ্রযুক্ত হলে তা না শুকানো পর্যন্ত শুধু পানি ঢেলে দিলেই পাক হবে না। আর যদি মাটি ছিদ্রযুক্ত না হয়ে শক্ত ও কঠিন হয় তবে তাতে পানি ঢেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে। মসজিদে নববীর মাটি ছিল শক্ত। তাতে কোন ছিদ্র ছিল না। কারণ এখানে মানুষ সব সময় যাতায়াত করত। জনতার সমাগম হত। এ কারণেই নবী (সা) তাতে পানি ঢেলে দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) মাটি খুঁড়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে পানি ঢালার হুকুম ছিল দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে– (মাহমূদ)।

اَبْوَابُ الصَّلٰوةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবওয়াবুসসালাত

(নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা।

١٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْـنِ حَكِيْمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْـنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَىْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْـنَ كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَفْطَـرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْـنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرَ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْـنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَتِ الْاَرْضُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِـنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

১৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরীল (আ) কাবা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথম বার যোহরের নামায পড়ালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল।[৭৮]

৭৮. ঠিক দুপুরের সময় কোন জিনিসের ছায়া যতটুকু লম্বা থাকে সেটুকুকে ছায়া আসলী (মূল

ছায়া) বলে। এক মিসাল বা দুই মিসাল অর্থ পরবর্তী পর্যায়ের ছায়া থেকে মূল ছায়া বাদ দেয়ার পর ঐ জিনিসের ছায়া তার সমান অথবা দ্বিগুণ হওয়া (অনু·)।

যোহরের নামাযের সময় কখন শেষ হবে তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের মতে যোহরের নামাযের শেষ সময় হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, ছায়া এক মিসাল হওয়ার পর যোহরের সময় অবশিষ্ট থাকে না। ইমাম আবু হানীফা থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। তবে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতোয়া অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। এরপর শুরু হয় আসরের সময়। ইমাম আবু হানীফার অপর মত অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার এক মিসাল হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। আর আসর নামাযের সময় শুরু হয় দুই মিসালের পর থেকে। এ দুই সময়ের মাঝে মধ্যবর্তী কিছু সময় থাকে। হযরত জিবরাঈল (আ)–এর ইমামতির হাদীস থেকে একথা জানা যায় যে, যোহর নামাযের সময় শুধু এক মিসাল পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এটাই ইমাম শাফিঈর মত। আর অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, যোহর নামাযের সময় এক মিসালের পরও অবশিষ্ট থাকে। হাদীসগুলো এই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঠান্ডা নেমে আসার পর তোমরা যোহরের নামায পড়। কেননা অধিক গরম দোযখের নিঃশ্বাস স্বরূপ"। এক মিসালের পরই ঠান্ডা নেমে আসে, বিশেষ করে আরব দেশে। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি যোহরের নামায দেরী করে পড়েন। এমনকি আমরা বালুর স্তূপের ছায়া দেখতে পাই।"

ইনসাফ ও ন্যায়নীতির সাথে এ হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যোহরের সময় এক মিসালের পরও অবশিষ্ট থাকে। কেননা বালুর স্তূপের ছায়া তখনই দেখা যায়, যখন তা উপর থেকে নীচে নেমে আসে। আর এ ছায়া উপর থেকে নীচে নেমে আসতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। কারণ বালুর স্তূপ বসা থাকে এবং তা চ্যাপটা ও প্রশস্ত হয়।

নবী আলাইহিস্ সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপমা এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে এই শর্তে এক জন শ্রমিক নিয়োগ করেছে যে, সে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করবে। [কোন কোন দেশে এক কীরাতের পরিমাণ হচ্ছে এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ। সিরিয়াবাসীদের নিকট এর পরিমাণ এক দীনারের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৪)। হাদীসে আছে " জানাযার পেছনে চললে এক কীরাত সওয়াব দেয়া হবে।" এখানে কীরাত বলতে এমন সওয়াব বুঝানো হয়েছে, যার পরিমাণ আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কীরাত এমন সাওয়াব, যার পরিমাণ হবে বড় পাহাড়ের সমান। মাজমাঃ, পৃ· ১৩৪, অনুবাদক]। অতঃপর সে অপর একজন শ্রমিক এক কীরাতের বিনিময়ে এই শর্তে নিয়োগ করল যে, সে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে। অতঃপর তৃতীয় এক শ্রমিক দুই কীরাতের বিনিময়ে এই শর্তে নিয়োগ করল যে, সে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে। এ দেখে প্রথমে নিয়োগকৃত দুই জন শ্রমিক রাগ করে বলল, আমাদের এ অবস্থা কেন? আমাদের কাজ পরিমাণে বেশী অথচ আমাদের বিনিময় কম দেয়া হচ্ছে। আর তৃতীয় ব্যক্তির কাজ কম, অথচ তাকে বিনিময় বেশী দেয়া হচ্ছে।

এ থেকে বুঝা যায়, আসরের সময় দুই মিসালের পর থেকে ধরলেই হাদীসের মর্ম সঠিক হবে। আসরের সময় এক মিসালের পর থেকে ধরা হলে যোহরের তুলনায় আসরের সময়সীমা বেশী হয়ে যাবে। কেননা এ হিসেবে যোহরের সময় হবে সূর্য ঢলে যাওয়া শুরু হওয়া থেকে এক মিসাল পর্যন্ত। আর এ সময়টা আসরের সময়ের তুলনায় কম। অবশ্য আসরের এ সময় শুধু সকাল

অতঃপর তিনি আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়ালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর এশার নামায পড়ালেন যখন 'শাফাক'[৭৯] অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফজরের নামায পড়ালেন যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হল এবং রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। তিনি (জিবরীল) দ্বিতীয় দিন যোহরের নামায পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া এর সমান হয় এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের নামায পড়িয়েছিলেন। অতঃপর আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়ালেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতঃপর এশার নামায পড়ালেন যখন রাতের এক–তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফজরের নামায পড়ালেন যখন জমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (নামাযের) ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে –(আ, দা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা, বুরায়দা, আবু মূসা, আবু মাসউদ, আবু সাঈদ, জাবির, আমর ইবনে হাযম, বারাআ ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

١٤٤- أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْـنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِىْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ فَـذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ .

১৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরীল (আ) আমার ইমামতি করলেন– হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে আব্বাসের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে আসরের নামায সম্পর্কে "গতকাল" শব্দটির উল্লেখ নেই –(আ, না)।

থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়ের তুলনায় কম হবে। ইমাম আবু হানীফা এ হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করেই বলেন, এক মিসালের পরও যোহরের সময় অবশিষ্ট থাকে। কোন কারণে এক মিসালের আগে নামায পড়তে না পারলে দুই মিসালের আগে তাকে অবশ্যই যোহর পড়ে নিতে হবে। তবে এক মিসালের আগেই নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা উত্তম যে, আসরের নামাযের সময় শুরু হয় দুই মিসালের পর থেকে। এই মতের মধ্যেই সাবধানতা ও সতর্কতা রয়েছে।

৭৯. ইমাম আবু হানীফার এক মতে এবং অধিকাংশ ইমামের মতে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে রক্তিম আভা দেখা যায় তাকে 'শাফাক' বলে। কিন্তু ইমাম আযমের প্রসিদ্ধ মতানুসারে রক্তিম আভার পর যে শুভ্রতা দেখা দেয় তাকে 'শাফাক' বলে। শাফাক অস্তমিত হওয়ার পরই আঁধার নেমে আসে (অনু.)।

জাবির (রা)–র হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)–র হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং জাবির (রা)–র হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে বর্ণিত জাবিরের হাদীসটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাপেক্ষা সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ঐ সম্পর্কেই।

١٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ .

১৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের ওয়াক্তের প্রারম্ভ ও শেষ সীমা রয়েছে।[৮০] যোহরের নামাযের প্রারম্ভ হচ্ছে যখন (সূর্য পশ্চিম দিকে) ঢলতে শুরু করে এবং শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া। আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে (যোহরের শেষ সময়) এবং তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন সূর্যের আলো হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এবং তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন শাফাক অন্তর্হিত হয়ে যায়। এশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে– যখন শাফাক বিলীন হয়ে যায়, আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে– যখন অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়।

৮০· নামাযের ওয়াক্তের প্রারম্ভ ও শেষসীমা আছে ঃ ইমাম শাফিঈর মতে মাগরিবের সময় মাত্র তিন রাকআত পর্যন্ত থাকে। তাঁর এ মত অনুসারে মাগরিবের শেষ অংশ থাকে না। বরং তিন রাকআত পড়া পর্যন্তই এর সময় সীমাবদ্ধ। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস ইমাম শাফিঈর মতের বিপরীত। অনুরূপভাবে নিম্নে বর্ণিত হাদীস দুটিও তাঁর মতের বিপরীত। এক ঃ নবী (সা) বলেন, "শাফাক অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে।" দুইঃ নবী (সা) বলেন ঃ "মাগরিবের সময় শুরু হয় সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর। আর এর সময় শেষ হয় শাফাক ডুবে যাওয়ার পর"[২] (মাহমূদ)।

ফজরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত যখন ভোর শুরু হয় এবং তার ওয়াক্ত শেষ হয় যখন সূর্য উঠা শুরু হয় –(আ, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)–র হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে মুজাহিদ থেকে আমাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আমাশ থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিকতর সহীহ। কেননা মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল রাবীদের সনদ পরম্পরা বর্ণনায় ভুল করেছেন।

١٤٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّ لِلصَّلاَةِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

১৪৬। মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, নামাযের ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ সীমা রয়েছে। এ হাদীসটি অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইল কর্তৃক আমাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ–(আ, বা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

একই বিষয় সম্পর্কিত।

١٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَاَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَاَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اَقِمْ مَعَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَاَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ وَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَاَقَامَ وَالشَّمْسُ اٰخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ اِلٰى قُبَيْلِ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَاَقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ

مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا فَقَالَ مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ كَمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ .

১৪৭। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ চান তো তুমি আমাদের সাথে অবস্থান কর। তিনি বিলাল (রা)–কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি ভোর (সুবহে সাদেক) উদয় হলে ফজরের নামাযের ইকামত দিলেন। তিনি পুনরায় নির্দেশ দিলেন এবং সূর্য ঢলে গেলে তিনি (বিলাল) ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি পুনরায় নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দিলেন। তখন সূর্য অনেক উপরে ছিল এবং আলোক উদ্ভাসিত ছিল। অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন। অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে মাগরিবের নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে এশার নামাযের (ইকামতের) নির্দেশ দিলেন। শাফাক অদৃশ্য হলে তিনি ইকামত দিলেন। পরবর্তী সকালে তিনি তাকে (ইকামতের) নির্দেশ দিলেন। ভোর খুব পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে যোহরের নামাযের (ইকামতের) নির্দেশ দিলেন এবং (সূর্যের তাপ) যথেষ্ট ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি তাকে আসরের নামাযের নির্দেশ দিলেন, তদনুযায়ী তিনি (বিলাল) সূর্য শেষ সীমায় এবং পূর্ব দিনের চেয়ে অনেক নীচে নেমে আসলে ইকামত দিলেন [অতঃপর নবী (সা) আসরের নামায পড়ালেন]–(মু, না, আ, ই)।

অতঃপর তিনি তাকে (ইকামতের) নির্দেশ দিলেন এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়ার সামান্য পূর্বে মাগরিবের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে এশার নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী এক–তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? লোকটি বলল, আমি। তিনি বললেন ঃ নামাযের সময় এই দুই সীমার মাঝখানে।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব এবং সহীহ। আলকামা বলেন, [illegible]দের সূত্রে শোবাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই পড়া।

١٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ

قَالَ الْاَنْصَارِىُّ فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مُتَلَفِّعَاتٍ .

১৪৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তেন, অতঃপর মহিলারা প্রত্যাবর্তন করতেন।[৮১] আনসারীর বর্ণনায় আছে– মহিলারা নিজেদের চাদর মুড়িয়ে চলে যেতেন এবং অন্ধকারের মধ্যে তাদের চেনা যেত না। কুতাইবার বর্ণনায় (মুতালাফফিফাতিন শব্দের স্থলে) 'মুতালাফফিআতিন' রয়েছে–(মা, আ, বু, মু, না, দা, ই)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আনাস ও কাইলা বিনতে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কতিপয় সাহাবা যেমন, আবু বাকর ও উমার (রা) এবং তাদের পরবর্তীগণ অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত সমর্থন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ফজরের নামায অন্ধকার বিদূরিত করে পড়া।

١٤٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ .

১৪৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ফজরের নামায (ভোরের অন্ধকার) ফর্সা করে পড়। কেননা তাতে বহুত সওয়াব রয়েছে–(মা, আ, বু, মু, না, দা, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আবু বারযা, জাবির এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। শোবা ও সুফিয়ান সাওরী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আজলানও আসেম ইবনে উমারের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, রাফে (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)–এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈন অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পর ফজরের নামায পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (ও ইমাম আবু হানীফা) এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক বলেছেন,

৮১. অর্থাৎ যেসব মহিলা মহানবী (সা)–এর সাথে জামাআতে নামায পড়তে আসতেন তারা নামায শেষ করে অন্ধকার থাকতেই প্রত্যাবর্তন করতেন (অনু')।

(অন্ধকার) ফর্সা হওয়ার অর্থ হচ্ছে– সন্দেহাতীতরূপে ভোর হওয়া।[৮২] শুধু ফর্সা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নামায বিলম্ব করে পড়তে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া।

١٥٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَلاَ مِنْ عُمَرَ .

১৫০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার তুলনায় অন্য কাউকে আমি যোহরের নামায জলদি আদায় করতে দেখিনি (ওয়াক্ত শুরু হলেই তাঁরা নামায আদায় করে নিতেন) –(আ)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, খাব্বাব, আবু বারযা, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, আনাস ও জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তীগণ আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়া পছন্দ করেছেন। আলী ইবনুল মাদানী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, হাকীম ইবনে জুবাইর (রহ) ইবনে মাসউদ

৮২· ইসফার শব্দের অর্থ হচ্ছে ভোরের আলো এমনভাবে প্রকাশ পাওয়া যাতে সন্দেহ না থাকে। ইমাম শাফিঈর মতে অন্ধকার থাকা অবস্থায় ফজরের নামায পড়া উত্তম। ইমাম আবু হানীফার মতে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজরের নামায পড়া উত্তম। ইমাম শাফিঈ ফজরের নামায সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেন, হাদীসে আলো প্রকাশিত হওয়ার পর ফজরের নামায পড়ার যে হুকুম এসেছে তার অর্থ ফজরের সময় হওয়া এবং তাতে ফজর সম্পর্কে সন্দেহ না থাকা। তাঁর মতে ইসফার অর্থ দেরীতে নামায পড়া নয়। কিন্তু ইমাম শাফিঈর এ ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ফর্সা হলে তোমরা ফজরের নামায পড় এতে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।"

আর সন্দেহযুক্ত সময়ে নামায পড়া জায়েয নেই, সওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা। যে হাদীস থেকে ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই পড়া প্রমাণিত হয়, ইমাম তাহাবী তার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার থাকতে নামায শুরু করতেন এবং পরিষ্কার হয়ে গেলে নামায শেষ করতেন। আল্লামা মাহমূদুল হাসানের মতে এটা বলাই উত্তম যে, ইমাম আবু হানীফা ইসফারকে উত্তম বলেছেন, এর অর্থ ইসফার অবস্থায় নামায পড়ার মধ্যে এমন ফযীলাত আছে যা গালাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন–ইসফারে নামায পড়লে জামাআতে লোক অধিক হয়–(মাহমূদ)।

(রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ . বর্ণনা করার প্রেক্ষিতে শোবা তাঁর (হাকীমের) সমালোচনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন, সুফিয়ান এবং যায়েদা তাঁর (হাকীম) কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন তাঁর (হাকীম) বর্ণিত হাদীসে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, 'যোহরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা' সম্পর্কিত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি হাকীম ইবনে জুবাইর সাঈদ ইবনে জুবাইরের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

١٥١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ .

১৫১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের নামায পড়েছেন-(বু)।

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সর্বোত্তম। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

অধিক গরমের সময় যোহরের নামায দেরীতে পড়া।

١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (সূর্যের) উত্তাপ বেড়ে যায়, তখন তোমরা ঠান্ডা করে নামায পড় (বিলম্ব করে নামায পড়)। কেননা উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয়-(মু, দা, না, ই, মা, আ)।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আবু যার, ইবনে উমার, মুগীরা, কাসেম ইবনে সাফওয়ান তাঁর পিতার সূত্রে, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে উমার (রা)-র একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

বিশেষজ্ঞদের এক দল গরমের মওসুমে যোহরের নামায বিলম্বে পড়া পছন্দ করেছেন। ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। ইমাম শাফিঈ বলেন, লোকেরা যখন দূরদূরান্ত থেকে মসজিদে আসে তখন যোহরের নামায ঠান্ডার সময় পড়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি একাকি নামায পড়ে অথবা নিজের গোত্রের মসজিদে নামায পড়ে- খুব গরমের সময়েও আমি তার জন্য প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া উত্তম মনে করি। আবু ঈসা বলেন, অত্যধিক গরমের সময়ে যারা বিলম্বে যোহরের নামায পড়ার কথা বলেন, তাদের মত অনুসরণযোগ্য। কিন্তু আবু যার (রা)-র হাদীস ইমাম শাফিঈর বক্তব্যের (দূর থেকে আসা মুসল্লীর কারণে যোহরের নামায ঠান্ডার সময়ে পড়ার নির্দেশ রয়েছে, কেননা তাতে তাদের কষ্ট লাঘব হবে) পরিপন্থী।[৮৩] আবু যার (রা) বলেন ঃ

قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلاَلُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَبْرِدْ .

"আমরা কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বিলাল (রা) যোহরের নামাযের আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল! ঠান্ডা কর (গরমের তীব্রতা কমতে দাও)। অতঃপর ঠাণ্ডা করা হল (বিলম্বে নামায পড়া হল)।"

ইমাম শাফিঈর বক্তব্য অনুযায়ী ঠান্ডা করার অর্থ যদি তাই হত তবে এ সময়ে ঠান্ডা করার কোন অর্থই হয় না। কেননা সফরের অবস্থায় সবাই একই স্থানে সমবেত ছিল, দূর থেকে কারো আসার কোন প্রশ্নই ছিল না।

١٥٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدْ فِى الظُّهْرِ قَالَ حَتّٰى رَأَيْنَا فِى التُّلُوْلِ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ .

১৫৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি ইকামত দেওয়ার ইচ্ছা

৮৩. ইমাম আবু হানীফার মতে খুব গরমের সময় যোহরের নামায বিলম্বে পড়া উত্তম। আর ইমাম শাফিঈ এ কারণসমূহের মধ্যে বিশেষ করে মুসল্লীদের দূর থেকে আসার কথাই উল্লেখ করেছেন -(মাহমূদ)।

করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যোহরকে ঠান্ডা কর।" আবু যার (রা) বলেন, বিলাল (রা) আবার ইকামত দিতে চাইলেন। মহানবী (সা) বলেন, যোহরের নামায আরও ঠাণ্ডা করে পড়। আবু যার (রা) বলেন, এমনকি আমরা যখন বালির স্তূপের ছায়া দেখতে পেলাম তখন তিনি ইকামত দিলেন এবং নবী (সা) নামায পড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস। তোমরা ঠান্ডা করে (রোদের তাপ কমলে) নামায পড়"–(বু, মু, দা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আসরের নামায জলদি পড়া।

١٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

১৫৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়লেন, তখনও সূর্যের কিরণ তার (আইশার) কোঠার মধ্যে ছিল এবং ছায়াও (দীর্ঘ না হওয়ার ফলে) তার কোঠার বাইরে যায়নি–(বু, মু, মা, আ)।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবু আরওয়া, জাবির ও রাফে ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাফে (রা) থেকে 'আসরের নামায বিলম্বে পড়া' সম্পর্কিত মহানবী (সা)–এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

মহানবী (সা)–এর কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাহাবা আসরের নামায জলদি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়া পছন্দ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন উমার, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আইশা ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। একাধিক তাবিঈও এ মত গ্রহণ করেছেন এবং বিলম্বে আসরের নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একথা বলেছেন।

١٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ اِنْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُوْمُوْا فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا اِنْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً .

১৫৫। আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় আনাস (রা)-র বাড়িতে আসলেন। তিনি তখন যোহরের নামায পড়ে বাসায় ফিরে এসেছেন। তাঁর ঘরটি মসজিদের পাশেই ছিল। তিনি (আনাস) বললেন, উঠো এবং আসরের নামায পড় আলা বলেন, আমরা উঠে গিয়ে আসরের নামায পড়লাম। আমরা যখন নামায শেষ করলাম তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিকের নামায– যে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে, যখন সূর্য শয়তানের দুই শিং–এর মাঝখানে এসে যায় তখন উঠে চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে –(মু, মা, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

আসরের নামায বিলম্বে পড়া।

١٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ .

১৫৬। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে অধিক তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামায তাঁর চেয়ে অধিক সকালে পড়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও উম্মে সালামা (রা)–র কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশর ইবনে মুআয, ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা– ইবনে জুরাইজ, এই সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে।

١٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

১৫৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্য ডুবে পর্দার অন্তরালে চলে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়তেন-(আ)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, সুনাবিহী, যায়েদ ইবনে খালিদ, আনাস, রাফে ইবনে খাদীজ, আবু আইউব, উম্মে হাবীবা, আব্বাস ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আব্বাস (রা)-র হাদীসটি মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অধিকতর সহীহ। আবু ঈসা বলেন, সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)-এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাদের পরবর্তীগণ মাগরিবের নামায সকাল সকাল (সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে) পড়াই পছন্দ করতেন এবং বিলম্ব করা মাকরূহ মনে করতেন। কোন কোন মনীষী এরূপ পর্যন্ত বলেছেন যে, মাগরিবের নামাযের জন্য একটি মাত্র ওয়াক্ত নির্ধারিত।

তাঁরা 'জিবরীলের ইমামতিতে মহানবী (সা)-এর নামায পড়া' সম্পর্কিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

এশার নামাযের ওয়াক্ত।

١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

১৫৮। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অধিক ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গেলে এ নামায পড়তেন-(আ, দা, দার, না, বা)।

এ হাদীসটি নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে আবু আওয়ানার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

এশার নামায বিলম্বে পড়া।

١٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ اَنْ

أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ .

১৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম-(আ, ই)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু বারযা, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ ইবনে খালিদ ও ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন এশার নামায বিলম্বে পড়া পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

এশার নামাযের পূর্বে শোয়া এবং নামায আদায়ের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

١٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

১৬০। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং নামাযের পর কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন -(আ, বু, মু, না, দা, দার, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু বারযা (রা)-র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মনীষীদের একদল এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ বলেছেন এবং অপর দল অনুমতি দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, অধিকাংশ হাদীস মাকরূহ মতের পক্ষে এবং কতিপয় লোক রমযান মাসে এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলার অনুমতি সম্পর্কে।

١٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا .

১৬১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আবু বাক্‌র (রা)–র সাথে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলাপ–আলোচনা করতেন। আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম–(না, আ, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আওস ইবনে হুযাইফা ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উমার (রা)–র হাদীসটি হাসান। হাদীসটি উমার (রা)–র কাছ থেকে আরো একটি সূত্রে একটি দীর্ঘ ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে। এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলার ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন ও পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক দল এটাকে মাকরূহ বলেছেন। অপর দলের মতে জ্ঞান–বিজ্ঞানের আলোচনা ও অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অনুমতি রয়েছে। (তিরমিযী বলেন) অধিকাংশ হাদীস থেকে অনুমতির কথাই প্রমাণিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ سَمَرَ الاَّ لِمُصَلٍّ اَوْ مُسَافِرٍ .

"নামাযী এবং মুসাফির ছাড়া কারো জন্য এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা জায়েয নেই"–(আ, বা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

প্রথম ওয়াক্তের ফযীলাত।

١٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ اُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا .

১৬২। কাসেম ইবনে গান্নাম (রহ) থেকে তাঁর ফুফু ফারওয়া (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায পড়া।

١٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَقْتُ الاَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ .

১৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের প্রথম সময়ে রয়েছে আল্লাহর সন্তোষ লাভের সুযোগ, আর শেষ সময়ে রয়েছে ক্ষমা লাভের সুযোগ–(বা)।[৮৪]

এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার, আইশা ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গরীব।

١٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا .

১৬৪। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ হে আলী! তিনটি ব্যাপারে বিলম্ব কর না ঃ 'নামায'— যখন তার সময় আসে, 'জানাযা'– যখন উপস্থিত হয় এবং 'বিবাহযোগ্যানারী'– যখন তুমি তার সমকক্ষ (পাত্র) পাও–(আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

আবূ ঈসা বলেন, উম্মে ফারওয়া (রা)–র হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল–উমারী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি (আবদুল্লাহ) হাদীস বিশারদদের মতে শক্তিশালী রাবী নন, যদিও তিনি সত্যবাদী। তাদের মতে তিনি এ হাদীসের সনদে গরমিল করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ তাঁর স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ سَاَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الصَّلاَةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৬৫। আবূ আমর আশ–শাইবানী (রহ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)–কে জিজ্ঞেস করল, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ নির্দিষ্ট

---

৮৪. অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়লে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, ফলে গুনাহও মাফ হয়, আর শেষ ওয়াক্তে পড়লে শুধু গুনাহ থেকেই বাঁচা যায়।

ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা –(বু, মু, না, দার)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। হাদীসটি আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٦٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً لِوَقْتِهَا الاٰخِرَ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ .

১৬৬। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার কোন নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েননি।[৮৫] এমনকি এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে তুলে নেন–(বা)।

---

৮৫. হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা) দুই বার নামায শেষ সময়ে পড়েছেন। একবার জিবরাঈল (আ)–এর ইমামতিতে। আর দ্বিতীয়বার ঘটেছে এক বেদুইনকে নামাযের সময় শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কোন ওজর ছাড়াই নামাযকে তার শেষ সময়ে পড়েননি। জীবরাঈল (আ)–এর ইমামতির ঘটনা এবং বেদুইনকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারটি প্রয়োজনের তাকীদে ঘটেছে। অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এমনিভাবে খন্দক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা)–এর কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়ার ঘটনা এবং সফরের অবস্থায় প্রথম ওয়াক্তের নামায দেরীতে পড়ে আর দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের প্রথমে পড়ে দুই ওয়াক্তকে একত্র করার ঘটনাও আইশা (রা)–র জানা ছিল না। অথচ তিনি সফর অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ছিলেন। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যায় এটা বলাই উত্তম হবে যে, হযরত আইশা (রা)–র উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা)–এর অভ্যাসের বর্ণনা দেয়া। অর্থাৎ নামায সময়ের শুরুতে পড়াই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস। তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত দু'এক বার যা ঘটেছে তা বিরল ঘটনা মাত্র। এর দ্বারা চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয় না। কেননা তা শুধু প্রয়োজনের তাকিদেই ঘটেছে। মাওলানা মাহমূদুল হাসান এ প্রসংগে বলেন, নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণিত কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামায ওয়াক্তের শুরুতেই পড়া উত্তম। আর কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামায ওয়াক্তের শেষভাগে পড়া উত্তম। যেমন এক হাদীসে ফজরের নামায আলোকোদ্ভাসিত হওয়ার পর পড়তে বলা হয়েছে। অপর একটি হাদীসে গরমের সময় যোহরের নামায বিলম্বে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে এমন ব্যাখার প্রয়োজন যাতে এ হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। যেমন (এক) নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়াই উত্তম। এর বিপরীত কিছু ঘটে থাকলে তা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। (দুই) ওয়াক্তের শুরু বলতে মুস্তাহাব ওয়াক্তকে বুঝান হয়েছে। ওয়াক্তের প্রথম অংশকে বুঝান হয়নি। (তিন) ফযীলাতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়া উত্তম প্রমাণিত হয়। নামায ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথেই দেরী না করে

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। কেননা হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযোজিত) নয়। ইমাম শাফিঈ বলেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা অতি উত্তম। কারণ মহানবী (সা), আবু বাকর ও উমার (রা) প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করতেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্তের শেষ সময়ের উপর প্রথম সময়ের ফযীলাত রয়েছে। অধিক ফযীলাতের জিনিসই তাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁরা ফযীলাতে পূর্ণ কাজ ত্যাগ করেননি। প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়াই ছিল তাদের আমল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

আসরের নামাযের ওয়াক্ত ভুলে যাওয়া সম্পর্কে।

١٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ .

১৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, (তার অবস্থা এরূপ) যেন তার পরিবার–পরিজন ও ধন–সম্পদ সর্বস্ব লুণ্ঠিত হল–(মা, বু, মু, দা, দার, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রা)–র হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমারের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম যুহরীও এ হাদীসটি তাঁর সনদ পরম্পরায় ইবনে উমার (রা)–র কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

ইমাম যদি নামায পড়তে দেরী করে তবে মুক্তাদীদের তা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা সম্পর্কে।

١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلاَّ كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ .

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে এবং তাঁর হুকুম পালনে দণ্ডায়মান হওয়া যায়। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেরীতে নামায পড়লে বেশী লোক জামাআতে উপস্থিত হতে পারে ইত্যাদি। ফযীলাতের এ সকল দিক বিবেচনা করে কোন একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া মুজতাহিদের কাজ। আর মুকাল্লিদ বা অনুস্মরণকারীর কাজ হচ্ছে নিজ ইমাম এবং নেতার অনুসরণ ও অনুকরণ করা মাত্র–(মাহমূদ)।

১৬৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যার! আমার পর এমন সব আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) ক্ষমতায় আসবে যারা নামাযকে মেরে ফেলবে। অতএব তুমি সময়মত (আওয়াল ওয়াক্তে) নামায পড়ে নিও। যদি তুমি নির্ধারিত সময়ে নামায (একাকি) পড়ে নাও তাহলে পরে ইমামের সাথে পড়া নামায তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। পরে তুমি যদি ইমামের সাথে পুনরায় নামায না পড় তাহলে তুমি নিজের নামাযের হেফাজত করলে –(মু, দা, দার, ই)।[৮৬]

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু যার (রা)–র হাদীসটি হাসান। ইমাম যদি নামায আদায়ে বিলম্ব করে, তাহলে যে কোন ব্যক্তি একাকি নামায পড়ে নেবে। অতঃপর ইমামের সাথে পুনরায় তা আদায় করবে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে প্রথমের নামায ফরয হিসাবে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

নামায না পড়ে শুয়ে থাকা।

١٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْ نَامَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

১৬৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'নামাযের কথা বিস্মৃত হয়ে' ঘুমিয়ে থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নেই, জাগ্রত অবস্থায় দোষ হবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়ে নেবে –(আ, মু, দা, না, ই)।[৮৭]

---

৮৬. ইসলামী রাষ্ট্রে নামায কায়েম করা এবং নামাযে ইমামতি করার দায়িত্ব শাসকবর্গের। প্রথম যুগে এই নিয়ম ছিল। অতপর ক্রমান্বয়ে ইমামতির অযোগ্য ব্যক্তিরা ক্ষমতায় আসে এবং এ দায়িত্ব থেকে সরে পড়ে। বর্তমান যুগের অবস্থা আরো শোচনীয়। সারা মুসলিম জাহানে এমন সব লোক ক্ষমতায় রয়েছে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নামায পড়ার নিয়ম–কানুনও জানে না (অনু.)।

৮৭. বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী নেতিবাচক হাদীস অগ্রাধিকার পায়। কারণ নেতিবাচক হাদীস হারাম নির্দেশ জ্ঞাপক। উসূলের নীতি অনুসারে হারাম নির্দেশ মুবাহ নির্দেশের উপর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এই অনুচ্ছেদে ইমাম শাফিঈ ইতিবাচক হাদীসকে ব্যতিক্রমিকভাবে নেতিবাচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে ঘুমন্ত

এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু মারয়াম, ইমরান ইবনে হুসাইন, জুবাইর ইবনে মুতইম, আবু জুহাইফা, আমর ইবনে উমায়্যা ও যি–মিখমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। যদি কোন ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমে অচেতন থাকে, অতঃপর এমন সময় তার নামাযের কথা স্মরণ হয় অথবা ঘুম ভাংগে যখন নামাযের ওয়াক্ত চলে গেছে, অথবা সূর্য উঠছে কিংবা ডুবছে– এরূপ অবস্থায় সে নামায পড়বে কি না সে সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইসহাক, শাফিঈ এবং মালিক বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে নামায পড়ে নেবে, চাই সেটা সূর্যোদয় অথবা অস্ত যাওয়ার সময়ই হোক না কেন। অপর দলের (ইমাম আবু হানীফা) মতে, সূর্যোদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় নামায পড়বে না, উদয় বা অস্ত সমাপ্ত হলেই নামায পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে।

١٧٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

১৭০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ার কথা ভুলে গেছে সে যেন (নামাযের কথা) স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তা পড়ে নেয়–(বু, মু, দা, না, ই, আ, দার)।

এ অনুচ্ছেদে সামুরা (রা) ও আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে তা পড়ে নেবে, চাই নামাযের ওয়াক্ত থাক বা না থাক"। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। আবু বাকর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "একবার তিনি ঘুমের ঘোরে আসরের নামাযের ওয়াক্ত কাটিয়ে দিলেন, এমনকি সূর্য ডুবার সময় তিনি সজাগ হলেন। অতঃপর সূর্যাস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামায

ব্যক্তিকে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর এবং ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে নামায পড়ে নিতে হবে। তা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে হোক বা অন্য সময়। আর এই অনুমতি কেবল এই দুই ধরনের ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, অন্য কারোর বেলায় এ অনুমতি প্রজোয্য নয়। ইমাম আবু হানীফা ইতিবাচক হাদীসসমূহের উপর নেতিবাচক হাদীসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠলে বা ভুলে থাকার পর নামাযের কথা স্মরণ হলে তাকে সাথে সাথে নামায পড়ে নিতে হবে। তবে নিষিদ্ধ তিন সময়ে তাদের জন্য নামায পড়া জায়েয হবে না।–(মাহমূদ)।

পড়লেন না।" কুফার আলেমগণ (আবু হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) এই মত গ্রহণ করেছেন। (তিরমিযী বলেন) কিন্তু আমাদের সাথীরা আলী (রা)–র মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

যার একাধারে কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেছে সে কোন্ ওয়াক্ত থেকে শুরু করবে।

١٧١– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

১৭১। আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখে) চার ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত রাখে। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিছু রাত অতিবাহিত হল তখন তিনি বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। তিনি (মহানবী) যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি আসরের নামায পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি এশার নামায পড়ালেন –(আ, না)।

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ (রা)–র হাদীসের সনদের মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু আবু উবাইদা সরাসরি আবদুল্লাহ (রা)–র কাছে কিছু শুনেননি। এ হাদীসের ভিত্তিতে এক দল মনীষী বলেছেন, একসংগে কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেলে তার কাযা করার সময় প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য পৃথকভাবে ইকামত দিবে, তবে ইকামত না দিলেও চলে। ইমাম শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন।

١٧٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধের দিন উমার (রা) কুরাইশ কাফেরদের গালি দিতে দিতে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য ডুবে গেল অথচ আমি আসরের নামায পড়ার সুযোগ পেলাম না।[৮৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমিও তা পড়ার সুযোগ পাইনি। উমার (রা) বললেন, আমরা বাতহা নামক উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন, আমরাও উযূ করলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়লেন (পড়ালেন), অতঃপর মাগরিবের নামায পড়লেন –(বু, মু, না, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মধ্যবর্তী নামায আসরের নামায। তা যোহরের নামায বলেও কথিত আছে।

١٧٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

১৭৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায–(আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

৮৮ ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা অধিক অর্থাৎ ছয় ওয়াক্ত না হলে ইমাম আবু হানীফার মতে ওয়াক্তিয়া নামায এবং ছুটে যাওয়া নামাযের মধ্যে তরতীব (ক্রমিকতা) রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথমে পর্যায়ক্রমে ছুটে যাওয়া নামাযসমূহ আদায় করতে হবে। এরপর ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে হবে। ইমাম শাফিঈর মতে তরতীব রক্ষা করা মুস্তাহাব। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস থেকে পর্যায়ক্রমে নামায আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ডুবার পর প্রথমে আসরের চার রাকআত নামায পড়েছেন, অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করেছেন।

١٧٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَاَبُو النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الْعَصْرِ .

১৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায–(মু, আ)।[৮৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, আইশা, হাফসা, আবু হুরায়রা ও আবু হাশিম ইবনে উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেছেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, সামুরার সূত্রে আল–হাসান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। তিনি (হাসান) তাঁর কাছে এ হাদীস শুনেছেন। আবু ঈসা বলেন, সামুরার হাদীসটি হাসান।

মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ আসরের নামাযকেই মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও আইশা (রা) যোহরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে উমার (রা) ফজরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

আসর ও ফজরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ।

١٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ مِنْ اَحَبِّهِمْ اِلَيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবীর কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছি যাদের মধ্যে উমার (রা)–ও ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন আমার কাছে অধিক প্রিয়। (তাঁরা বলেছেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত

৮৯· ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসারে মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায। কেননা এ মতের সমর্থনে সরাসরি দলীল পাওয়া যায়–(মাহমূদ)।

এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন–(আ, বু, মু, দা, না, ই)।

এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে মাসউদ, উকবা ইবনে আমের, আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, সামুরা ইবনে জুনদুব, সালামা ইবনুল আকওয়া, যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, মুআয ইবনে আফরাআ, সুনাবিহী, আইশা, কাব ইবনে মুররা, আবু উমামা, আমর ইবনে আবাসা, ইয়ালা ইবনে উমাইয়া এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উমার (রা)–র সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। সুনাবিহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি কোন হাদীস শুনেননি।

মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ ফকীহ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ ফজর নামাযের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন, কিন্তু ছুটে যাওয়া (ফওত হওয়া ফরজ) নামায ফজর ও আসরের পর আদায় করা যাবে। আলী ইবনুল মাদীনী– ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের সূত্রে, তিনি শোবার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (শোবা) বলেছেন, কাতাদা আবুল আলীয়ার কাছ থেকে তিনটি কথা ছাড়া আর কিছুই শুনেননি। এক, উমার (রা)–র হাদীস–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। দুই, ইবনে আব্বাস (রা)–র হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَحَدِيْثُ عَلِيٍّ اَلْقُضَّاةُ ثَلاَثَةٌ .

"কারো পক্ষে এটা শোভা পায় না যে, সে দাবি করবে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস (আ) ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম"–(বু)। তিন, আলী (রা)–র হাদীস– 'বিচারক তিন রকমের হয়েথাকে'।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

আসরের নামাযের পর অন্য নামায পড়া সম্পর্কে।

١٧٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ لِاَنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا

১৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর দুই রাকআত নামায পড়লেন।[৯০] কেননা তাঁর কাছে কিছু মাল এসেছিল, তিনি তা বন্টনে ব্যস্ত ছিলেন এবং যোহরের (ফরযের) পরের দুই রাকআত পড়ার সুযোগ পাননি। এই দুই রাকআতই তিনি আসরের নামাযের পর পড়লেন। অতঃপর তিনি কখনো তার পুনরাবৃত্তি করেননি।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মে সালামা, মাইমূনা ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। একাধিক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসরের পর দুই রাকআত নামায পড়েছিলেন। এই হাদীসটি আসরের পর নামায সম্পর্কিত নেতিবাচক হাদীসের পরিপন্থী। ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীসটি অধিকতর সহীহ। ইবনে আব্বাসের হাদীসের অনুরূপ হাদীস যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-ও বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা)-র বেশ কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেই তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন -(বু, মু, আ)।

আইশা (রা)-র দ্বিতীয় হাদীসটি উম্মে সালামা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। এতে আছে, নবী

---

৯০. আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া সম্পর্কে আইশা (রা) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আসরের নামায পড়ার পর যখনই তাঁর (আইশা) নিকট যেতেন তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন।" এই বিষয় সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) ঘরের বাইরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) ঘরের ভেতরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন হাদীসবিশারদ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা যদিও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি কোন ইবাদাত এক বার শুরু করলে তা আর কখনও ছাড়তেন না। কোন কোন আলেমের মতে আসরের পর নফল নামায পড়া নিষেধ। কিন্তু এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামায পড়েছিলেন তা ছিল যোহরের ছুটে যাওয়া দুই রাকআত সুন্নাত নামায। এ কথা যদি মেনে নেয়া হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর যোহরের ছুটে যাওয়া দুই রাকআত নামাযের কাযা করেছেন, কিন্তু সুন্নাত এবং নফলের কাযা নফলের পর্যায়ভুক্তই হয়ে থাকে। আর আসরের নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া নিষেধ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হবে, আসরের পর দুই রাকআত নামায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, অন্য কারো জন্য এটা পড়া জায়েয নয়। এটা যদি নবী (সা)-এর জন্য বিশেষ ইবাদত না হত তাহলে লোকেরা আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়লে উমার (রা) তাদের ধমকাতেন কেন? এমনকি আসরের পর কেউ নামায পড়লে উমার (রা) তাকে বেত্রাঘাত করতেন বলেও বর্ণিত আছে-(মাহমূদ)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

মক্কা মুআযযমায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর আসরের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়া এই নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। কেননা মহানবী (সা) তাওয়াফের পর উল্লেখিত সময়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

মহানবী (সা)–এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ উল্লেখিত সময়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। সাহাবাদের অপর দল ও তাদের পরবর্তীগণ ফজরের পর এবং আসরের পর মক্কাতেও নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনে আনাস এবং কতিপয় কূফাবাসী (আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ) এ মত সমর্থন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া।

١٧٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ .

১৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, যে চায় তা পড়তে পারে–(বু,মু)।[৯১]

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মাগরিবের নামাযের পূর্বে (অতিরিক্ত) নামায পড়া সম্পর্কে মহানবী (সা)–এর সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের কতেকের মত হল, মাগরিবের (আযানের পর এবং ইকামতের) পূর্বে কোন নামায না পড়াই উচিৎ। অপর দিকে একাধিক সাহাবা মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাকাত নামায পড়তেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, এ দু'রাকআত পড়ে নেয়াটা মুস্তাহাব।

৯১. মাগরিবের ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যে কোন ওয়াক্তের আযান এবং ইকামতের মাঝে নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের সময় আযান এবং ইকামতের মাঝে নফল নামায পড়তে গেলে মাগরিবের নামাযে দেরী হয়ে যাবে। আর মাগিরবের নামায দেরী করে পড়া মাকরূহ। তবে মাগরিব বিলম্ব না করে এবং এ নফলকে জরুরী মনে না করে পড়া হলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পূর্বে নফল নামায পড়েছেন বলে কোন বর্ণনা নেই–(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত নামায পেয়েছে।

١٧٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

১৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত (ফরয নামায) পেল সে ফজরের নামায পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল সেও আসরে নামায পেয়ে গেল [৯২] –(বু, মু, না, ই, দা, মা)।

এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক ও আমাদের সাথীরা এ হাদীসকে তাদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে হাদীসে প্রদত্ত এ সুবিধা শুধু তারাই পাবে যাদের ওজর রয়েছে। যেমন কেউ ঘুমিয়ে ছিল এবং এমন সময় সজাগ হয়েছে যখন সূর্য উঠছে অথবা ডুবছে, অথবা নামাযের কথা ভুলে গেছে এবং ঐ সময়ে মনে পড়েছে।

---

৯২ . ইমাম আবু হানীফার মতে আসরের নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ফজরের নামায সূর্য উদয় হওয়ার পরই পড়তে হবে। উল্লেখিত বিষয়ের উপর পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন (অনু:)।

ইমাম শাফিঈ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁর মতে এ হাদীস নামাযের কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তি এবং নিদ্রিত ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। তিনি এ দুই ধরনের ব্যক্তিকে নেতিবাচক হাদীসের নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম করে বলেন, এরা মাকরূহ সময়েও নামায পড়তে পারবে।

এ হাদীস এমন বালকের বেলায় প্রযোজ্য যে সূর্য উঠার পূর্ব মুহূর্তে বালেগ হয়েছে। এমনিভাবে যে কাফের ঐ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার বেলায় এ হাদীস প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে হায়েয অথবা নিফাসগ্রস্তা নারী সূর্য উঠা বা ডুবার সময় পবিত্র হলে এ সময়ের নামায কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব। কেননা নামায ওয়াজিবকারী সময়ের শেষ অংশ তারা পেয়েছে। যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার বা উঠার আগে এক রাকআত নামায পড়তে পেরেছে সে নামায পেয়েছে, এর অর্থ সে নামাযের সওয়াব পেয়েছে। এ মাকরূহ সময়ে পূর্ণ নামায আদায় করা সম্পর্কে কোন আলোচনা এ হাদীসে নেই। বরং এ সংকীর্ণ সময়ে কোন রকমে নামায আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। অতঃপর পূর্ণ সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তাকে অন্য সময়ে এই নামায কাযা করতে হবে।

যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (র) সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি তাঁর উস্তাদ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

١٧٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ قَالَ فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ بِذٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ .

১৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় অথবা বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই মদীনাতে যোহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন।[৯৩] সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এরূপ করার পেছনে তাঁর (মহানবীর) কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বললেন, উম্মাতের অসুবিধা লাঘব করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল -(বু, মু, না, দা, ই, আ, মা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাসের হাদীসটি তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। জাবির ইবনে যায়েদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকীকও এ হাদীসটি তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার সফরসংগী ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তাঁরা ওয়াক্তের শুরুতে নামায পড়তে পারেননি। এমনকি সূর্য উঠার কাছাকাছি হয়ে পড়ে। তখন ইমাম আবু হানীফা তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফকে ইমাম হিসেবে আগে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে তার ইকতেদা করেন। ইমাম আবু ইউসুফ তখন ফজরের দুই রাকআত নামায খুব তাড়াতাড়ি আদায় করেন। তিনি নামাযের রুকনসমূহ আদায় করার সময় তা'দীল রক্ষা করেননি। নামাযের সুন্নাত, ওয়াজিব এবং বিভিন্ন হুকুমের সীমা রক্ষা না করেই সূর্য উঠে যাওয়ার ভয়ে তিনি খুব দ্রুততার সাথে শুধু ফরজ নামায আদায় করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা পরবর্তী সময়ে এ নামায নফলের নিয়াতে পুনরায় পড়ে নেন। কেননা প্রথমবার পড়ার সময় নামাযের ওয়াজিব, সুন্নাত, আদব ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তবে সওয়াবের আশায় নামাযের মূল রূপকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আর খুব দ্রুততার সাথে এ মূল রূপকে রক্ষা করার কারণেই ইমাম আবু হানীফা আবু ইউসুফ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "আমাদের ইয়াকুব (আবু ইউসুফ) ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ হয়েছে"-(মাহমূদ)।

৯৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভয়ভীতি এবং বৃষ্টি ছাড়াই যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছেন। হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এ শব্দও এসেছে, "তিনি রোগ ও অসুস্থতা ছাড়াই এ নামাযগুলো একত্র করে পড়েছেন"। দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে পড়া সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ইমাম আবু হানীফাসহ

١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ خَلَفِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ .

১৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ওজর ছাড়াই যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ে সে কবীরা গুনাহের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তরে পৌছে যায়।[৯৪]

আবু ঈসা বলেন, হাদীস বিশারদদের বিচারে হানাশ একজন দুর্বল রাবী। ইমাম আহমাদ ও অন্যরা তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে সফর ও আরাফাতের ময়দান ছাড়া দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া যাবে না। কতিপয় তাবিঈ

এক দল আলেমের মতে কোন অবস্থায়ই দুইটি ওয়াক্তের নামায এক নামাযের ওয়াক্তে পড়া জায়েয নেই। একমাত্র হজ্জের সময় দুটি নির্দিষ্ট স্থানে এক সময়ে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয আছে। (আরাফায় যোহর এবং আসর যোহরের সময় এবং মুযদালিকায় মাগরিব এবং এশা এশার সময় পড়তে হবে)। অপর এক দল আলেমের মতে ওজরের কারণে দুই নামায একই ওয়াক্তে একত্রে পড়া জায়েয। অতঃপর এই মতের অনুসারী আলেমগণ কোন্ কোন্ কারণে দুই নামায একত্রে পড়া যাবে তা নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফিঈর মতে এর কারণ হচ্ছে বৃষ্টি এবং সফর। ইমাম মালেকের মতে শুধু রোগের কারণেই দুই নামায একত্রে পড়া যাবে। সারকথা, কোন আলেমই বিনা কারণে দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয বলে মত প্রকাশ করেননি। সুতরাং সকল আলেমের সম্মিলিত মত (ইজমা) অনুসারে অনুচ্ছেদে উল্লেখিত এ হাদীস আমলের অযোগ্য এবং পরিত্যক্ত। ইমাম তিরমিযীও এই হাদীস সম্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অথবা এ হাদীসে দুই নামায একত্রে পড়ার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এক ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের শেষভাগে পড়া হয়েছে এবং অপর ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের একেবারেই শুরুতে পড়া হয়েছে। ফলে দুই নামায একত্র করা হয়েছে বলে মনে হয়। আসলে দুই নামায দুই সময়েই ছিল। ইমাম বুখারী এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযী কিতাবুল ইলাল গ্রন্থে তাঁর সহীহ তিরমিযী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস এনেছি তার সবগুলোর উপরই কোন না কোন আলেম অবশ্যই আমল করেছেন। তবে দুটি হাদীস এর ব্যতিক্রম। কেননা সেই হাদীস দুইটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী এবং সহীহ হলেও সকল আলেমের ইজমা অনুসারে আমলের অযোগ্য এবং পরিত্যক্ত। (এক) এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসটি। (দুই) মদপানকারীকে হত্যা করার হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানকারী সম্পর্কে বলেন, "মদপানকারী চতুর্থ বারে মদপানে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা কর"। সুতরাং উল্লেখিত সিদ্ধান্ত থেকে একথা বুঝা যায় যে, হাদীস সনদের দিক থেকে শক্তিশালী এবং সহীহ হলেও কখনও কখনও কোন কারণ বশতঃ তার উপর আমল করা যায় না, বরং দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা হয়-(মাহমূদ)।

৯৪. ইমাম আবু হানীফার মতে, হজ্জের মওসুমে আরাফাতে যোহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তে হয়। অন্য কোন অবস্থায় এরূপ করা জায়েয নেই (অনু·)।

রুগ্ন ব্যক্তিকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করার অনুমতি দিয়েছেন। আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বৃষ্টির কারণে দুই নামায একত্রে পড়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু শাফিঈ রুগ্ন ব্যক্তিকেদুই নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

আযানের প্রবর্তন।

১৮١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اَصْبَحْنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاِنَّهُ اَنْدٰى وَاَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيْلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلٰوةِ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرُّ اِزَارَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ قَالَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فَذٰلِكَ اَثْبَتُ .

১৮১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, যখন সকাল হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তাঁকে (আমার) স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি বললেন ঃ "এটা নিশ্চয়ই বাস্তব (সত্য) স্বপ্ন। তুমি বিলালের সাথে যাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উচ্চ এবং দীর্ঘ। তাকে বলে দাও যা তোমাকে বলা হয়েছে এবং এগুলো দিয়ে সে আযান দেবে।" আবদুল্লাহ (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন নামাযের জন্য বিলালের আযান শুনতে পেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে এবং এই বলতে বলতে আসলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। বিলাল যেরূপ বলেছে আমি তদ্রূপই স্বপ্নে দেখেছি।' রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এটা আরো জোরদার হল –(আ, দা, ই, বা)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অপর এক সূত্রে এ

হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে আযানের শব্দ দুই দুই বার এবং ইকামতের শব্দ এক একবার উল্লেখ রয়েছে। এই হাদীসটি ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে আর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلٰوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .

১৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন তারা অনুমান করে নামাযের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে নিতেন এবং তদনুযায়ী একত্র হতেন। নামাযের জন্য কেউ আহবান করত না। একদিন তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, খৃস্টানদের ন্যায় একটি ঘন্টা বাজানো হোক। আবার কতেকে বললেন, ইহূদীদের মত শিংগা বাজানো হোক। রাবী বলেন, উমার (রা) বললেন, নামাযের জন্য ডাকতে তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? –(বু, মু, না, আ)।

রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে বিলাল! ওঠো এবং নামাযের জন্য আহবান কর।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ : ২৮

আযানে তারজী করা।

١٨٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصَرِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَجَدِّىْ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْعَدَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ مِثْلَ اَذَانِنَا قَالَ بِشْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَعِدْ عَلَىَّ فَوَصَفَ الْاَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ .

১৮৩। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের কাছে বসিয়ে আযানের প্রতিটি হরফ এক এক করে শিখিয়েছেন। (অধস্তন রাবী) ইবরাহীম বলেন, আমাদের আযানের মত। বিশর বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সামনে পুনরাবৃত্তি করুন। তিনি তারজী সহকারে তা বললেন –(বা, দা, ই, না, আ)।[৯৫]

আবু ঈসা বলেন, আবু মাহযুরা (রা)–র আযান সম্পর্কিত হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি তাঁর কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মক্কার পবিত্র ভূমিতে এ নিয়মেই আযান দেওয়া হয়। ইমাম শাফিঈ এ মতের সমর্থক।

١٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً .

১৮৪। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁকে উনিশ বাক্যে আযান এবং সতের বাক্যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন –(আ, দার, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কতিপয় মনীষী আযানের ব্যাপারে এ মত গ্রহণ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু মাহযুরা (রা) ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা সম্পর্কে।

١٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

১৮৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)–কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো এক একবার বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে –(আ, বু, মু, দা, না, ই)।

---

৯৫. আযানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্য প্রথমে দুই দুইবার বলার পর পুনরায় দুইবার বলাকে তারজী বলে। ইমাম শাফিঈ ও মালেকের মতে এই পুনরাবৃত্তি সুন্নাত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে এটা সুন্নাত নয় (অনু)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)-এর কতিপয় সাহাবা, তাবিঈন, ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক (ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

ইকামতের শব্দগুলো দুইবার বলা সম্পর্কে।[৯৬]

١٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَـنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

১৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় ছিল (দুই দুইবার বলা হত) -(দারু কুতনী)।

আবূ ঈসা বলেন, অপর কয়েকটি বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) আযান স্বপ্নে দেখেছেন। প্রথম বর্ণনাটির চেয়ে পরবর্তী বর্ণনাগুলো অধিকতর সহীহ। কতক মনীষী বলেছেন, আযান ও ইকামতের শব্দগুলো দুই দুইবার বলতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসীগণ (হানাফী আলেমগণ) এই মতেরই সমর্থক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

আযানের শব্দগুলো থেমে থেমে স্পষ্টভাবে বলা।

١٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْـنُ اَسَـدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَـنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِىْ اَذَانِكَ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْـدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَـدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ .

---

৯৬. আযানের মধ্যে শাহাদাতাইন কতবার বলতে হবে তা নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে শাহাদাতাইন (আশহাদু আল-লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) চারবার করে বলতে হবে। একে বলা হয় তারজী। ইমাম আবু হানীফার মতে আযানে তারজী নেই। ইমাম শাফিঈর মতে ইকামতের কলেমা একবার করে বলতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে ইকামতের শব্দও আযানের মত দুইবার করে বলতে হবে। ইমামদের এ মতবিরোধ কেবল উত্তম হওয়াকে কেন্দ্র করে, জায়েয হওয়া বা না হওয়া নিয়ে এ মতবিরোধ নয়। যেমন ইমাম আবু হানীফার মতে তারজী ছাড়া আযান দেয়া এবং ইকামতের কলেমাকে দুই দুই বার বলা উত্তম। আর ইমাম শাফিঈর মতে তারজী সহকারে আযান দেয়া এবং ইকামতের কলেমা এক এক বার বলা উত্তম-(মাহমূদ)।

এ স্থানে ইমাম আবু হানীফা দলীল নিয়েছেন আযানের মূল হাদীস অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহী (রা)-র হাদীসকে। তাঁর বর্ণনায় তারজী নেই। ইকামতের কলেমাসমূহও একটি একটি নয়। সুতরাং আবু মাহযূরা (রা)-র হাদীসের তুলনায় আবদুল্লাহ (রা)-র হাদীসের উপর আমল করাই অধিক উত্তম এবং অধিক সহীহ। কেননা আবু মাহযূরা (রা)-র তুলনায় আবদুল্লাহ (রা)-র নিকটই আযানের ব্যাপার অধিক স্পষ্ট ছিল। তা ছাড়া বিলাল (রা)-র আযানেও তারজী নেই। যদি আমরা মেনে নেই যে, বিলাল (রা) আযানে তারজী করতেন অতঃপর তিনি এটা ছেড়ে দিয়েছেন। বিলাল (রা) এ তারজী কেন ছেড়ে দিয়েছেন এ প্রশ্ন করা হলে শাফিঈপন্থীরা বলবেন, নবী (স) তাঁকে তারজী করার নির্দেশ দেননি বলেই তিনি তাছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখানে বলা যায়, বিলাল (রা)-র তারজী ছেড়ে দেয়া এবং তাঁকে তারজী করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না বলা ইমাম আবু হানীফার মতকেই সঠিক প্রমাণ করে। আবু মাহযূরা (রা)-র হাদীসের জবাব এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারজী করতে হুকুম দেননি। বরং তাঁকে আযান শিক্ষা দেয়ার সময় আযানের কলেমা বারবার পড়তে বলায় তিনি এটাকে তারজী বলে ধারণা করেছেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন এক সফরে আযান দেন। তখন বালকেরা আযানের শব্দ নিয়ে ব্যংগবিদ্রুপ করতে থাকে। এ সকল বালকের মধ্যে আবু মাহযূরা (রা)-ও ছিলেন। তিনি তখন কাফের ছিলেন। তার স্বর ছিল দীর্ঘ। আবু মাহযূরা (রা)-র এই বিদ্রুপাত্মক আযানের শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলে তাকে উপস্থিত করার হুকুম দেন। সে তাঁর নিকট আসলে নবী (সা) তাকে বলেন, "তুমি বল, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান"। অতপর নবী (সা) তাকে বলেন, "বল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই।" তখন আবু মাহযূরা (রা) আস্তে আস্তে আযানের এই কলেমাটি উচ্চারণ করেন। কেননা তিনি তখনও মুশরিক ছিলেন। আর মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে স্বীকার করে না। বরং তারা বলে, "আল্লাহ প্রভুসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভু।" অতপর নবী আলাইহিস সাল্লাম আবু মাহযূরা (রা)-কে বললেন, "বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।" এবারও আবু মাহযূরা (রা) আস্তে আস্তে এ কলেমাটি বললেন। কেননা মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে স্বীকার করে না। আবু মাহযূরা (রা) তখন এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দিয়ে বলেন, জোরে শব্দ করে বল। অতএব তিনি পুনরায় নবী (সা)-এর নিকট শাহাদাতাইন উচ্চারণ করেন।এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আযানের বাকী শব্দসমূহ শিখিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ আবু মাহযূরা (রা)-কে হেদায়াত দান করেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মুয়াযযিন হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেন। নবী (সা) তাকে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের মুয়াযযিন হওয়ার নির্দেশ দেন। আবু মাহযূরা (রা) এ ঘটনা থেকে বুঝেছেন যে, আযানে তারজী করতে হবে।

১৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ হে বিলাল! যখন তুমি আযান দিবে, ধীরস্থিরভাবে ও দীর্ঘস্বরে আযান দিবে এবং যখন ইকামত দিবে তাড়াতাড়ি ও অনুচ্চ স্বরে ইকামত দিবে। তোমার আযান ও ইকামতের মাঝখানে এতটুকু সময় অবকাশ দিবে যেন আহার গ্রহণকারী তার আহার থেকে, পানকারী তার পান থেকে এবং পায়খানা-পেশাবে প্রবেশকারী তার পায়খানা-পেশাব থেকে অবসর হতে পারে। তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াবে না।

এ হাদীসটি আবদুল মুনইমও তাঁর সনদ পরম্পরায় জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধু আবদুল মুনইমের সূত্রেই জানতে পেরেছি। কিন্তু এ সনদ সূত্রটি অপরিচিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

আযান দেওয়ার সময় কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকানো।

١٨٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْــلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاِصْبَعَاهُ فِىْ أُذُنَيْهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ اَرَاهُ قَالَ مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلّٰى اِلَيْهَا رَسُــوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُــرُ اِلٰى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُرَاهُ حِبَرَةً .

হানাফী আলেমরা আরও বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সকাল থেকে এশা পর্যন্ত এবং এশা থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকে, তাকবীর তথা আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করতে থাকে এবং বারবার বরং হাজারো বার আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং রসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই, বরং অতি পছন্দনীয় কাজ। এছাড়া আবু মাহযূরা (রা) সে সময়ে মুশরিক ছিলেন। আর আযান সম্পর্কিত এ আলোচনা মুসলমানদের ব্যাপার ছিল। আবু মাহযূরা (রা) আযান শিক্ষা লাভের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন কোন আলেমের মতে তাসবীব অর্থ ফজরের আযানে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম" (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বলা। ইমাম ইসহাক (র) তাসবীবের আর একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা যিনি তাসবীব বলতে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম" বুঝিয়েছেন, তার মতে এটা সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে জায়েয। আর তাসবীব বলতে যিনি আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে লোকদের ডাকা বুঝিয়েছেন, তাঁর মতে এটা বিদআত। শরীআতে এ ধরনের আহবান জায়েয নেই। সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত-(মাহমূদ)।

১৮৮। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু জুহাইফা) বলেন, আমি বিলাল (রা)–কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাঁকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ ঘুরাতে দেখলাম। তাঁর (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রংগীন তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। (রাবী বলেন) আমার ধারণা, তিনি (আবু জুহাইফা) বলেছেন, এটা চামড়ার তাঁবু ছিল। বিলাল (রা) ছোট একটা বর্শা নিয়ে সামনে আসলেন এবং তা বাতহার প্রস্তরময় জমিনে গেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা সামনে রেখে নামায পড়লেন। তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর এবং গাধা অতিক্রম করল। তাঁর গায়ে লাল চাদর ছিল। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি। সুফিয়ান বলেন, আমার মনে হয় এটা ইয়ামনের তৈরী চাদর ছিল –(বু, মু, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মনীষীগণ আযানের সময় মুয়াযযিনের কানে আঙ্গুল দেওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম আওযাঈ ইকামতের সময়ও কানে আঙ্গুল দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আবু জুহাইফা (রা)–র নাম ওয়াহ্‌ব আস–সাওয়াঈ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

ফজরের নামাযের ওয়াক্তে তাসবীব করা সম্পর্কে।[৯৭]

١٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلاَّ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

১৮৯। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে 'তাসবীব' করো না – (ই, বা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আমরা শুধু আবু ইসরাঈলের সূত্রে বিলাল (রা)–র হাদীসটি জানতে পেরেছি। অথচ আবু ইসরাঈল হাকামের কাছে এ হাদীসটি কখনও শুনেননি। বরং তিনি হাসান ইবনে উমারের মাধ্যমে হাকামের কাছ থেকে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। আবু ইসরাঈলের নাম ইসমাঈল ইবনে আবু ইসহাক। তিনি হাদীস বিশারদদের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী নন।

তাসবীব শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মুবারক ও আহমাদের মতে, ফজরের আযানের 'আস–সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বাক্যটিকে তাসবীব বলা হয়। ইসহাকের মতে, আযানের পর যদি লোকেরা আসতে বিলম্ব করে তবে আযান ও ইকামতের মাঝখানে 'কাদ কামাতিস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ্ ও হাইয়া

৯৭. তাসবীব শব্দের আভিধানিক অর্থ পুনর্বার সংবাদ দেওয়া, পুনর্বার সতর্ক করা (অনু:)।

আলাল ফালাহ’ বলে লোকদের ডাকার নাম হল তাসবীব। মহানবী (সা)–এর ইন্তেকালের পর লোকেরা এটা নতুনভাবে প্রচলন করেছে এবং এটা মাকরূহ। ইসহাকের উল্লেখিত এ তাসবীবকে আলেমগণও মাকরূহ বলেছেন।

তাঁরা আরো বলেছেন, এটার প্রচলন মহানবী (সা)–এর পরেই হয়েছে। ইবনুল মুবারক ও আহমাদ তাসবীবের (উপরে উল্লেখিত) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাই নির্ভুল এবং সহীহ। ফজরের আযানে এই তাসবীব করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে একেই তাসবীব বলা হয়। আর আলেমগণ এ তাসবীবকেই পছন্দ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভোরের নামাযের সময় ‘আস–সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলে (লোকদের) ডাকতেন। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)–র সাথে কোন এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে পূর্বেই আযান হয়ে গেছে। আমরা নামায পড়তেই সেখানে গিয়েছিলাম, এমন সময় মুয়াযযিন তাসবীব শুরু করে দিল। তা শুনা মাত্রই ইবনে উমার (রা) এই বলতে বলতে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন ঃ “এই বিদআতীর নিকট থেকে চলে আস।” তিনি সেখানে নামায পড়লেনই না। পরবর্তী কালে লোকেরা যে তাসবীব আবিষ্কার করেছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এটাকে খুবই খারাপ জানতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

যে আযান দিয়েছে সে ইকামত দিবে।

١٩٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ الْاَفْرِيْقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحٰرِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُؤَذِّنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

১৯০। যিয়াদ ইবনে হারিস আস–সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বললেন। আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ “সুদাঈ আযান দিয়েছে, আর যে আযান দিবে ইকামতও সে–ই দিবে”–(আ, ই, দা, বা)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, যিয়াদের হাদীসটি আমরা ইফরিকীর হাদীসের মাধ্যমেই জানতে পারি। অথচ ইফরিকী হাদীস বিশারদদের মতে দুর্বল রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও অন্যারা তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত

করেছেন। আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরিকীর হাদীস লিখি নাই। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে দেখেছি তিনি তাঁকে শক্তিশালী রাবী বলে সমর্থন করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ইফরিকী একজন প্রিয়ভাজন রাবী।

অধিকাংশ আলেমের মত হল, যে আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

বিনা উযুতে আযান দেওয়া মাকরূহ।

١٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিনা উযুতে কেউ যেন আযান না দেয়।

١٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَ يُنَادِيْ بِالصَّلاَةِ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ .

১৯২। ইবনে শিহাব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, বিনা উযুতে কেউ যেন নামাযের আযান না দেয়-(বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। ইবনে ওয়াহ্‌ব- আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। এটা ওলীদ ইবনে মুসলিমের হাদীসের চেয়ে অধিকতর সহীহ। যুহরী কখনও আবু হুরাইরার কাছে হাদীস শুনেননি।

বিনা উযুতে আযান দেওয়ার বৈধতা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাক এটাকে মাকরূহ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও আহমাদ বিনা উযুতে আযান দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ইমামই ইকামত দেওয়ার অধিক হকদার।

١٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ أَخْبَرَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيْمُ حَتّٰى إِذَا رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِيْنَ يَرَاهُ .

১৯৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন (তাঁর জন্য) অপেক্ষা করতে থাকতেন এবং ইকামত দিতেন না। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর কামরা থেকে) বেরিয়ে আসতে দেখতেন তখনই নামাযের জন্য ইকামত দিতেন –(মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বিভিন্ন মনীষী এরূপই বলেছেন যে, মুয়াযযিন আযানের অধিকারী এবং ইমাম ইকামতের অধিকারী (অর্থাৎ মুয়াযযিনের ইচ্ছায় আযান এবং ইমামের ইচ্ছায় ইকামত অনুষ্ঠিত হবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

রাত থাকতে (ফজরের) আযান দেওয়া সম্পর্কে।[৯৮]

١٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

---

৯৮ রাতের বেলায় আযান দেয়া। ইমাম তিরমিযীর এই শিরোনামের উদ্দেশ্য তাঁর নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর মতে ফজরের আযান রাতের বেলায় দেয়া জায়েয আছে। তিনি নিম্নবর্ণিত হাদীস থেকে দলীল নেন। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিলাল রাতে আযান দেয়"। হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস ইমাম আবু হানীফার মতের সহায়ক। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে দুর্বল বলেন। তিনি এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটা অসংরক্ষিত হাদীস। হযরত উমার (রা)–র হাদীসও ইমাম আবু হানীফার মতের সহায়ক। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকেও দুর্বল বলেন। তিনি এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটা মুনকাতে হাদীস। (হাদীসের সনদের কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে গেলে সেটা মুনকাতি হাদীস–অনুবাদক)। অতপর ইমাম তিরমিযী অর্থের দিক থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস দুর্বল বলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এ হাদীসের কোন অর্থই নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মাযহাব খুবই স্পষ্ট। তাঁর মাযহাব হাদীসের বর্ণনা, ভাব এবং কিয়াসের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাঁর মতের উপর আমল করলে কোন হাদীস ত্যাগ করতে হয় না এবং এতে হাদীসের সকল বর্ণনার মধ্যে সমন্বয়ও সাধিত হয়। আল্লামা মাহমূদুল হাসান ইমাম তিরমিযীর মত সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ হাদীস থেকে কিয়ামত পর্যন্তও ইমাম তিরমিযীর মাযহাব প্রমাণিত হবে না। কেননা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মাঝে রাতের আযান নিয়ে যে মতবিরোধ রয়েছে তার মূল বিষয় এই যে, রাতের এই আযান ফজরের নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে, না এর জন্য পুনরায় আযান দিতে হবে? ইমাম শাফিঈর মতে রাতের আযানই যথেষ্ট, পুনরায় আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, সালেমের হাদীস থেকে ইমাম শাফিঈর মাযহাব প্রমাণিত হয় না। কেননা রাতের বেলায় হযরত বিলাল (রা)–র দেয়া আযান সকালের নামাযের জন্য ছিল না। যদি তাই হত তাহলে সকাল হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)–র আযানের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কেননা একই নামাযের সময়ে বারবার আযান দেয়া বিদআত। সুতরাং সকাল হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে

১৯৪। সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার কর–(বু, মু)।

মাকতূমের আযান দেয়া প্রমাণ করে যে, বিলালের আযান নামাযের জন্য ছিল না। তাছাড়া বিলালের আযান সম্পর্কে অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ "বিলাল এইজন্য আযান দেয় যেন ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তিরা ঘরে ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জেগে উঠে"। সুতরাং এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর আযান নামাযের জন্য ছিল না।

এতদ্ব্যতীত সকালের আযান রাতের বেলায় দেয়ার বিধান থাকলে সুফিয়ান ইবনে সাঈদকে যখন ফজরের সময়ের আযান দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি কেন বললেন, "ফজর প্রকাশিত হওয়ার আগে আযান দেয়া যাবে না"? এমনিভাবে হযরত আলকামা (র) মক্কার রাস্তায় কোন এক মুয়াযযিনকে রাত শেষ হওয়ার আগেই আযান দিতে শুনে বলেন, "এই ব্যক্তি নবী আলাইহিস সালামের বিরোধিতা করছে"।

এসকল হাদীস প্রমাণ করে যে, ভোরের আগে আযান দেয়ার কোন বিধান নেই। আর বিলারের আযান নামাযের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য এবং ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তিকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য (সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে)। ইমাম আবু হানীফার অভিমত কিয়াস ও হাদীসের বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ। কিয়াসের বর্ণনা এই যে, ইমাম শাফিঈ এবং অন্যান্য আলেম একমত হয়ে বলেন, মাগরিব, আসর, এশা এবং যোহর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই। তাঁরা শুধু ফজরের আযানের বেলায় মতবিরোধ করেছেন। তাদের মতে ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ফজরের নামাযকেও অন্যান্য নামাযের উপর কিয়াস করে বলেন, এ নামাযের জন্যও ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে আযান দেয়া জায়েয নেই। ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে বিলাল (রা) কেন আযান দিতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "যাতে তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিরা সতর্ক হতে পারে"।

মহানবী (সা)–এর যুগে (ভোররাতে) দুই বার আযান দেয়া হত।(বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে এখনও এ নিয়ম চালু আছে–অনুবাদক)। ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগাবার জন্য এবং ইবাদতে রত ব্যক্তিদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য এক বার আযান দেয়া হত। ভোর উদয় হওয়ার পর নামাযের জন্য আরেক বার আযান দেয়া হত। এই দুই আযানের জন্য মুয়াযযিনও পৃথক পৃথক ছিলেন। একজন ছিলেন বিলাল (রা), তিনি ভোর হওয়ার আগে রাত থাকতে আযান দিতেন। দ্বিতীয় মুয়াযযিন ছিলেন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)। তিনি ফজর উদয় হওয়ার পর আযান দিতেন। এ কারণেই নবী (সা) বলেছেন ঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়"।

পরবর্তী কালে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) ভোর হওয়ার আগে আযান দিতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জেগে উঠে এবং ইবাদতে রত ব্যক্তিরা ঘরে ফিরে যায়। আর বিলাল (রা) ভোর হওয়ার পর ফজরের নামাযের আযান দিতেন। নফল নামাযের জন্য আযান দেয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা শরীআতের বিধান এবং নীতিমালার পর্যালোচনা করে বলেন, ওয়াজিব নামায, যেমন দুই ঈদের নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় না। অনুরূপভাবে সুন্নাত নামাযের জন্যও আযান দেয়া হয় না, যেমন সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় না। এই প্রেক্ষিতে নফল নামাযের জন্য আযান দেয়া জায়েয হবে না–(মাহমূদ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আইশা, উনাইসা, আনাস, আবূ যার ও সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমার (রা)–র বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

রাত থাকতে আযান দেওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের কতেকে বলেছেন, মুয়াযযিন রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দিলে তা জায়েয এবং এটা পুনর্বার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম মালিক, শাফিঈ, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত। অন্য দল বলেছেন, রাত (অধিক) থাকতে আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী এই মত ব্যক্ত করেছেন। হাম্মাদ আইউবের সূত্রে, তিনি নাফের সূত্রে, তিনি ইবনে উমারের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنَادِىَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ .

"একদা বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (তিনি বললেন,) লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও অন্যরা নাফের মাধ্যমে ইবনে উমার (রা)–র কাছ থেকে মহানবী (সা)–এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটাই সহীহ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

নবী (সা) বলেন, "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।"

আবদুল আযীয ইবনে আবূ রাওয়াদ নাফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يُعِيْدَ الْاَذَانَ .

"উমার (রা)–র মুয়াযযিন রাত থাকতেই আযান দিলেন। উমার (রা) তাকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।"

এই বর্ণনাটিও সহীহ নয়। কেননা নাফে এবং উমারের মাঝখানের একজন রাবী ছুটে গেছে। সম্ভবতঃ হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের বর্ণনাটিই সহীহ। একাধিক রাবী নাফের সূত্রে ইবনে উমারের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যুহরী সালেমের সূত্রে, তিনি ইবনে উমার (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়---।"

আবূ ঈসা বলেন, হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি যদি সহীহ হয় তাহলে এই হাদীসের কোন অর্থ হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়---।" বিলাল (রা) যখন ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান

দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি কখনো এ কথা বলতেন না যে, "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়—।" আলী ইবনুল মাদানী বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে, তিনি আইউব থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে— বর্ণিত হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। হাম্মাদ ইবনে সালামা তা বর্ণনা করতে গিয়ে (সনদের মধ্যে) ভুল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ।

١٩٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا اُذِّنَ فِيْهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৯৫। আবু শাছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসরের নামাযের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যাচরণ করল–(আ, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবু হুরায়রার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

মহানবী (সা)–এর সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে আযান হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। হাঁ, যদি উযূ না থাকে কিংবা খুব জরুরী কাজ থাকে তবে ভিন্ন কথা। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, মুয়াযযিনের ইকামতের পূর্ব পর্যন্ত বের হওয়া জায়েয। আবু ঈসা বলেন, আমাদের মতে, যার প্রয়োজন রয়েছে কেবল সে বের হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

সফরে থাকাকালে আযান দেওয়া।

١٩٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ لَنَا اِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

১৯৬। মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের বললেন ঃ "যখন তোমরা উভয়ে সফর করবে তখন আযান দেবে, ইকামত বলবে, অতপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে"

(আ, ই, দা, না, বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী সফর অবস্থায় আযান দেওয়ার কথা বলেছেন এবং এটা পছন্দনীয় মনে করেছেন। কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, শুধু ইকামতই যথেষ্ট। আযান তো সে ব্যক্তিই দেবে যে মানুষকে একত্র করতে চায়। প্রথম মতটিই অধিকতর সহীহ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মতেরই প্রবক্তা (ইমাম আবূ হানীফাও)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

আযান দেওয়ার ফযীলাত

١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ .

১৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় একাধারে সাত বছর আযান দেবে তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, সাওবান, মুআবিয়া, আনাস, আবূ হুরায়রা ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাসের হাদীসটি গরীব। কেননা এর একজন রাবী জাবির ইবনে ইয়াযীদকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আমি জারূদের সূত্রে এবং তিনি ওয়াকীর সূত্রে শুনেছেন, যদি জাবির আল-জুফী না হত তাহলে কূফাবাসীরা (আবু হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) হাদীসবিহীন অবস্থায় এবং যদি হাম্মাদ না হতেন তাহলে ফিক্হবিহীন অবস্থায় থাকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

ইমাম যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।

١٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ

صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ .

১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম হলো (নামাযের) যামিন এবং মুয়াযযিন হল আমানতদার।[৯৯] হে আল্লাহ্! ইমামকে সৎপথ দেখাও এবং মুয়াযযিনকে ক্ষমা কর– (আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা, সাহল ইবনে সাদ ও উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রার হাদীসটি আমাশের সূত্রে একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এটা আবু সালেহ কর্তৃক আইশা (রা)–র সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, আমি আবু যুরআকে বলতে শুনেছি, আবু হুরায়রার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কিন্তু ইমাম বুখারী আইশার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে অধিকতর সহীহ বলেছেন। কিন্তু আলী ইবনুল মাদীনী এর কোনটিকেই শক্তিশালী মনে করেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

আযান শুনে যা বলতে হবে।

١٩٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

১৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল (বু, মু, দা, না, ই, আ)।

এ অনুচ্ছেদে আবু রাফে, আবু হুরায়রা, উম্মে হাবীবা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ, আইশা , মুআয ইবনে আনাস ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে মালিকের বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ।

---

৯৯. ইমামের জামিন হওয়ার অর্থ তিনি মুক্তাদীদের নামায নিজের কাঁধে তুলে নেন। মুয়াযযিনের আমানতদার হওয়ার অর্থ তিনি ঠিক সময়ে আযান দিলে লোকেরা ঠিক সময় নামাযে আসতে পারে এবং রোযাদার ইফতার করতে পারে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ।

٢٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ اِنَّ اٰخِرَ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا

২০০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তা ছিল ঃ আমি এমন একজন মুয়াযযিন রাখব যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেবে না।

আবূ ঈসা বলেন, উসমানের হাদীসটি হাসান। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এটাই পছন্দ করেছেন যে, মুয়াযযিন আযানের বিনিময়ে সওয়াবের প্রত্যাশী হবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

মুয়াযযিনের আযান শুনে যে দোয়া পড়তে হবে।

٢٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

২০১। সাদ ইবনে আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, "আশহাদু আল–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিল–ইসলামি দীনান ওয়া বি–মুহাম্মাদিন রাসূলান" আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন –(মু, দা, না, ই, আ)।[১০০]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

---

১০০. অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমি আল্লাহকে আমার প্রতিপালক, মুহাম্মাদকে রাসূল এবং ইসলামকে দীনরূপে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করলাম (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পরিপূরক।

٢٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ وَابْرَاهِيْمُ ابْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ الاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, "হে আল্লাহ! এই পূর্ণাংগ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ (সা)–কে নৈকট্য ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও" তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে– (বু, দা, না, ই, আ)।[১০১]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং (মুনকাদিরের বর্ণনায়) গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া বিফলে যায় না।

٢٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ اَحْمَدَ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِيْ اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

---

১০১. বায়হাকী শরীফের বর্ণনায়, 'ওয়াদতাহু'–এর পর 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ' (তুমি কখনও ওয়াদার খেলাফি কর না) বাক্যাংশটুকুও রয়েছে। কেউ কেউ 'ওয়াল–ফাদীলাতা' শব্দের পর 'ওয়াদ–দারাজাতার রাফিআতা' বাক্যাংশটুকুও যে বলেন তা কোন হাদীসে নেই। হুবহু এ দোয়াটি ইবনে মাজা (নামায অধ্যায়), নাসাঈ (আযান অধ্যায়), মুসনাদে আহমাদ (তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৫৪) এবং বুখারীতে (আযান অধ্যায়) উধৃত হয়েছে। অতএব যে শব্দ হাদীসে উল্লেখিত নাই তা যুক্ত করে মূল হাদীসকে বিকৃত করা কোনক্রমেই সংগত নয় (অনু.)

২০৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া (আল্লাহর দরবার থেকে) ফেরত দেয়া হয় না -(আ, দা)।

আবূ ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান। ইবনে ইসহাকও তাঁর সনদ পরম্পরায় আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِيَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَاِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ .

২০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিরাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কথার কোন হেরফের নাই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব রয়েছে -(আ, না)।[১০২]

এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনে সামিত, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আবু কাতাদা, আবু যার, মালিক ইবনে সাসাআ এবং আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলাত।

٢٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ

১০২· আল্লাহ তাআলার এ বাণীর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। একঃ আমার জ্ঞানে তোমাদের জন্য যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব নির্ধারিত আছে তার কোন পরিবর্তন হবে না। বরং তোমাদের পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াবই দেয়া হবে। নামাযের সংখ্যা যদিও পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে। দুইঃ আমার বাণীর কোন পরিবর্তন হয় না। কেননা আমার জ্ঞানে তোমার উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয ছিল তবে আমার জ্ঞানে এটাও ছিল যে, আমি প্রথমে তোমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করব। তখন তুমি তোমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে। এর ফলে আমার জ্ঞানে প্রথম থেকে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল তাই ফরয থেকে যাবে-(মাহমূদ)।

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ .

২০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং এক জুমুআর নামায থেকে পরবর্তী জুমুআর নামাযে তার মাঝখানে সংঘটিত (ছোটখাট) গুনাহসমূহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়; তবে শর্ত হল কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে –(মু, আ)।[১০৩]

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আনাস ও হানযালা আল–উসায়দী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত।

٢٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

---

১০৩. কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার মাঝে সংঘটিত গুনাহের কাফফারা হবে।মুতাযিলাদের মতে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত। তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে, "যে সব কবীরা গুনাহ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তা থেকে বেঁচে থাক তাহলে আমরা তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দেব" (নিসা ঃ ৩১)।

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতের সহায়ক। তাদের মতে ছোট ছোট গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত নয়, বরং ইবাদত করলে ছোট ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর তওবা করলে বড় বড় গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। শুধু ইবাদতের দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হবে কি না এ নিয়ে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের জবাবে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমরা বলেন, এ হাদীস সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শর্ত বুঝায় না। বরং হাদীসের অর্থ এই যে, বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে দুই জুমুআর মাঝে যে সকল ছোট ছোট গুনাহ হয়ে থাকে তা ইবাদতের দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। আর কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকলে তার সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে বলে আমরা বলি না। বরং তার কিছু কিছু গুনাহ মাফ হওয়ার আমরা আশা রাখি। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার সকল গুনাহই মাফ করতে পারেন। তিনি তো গুনাহ মাফকারী এবং অতিশয় দয়ালু–(মাহমূদ)।

২০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির একাকি আদায়কৃত নামাযের উপর জামাআতে আদায়কৃত নামাযের সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদা রয়েছে –(বু, মু, আ)।[১০৪]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, মুআয ইবনে জাবাল, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুরূপভাবে নাফের থেকে ইবনে উমার (রা)–এর সূত্রে মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে একই অর্থের আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে ঃ

قَالَ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

"জামাআতের নামায একাকি নামাযের তুলনায় সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে –(বু, মা)।।"

এ সম্পর্কিত অন্যান্য সব বর্ণনায়ই পঁচিশ গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে, শুধু ইবনে উমারের বর্ণনায় সাতাশ গুণের কথা উল্লেখ আছে।

٢٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا .

২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতের নামায তার একাকি নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ (সওয়াব) বৃদ্ধি পায়– (বু, মু, মা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

আযান শুনে যে ব্যক্তি তাতে সাড়া না দেয় (জামাআতে উপস্থিত না হয়)।

٢٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ

---

১০৪. জামাআতে নামায পড়লে প্রতি রাকাআত নামাযে সাতাশ গুণ বেশী সওয়াব দেয়া হবে।এক হাদীসে প্রতি রাকাআত নামাযে পঁচিশ গুণ সাওয়াব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে এ দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হাদীসে উল্লেখিত সংখ্যা সওয়াবের সীমা নির্ধারণের জন্য বলা হয়নি, বরং আধিক্য বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে–(মাহমূদ)।

اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ اَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى اَقْوَامٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ .

২০৮। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের লাকড়ির স্তূপ জমা করার নির্দেশ দেই, অতঃপর নামায পড়ার নির্দেশ দেই এবং ইকামত বলা হবে (নামায শুরু হয়ে যাবে), অতঃপর যেসব লোক নামাযে উপস্থিত হয়নি তাদের (ঘরে) আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেই- (বু, মু, দা, ই)।[১০৫]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবূ দারদা, ইবনে আব্বাস, মুআয ইবনে আনাস ও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

মহানবী (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও জামাআতে উপস্থিত হয়নি তার কোন নামায নেই। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, নবী (সা) জামাআতের গুরুত্ব বুঝাতে এবং জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে তিরস্কার করার জন্য এরূপ বলেছেন। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া কারো পক্ষে জামাআতে অনুপস্থিত থাকার অবকাশ নাই। মুজাহিদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, সে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে, কিন্তু জুমুআ ও জামাআতে উপস্থিত হয় না। তিনি বলেন, সে দোযখী। মুজাহিদ এ হাদীসের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : যে ব্যক্তি জামাআতকে তুচ্ছ ও সাধারণ জ্ঞান করে এরূপ করবে সে দোযখী হবে।

অনুচ্ছেদ : ৫১

যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ার পর পুনরায় জামাআত পেল।

٢٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

---

১০৫. এ হাদীস থেকে শরীআতের কয়েকটি মাসআলা জানা যায়। এক, জামাআতের সাথে নামায পড়ার তাকীদ রয়েছে। এ কারণেই হানাফী আলেমদের মতে জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং ওয়াজিবের কাছাকাছি। এমনকি কোন কোন হানাফী আলেমের মতে জামাআতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব।

মুসলমানদের কোন বিশেষ জরুরী কাজের প্রেক্ষিতে নামাযের জামাআতের মত একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কখনও কখনও ত্যাগ করা জায়েয আছে- (মাহমূদ)।

قَالَ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِى اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ .

২০৯। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনে-আসওয়াদ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়াযীদ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর সাথে (মিনায় অবস্থিত) মসজিদে খাইফে ফজরের নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি মোড় ফিরলেন। তিনি লোকদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, তারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি।[১০৬] তিনি বললেন ঃ এদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসা হল, (কিন্তু ভয়ে) তাদের ঘাড়ের রগ কাঁপছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার সাথে নামায পড়তে তোমাদের উভয়কে কিসে বাধা দিল? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বাড়িতে নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ আর করবে না। তোমরা বাড়িতে নামায পড়ার পর যদি মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত হতে দেখ, তাহলে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য নফল হবে।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মিহজান ও ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, কোন ব্যক্তি একাকী নামায পড়ার পর পুনরায় জামাআত পেলে নামাযও পুনরায় পড়ে নেবে। যদি সে মাগরিবের নামায একাকী পড়ার পর জামাআত পায় তাহলে জামাআতের সাথে তিন রাকআত পড়ার পর সে আরো এক রাকআত মিলিয়ে পড়বে। সে পূর্বে একাকী যে নামায পড়ল সেটা তাদের মতে ফরয হিসেবে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

মসজিদে এক জামাআত হয়ে যাবার পর পুনরায় জামাআত করা।

٢١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِىِّ الْبَصْرِىِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلّٰى

---

১০৬. ইমাম শাফিঈ এ হাদীসকে তাঁর মতের পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে একাকী নামায পড়ার পর ইমামের পেছনে সকল নামায পুনরায় পড়া জায়েয আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে ফজর এবং আসর এ দুই নামায একাকী পড়ার পর পুনরায় জামাআতের সাথে তা পড়া জায়েয নেই, অন্যান্য নামায পড়া জায়েয আছে। দারু কুতনীতে উল্লেখিত আবদুল্লাহ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهُ .

২১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এমন সময় (মসজিদে) আসল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে নিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতে চায়? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আগন্তুক ব্যক্তির সাথে নামায পড়ল– (আ, দা, দার)।১০৭

এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা, আবু মূসা ও হাকাম ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা)–এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈদের মতে ঃ মসজিদে জামাআত হওয়ার পর কিছু লোক একত্র হয়ে পুনরায় জামাআত করে নামায পড়ে নিলে এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, প্রথম জামাআত হওয়ার পরে আসা লোকেরা একাকী নামায পড়বে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, মালিক ও শাফিঈ একাকী নামায পড়াকেই পছন্দ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

ফজর ও এশার নামায জামাআতে পড়ার ফযীলাত।

٢١١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْــرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

ইবনে উমার (রা)–র হাদীস ইমাম আবু হানীফার মতের সহায়ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তুমি ঘরে নামায পড়ার পর জামাআতের সাথে নামায পেলে আসর এবং মাগরিব ছাড়া অন্যান্য নামায জামাআতের সাথে পুনরায় পড়ে নেবে" –(মাহমূদ)।

১০৭· মসজিদে একবার জামাআতে নামায হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামাআতে নামায পড়া যাবে কি না? দ্বিতীয় জামাআতের তিনটি অবস্থা হতে পারে। একঃ আযান এবং ইকামত সহকারে দ্বিতীয় জামাআত করা সকল আলেমের মতে মাকরূহ তাহরীমা। দুইঃ আযান এবং ইকামত ছাড়া দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ তানযীহ। তিন ঃ জামাআতে না পড়ে একাকী নামায পড়বে। এটাই সবচেয়ে উত্তম। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এ হাদীসে দেখা যায় মাকরূহ ছাড়াই দ্বিতীয় জামাআত জায়েয আছে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুক ব্যক্তিকে জামাআতে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের কে এই ব্যক্তির সাথে জামাআতে শরীক হয়ে (সওয়াবের) ব্যাবসা করবে"? এ হাদীসের জবাবে বলা হয়, দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ তানযীহ হওয়া সত্ত্বেও জায়েয আছে। এটা দেখাবার জন্য নবী (সা) জামাআতে নামায পড়তে হুকুম দিয়েছেন। অথবা বলা যায়, আমাদের আলোচনা হচ্ছে, ফরয নামায আদায়কারীর নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ইকতিদা করা জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে। আর হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা হচ্ছে, নফল আদায় কারীর নামায ফরয আদায়কারীর পেছনে পড়া জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে। ইমাম আবু হানীফার মতে ফজর, আসর এবং মাগরিব ছাড়া নফল আদায়কারীর ফরয আদায়কারীর পিছনে নামায পড়া জায়েয আছে –(মাহমূদ)।

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ .

২১১। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত (নফল) নামায পড়ার সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তার জন্য সারা রাত (নফল) নামায পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে– (মু, আ)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, আনাস, উমারাহ ইবনে আবু রুআইবা, জুনদুব, উবাই ইবনে কা'ব, আবু মূসা ও বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ ذِمَّتِه .

২১২। জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল সে আল্লাহর আশ্রয়ে চলে গেল। অতএব তোমরা আল্লাহর আশ্রয়কে চূর্ণ কর না, তুচ্ছ মনে কর না–(মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, উসমানের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা ..... উসমানের কাছ থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর বর্ণনাকারী উসমানের কাছ থেকে এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢١٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ الْكَحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৩। বুরাইদা আল–আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যারা অন্ধকার অতিক্রম করে মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। –(দা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলাত।

٢١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا .

২১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষ লোকদের জন্য প্রথম কাতার হচ্ছে সর্বোত্তম এবং নিকৃষ্টতম হচ্ছে সর্বশেষ কাতার। স্ত্রীলোকদের জন্য সর্বশেষ কাতার সর্বোত্তম এবং নিকৃষ্টতম হচ্ছে প্রথম কাতার।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, উবাই, আইশা, ইরবায ইবনে সারিয়াহ ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْاَوَّلِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِىْ مَرَّةً .

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকদের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতে পারত আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কত সওয়াব রয়েছে, তাহলে তাদের এতো ভীড় হত যে, শেষ পর্যন্ত লটারি করে ঠিক করতে হত (কে আযান দেবে এবং কে প্রথম সারিতে দাঁড়াবে)।

এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

কাতার সমান্তরাল করা সম্পর্কে।

٢١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ

بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

২১৫। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সমান করে দিতেন। একদিন তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে এসে দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে এগিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা করে দাঁড়াবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন– (বু, মু, দা, না, ই)।[১০৮]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা, বারাআ, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস, আবু হুরায়রা ও আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ اِقَامَةُ الصَّفِّ .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাতার ঠিক করা নামায পূর্ণাংগ করার অন্তর্ভুক্ত।

উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কাতার ঠিক করার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করতেন। যতক্ষণ তাঁকে অবহিত করা না হত যে, কাতার সুশৃংখল হয়েছে ততক্ষণ তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন না। উসমান এবং আলী (রা) এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আলী (রা) তো নাম ধরেই বলতেন, অমুক একটু আগাও, অমুক একটু পিছাও।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

মহানবী (সা)—এর নির্দেশ ঃ আমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা আমার কাছে দাঁড়াবে।

٢١٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ

১০৮. নামাযের সারি সোজা না করলে আল্লাহ নামাযীদের চেহারা বিকৃত করে দেবেন ঃ দুনিয়াতেই তাদের চেহারা বিকৃত করে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেই এ শাস্তি দেবেন। অথবা এ শাস্তি হবে আখেরাতে। অথবা এ বাক্যে ঈমানদারদের পরস্পরের অন্তরের পরিবর্তন হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যেমন নবী (সা) অন্য এক হাদীসে বলেছেন ঃ "অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন" –(মাহমূদ)।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلِيَنِّيْ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ .

২১৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে দাঁড়ায়; অতঃপর যারা (উভয় গুণে) এদের নিকটবর্তী; অতঃপর যারা এদের নিকটবর্তী। আঁকাবাঁকা (কাতারে) দাঁড়িও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সাবধান! মসজিদকে বাজারে পরিণত কর না (হৈ চৈ করে)– (মু, দা, না)।

হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ, বারাআ ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوْا عَنْهُ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের নিজের কাছে দাঁড়ানোকে পছন্দ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাছ থেকে তারা (নামাযের নিয়ম কানুন সঠিকভাবে) শিখে নেবে– (ই)।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

খাম্বা (খুঁটি)—সমূহের মাঝখানে কাতার করা মাকরূহ।

٢١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِيْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৭। আবদুল হামীদ ইবনে মাহমূদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জনৈক আমীরের পেছনে নামায পড়লাম। লোকের এত ভীড় হল যে, আমরা বাধ্য হয়ে দুই খুঁটির মাঝখানে নামাযে দাঁড়ালাম। যখন নামায শেষ করলাম, আনাস ইবনে মালিক (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) পরিহার করতাম– (আ, দা, না)।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে কুররা ইবনে ইয়াস আল-মুযানী (রা) থেকেও বর্ণিত হাদীস আছে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে, দুই খুঁটির মাঝখানে নামাযের কাতার করা মাকরূহ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম এর অনুমতি ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

٢١٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ
يَسَافٍ قَالَ اَخَذَ زِيَادُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ بِيَدِىْ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ فَقَامَ بِىْ عَلٰى
شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنِىْ هٰذَا
الشَّيْخُ اَنَّ رَجُلاً صَلّٰى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ .

২১৮। হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে আবুল যাদ আমার হাত ধরলেন। এ সময়ে আমরা রাক্কা নামক স্থানে ছিলাম। তিনি আমাকে এক মুরব্বীর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আসাদ গোত্রের ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা)। যিয়াদ বললেন, আমাকে এই মুরব্বী বলেছেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। মুরব্বী লোকটি শুনছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন- (না, ই, দা, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, ওয়াবিসার হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আলী ইবনে শাইবান ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, কেউ এভাবে নামায পড়লে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এমত গ্রহণ করেছেন। অপর দল বলেছেন, নামায হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা) ও শাফিঈ এমত গ্রহণ করেছেন। কুফাবাসীদের একদল ওয়াবিসার হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, সারির পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তা পুনর্বার পড়তে হবে। এদের মধ্যে রয়েছেন হাম্মাদ, ইবনে আবু লাইলা ও ওয়াকী।

হিলাল ইবনে ইয়াসাফের কাছ থেকে প্রাপ্ত হুসাইনের হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবুল আহওয়াস যিয়াদ ইবনে আবুল যাদ থেকে, তিনি ওয়াবিসা থেকে বর্ণনা করেছেন। হুসাইনের হাদীস থেকে জানা যায়, হিলাল ওয়াবিসার সাক্ষাত পেয়েছেন। এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় লোক বলেছেন, হিলালের

কাছ থেকে আমর ইবনে মুররা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। আবু ঈসা বলেন, শেষোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ।

٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ .

২১৯। ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন– (বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, তিনি ওয়াকীকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তাকে পুনর্বার ঐ নামায পড়তে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

দুই ব্যক্তির একত্রে নামায পড়া।

٢٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِيْ مِنْ وَّرَائِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

২২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথার পেছনের চুল ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাসের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে, ইমামের সাথে মাত্র একজন মুক্তাদী হলে সে তার (ইমামের) ডান পাশে দাঁড়াবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

তিন ব্যক্তির একত্রে নামায পড়া।

١٢١- حَدَّثَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عَدِىٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً اَنْ يَتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا

২২১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যখন তিনজন একত্রে নামায পড়ি তখন আমাদের একজন যেন সামনে এগিয়ে যায় (ইমামতির জন্য)।

এটা গরীব হাদীস। আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, তিনজন লোক হলে দুইজন ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন, একজনকে তাঁর ডান পাশে এবং অপরজনকে তাঁর বাম পাশে দাঁড় করালেন– (আ, মু, দা, না)। ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল ইবনে মুসলিম সম্পর্কে বলেছেন, তার স্মরণশক্তি ভাল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

ইমামের সাথে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় ধরনের মুক্তাদী থাকলে।

٢٢٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

২২২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নানী মুলাইকা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। তিনি তা খেলেন, অতপর বললেন ঃ উঠো, তোমাদের সাথে নামায পড়ব। আনাস (রা) বলেন, নামায পড়ার জন্য আমি একটি কালো পুরানো চাটাই নিলাম।

এটাকে পরিষ্কার ও নরম করার জন্য পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম (ছেলে)-ও তার উপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। বুড়ো নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে এভাবে দুই রাক'আত নামায পড়ার পর চলে গেলেন- (আ, বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি ইমাম ছাড়া মুক্তাদীর সংখ্যা পুরুষ স্ত্রী মিলিয়ে দু'জন হয় তবে পুরুষ লোকটি ইমামের ডান পাশে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পেছনে দাঁড়াবে। কতিপয় আলেম এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি নামায পড়লে তার নামায জায়েয হবে। কেননা আনাস (রা) মহানবী (সা)-এর পেছনে একা দাঁড়িয়েছিলেন। যেসব বালক তার সাথে দাঁড়িয়েছিল তাদের উপর তো নামায ফরযই হয়নি। (তিরমিযী বলেন,) কিন্তু এ দলীল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। কেননা আনাসের সাথে বাচ্চাদের দাঁড় করানো এটাই প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা) বালকদের জন্যও নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যথায় তিনি আনাসকে তাঁর ডান পাশেই দাঁড় করাতেন। মূসা ইবনে আনাস থেকে আনাসের সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি (আনাস) মহানবী (সা)-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করালেন। এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, তাদের ঘরে বরকত হওয়ার জন্য নবী (সা) নফল নামায পড়েছিলেন। (এ হাদীস থেকে জামাআতে নফল নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হয় -অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

কে ইমাম হওয়ার যোগ্য।

২২৩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ ابْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَانْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَانْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَانْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ الاَّ بِاذْنِهِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ أَقْدَمُهُمْ سِنًّا

২২৩। আওস ইবনে দামআজ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)- কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি অধিক হাদীস (সুন্নাহ) জানে। যদি সুন্নাহর বেলায়ও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম হিজরত করেছে। যদি এ ব্যাপারেও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বয়সে বড়। কোন ব্যক্তি যেন অন্যের অধিকার ও প্রভাবিত এলাকায় তার সম্মতি ব্যতীত ইমামতি না করে এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে না বসে। মাহমূদ বলেন, ইবনে নুমাইর তাঁর হাদীসে (আকসারুহুম সিন্নান-এর স্থলে) 'আকদামুহুম সিন্নান' বর্ণনা করেছেন (যে ব্যক্তি বয়জ্যেষ্ঠ)- (আ, মু, দা, না, ই)।১০৯

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, আনাস ইবনে মালিক, মালিক ইবনে হুয়াইরিস ও আমর ইবনে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসে রাসূলে অধিক জ্ঞানী, সে-ই লোকদের ইমামতি করার অধিক হকদার। তাঁরা আরো বলেছেন, বাড়ির মালিক ইমামতি করার ব্যাপারে অধিক হকদার। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ ইমামতি করতে পারে। কিন্তু কতেকে এটা পছন্দ করেননি। তাঁরা বলেছেন, বাড়ির মালিকের ইমামতি করাটাই সুন্নাত। ইমাম আহমাদ বলেন, মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ "অন্যের অধিকার ও প্রভাবিত এলাকায় কেউ যেন ইমামতি না করে এবং তার সম্মানের আসনে তার অনুমতি ছাড়া না বসে"- এখানে বসার অনুমতি দিলে তার মধ্যে ইমামতি করার অনুমতিও নিহিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

ইমাম নামায সংক্ষিপ্ত করবে।

٢٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ فَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ .

---

১০৯. এ হাদীস প্রকাশ্য অর্থের দিক থেকে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের বিপরীত। হাদীসে উল্লেখিত "আকরাউ" শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি যে কুরআনের বিস্তারিত জ্ঞান রাখে এবং যে কুরআনের যাবতীয় নির্দেশ যথা-ওয়াজিব, ফরয এবং আমর- নেহী ও আদেশ- নিষেধ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছে। এমন ব্যক্তি অবশ্যই এক জন আলেম না হয়ে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, আলেম ব্যক্তিই ইমামতির সবচেয়ে বেশী হকদার। "আকরাউ" শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি নয়

২২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন (নামায) সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট বালক, দুর্বল ও অসুস্থ লোক থাকতে পারে। যখন সে একাকি নামায পড়ে, তখন নিজ ইচ্ছামত (দীর্ঘ করে) পড়তে পারে– (মা, আ, বু, মু, দা, না)।[১১০]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনে হাতেম, আনাস, জাবির ইবনে সামুরা, মালিক ইবনে আবদুল্লাহ, আবু ওয়াকিদ, উসমান ইবনে আবুল আস, আবু মাসউদ, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের কষ্ট হওয়ার আশংকায় অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, ইমাম যেন নামায দীর্ঘায়িত না করে।

٢٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِىْ تَمَامٍ .

২২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব লোকের চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ নামায আদায়কারী ছিলেন– (বু, মু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

যে কুরআনের অর্থ বুঝে না, শুধু কুরআনের শব্দসমূহ মুখস্ত করেছে মাত্র। যেমন আমাদের যুগে এরূপই মনে করা হয়। হযরত উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাও ইমাম আবু হানীফার এই মতের সহায়ক। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সূরা বাকারা দুই বছরে মুখস্ত করেছেন। উমার (রা)–র সূরা বাকারা মুখস্ত করা বলতে আমাদের মত মুখস্ত বা হেফজ করা বুঝালে এর জন্য তার দুই বছরের প্রয়োজন হত না –(মাহমূদ)।

১১০. মহানবী (সা)–এর এ বাক্য একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি এবং ইমামদের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ ইমাম হলে নামায সংক্ষেপ করে পড়তে হবে, আর একাকী নামায পড়লে কিরাআত ইচ্ছামত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করে পড়া যাবে। হাদীসের অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছা করলে মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ সময়েও নামায পড়া যাবে। ইমাম শাফিঈ হাদীসের উল্লেখিত ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ঠিক এরূপ অন্য জায়গায় ইমাম আবু হানীফার মতের বিরোধিতা করেছেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের খাদেমদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি এই ঘরযে কোন সময় তাওয়াফ করতে এবং এখানে নামায পড়তে চাইলে তোমরা তাকে বাধা দেবে না"।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ এই হাদীস থেকে দলীল নিয়ে বলেন, মক্কা শরীফে মাকরূহ সময়েও নামায পড়া জায়েয আছে। অথচ নবী করীম (সা)–এর এ বাণী ছিল কাবার খাদেমদের জন্য একটি নীতি স্বরূপ। হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা কাউকে তাওয়াফ করতে এবং মাকরূহ সয়ম চলে যাওয়ার পর অন্য যে কোন সময়ে নামায পড়তে চাইলে বাধা দিও না। কেননা হাদীসে মাকরূহ সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং নবী করীম (সা)–এর বাণীর অর্থ, মাকরূহ সময় চলে যাওয়ার পর যে কোন সময় নামায পড়তে পারবে –(মাহমূদ)।(এটাই যদি সঠিক ব্যাখ্যা হত তবে হাদীসে "বাধা দেয়া" শব্দটি থাকার কোন অর্থ হয় না)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

নামায শুরু এবং শেষ করার বাক্য।

٢٢٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ طَرِيْفِ السَّعْدِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةٍ فِىْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا .

২২৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের চাবি হল পবিত্রতা; তার তাহরীম হল শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা; তার তাহলীল হল (শেষে) সালাম বলা। যে ব্যক্তি আলহামদু লিল্লাহ (সূরা ফাতিহা) ও অন্য সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি, চাই তা ফরয নামায হোক বা সুন্নাত নামায-(ই)।

এ অনুচ্ছেদে আলী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সনদের বিচারে আলী (রা)-র হাদীস আবু সাঈদের হাদীসের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সহীহ যা তাহারাত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি।

মহানবী (সা)-এর সাহাবা ও তাবিঈগণ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, তাহরীমা করা ছাড়া কেউ নামাযের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন, কোন লোক যদি আল্লাহর নিরানব্বই নামের যে কোন সত্তরটি নাম নিয়ে নামায শুরু করে কিন্তু 'আল্লাহু আকবার' না বলে, তাহলে তার নামায হবে না। আর সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তে যদি কারো উযূ ছুটে যায়, তাহলে আমি তাকে হুকুম করব, সে যেন পুনরায় উযূ করে নিজ স্থানে এসে সালাম ফিরায়। (হানাফী মতে, আল্লাহর মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব প্রকাশক যে কোন শব্দ দ্বারা তাহরীমা করা যায়। যেমন, আল্লাহু আযীম, আল্লাহু আলা ইত্যাদি – অনুবাদক)। এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করা এবং ছড়িয়ে দেয়া।

٢٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ نَشَرَ اَصَابِعَهُ .

২২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা করতেন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিতেন।

এটি হাসান হাদীস। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا .

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, তখন উভয় হাত খাড়া করে (আঙ্গুল ফাঁক করে) উত্তোলন করতেন।"

(তিরমিযী বলেন,) শেষোক্ত বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ। ইবনুল ইয়ামান এ হাদীসের রিওয়ায়াতে ভুল করেছেন।

٢٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْـرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا .

২২৮। সাঈদ ইবনে সামআন (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)–কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন নিজের উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে উপরে তুলতেন– (বু, মু, দা, না, আ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

তাকবীরে উলার ফযীলাত।

٢٢٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْـنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَـنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ .

২২৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামাআতে নামায আদায় করতে

পারলে তাকে দুটি মুক্তিসনদ দেওয়া হয় ঃ দোযখ থেকে নিষ্কৃতি এবং মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি– (ই)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি আনাসের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে (রাসূলের কথা নয়, আনাসের কথা হিসাবে)। অপর একটি সূত্রে দেখা যায়, আনাস (রা) উমার (রা)–র মাধ্যমে মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি অসংরক্ষিত এবং মুরসাল। কেননা এই সনদের রাবী উমারাহ ইবনে গাযিয়াহ আনাসের সাক্ষাত পাননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

নামায শুরু করে যা পড়তে হয়।

২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ .

২৩০। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে উঠে প্রথমে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়তেন ঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুমা .... ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।' অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র, তোমার জন্যই প্রশংসা, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" অতঃপর তিনি বলতেন ঃ 'আল্লাহু আকবার কাবীরান,' অতঃপর বলতেন ঃ 'আউযু বিল্লাহিস......... ওয়া নাফাসিহি'। অর্থাৎ "অভিশপ্ত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র থেকে আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই"– (দা, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাঈদের হাদীসটি অধিক মশহুর। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আইশা, জাবির, জুবায়ের ইবনে মুতইম ও ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল মনীষী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেন, মহানবী (সা) 'সুবহানাকা ....লা ইলাহা গাইরুকা' পর্যন্ত পড়তেন। উমার ইবনুল

খাত্তাব ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। অধিকাংশ তাবিঈ ও অন্যান্যরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। (তিরমিযী বলেন,) আবু সাঈদের হাদীসটি সমালোচিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ এ হাদীসের এক রাবী আলী ইবনে আলীর সমালোচনা করেছেন (দুর্বল বলেছেন)। ইমাম আহমাদ বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

٢٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا افْتَتَحَ الصَّـلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

২৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" –(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা উল্লেখিত সনদ পরম্পরায়ই জানতে পেরেছি। এ হাদীসের এক রাবী হারিসা ইবনে আবু রিজালের স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সশব্দে না পড়া সম্পর্কে।

٢٣٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ اَقُوْلُ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) فَقَالَ لِىْ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ قَالَ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُـوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْاَسْلاَمِ يَعْنِى مِنْهُ وَقَالَ وَقَـدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلاَ تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

২৩২। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (আবদুল্লাহ) আমাকে নামাযের মধ্যে শব্দ করে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, হে বৎস! এটা তো বিদআত; বিদআত থেকে সাবধান হও। অতঃপর তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের

চেয়ে অন্য কাউকে ইসলামে বিদআতের প্রচলন করার প্রতি এত বেশী ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করতে দেখিনি। তিনি আরো বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)–এর সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ সশব্দে বলতে শুনিনি। অতএব তুমিও (বিসমিল্লাহ) সশব্দে পড় না। যখন তুমি নামায পড়বে তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন–এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করবে– (না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা (রা) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন (তাসমিয়া চুপে চুপে পড়েছেন)। আবু বাক্র, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের অন্যতম। অধিকাংশ তাবিঈ এই মতের অনুসারী। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাসমিয়া জোরে পড়বে না, বরং আস্তে পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সশব্দে পড়া।

٢٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

২৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' দিয়ে নামায শুরু করতেন।[১১১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। মহানবী (সা)–এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবিঈদের একদল এই মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার মত বিসমিল্লাহও সশব্দে পড়তে হবে। ইমাম শাফিঈ, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ এবং আবু খালিদ কূফী এই মত সমর্থন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে নামাযের কিরাআত শুরু করা।

٢٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ

১১১. কতিপয় হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ করে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়েছেন। আবার কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি নীরবে বিসমিল্লাহ পড়তেন। আমরা সাধারণভাবে মনে করতে পারি, তিনি কখনো সশব্দে আবার কখনো নীরবে বিসমিল্লাহ পড়েছেন। হানাফী ফিক্হবিদগণ নীরবে পড়ার নীতি গ্রহণ করেছেন। অনুচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়া সম্পর্কিত হাদীস মুসলিম, ইবনে মাজা, ও তাবারানীতে উল্লেখ আছে (অনু.)।

رَسُــوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

২৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দিয়ে নামাযের কিরাআত শুরু করতেন –(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)–এর সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা তাবিঈন এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) দিয়েই নামাযের কিরাআত শুরু করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। এই নয় যে, তাঁরা বিসমিল্লাহ পড়তেন না। ইমাম শাফিঈর রায় হল, তাসমিয়া দিয়েই কিরাআত শুরু করতে হবে এবং যখন সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়া হবে তখন তাসমিয়াও উচ্চস্বরে পড়তে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

ফাতিহাতুল কিতাব ছাড়া নামায হয় না।

٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২৩৫। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি – (বু, মু, দা, না, ই, আ)।[১১২]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আইশা, আনাস, আবু কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইমরান ইবনে হুসাইন ও অপরাপর সাহাবী (রা) বলেছেন, সূরা ফাতিহা না পড়া হলে নামায হবে না। ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন।

---

১১২. ইমাম মালিক ও আহমাদের মতে, ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মুক্তাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পড়বে না; কিন্তু শুনা না গেলে পড়বে। ইমাম শাফিঈর মতে সর্বাবস্থায় মুক্তাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীকে ফাতিহা পাঠ

করতে হবে না। তিনি প্রথম দিকে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতী ছিলেন। হানাফী আলেম মোল্লা আলী কারী, আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লাখনাবী ও রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহ) সালাতে সিরসির মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মরহূম বলেন, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করবে তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে, আর ইমাম যখন অনুচ্চ স্বরে পাঠ করবে তখন মুক্তাদীরাও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন এবং হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা করার কোন সন্দেহ থাকে না এবং যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করে না, অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে– আমরা এটা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের সপক্ষে দলীল বর্তমান রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দেশের বিরোধিতা করছে না, বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মত প্রমাণিত তার উপর আমল করছে (রাসায়েল–মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৯, ১৮৯)। –(অনুবাদক)

যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নিঃ সূরা ফাতিহাকে কেন্দ্র করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মধ্যে দুইটি বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

একঃ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব না সুন্নাত? ইমাম আবু হানীফার মতে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিতে ইমাম শাফিঈ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা তাঁর মতের পক্ষে দলীল দিয়ে বলেন, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ। আর খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস দিয়ে কুরআনের অধিক হুকুম (ফরয) সাবেত করা যায় না।

দুইঃ সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম, মুকতাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্য ওয়াজিব কি না? ইমাম শাফিঈর মতে সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তিনি হাদীসে উল্লেখিত "মান" (যে কোন ব্যক্তি) শব্দের প্রেক্ষিতে মুকতাদীর উপরও ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করেন। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। এ শব্দের মধ্যে ইমাম, মুকতাদী নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানীফার মতে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ মুকতাদীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস এবং এ সম্পর্কে যে সকল ভীতি এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে মুকতাদীকে বাদ দিয়েছেন। নির্দেশসমূহ এইঃ

একঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনো এবং নীরবতা অবলম্বন কর"– (সূরা আরাফ ঃ ২০৪)।

ইমাম শাফিঈর মতেও এ আয়াত ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অবশ্য তাঁর মতে পরবর্তী সময়ে এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে যায়। কারো কারো মতে এ আয়াত খুতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে এ আয়াত অন্য বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক সহীহ।

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি, সে নামাযই পড়েনি, তবে ইমামের পেছনে নামায পড়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা"।

তিন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার জন্য বড়ই পরিতাপ, তার মুখে যেন মাটি পড়ে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

'আমীন' বলা সম্পর্কে।

٢٣٦- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ وَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

২৩৬। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদ-দআল্লীন' পড়তে এবং 'আমীন' বলতে শুনেছি। আমীন বলতে গিয়ে তিনি নিজের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন-(দা, ই)।[১১৩]

উপরে উল্লেখিত দলীলসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদীকে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আর একটি সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি"।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়তে হবে। অথচ ইমাম শাফিঈ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয মনে করেন না। বরং তাঁর মতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা মিলান মুস্তাহাব। ইমাম শাফিঈ এ হাদীসে উল্লেখিত "লা সালাতা"- এর অর্থ করেন, নামায পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং ইমাম শাফিঈ যে দলীলের ভিত্তিতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয নয় বলেন আমরাও সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই বলি যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈর মতে নামাযে সুন্নাত ছেড়ে দিলে, অর্থাৎ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা না পড়লে নামায অপরিপূর্ণ থেকে যায়। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফার মতেও নামাযে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায অবশ্যই অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায অপূর্ণ রয়ে গেল"।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সূরা ফাতিহা পরিত্যাগ করলে নামাযে অপূর্ণতার কারণ ঘটে, নামায না হওয়ার কারণ ঘটে না। সুতরাং এ হাদীসের সারকথা হচ্ছে ইমামের কিরাআত মুক্তাদীর কিরাআত। কাজেই মুকতাদী নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়লেও তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ ইমামের অনুসরণকারী হিসাবে মুকতাদীও ইমামের পাঠের অন্তর্ভুক্ত -(মাহমূদ)।

১১৩. ইমাম তিরমিযীর মতে 'আমীন' উচ্চস্বরে বলা উত্তম। ইমাম আবু হানীফার মতে আমীন আস্তে বলা উত্তম। এ ক্ষেত্রে শুবা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস হানাফী মাযহাবের মতের অনুকূলে দলীল।

ইবনুল হুমাম বলেন, ইমাম আহমাদ, ইমাম তাবারানী এবং আবু আলী হাকেম নিশাপুরী শুবার হাদীস নিম্নবর্ণিত সনদে উল্লেখ করেছেনঃ শুবা আলকামা ইবনে ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আলী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর এক দল সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীগণ 'আমীন' সশব্দে বলার পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং নিঃশব্দে বলতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। শোবা এ হাদীসটি সালামা ইবনে কুহাইলের সূত্রে, তিনি হুজরের সূত্রে, তিনি আলকামার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা ওয়াইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদ-দআল্লীন' পড়লেন, অতঃপর নীচু স্বরে 'আমীন' বললেন।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি, এ বিষয়ে শোবার হাদীসের তুলনায় সুফিয়ানের হাদীস অধিকতর সহীহ। কেননা শোবা এ হাদীসের কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন عَنْ حُجْرِ اَبِى الْعَنْبَسِ অথচ হবে حُجْرِبْنُ الْعَنْبَسِ দ্বিতীয়তঃ তিনি আলকামার নাম বাড়িয়ে বলেছেন, অথচ তিনি হাদীসের রাবী নন।

এখানে সনদ হবে حُجْرِبْنُ الْعَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ তৃতীয়তঃ তিনি বর্ণনা করেছেন وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ অথচ হবে مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

আবু ঈসা বলেন, আমি আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সুফিয়ানের হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

তাঁর পিতা (ওয়াইল) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েন। তিনি "ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন" পর্যন্ত পৌছে নিজের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট করেন। এ মতপার্থক্য মুস্তাহাব এবং উত্তম হওয়াকে কেন্দ্র করে। নবী (সা) থেকে আমীন উচ্চ স্বরে এবং চুপে চুপে পড়া দুই ধরনের বর্ণনাই পাওয়া যায়। উভয় পক্ষেই হাদীস এবং সাহাবীদের অভিমত মওজুদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) 'আমীন' চুপে চুপে পড়াকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। কেননা 'আমীন' একটি দোয়া স্বরূপ। আর দোয়া চুপে চুপে পড়া উত্তম বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। কুরআন মজীদেও আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের রবকে চুপে চুপে এবং কাকুতি-মিনতি করে ডাক" - (সূরা আরাফ ঃ ৫৫)- (মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

আমীন বলার ফযীলাত।

٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে– (মা, বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

দুই বিরতিস্থান।

٢٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَتَبَ اُبَىٌّ اَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلاَتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ اَنْ يَسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ اِلَيْهِ نَفَسُهُ .

২৩৮। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দু'টি সাকতা[১১৪] (বিরতিস্থান) মুখস্থ করে নিয়েছি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এতে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, আমি একটি মাত্র সাকতা মুখস্থ

---

১১৪. প্রথম বারের সাকতা (চুপ থাকা বা বিরতি দেওয়া) ছিল 'সানা' অথবা অনুরূপ কিছু পড়ার জন্য। পরের চুপ থাকাটা ছিল ইমাম শাফিঈর মতে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা শেষ করার জন্য, আর ইমাম আবু হানীফা ও মালিকের মতে 'আমীন' বলার জন্য (অনু.)।

করেছি। (সামুরা বলেন, এর মীমাংসার জন্য) আমরা মদীনায় উবাই ইবনে কাব (রা)-র কাছে চিঠি লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখে জানালেন, সামুরাই সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিরতি দুটো কোন্ কোন্ জায়গায়? তিনি বলেন, যখন তিনি (মহানবী) নামাযে প্রবেশ করতেন (তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর) এবং যখন কিরাআত শেষ করতেন। পরে তিনি (কাতাদা) বললেন, যখন তিনি (মহানবী) 'অলাদ-দআল্লীন' পড়তেন। রাবী বলেন, কিরাআত পড়ার পর তিনি ভালভাবে নিঃশ্বাস নেয়া পর্যন্ত বিরতি দেওয়া খুবই পছন্দ করতেন- (আ, দা, ই)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম নামায শুরু করার পর এবং কিরাআত শেষ করার পর ইমামের জন্য বিরতি দেওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আমাদের (তিরমিযীর) সাথীরা এ মতের সমর্থক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁ হাতের উপর রাখা।

٢٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ .

২৩৯। কাবীসা ইবনে হুলব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (হুলব) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন এবং (দাঁড়ানো অবস্থায়) নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরতেন-(ই)।[১১৫]

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনে হুজর, গুতাইফ ইবনে হারিস, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন এ হাদীসের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁ হাতের উপর রাখতে হবে। কারো কারো মতে হাত নাভির উপরে বাঁধতে হবে; আবার কারো মতে নাভীর নীচে বাঁধতে হবে। তাঁরা এরূপও বলেছে যে, নাভির উপরে-নীচে যে কোন স্থানে হাত বাঁধার অবকাশ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

রুকূ-সিজদার সময়ে তাকবীর বলা।

٢٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوا الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

১১৫. ইমাম শাফিঈর মতে, হাত বুকের উপর রাখাই উত্তম। ইমাম আবু হানীফার মতে নাভির নীচে হাত রাখাতে অধিক সৌজন্য প্রকাশ পায়। ইমাম মালিকের মতে হাত নীচের দিকে ছেড়ে দিয়ে ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রাখাই উত্তম।

بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ .

২৪০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার উঠা, নীচু হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আবু বাক্র এবং উমার (রা)–ও এরূপ আমল করতেন– (আ, না)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমার, আবু মালিক আশআরী, আবু মূসা, ইমরান ইবনে হুসাইন, ওয়াইল ইবনে হুজর এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর সাহাবা যেমন আবু বাক্র, উমার ও আলী (রা), তাঁদের পরবর্তীগণ এবং সমস্ত ফিক্হবিদ ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

٢٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِىْ .

২৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) নীচের দিকে যেতে তাকবীর বলতেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনেরও এই মত অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ–সিজদায় যেতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ৭৭

রুকুর সময় উভয় হাত উত্তোলন করা (রফউল ইয়াদাইন)।

٢٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَزَادَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

২৪২। সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি দেখেছি, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন, তখন নিজের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন এবং যখন রুকূতে যেতেন এবং রুকূ থেকে উঠতেন (তখনও এরূপ করতেন)। ইবনে আবু উমার তাঁর বর্ণিত হাদীসে আরো বলেছেন, 'কিন্তু তিনি (মহানবী) দুই সিজদার মাঝখানে হাত তুলতেন না- (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমারের বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। তিরমিযী আরো একটি সূত্রে এ হাদীসটি পেয়েছেন। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, ওয়াইল ইবনে হুজর, মালিক ইবনে হুয়াইরিস, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, আবু কাতাদা, আবু মূসা আশআরী, জাবির ও উমাইর লাইসী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

انَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ الاَّ فِى اَوَّلِ مَرَّةٍ .

মহানবী (সা)-এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, ইবনে উমার, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও আরো অনেকে; তাবিঈদের মধ্যে হাসান বসরী, আতা, তাউস, মুজাহিদ, নাফে, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখ রুকূর সময় 'রফউল ইয়াদাইন' করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রহ) এই মত গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, হাত উত্তোলন সম্পর্কিত হাদীস সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত। ইবনে মাসউদ (রা) যে বলেছেন,'মহানবী (সা) শুধু একবার রফউল ইয়াদাইন করেছেন, অতঃপর আর কখনো করেননি' এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং প্রতিষ্ঠিতও নয়। আমাকে এ কথা আহমাদ ইবনে আবদাহ্ বলেছেন, তিনি ওয়াহ্‌ব ইবনে যামআর সূত্রে, তিনি সুফিয়ান ইবনে আবদুল মালিকের সূত্রে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সূত্রে পেয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

মহানবী (সা) প্রথমবার ব্যতীত নামাযে আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি।

٢٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ الاَّ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ .

২৪৩। আলকামা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিয়মে)

নামায পড়ে দেখাব না? তিনি (আবদুল্লাহ) নামায পড়লেন, কিন্তু প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি – (আ, দা)।[১১৬]

আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদের হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বারা ইবনে আযেব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ) এই মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

রুকূতে দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখা।

٢٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ الرُّكَبَ سُنَّةٌ لَكُمْ فَخُذُوْا بِالرُّكَبِ .

২৪৪। আবু আবদুর রহমান আস–সুলামী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের বললেন, রুকূতে হাঁটুতে হাত রাখা তোমাদের জন্য সুন্নাত। অতএব তোমরা হাঁটুতে হাত রাখ–(না)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ, আনাস, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি তাবিঈনের মধ্যে রুকূর সময় হাঁটুতে হাত রাখার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে (রুকূর সময় দুই হাত একত্রে মিলিয়ে দুই উরুর মাঝখানে রাখা) তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, তাঁর বর্ণনাটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) বলেন, আমরা প্রথমে এরূপ করতাম (দুই হাত একত্রে মিলিয়ে দুই রানের মাঝখানে রাখতাম)। কিন্তু পরে আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং রুকূর সময় হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

১১৬. রুকূর সময় রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব মতে রফউল ইয়াদাইন করতে হবে। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ও রফউল ইয়াদাইন করে থাকেন। ইমাম আবু হানীফার মতে এ সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাই হানাফী মাযহাবের লোকেরা রফউল ইয়দাইন করে না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাভী (রহ) বলেন ঃ "মহানবী (সা) কখনও রফউল ইয়াদাইন করতেন, আর কখনও করতেন না। সুতরাং উভয়টাই সুন্নাত। এর প্রত্যেকটাই সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তী লোকদের এক এক দল গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকের পক্ষেই দলীল–প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং কোন সুন্নাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া শরীআতের বিধান নয় (অনু.)।

রুকূতে যাওয়ার সময় রাফই ইয়াদাইন করা ঃ ইমাম মালিক নামাযে সব সময় হাত ছেড়ে রাখেন। তিনি শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাত তোলেন, ইমাম মালিকের অপর একটি মত ইমাম শাফিঈর মতে অনুরূপ। ইমাম শাফিঈর মতে রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফই ইয়াদাইন (দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন) করতে হবে। তিনি ইবনে উমার (রা)–র হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে নামায শুরু করার সময় ব্যতীত আর কোন সময় রাফই ইয়াদাইন করতে হবে না। রুকূর সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় এবং দুই সিজদার মাঝে রাফই ইয়াদাইন করবে না। কেননা রাফই ইয়াদাইন ইসলামের শুরুতে ছিল। অতপর নামাযের শুরু ছাড়া অন্য সময়ে রাফই ইয়াদাইন করার হুকুম ক্রমান্বয়ে মানসুখ হয়ে যায়। শুধু নামায শুরু করার সময় রাফই ইয়াদাইন করার হুকুম বাকী থাকে। হানাফী আলেমরা ইমাম শাফিঈর জবাবে বলেন, ইমাম শাফিঈ শুধুমাত্র রুকূ করা এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফই ইয়াদাইনের হুকুম গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসে আরও যে সকল সময়ে রাফই ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে তিনি তাতে রাফে ইয়াদাইন করেন না। তাহলে প্রশ্ন উঠে, ইমাম শাফিঈ নামাযের দুইটি অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কেন রাফই ইয়াদাইন করেন না? অথচ ইমাম শাফিঈ বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)–র হাদীসের উপর আমল করেন। কারণ ইবনে উমার (রা)–র হাদীস সনদের দিক থেকে শক্তিশালী। ইবনে উমারের হাদীস বুখারী শরীফে আনা হয়েছে। তার সনদও সহীহ এবং নির্ভুল। কিন্তু এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়ও রাফই ইয়াদাইন করতে হবে। তাছাড়া অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠা, বসা এবং নামাযের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় রাফই ইয়াদাইন করতেন।" কিন্তু ইমাম শাফিঈ এসব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর এই বর্জনের কারণই বা কি এবং এর জবাবই বা কি? তিনি এ হাদীসসমূহের যে জবাব দেবেন, আমরাও রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফই ইয়াদাইন না করার জবাব তাই দেব। তাছাড়া মুজাহিদ সাহাবী ইবনে উমার (রা)–র নিজস্ব আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ইবনে উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় রাফই ইয়াদাইন করতেন না। ইমাম আবু জাফর তাহাবী এ প্রসংগে বলেন, যে সকল রাবী থেকে রাফই ইয়াদাইন করার হাদীস বর্ণিত আছে, তাদের থেকে রাফই ইয়াদাইন না করার হাদীসও বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফার দলীল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–র হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোন সময়ে রাফই ইয়াদাইন করেননি। যদি রাফই ইয়াদাইন করা জরুরী হতো, তবে ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)–এর মৃত্যুর পর অন্ততঃ এক বার দু'বার অবশ্যই রাফই ইয়াদাইন করতেন। অথচ ইবনে মাসউদ (রো) হাদীসের একজন হাফেয এবং মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও রাফই ইয়াদাইনের হাদীস ত্যাগ করেছেন। আর হাদীসবিদরা ইবনে মাসউদ (রা)–কে জ্ঞান এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আবু বাক্র (রা) এবং উমার ফারূক (রা)–র উপর ফযীলাত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)–র মাযহাবের আর একটি দলীল এই যে, ইবনে মাসউদ (রা)–র প্রশংসায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন সাবধানী ও সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন হাদীসের উপর আমল করা ত্যাগ করতেন না যতক্ষণ দিবালোকের ন্যায় তা মানসূখ হওয়ার ব্যাপারটি তাঁর নিকট সাব্যস্ত না হত। এ কারণেই তিনি রুকূতে তাতবীক করা ত্যাগ করেননি। (তাতবীক অর্থঃ দুই হাতের আংগুলগুলো একত্র করে রুকূ এবং তাশাহ্হুদের সময় হাঁটুর মাঝখানে রাখা)। সুতরাং নবী (সা)–র পর ইবনে মাসউদ (রা)–র রাফই ইয়াদাইনের আমল ছেড়ে দেয়া এবং ইবনে উমার (রা)–র রাফই ইয়াদাইন করার পর পুনরায় ছেড়ে দেয়া প্রমাণ

২৪৫- قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَاُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ الْاَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ بِهٰذَا .

২৪৫। মুসআব ইবনে সাদ (রা) থেকে তাঁর পিতা সাদের সূত্রেও উপরে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

রুকূ অবস্থায় উভয় হাত পেটের পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা।

২৪৬- حَدَّثَنَا بُنْدَارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ

করে যে, রাফই ইয়াদাইনের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে উমার (রা) এ সম্পর্কে আরও বলেন, নবী (সা) রাফই ইয়াদাইন করেছেন এবং আমরাও তা করেছি। এরপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম আওযায়ী একদা ইমাম আবু হানীফার সাথে রাফই ইয়াদাইন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। ইমাম আওযায়ী ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কেন রাফই ইয়াদাইন করেন না? তিনি উত্তরে বলেন, এটা আমার নিকট প্রমাণিত হয়নি বলে আমি তা করি না। ইমাম আওযায়ী বলেন, কি করে এটা আপনার নিকট প্রমাণিত হয়নি? অথচ ইবনে শিহাব যুহরী আমাকে সালেম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) রাফই ইয়াদাইন করতেন"। এর উত্তরে ইমাম আবু হানীফা বললেন, আমাকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম আন্-নাখয়ী থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী (স) রাফই ইয়াদাইন করেননি"। ইমাম আওযায়ী বলেন, আপনার এবং ইবনে মাসউদের মাঝে রাবীদের তিনটি স্তর রয়েছে। আর আমার এবং ইবনে উমার (রা)-র মাঝে মাত্র দুইটি স্তর আছে। ইমাম আবু হানীফা ইমাম আওযাঈকে বলেনঃ হাঁ! কিন্তু আমার সনদের রাবীগণ আপনার সনদের রাবীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা হাম্মাদ যুহরীর তুলনায় অধিক ফযীলাতের অধিকারী। ইবরাহীন নাখঈ সালেম অপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে আমি বলব, যদি নবী (সা)-এর সাহচর্যের কারণে সাহাবীদের অধিক ফযীলাত না হতো তাহলে ইবনে উমার (রা)-র তুলনায় আলকামা অধিক মর্যাদার অধিকারী হতো, আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তো সকলেরই জানা ব্যক্তি। এমনকি লোকেরা তাঁকে আবু বাকর (রা) এবং উমার (রা)-র তুলনায় অধিক ফযীলাত দান করেছেন। উমার (রা) ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেনঃ "তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের ঘর"। উবাই (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "অভিজ্ঞ ব্যক্তি যতদিন তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন ততোদিন আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না"। তিনি নবী করীম (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার উত্তর শুনে ইমাম আওযায়ী নীরব হয়ে যান। ইমাম আবু হানীফার এই যুক্তিসংগত বক্তব্য আর ইবনে মাসউদ (রা)-র বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী -(মাহমূদ)।

وَمُحَمَّدُ ابْــنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ .

২৪৬। আব্বাস ইবনে সাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হুমাইদ, আবু সাঈদ, সাহল ইবনে সাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম একত্র হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পরস্পর আলাপ করছিলেন। আবূ হুমাইদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর সময় দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখলেন। তিনি হাত দু'টোকে টানা তীরের মত (সোজা) রাখলেন এবং পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক (ফাঁক) করে রাখলেন – (দা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ রুকূ ও সিজদার সময় উভয় হাত পার্শ্বদেশ (পেট) থেকে পৃথক রাখার নিয়মই অবলম্বন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

রুকূ–সিজদার তাসবীহ।

٢٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَــنِ ابْــنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْــنِ مَسْعُــوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِــهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَــدَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُــوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ .

২৪৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন রুকূতে তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) বলবে। তাহলে তার রুকূ পূর্ণাংগ হবে। আর এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। যখন সে সিজদা করবে তখন সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলবে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণাংগ হবে। আর এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ– (দা,ই)।

এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ও উকবা ইবনে আমের (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদ (রা)–র হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয় (অর্থাৎ এটা সনদসূত্র কর্তিত হাদীস)। কেননা ইবনে মাসউদ (রা)–র সাথে আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবার সাক্ষাত হয়নি।

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা রুকূ ও সিজদায় তিন তাসবীহ–এর কম না পড়াই মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমি ইমামের জন্য পাঁচ বার তাসবীহ পড়া মুস্তাহাব মনে করি।[১১৭] এতে মুক্তাদী ধীরেসুস্থে তিন তাসবীহ পড়ে নিতে পারবে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীমও অনুরূপ কথা বলেছেন।

٢٤٨– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ .

২৪৮। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। তিনি (মহানবী) রুকূতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদায়

---

১১৭. ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী ইমামের সিজদা থেকে উঠে যাওয়ার পরও যদি মুকতাদী সিজদা থেকে না উঠে এবং ইমামের সিজদা থেকে উঠার পরও যদি মুকতাদী সিজদারত থেকে তাসবীহ পড়তে থাকে তবে তার এ আমল গ্রহণ করা হবে না। আর এটা খারাপ কাজ। এ কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। ইবনুল মুবারকের অভিমতের মধ্যে আবু হানীফার মাযহাবের দিকেই ইংগীত পাওয়া যায়। কেননা জামাআতের নামাযে ইমামের অনুসরণ ছাড়াই মুকতাদীর ব্যক্তিগত কাজ গ্রহণযোগ্য হলে তাঁর এ কথা বলার প্রয়োজন থাকত না যে, ইমামকে পাঁচবার তাসবীহ পড়তে হবে, যাতে মুকতাদী তিনবার পড়তে পারে। কেননা মুকতাদীর পৃথক কাজ গ্রহণীয় হলে সে ইমামের সিজদা থেকে মাথা উঠাবার পরও তাসবীহ পড়তে পারত। এ ক্ষেত্রে ইমামের পাঁচ বার পড়ার প্রয়োজনীয়তা থাকত না। ইমামকে সাথে সাথে অনুসরণ করার এ নির্দেশ নামাযের সুন্নাত কাজগুলোর ক্ষেত্রে। আর নামাযের ওয়াজিব কাজসমূহের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা বলেন, ইমাম কোন ওয়াজিব কাজ মুকতাদীর আগে শেষ করলেও মুকতাদী তার কাজ শেষ করবে, অতঃপর ইমামের অনুসরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,তাশাহ্হুদ পড়া ইমাম এবং মুকতাদী উভয়ের উপর ওয়াজিব, এখন ইমাম তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করে প্রথম বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু মুকতাদীর তাশাহ্হুদ পাঠ তখনও শেষ হয়নি। এ ক্ষেত্রে সে নিজের তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করবে, অতঃপর ইমামের অনুসরণ করবে এবং দাঁড়াবে – (মাহমূদ)।

'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলতেন। তিনি যখনই কোন রহমত সম্পর্কিত আয়াতে পৌছতেন, তখন সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রেখে 'রহমত' প্রার্থনা করতেন। যখনই তিনি কোন আযাব সম্পর্কিত আয়াতে পৌছতেন, তখন সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রেখে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন –(আ, মু, দা, ই)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অপর একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

রুকূ– সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।

٢٤٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُـوْسَى الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الرُّكُوْعِ .

২৪৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ কাচ্ছি নামক রেশমী কাপড় ও কড়া লাল রং–এর কাপড় পরিধান করতে, সোনার আংটি পরতে এবং রুকূর মধ্যে কুরআনের আয়াত পড়তে–(মু, দা, না, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর সাহাবা ও তাদের পরবর্তী মনীষীগণ রুকূ ও সিজদার মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ করা মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না।

٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ يَعْنِـىْ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

২৫০। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার নামায শুদ্ধ হয় না–(আ, দা, না, ই)।[১১৮]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ইবনে শাইবান, আনাস, আবু হুরায়রা ও রিফাআহ আয–যুরাকী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের রায় অনুসারে রুকূ এবং সিজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যে ব্যক্তি রুকূ–সিজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করবে, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর হাদীসের মর্ম অনুযায়ী তার নামায ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় যা বলতে হবে।

٢٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ حَدَّثَنَا عَمِّىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ .

২৫১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা লাকাল হামদ মিলআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআমা শি'তা মিন শাই–ইম বাদু" –(মু, দা, না, ই, আ)।[১১৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু আওফা, আবু জুহাইফা ও আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল মনীষী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, ফরয ও অন্যান্য সব নামাযেই এই দোয়া পড়তে হবে। কোন কোন কূফাবাসী (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) বলেছেন, এই দোয়া ফরয নামাযে পড়বে না, নফল ও অন্যান্য নামাযে পড়বে।

---

১১৮. এ হাদীস অনুসারে ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও আবু ইউসুফ তাদীলে আরকান (অর্থাৎ রুকূ–সিজদা ধীরস্থিরভাবে আদায় করা) ফরয বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে তাদীলে আরকান ওয়াজিব (অনু.)।

১১৯. অর্থ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন। আমাদের প্রতিপালক। তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সবকিছুই তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ (অনু.)।"

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

একই বিষয়।

٢٥٢- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তোমরা তখন 'রব্বানা লাকাল হামদ' বল। কেননা যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে –(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমাম রুকূ থেকে উঠতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে এবং তার পেছনের লোকেরা 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। ইমাম আহমাদ (ও আবু হানীফা) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে সীরীন ও অপরাপর মনীষীগণ বলেছেন, ইমামের মত মুক্তাদীরাও 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

সিজদার সময় হাঁটুদ্বয় রাখার পর দুই হাত রাখতে হবে।

٢٥٣- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

২৫৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি– তিনি যখন সিজদা করতেন তখন মাটিতে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি (সিজদা থেকে) উঠতেন তখন হাঁটু উঠনোর পূর্বে হাত উঠাতেন।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। হাসান ইবনে আলী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেছেন, আসেমের কাছ থেকে শারীক শুধু এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শারীক ছাড়া আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হাম্মাম আসেমের কাছ থেকে এ হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে ওয়াইল ইবনে হুজরের নাম উল্লেখ করেননি।

অধিকাংশ মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং বলেছেন, সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত রাখতে হবে এবং উঠার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু তুলতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

একই বিষয়বস্তু।

٢٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ نَافِعٍ عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِىْ صَلاَتِه بَرْكَ الْجَمَلِ .

২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে কি উটের মত ভর দিয়ে বসবে (হাঁটুর পূর্বে হাত মাটিতে রাখবে?)–(আ,দা,না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবুয যিনাদের সূত্রেই জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল–মাকবুরী তাঁর পিতার সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল–কাত্তান ও অন্যরা আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল–মাকবুরীকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

নাক ও কপাল দিয়ে সিজদা করা।

٢٥٥- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْاَرْضَ نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

২৫৫। আবু হুমাইদ আস–সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন নিজের নাক ও কপাল জমিনের সাথে লাগিয়ে

রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখতেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুমাইদের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, ওয়াইল ইবনে হুজর ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণের মতে, নাক ও কপাল দিয়ে সিজদা করতে হবে। যদি শুধু কপাল দিয়ে সিজদা করা হয় এবং নাক মাটিতে না ঠেকান হয় তবে এক দল (হানাফী) আলেমের মতে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু অপর দলের মতে নাক ও কপাল মাটিতে না ঠেকালে নামায পূর্ণ হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

সিজদার সময় মুখমন্ডল কোন্ স্থানে রাখতে হবে।

٢٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَيْنَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ اِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

১৫৬। আবু ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার সময় মুখমন্ডল কোন জায়গায় রাখতেন? তিনি বললেন, দুই হাতের তালুর মাঝ বরাবর রাখতেন।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনে হুজর ও আবু হুমাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কোন কোন মনীষী এ হাদীস অনুযায়ী সিজদার সময় উভয় হাত কান বরাবর রাখার নিয়ম অবলম্বন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

সাত অংগের সমন্বয়ে সিজদা করা।

٢٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

২৫৭। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে

তার (শরীরের) সাতটি অংগ–প্রত্যংগও সিজদা করে অর্থাৎ মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, জাবির ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করেন।

٢٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفُّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ .

২৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত অংগের সমন্বয়ে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কাপড় ও চুল (নামাযের মধ্যে) গোছাতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১
সিজদার সময় হাত বাহু থেকে ফাঁক করে রাখা।

٢٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِيْ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّتْ رَكْبَةٌ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ قَالَ فَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَتَيْ اِبْطَيْهِ اِذَا سَجَدَ وَاَرٰى بَيَاضَهُ .

২৫৯। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল–খুযাঈ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নামিরার সমতল ভূমিতে অবস্থান করছিলাম। ইতিমধ্যে একদল সওয়ারী (আমাদের) অতিক্রম করে গেল। হঠাৎ দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখে নিতাম।

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আকরামের হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, ইবনে বুহাইনা, জাবির, আহমার ইবনে জায, মাইমূনা, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, আবু মাসউদ, সাহল ইবনে সাদ, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, বারাআ ইবনে আযেব, আদী ইবনে আমীরা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দাউদ ইবনে কায়েসের মাধ্যমেই এ হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম

(রা)–র কাছ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটিই শুধু আমরা অবগত হয়েছি।

আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন (সিজদার সময় হাত এমনভাবে ছড়িয়ে রাখতে হবে যেন বগল ফাঁক থাকে)। আহমার ইবনে জায রাসূলুল্লাহ (সা)–এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আয–যুহরী আবু বাকর সিদ্দীক (রা)–এর কাতিব (সচিব) ছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল–খুযাঈ (রা) শুধু মহানবী (সা)–এর এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

সঠিকভাবে সিজদা করা।

٢٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

২৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন সঠিকভাবে সিজদা করে এবং কুকুরের ন্যায় জমিনে যেন হাত ছড়িয়ে না দেয়।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে শিবল, বারাআ, আনাস, আবু হুমাইদ ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ সঠিকভাবে সিজদা করার (এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতি দেয়ার) প্রতি জোর দিয়েছেন এবং হিংস্র জন্তুর ন্যায় হাত মাটিতে ছড়িয়ে দেয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

٢٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطَنَّ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِى الصَّلاَةِ بَسْطَ الْكَلْبِ .

২৬১। কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)–কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঠিকমত সিজদা কর। তোমাদের কেউ যেন নামাযের মধ্যে কুকুরের মত জমীনে হাত বিছিয়ে না দেয়।

এই হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

সিজদার সময় জমিনে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।

٢٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اُسَيْدٍ اَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ

২৬২। আমের ইবনে সাদ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত (তালু) মাটিতে রাখতে এবং পা খাড়া রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে আমের ইবনে সাদ এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা সূত্রটি উপরের বর্ণনার চেয়ে অধিকতর সহীহ। মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা পছন্দ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

রুকূ ও সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে পিঠ সোজা রাখা।

٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

২৬৩। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের নিয়ম ছিল ঃ যখন তিনি রুকূ করতেন, যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, যখন সিজদা করতেন এবং যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন এ কাজগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় সমানই হত।[১২০]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আরো একটি সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

ইমামের আগে রুকূ– সিজদায় যাওয়া খারাপ।

٢٦٤- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ

১২০. অর্থাৎ তিনি রুকূতে যতক্ষণ থাকতেন, রুকূ থেকে উঠে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং প্রথম সিজদায় যতক্ষণ থাকতেন, পরবর্তী সিজদায় যাওয়ার পূর্বে ততক্ষণ বসতেন (অনু:)।

أَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْجُدَ .

২৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে বারাআ (রা) বলেছেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে নামায পড়তাম, তখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তোলার পর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের কেউই নিজের পিঠ (সিজদার জন্য) ঝুঁকিয়ে দিত না। তিনি সিজদায় যাওয়ার পর আমরা সিজদায় যেতাম।[১২১]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, মুআবিয়া, ইবনে মাসআদা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ বলেছেন, মুক্তাদীগণ ইমামের প্রতিটি কাজে তাকে অনুসরণ করবে এবং ইমাম রুকূতে যাওয়ার পর তারা রুকূতে যাবে, তার মাথা তোলার পর তারা মাথা তুলবে। এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

দুই সিজদার মাঝখানে ইকাআ করা মাকরূহ।

٢٦٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَاَكْرَهُ لَكَ

১২১. ইমাম আবু হানীফার মতে বেশী দেরী না করে ইমামের সাথে সাথেই ইমামকে অনুসরণ করা মুকতাদীর উপর ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসংগে বলেছেনঃ "ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও তখন রুকূ করো।" সুতরাং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ কখনো কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ ইমাম বৃদ্ধ এবং মুকতাদী যুবক ও শক্তিশালী হলে ইমামের সিজদার নিকট পৌছা পর্যন্ত মুকতাদীকে অপেক্ষা করতে হবে। অতপর মুকতাদী ঝুঁকে পড়বে এবং সিজদায় যাবে। নচেৎ যুবক মুকতাদীর ইমামের আগেই সিজদায় পৌছার সম্ভাবনা থাকে। আর এজন্য কঠিন শাস্তির হুকুম এসেছে। মহানবী (সা)–এর জীবনের শেষের দিকে এ কারণেই সাহাবীরা তাঁর সাথে সাথেই সিজদায় না গিয়ে অপেক্ষা করতেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে মোটা এবং ভারী হয়ে পড়েছিলেন। তবে মুকতাদী বৃদ্ধ এবং ইমাম যুবক হলে মুকতাদী তার ইমামকে সাথে সাথেই অনুসরণ করবে। নতুবা এমন হতে পারে যে, ইমাম সিজদা থেকে উঠে পড়বে আর বৃদ্ধ মুকতাদী তখনো সিজদায় যেতে পারেননি –(মাহমূদ)।

مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِيْ لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

২৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! আমি নিজের জন্য যা কল্যাণকর মনে করি তোমার জন্যও তা ভাল মনে করি এবং আমার নিজের জন্য যা অপছন্দ করি তোমার জন্যও তা অপছন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে ইকাআ রীতিতে বস না।[১২২]

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ হাদীসের এক রাবী হারিসকে যঈফ বলেছেন। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং ইকাআ পদ্ধতিতে বসা মাকরূহ বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

ইকাআর অনুমতি।

٢٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৬৬। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)–কে ইকাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা সুন্নাত। আমরা বললাম, এতে আমরা পায়ে[১২৩] ব্যাথা অনুভব করি। তিনি পুনরায় বললেন, এটা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাহাবা (রা) এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইকাআয় (দুই পায়ের পাতা খাড়া রেখে তার উপর নিতম্ব রেখে বসাতে) কোন দোষ দেখেন না। মক্কার কোন কোন ফিক্হবিদেরও এই মত। কিন্তু অধিকাংশ মনীষী দুই সিজদার মাঝখানে এভাবে বসা মাকরূহ মনে করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

দুই সিজদার মাঝে বিরতির সময় যা পড়তে হবে।

٢٦٧- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِي الْعَلاَءِ

১২২. ইকাআ দুরকম হতে পারে। (১) হাঁটুদ্বয় মাটিতে রেখে পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে তার উপর নিতম্ব রেখে বসা। (২) নিতম্ব ও হাতের তালু মাটিতে রেখে হাত খাড়া রাখা (যেভাবে কুকুর বসে থাকে)। উল্লেখিত ধরনের বসাকেই ইকাআ বলে (অনু.)।

১২৩. মুসলিম শরীফের বর্ণনায় 'রিজল' (পা) শব্দের স্থলে 'রাজুল' (ব্যক্তি) উল্লেখিত হয়েছে। জমহুর এই মত সমর্থন করেছেন। এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে ঃ 'এতে আমরা ব্যক্তির অসুবিধা লক্ষ্য করেছি'। ইবনে আবদুল বার 'রিজল' (পা) উল্লেখ করেছেন (অনু.)।

عَــنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .

২৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন ঃ 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী।[১২৪]

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আলী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীসের সমর্থক। তাঁরা ফরয, নফল সব নামাযে এ দোয়া পড়া জায়েয বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

সিজদার সময় কিছুতে ভর দেওয়া।

٢٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِشْتَكٰى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا تَفَرَّجُوْا فَقَالَ اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ .

২৬৮। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন ঃ যখন তারা সিজদায় যান তখন কনুই বিচ্ছিন্ন রাখতে তাদের খুব কষ্ট হয়। তিনি বললেন ঃ হাঁটুর সাথে কনুই ঠেকিয়ে সাহায্য লও।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমরা আবূ সালেহের সনদ পরম্পরায় লাইসের মাধ্যমে ইবনে আজলানের সূত্রেই কেবল লাভ করেছি। নুমান ইবনে আবূ আইয়াশও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। লাইসের বর্ণনার তুলনায় এই বর্ণনা অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

সিজদা থেকে উঠার নিয়ম।

٢٦٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ

---

১২৪. হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম (দয়া) কর, আমার ক্ষতিপূরণ করে দাও আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযিক দাও (অনু.)।

قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَكَانَ اِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِّنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا .

২৬৯। মালেক ইবনে হুয়াইরিস আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি যখন নামাযের বেজোর রাকআতে থাকতেন তখন (সিজদা থেকে উঠে) সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (পরবর্তী রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন না। [১২৫]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কোন কোন মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম ইসহাক (রহ) ও আমাদের সাথীরা এই মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

একই বিষয়।

٢٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ اِيَاسٍ وَيُقَالُ خَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِى الصَّلاَةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ .

২৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে (সিজদা থেকে সরাসরি) নিজের পায়ের তালুতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

আবু ঈসা বলেন, মনীষীগণ আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা নামাযের মধ্যে (সিজদা থেকে সরাসরি) পায়ের পাতার উপর দাঁড়ানোই পছন্দ করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে খালিদ ইবনে আইয়াশ একজন যঈফ রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

তাশাহহুদ পাঠ করা।

٢٧١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

১২৫. প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের সিজদার পর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে মহানবী (সা) কিছুক্ষণ বসতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন। এটাকে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' বলে। আহলে হাদীসগণও এরূপ করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে, মহানবী (সা) ওজর বশতঃ কখনও কখনও এরূপ করতেন। কিন্তু তাঁর সাধারণ নীতি ছিল,না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়া। হানাফীগণ পরবর্তী হাদীস অনুযায়ী আমল করেন (অনু·)।

بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَنْ نَقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই রাকআত পড়ার পর বসে যা পড়তে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি .... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থাৎ, "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত এবং প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"[১২৬]

আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদের হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, জাবির, আবু মূসা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ সাহাবা এবং তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ, ইসহাক (এবং আবু হানীফা) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

একই বিষয় সম্পর্কিত।

٢٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ

১২৬. তাশাহ্হুদ সম্পর্কে ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তাশাহ্হুদ গ্রহণ করেছেন। কারণ এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে তাঁর হাদীসই সর্বাধিক সহীহ। "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু" –এর অর্থ হচ্ছে মুখের ইবাদত শরীরের ইবাদত এবং মালের ইবাদত সবই আল্লাহ্র জন্য। ইমাম নাসায়ী তাশাহ্হুদ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আশহাদু আল–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ এবং রাসূল" – (মাহমূদ)।

الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

২৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন ঠিক সেভাবে 'তাশাহ্হুদ' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সালাতুত তাইয়্যিবাতু লিল্লাহি .... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

অর্থাৎ "সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদত এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও প্রাচুর্য বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। জাবির (রা)-এর কাছ থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সংরক্ষিত নয়। ইমাম শাফিঈ এ হাদীসে উল্লেখিত তাশাহ্হুদ গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

নীরবে তাশাহ্হুদ পড়বে।

٢٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُّخْفِيَ التَّشَهُّدَ

২৭৩। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃশব্দে তাশাহ্হুদ পড়াই সুন্নাত-(দা, হা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

তাশাহ্হুদের সময় বসার নিয়ম।

٢٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِىْ لِلتَّشَهُّدِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى يَعْنِىْ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى .

২৭৪। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নামায পড়া দেখব। তিনি যখন তাশাহ্হুদ পড়তে বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন, বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন (দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কূফাবাসীগণও (আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এ কথাই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

তাশাহ্হুদ সম্পর্কেই।

٢٧٥- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَعْنِيْ لِلتَّشَهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ.

২৭৫। আব্বাস ইবনে সাহল আস–সাইদী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) একত্র হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে পরস্পর আলাপ করলেন। আবু হুমাইদ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহ্হুদ পড়তে বসতেন, তখন বাম পা ছড়িয়ে দিতেন, ডান পায়ের (পাতার) মাথার দিকটা কিবলার দিকে রাখতেন, ডান হাতের তালু ডান হাঁটুর উপর, বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী (শাহাদত আংগুল) দিয়ে ইশারা করতেন (বু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কোন কোন মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীসের সমর্থক। তাঁরা বলেন, শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে। তাঁরা আবু হুমাইদের হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, প্রথম বৈঠকে বাঁ পায়ের উপর বসতে হবে এবং ডান পা খাড়া রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা।

٢٧٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِيَ الْاِبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهِ .

২৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসতেন তখন ডান হাত (ডান) হাঁটুতে রাখতেন, (ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলের নিকটবর্তী আঙ্গুল (তর্জনী) উত্তোলন করতেন এবং তা দিয়ে দোয়া করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন (মু)।[১২৭]

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, নুমাইর আল-খুযাঈ, আবু হুরায়রা, আবু হুমাইদ ও ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবী এবং তাবিঈগণ তাশাহহুদ পড়ার সময় ইশারা করা পছন্দ করেছেন। আমাদের সাথীরা এ কথাই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

নামাযের সালাম ফিরানো সম্পর্কে।

٢٧٧- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ -(দা, না, ই)।

---

১২৭. এ হাদীস এবং আরো কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা) তাশাহহুদ পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উত্তোলন করতেন। এটা সুন্নাত। লা ইলাহা বলার সময় আঙ্গুল খাড়া করতে হয় এবং ইল্লাল্লাহ বলা শেষ করে নামাতে হয় (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে মাসউদের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে উমার, জাবির ইবনে সামুরা, বারাআ, আম্মার, ওয়াইল ইবনে হুজর, আদী ইবনে উমাইরা ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর অধিকাংশ সাহাবা এবং তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১০৯

সালাম সম্পর্কেই।

٢٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْـنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا .

২৭৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এক সালামই ফিরাতেন, প্রথমে সামনের দিকে অতঃপর ডান দিকে কিছুটা মুখ ঘুরাতেন।[১২৮]

আবু ঈসা বলেন, আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি মরফূ হিসাবে পেয়েছি। এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, সিরিয়াবাসী মুহাম্মাদ ইবনে যুহাইরের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইরাকবাসীগণ তার কাছ থেকে যে বর্ণনা গ্রহণ করেছে তা সন্দেহে ভরপুর। মুহাম্মাদ বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, সিরিয়াবাসীগণ যে যুহাইরের সাক্ষাত পেয়েছিলেন সম্ভবতঃ তিনি সেই যুহাইর নন যার বর্ণনা ইরাকবাসীগণ গ্রহণ করেছেন। ইনি সম্ভবতঃ অন্য এক ব্যক্তি।

কোন কোন আলেম হাদীসে উল্লেখিত নিয়মে নামাযে সালাম ফিরানোর পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সহীহ বর্ণনামতে মহানবী (সা) দু'বার সালাম ফিরাতেন। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবউ' তাবিঈন এ মতই গ্রহণ করেছেন। কিছু সংখ্যক

---

১২৮. এ হাদীসের দুইটি অর্থ হতে পারে। এক, নবী (সা) সম্মুখ দিক থেকে সালাম ফিরানো শুরু করতেন এবং ডান দিকে মোড়ে তা শেষ করতেন। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় সালাম ফিরিয়ে ডান দিকে ঘুরে বসতেন। তিনি খুব কমই বাম দিকে ঘুরে বসতেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে এ হাদীস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর হাদীস দুটোকে পরস্পর বিরোধী বলে ধরে নেয়া হলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসের উপর আমল করাই সবচেয়ে উত্তম। কেননা সনদের দিক থেকে তাঁর হাদীস আইশা (রা)-র হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী -(মাহমূদ)।

সাহাবা, তাবিঈন ও অন্যান্যরা ফরয নামাযে একবার সালাম ফিরানোর পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, উভয় নিয়মেরই অনুমতি আছে, ইচ্ছা করলে এক সালাম বা দুই সালামও বলা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

সালাম খুব লম্বা করে টানবে না, এটাই সুন্নাত।

٢٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ .

২৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামের মধ্যে হযফ করা সুন্নাত (দা,হা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আলী ইবনে হুজর বলেন, ইবনুল মুবারক বলেছেন, 'হযফের' তাৎপর্য হল, সালাম খুব লম্বা করে না টেনে বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। বিশেষজ্ঞগণ এ নিয়মকে মুসতাহাব বলেছেন। ইব্রাহীম নাখঈ বলেছেন, তাকবীর এবং সালাম দীর্ঘক্ষণ টানবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

সালাম ফিরানোর পর দোয়া করা।

٢٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

২৮০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর এই দোয়া পড়ার অধিক সময় বসতেন না — "আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু .... ওয়াল ইকরাম।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিদাতা তোমার কাছ থেকেই শান্তি আসে। হে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী! তুমি প্রাচুর্যময় ও বরকতময়"(মু)।

আবু ঈসা বলেন, আইশার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٢٨١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

২৮১। আসেম আল–আহওয়াল থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধু 'যাল–জালালি' শব্দের পূর্বে 'ইয়া' (হে) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে সাওবান, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি সালাম ফিরানোর পর এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ

لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁরই হাতে, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনিই জীবন দেন তিনিই মৃত্যু দেন, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান কর তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই; তুমি যার প্রতিবন্ধক হও তাকে কেউ দান করতে পারে না এবং কোন চেষ্টা–সাধনাকারীই তার চেষ্টার মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে কল্যাণ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম নয়" (বু, মু)।[১২৯]

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন ঃ

وَرُوِىَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

"ইজ্জত ও সম্মানের মালিক তোমার প্রভু তাদের (কাফেরদের) আরোপিত কথা (শিরক) থেকে পবিত্র। সালাম প্রেরিত পুরুষদের (রাসূলদের) প্রতি। সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই" (সূরা আস–সাফফাত ঃ ১৮০)।

٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ اَخْبَرَنَا شَدَّادُ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىُّ قَالَ

১২৯. হাদীসের এ অংশের দুটো অর্থ হতে পারে। এক, আখেরাতে সম্পদশালীর সম্পদ তার কোন উপকার করতে পারবে না। কেবল ঈমানই তার উপকারে আসবে। দুই, উচ্চ বংশ আল্লাহ্র কাছে কোন উপকারে আসবে না। বরং উচ্চ বংশ এবং নিম্ন বংশ দুটোই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান। আমলের ভিত্তিতেই মানুষ পরস্পরের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে নিজের আত্মার জন্যই করবে, আর যে ব্যক্তি খারাব কাজ করবে সে নিজের আত্মার বিরুদ্ধেই তা করবে। আল্লাহ এক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি পবিত্র। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই – (মাহমূদ)।

حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

২৮২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায থেকে অবসর হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন; অতঃপর বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি বিধানকারী। তোমার কাছ থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকত ও প্রাচুর্যময়"– (মু, দা, না, ই)।

এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

ডান অথবা বাম দিকে ফেরা।

٢٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلٰى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَعَلٰى شِمَالِهِ .

২৮৩। কাবীসা ইবনে হুলব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। (সালাম ফিরানোর পর) তিনি ডান এবং বাম উভয় দিকেই ফিরে বসতেন।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ডান, বাম যে কোন দিকে ইচ্ছা ফিরে বসা যেতে পারে। দুই দিকের যে কোন দিকে ঘুরে বসার বৈধতা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত। আলী (রা) বলেন, যদি ডান দিকে ঘুরে বসার প্রয়োজন হয় তবে ডান দিকে ঘুরে বসবে; যদি বাম দিকে ঘুরে বসার প্রয়োজন হয় তবে সেদিকে ঘুরে বসবে (এ ব্যাপারে এখতিয়ার রয়েছে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

নামাযের বৈশিষ্ট্য

٢٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمًا
قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِىِّ فَصَلّٰى فَاَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ
اِنْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا
كُلُّ ذٰلِكَ يَأْتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ
لَمْ تُصَلِّ فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَكُوْنَ مَنْ اَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ
فَقَالَ الرَّجُلُ فِى اٰخِرِ ذٰلِكَ فَاَرِنِىْ وَعَلِّمْنِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُصِيْبُ وَاُخْطِئُ
فَقَالَ اَجَلْ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ
اَيْضًا فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ وَاِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ
فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ
جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَاِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا
انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ قَالَ وَكَانَ هٰذَا اَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاُوْلٰى اَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ
مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا اِنْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا .

২৮৪। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। রিফাআ (রা) বলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। এমন সময় বেদুইনের বেশে একটি লোক আসল। সে নামায পড়ল, কিন্তু হালকাভাবে (তাড়াহুড়া করে, নামাযের রুকনসমূহ ঠিকভাবে আদায় না করে)। নামায শেষ করে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তোমার নামায হয়নি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়ল, অতঃপর এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি পুনরায় বললেনঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তোমার নামায হয়নি।[১৩০] দুই অথবা তিনবার এরূপ হল। প্রত্যেকবার সে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৩০. ইমাম আবূ হানীফার মতে ঐ ব্যক্তির নামায পূর্ণ হয়নি। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ

ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকলেন ঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড়নি। ব্যাপারটা লোকদের (সাহাবাদের) কাছে ভয়ানক ও অস্বস্তিকর মনে হল যে, যে ব্যক্তি হালকাভাবে নামায পড়ল তার নামাযই হল না। অবশেষে লোকটি বলল, আমাকে দেখিয়ে দিন, শিখিয়ে দিন, কেননা আমি তো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কখনও নির্ভুল কাজ করি কখনও ভুল করি। তিনি বললেন ঃ হাঁ, যখন তুমি নামায পড়তে উঠো, তখন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে যেভাবে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে উযু কর, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড় (আযান দাও), অতঃপর ইকামত বল। যদি তোমার কুরআন জানা থাকে তবে তা থেকে পাঠ কর। অন্যথায় আল্লাহর প্রশংসা–তাকবীর–তাহলীল (কলেমা তাইয়্যিবা) পাঠ কর, অতঃপর রুকূ কর, শান্তভাবে রুকূতে অবস্থান কর। অতঃপর রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও, তারপর সিজদায় যাও, ঠিকভাবে সিজদা কর, সিজদা থেকে উঠে শান্তভাবে বস, অতঃপর উঠো। যদি তুমি এভাবে নামায পড় তবে তোমার নামায পূর্ণ হল। যদি তুমি তাতে কোনরূপ ত্রুটি কর তবে তোমার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি করলে। রাবী বলেন, পূর্বের কথার চেয়ে এই পরবর্তী কথাটা লোকদের (সাহাবাদের) কাছে সহজ লাগল। কেননা যে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি করল তার নামাযে ত্রুটি হল কিন্তু সম্পূর্ণ নামায নষ্ট হল না।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি রিফাআ (রা)–র কাছ থেকে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। –(দা, না, আ, দার)।

٢٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْـنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ

ইউসুফের মতে তাদীলে আরকান (নামাযের রুকনগুলো থেমে থেমে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা) নামাযের রুকনের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে তাদীলে আরকান করা ছাড়া নামায জায়েয হবে না। তাঁরা মহানবী (সা)–এর আর একটি হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি এই ঃ "যে ব্যক্তি রুকূ এবং সিজদা থেকে উঠে তার পিঠ সোজা করে না, তার নামায হয় না" –(মাহমূদ)

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِىْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

২৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। (নামায শেষ করে) সে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বললেন ঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায পড়ে এসো, তোমার নামায হয়নি। এভাবে সে তিনবার নামায পড়ল। অতঃপর লোকটি তাঁকে বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি এর চেয়ে ভালভাবে নামায পড়তে পারছি না, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়তে দাঁড়াও তখন তাকবীর (তাহরীমা) বল, অতঃপর কুরআনের যে জায়গা থেকে পড়তে সহজ হয় তা পড়; অতঃপর রুকূতে যাও এবং রুকূর মধ্যে স্থির থাক; অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও; অতঃপর সিজদা কর এবং সিজদার মধ্যে স্থির থাক; অতঃপর মাথা তুলে আরামে বস। তোমার সমস্ত নামায এভাবে পড়– (বু, মু, বা)।[১৩১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখিত সূত্রটিই অধিকতর সহীহ।

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِىْ عَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِىٍّ يَقُوْلُ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا مَا كُنْتَ اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلاَ اَكْثَرَنَا لَهُ اِتْيَانًا قَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاعْرِضْ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اِعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا

---

১৩১. এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও আবু ইউসুফ (রহ) বলেন, রুকূ ও সিজদায় কিছুক্ষণ অবস্থান করা, রুকূ করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসা ফরয। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে এ কাজগুলো ওয়াজিব। তাঁরা উভয়ে বলেন "তোমার নামায হয়নি" কথাটার অর্থ হল, তোমার নামায পূর্ণাঙ্গ হয়নি (অনু.)।

مَنْكِبَيْهِ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اِعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ اَهْوٰى اِلَى الْاَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ وَفَتَحَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اِعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ اَهْوٰى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ تَنْقَضِىْ فِيْهَا صَلَاتُهُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ .

২৮৬। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, আমি তাঁকে (আবু হুমাইদকে) দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে এ হাদীস বলতে শুনেছি। আবু কাতাদা ইবনে রিব্‌ঈ (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত। তাঁরা বললেন, তা কেমন করে? তুমি তো আমাদের আগে তাঁর সাহচর্য লাভ করতে পারনি। তাছাড়া তুমি তাঁর কাছে আমাদের চেয়ে অধিক যাতায়াত করতে না। তিনি বললেন, হাঁ। তারা বললেন, ঠিক আছে বর্ণনা কর। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন (তাকবীরে তাহরীমা করার জন্য); যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন; অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যেতেন এবং শান্তভাবে রুকূতে অবস্থান করতেন, মাথা নীচের দিকেও ঝুঁকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঠাতেন না, উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন; অতঃপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে উঠতেন, রফউল ইয়াদাইন করতেন (উভয় হাত উপরের দিকে তুলতেন) এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে এসে যেত। অতঃপর সিজদার জন্য জমীনের দিকে নীচু হতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতেন; দুই বাহু দুই বগল থেকে পৃথক রাখতেন; পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করে দিতেন; বাম পা ছড়িয়ে দিয়ে তার

উপর বসতেন; অতঃপর সোজা হয়ে বসতেন যাতে তাঁর প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে বসে যেত; অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন; 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা থেকে উঠে পা বিছিয়ে দিয়ে বসতেন (জলসায়ে ইস্তেরাহাত করতেন); এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে বসে যেত; অতঃপর দাঁড়াতেন; অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতেও এরূপ করতেন। অতঃপর দুই রাকআত পড়ে যখন দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং দুই হাত নামায শুরু করার সময়ের মত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। অবশিষ্ট নামাযেও তিনি এরূপ করতেন; অতঃপর যখন শেষ সিজদায় পৌছতেন যেখানে তাঁর নামায শেষ হত তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন এবং পাছার উপর চেপে বসতেন; অতঃপর সালাম ফিরাতেন –(দা, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। 'দুই সিজদার পর যখন দাঁড়াতেন' বাক্যাংশটুকুর অর্থ 'দুই রাকআত শেষ করে যখন দাঁড়াতেন।'

٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا أَخْبَرَنَا أَبُـوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِي فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْهِ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هٰذَا الْحَرْفُ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস–সাইদী (রা)–কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর সামনে বলতে শুনেছি, তাদের মধ্যে আবু কাতাদা ইবনে রিবঈ (রা)–ও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের অনুরূপ। তবে আবু আসেম এ হাদীসে আবদুল হামীদ ইবনে জাফরের সূত্রে এ কথাটুকুও বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁরা বললেন, তুমি সত্যিই বলেছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪

ফজরের নামাযের কিরাআত।

٢٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى .

২৮৮। কুতবা ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের প্রথম রাকআতে 'ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিন' (সূরা কাফ) পড়তে শুনেছি।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে হুরাইস, জাবির ইবনে সামুরা, আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব, আবু বারযা ও উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা) সকালের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশো আয়াত পাঠ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি "ইযাশ শামসু কুব্বিরাত" সূরা পাঠ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে লিখে পাঠালেন, তুমি ভোরের নামাযে লম্বা সূরা (তিওয়ালে মুফাসসাল) পাঠ কর। আবু ঈসা বলেন, আলেমগণ এর উপরই আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫

যোহর ও আসরের নামাযের কিরাআত।

٢٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا .

২৮৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর এবং আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস সামায়ি যাতিল বুরূজ', 'ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক' ও এ ধরনের (আয়তন বিশিষ্ট) সূরা পাঠ করতেন- (দা, না)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে খাব্বাব, আবু সাঈদ, আবু কাতাদা, যায়েদ ইবনে সাবিত ও বারাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা) যোহরের নামাযে 'তানযীলুস সিজদা'র মত লম্বা সূরা পাঠ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি যোহরের প্রথম রাকআতে তিরিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকআতে পনর আয়াত পরিমাণ কিরাআত পাঠ করতেন। উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবু মূসা (রা)-কে লিখে পাঠান ঃ যোহরের নামাযে মধ্যম (আওসাতে মুফাসসাল) ধরনের সূরা পাঠ কর। কতিপয় মনীষী আসরের নামাযে মাগরিবের নামাযের মত সূরা অর্থাৎ কিসারি মুফাসলাল ধরনের সূরা পাঠ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, আসরের নামাযের কিরাআত মাগরিবের

নামাযের কিরাআতের সমান হবে। তিনি আরো বলেছেন, যোহরের নামাযের কিরাআত আসরের কিরাআতের চার গুণ দীর্ঘ হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

মাগরিবের নামাযের কিরাআত।

٢٩. - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْـنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

২৯০। উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। অসুখের কারণে এ সময়ে তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা "ওয়াল মুরসালাত" পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কখনও এ সূরা পাঠ করেননি -(বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে যুবায়ের ইবনে মুতঈম, ইবনে উমার, আবু আইউব ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) মাগরিবের উভয় রাকআতে সূরা আল-আরাফ থেকেও পাঠ করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করেছেন। উমার (রা) মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা (কিসারি মুফাস্সাল) পাঠ করার জন্য আবূ মূসা (রা)-কে ফরমান পাঠান। আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মাগরিবের নামাযে ছোট আকারের সূরা পাঠ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এরূপই আমল করেছেন। ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এরূপই বলেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইমাম মালিক মাগরিবের নামাযে সূরা তূর, মুরসালাত ইত্যাদির মত লম্বা সূরা পাঠ করা মাকরূহ জানতেন। শাফিঈ আরো বলেন, আমি মাগরিবের নামাযে এ ধরনের লম্বা সূরা পাঠ করা মাকরূহ মনে করি না, বরং মুস্তাহাব মনে করি।[১৩২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭

এশার নামাযের কিরাআত।

٢٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

১৩২. ফজর ও যোহরে 'তিওয়ালি মুফাসসাল' বা লম্বা সূরা, আসর ও এশায় আওসাতি

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ .

২৯১। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' ও এধরনের সূরাসমূহ পাঠ করতেন -(আ, না)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) এশার নামাযে 'ওয়াত-তীনি ওয়ায-যাইতূন' সূরা পাঠ করেছেন। উসমান ইবনে আফফান (রা) এশার নামাযে সূরা 'আল-মুনাফিকূন' ও অনুরূপ ধরনের আওসাতি মুফাস্‌সাল সূরা পাঠ করতেন। অন্যান্য সাহাবা ও তাবিঈদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা কখনও উল্লেখিত পরিমাণের বেশীও পড়েছেন আবার কখনও কম পড়েছেন। তাদের মতে, সূরা পাঠের আকার-আয়তন ও পরিধি ব্যাপক। সূরা-কিরাআত বড় বা ছোট করার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র বর্ণনাটি সবচেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' ও 'ওয়াত - তীনি ওয়ায-যাইতূন সূরা' পাঠ করেছেন।

٢٩٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

২৯২। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে 'ওয়াত-তীনি ওয়ায-যাইতূন' সূরা পাঠ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা।

٢٩٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَأُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِىْ وَاللّٰهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا اِلَّا

মুফাসসাল' বা মধ্যম দৈর্ঘ্যের সূরা এবং মাগরিবের নামাযে 'কিসারি মুফাসসাল' বা ছোট আকারের সূরা পাঠ করা হয়। হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে এ নিয়ম প্রচলন করেন। মহানবী (সা) অধিকাংশ সময়ে এরূপ কিরাআত পাঠ করেছেন। সূরা 'হুজুরাত' থেকে 'বুরূজ' পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিওয়ালি মুফাসসাল, সূরা বুরূজ' থেকে 'লাম ইয়াকুন' পর্যন্ত সূরাসমূহকে আওসাতি মুফাসসাল এবং সূরা 'লাম ইয়াকুন' থেকে 'নাস' পর্যন্ত সূরাসমূহকে কিসারি মুফাসসাল বলে (অনু.)।

بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَانَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِهَا .

২৯৩। উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে (ফজরের) নামায পড়লেন। কিন্তু কিরাআত পাঠ তাঁর কাছে একটু কঠিন ঠেকল। তিনি নামাযশেষে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! হাঁ আমরা পড়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া (ইমামের পিছনে) অন্য কোন কিরাআত পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না –(বু, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, আনাস, আবু কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থ ঃ "এ হাদীসটি ইমাম যুহরী (রহ) মাহমূদ ইবনে রবী থেকে, তিনি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-র সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি।"

এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার চেয়ে অধিকতর সহীহ। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিক ইবনে আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত পড়েন তখন তার পিছনে কিরাআত পড়া নিষেধ।

٢٩٤- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنَ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِيَ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশব্দে কিরাআত পড়া নামায শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ এখন কি আমার সাথে কিরাআত পড়েছিলে? এক ব্যক্তি বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি কেন? রাবী বলেন, লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এরূপ শুনল তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহরী (সশব্দে) কিরাআত পড়া নামাযে তাঁর পিছনে কিরাআত পড়া থেকে বিরত থাকল (আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, ইমরান ইবনে হুসাইন ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম যুহরীর কতিপয় ছাত্র এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা নিম্নোক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেন ঃ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُــوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ·

যুহরী বলেছেন, লোকেরা যখন মহানবী (সা)–এর কাছে এরূপ শুনল তখন থেকে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া ছেড়ে দিল।"

যারা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার পক্ষপাতী, এ হাদীসের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায় না। কেননা যে আবু হুরায়রা (রা) মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনিই আবার তাঁর কাছ থেকে এ হাদীসও বর্ণনা করেছেনঃ

وَرَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيْثِ اِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اقْرَاْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ .

"যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেল।"

এ হাদীসের একজন বাহক তাঁকে (আবু হুরায়রাকে) বললেন, আমি কখনও ইমামের সাথে নামায পড়ে থাকি। তিনি বলেছেন, নিজের মনে মনে তা পড়ে নাও। (হাদীসের বাহক বলতে আবু হুরায়রার কোন ছাত্রকে বুঝানো হয়েছে)। আবু উসমান আন্–নাহদী আবু হুরায়রার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু হুরায়রা) বলেনঃ

اَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِيَ اَنْ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এই ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।'

হাদীস বিশারদগণ এই পদ্ধতি পছন্দ করেছেন ঃ ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে, মুক্তাদীগণ তখন ফাতিহা পড়বে না। বরং ইমাম যখন আয়াত পড়ে থামবে, সেই সুযোগে ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাদীগণও ফাতিহা পাঠ করে নিবে।

ইমামের পিছনে কিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ ও তাঁদের পরবর্তীগণের মতে, মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে কিরাআত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে। ইমাম মালিক, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি ইমামের পিছনে কিরাআত (ফাতিহা) পাঠ করি এবং অন্যান্য লোকও পড়ে থাকে, কিন্তু কুফাবাসীদের একদল পড়ে না। আমি যদিও ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ করে থাকি, তবুও যারা পাঠ করে না তাদের নামাযও আমি জায়েয মনে করি।

বিশেষভাবে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ ব্যাপারে কঠোর মত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি চাই একাকী অথবা জামাআতে নামায পড়ুক না কেন, সে যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তবে তার নামাযই হবে না। তাঁরা উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত প্রকাশ করেছেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের পরও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন এবং মহানবী (সা)-এর এ হাদীসের উপর আমল করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি।" ইমাম শাফিঈ, ইসহাক এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" মহানবী (সা)-এর এ বাণী একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ সে যদি একাকী নামায পড়ে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তবে তার নামায হবে না। তিনি তাঁর এ দাবির সমর্থনে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। জাবির (রা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নামায পড়ল এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে যেন নামাযই পড়ল না, অবশ্য ইমামের পিছনে হলে অন্য কথা।"

ইমাম আহমাদ বলেন, জাবির (রা) ছিলেন মহানবী (সা)-এর সাহাবী। তিনি তাঁর হাদীস "যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি"- এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হুকুম একাকী নামায পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য। এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (রহ) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নীতি অবলম্বন করেছেন এবং (বলেছেন) লোকেরা যেন ইমামের সাথে নামায পড়লেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা পরিত্যাগ না করে।

২৯৫- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ

أَبِىْ نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ .

২৯৫। আবু নুআইম ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)–কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে নামাযই পড়েনি। হাঁ ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা, সেক্ষেত্রে ফাতিহা পাঠের প্রয়োজন নাই।[১৩৩]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০

মসজিদে প্রবেশের দোয়া।

٢٩٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْـرَاهِيْمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَـنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

২৯৬। ফাতিমা আল–কুবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন মুহাম্মাদের (স্বয়ং নিজের) প্রতি দুরুদ ও সালাম পড়তেন এবং বলতেন ঃ "রব্বিগ্‌ফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌ লী আবওয়াবারাহমাতিকা।"[১৩৪] যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদের (নিজের) প্রতি দুরুদ ও সালাম পড়তেন এবং বলতেন ঃ "রব্বিগ্‌ফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ লী আবওয়াবা ফাদলিকা –(আ, ই)।"[১৩৫]

আলী ইবনে হুজর (রহ) বলেন, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম বলেছেন, আমি মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করলেন ঃ

১৩৩. এ অধ্যায়ের ১১২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) ইমাম মালিকের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি তাঁর অভিমতকে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত মতভেদের একটি উত্তম মীমাংসা বলে অভিহিত করেছেন (অনু.)।

১৩৪. প্রভু! আমার গুনাহসমূহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।

১৩৫. প্রভু হে! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও।

كَانَ اِذَا دَخَلَ قَالَ رَبِّ افْتَحْ بَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ افْتَحْ لِىْ بَابَ فَضْلِكَ .

"যখন তিনি (নবী সা) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ "রব্বিফতাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা"[১৩৬] এবং যখন বের হতেন তখন বলতেন ঃ রব্বিফতাহ লী আবওয়াবা ফাদলিকা।"[১৩৭]

আবূ ঈসা বলেন, ফাতিমা (রা)-র হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ফাতিমার হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। কেননা হুসাইন (রা)-র কন্যা ফাতিমা তাঁর দাদী ফাতিমাতুল কুবরা (রা)-র সাক্ষাত পাননি। কেননা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১

মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়বে।

٢٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ .

২৯৭। আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে আসে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয় (বু, মু, দা, না, ই)।[১৩৮]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবূ উমামা, আবূ হুরায়রা, আবূ যার ও কাব ইবনে মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে উল্লেখিত সূত্রটি অধিকতর সহীহ। আমাদের সাথীরা এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়াকে তাঁরা মুস্তাহাব মনে করেন।

---

১৩৬. প্রভু! তোমার রহমতের দরজাগুলো উম্মুক্ত করে দাও।

১৩৭. প্রভু! আমার জন্য তোমার কল্যাণ ও অনুগ্রহের দ্বারগুলো খুলে দাও।

১৩৮. তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময় এবং মাকরূহ সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে -(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২

কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীই নামায পড়ার স্থান।

২৯৮- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

২৯৮। আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র জমিনই নামায পড়ার উপযোগী।

এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবনে আব্বাস, হুযাইফা, আনাস, আবু উমামা ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

جُعِلَتْ لِىَ الاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

"সমগ্র জমিনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র হওয়ার মাধ্যম বানানো হয়েছে।"

আবু ঈসা বলেন, আবু সাঈদের হাদীসটি আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে দুটি ধারায় বর্ণিত হয়েছে। একটি ধারায় আবু সাঈদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অপর ধারায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ বর্ণনাটিকে মুদতারিব (গোলমেলে) বলা হয়েছে। সুফিয়ান সাওরী– আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রটিই অধিকতর সহীহ ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩

মসজিদ নির্মাণের ফযীলাত।

২৯৯- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ .

২৯৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করেন –(বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর, উমার, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, ইবনে আব্বাস, আইশা, উম্মে হাবীবা, আবু যার, আমর ইবনে আবাসা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা, আবু হুরায়রা ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى قَيْسٍ عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا .

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে চাই তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করেন।"

এ হাদীসটি আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ ইবনে লাবীদ মহানবী (সা)–কে পেয়েছেন এবং মাহমূদ ইবনে রাবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁরা উভয়ে মদীনার বালক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ।

٣٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

৩০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক কবর যিয়ারতকারিণীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের অভিসম্পাত করেছেন –(আ, দা, না, ই)।[১৩৯]

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫

মসজিদে ঘুমানো।

٣٠١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

১৩৯ কবরে সিজদা করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাতে বাতি জ্বালানো হারাম (নিষিদ্ধ)। মেয়েরা অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতা প্রকাশ না করলে পর্দা রক্ষা করে আপন আত্মীয়–স্বজনের কবর যিয়ারত করতে পারে– [দ্র মাআরিফুস সুনান (তিরমিযীর ভাষ্য), ইউসুফ বিন্নূরী, করাচী সং, ৩খ, পৃ. ৩০৭–৯] (অনু.)।

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ .

৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমরা তখন যুবক ছিলাম –(বু,ই)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। একদল মনীষী মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "মসজিদকে দিনের বা রাতের শোয়ার স্থানে পরিণত কর না।" মনীষীদের একদল ইবনে আব্বাসের মতকেই গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬

মসজিদের মধ্যে ক্রয়–বিক্রয়, হারানো জিনিস অনুসন্ধান এবং কবিতা আবৃত্তি করা মাকরূহ।

٣٠٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

৩০২। আমর ইবনে শুআইব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা পাঠ করতে, ক্রয়–বিক্রয় করতে এবং জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন –(আ, দা, না, ই)।[১৪০]

---

১৪০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে মসজিদে কবিতা আবৃতি করার অনুমতি আছে। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অপর এক হাদীসে মসজিদে কবিতা আবৃতি করা জায়েয বলা হয়েছে। অবশ্য এ দুটি হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ হাদীসে শুধু 'তানাশুদ'কেই নিষেধ করা হয়েছে। তানাশুদ বলা হয় কবিতা আবৃত্তির মজলিসে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি করা। নিজস্ব রচিত কবিতার দ্বারা অন্যের কবিতা খণ্ডন করা। তবে মসজিদে সাহিত্যের আলোচনা করা এবং কবিতা শিক্ষা দেয়া জায়েয আছে। যেমন মসজিদে কোন ব্যক্তি কোন কবিতার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তাকে সে কবিতার অর্থ বলে দেয়া জায়েয। কোন কোন লোকের মতে তানাশুদ অর্থ সুললিত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করা এবং গান গাওয়া। মসজিদে এরূপ গান গাওয়া কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই–(মাহমূদ)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ) বলেন, আমি দেখেছি, ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যরা নিজেদের মতের সপক্ষে এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) আরও বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে শুআইব (রহ) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)–র নিকট হাদীস শুনেছেন। আবু ঈসা বলেন, কতিপয় লোক আমর ইবনে শুআইবের হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, আমর তাঁর দাদার লিখিত সহীফা (সংকলিত হাদীসগ্রন্থ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মনে হয় তাঁরা একথাই বলতে চান যে, আমর ইবনে শুআইব তাঁর দাদার কাছ থেকে এসব হাদীস শুনেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমাদের মতে আমর ইবনে শুআইবের হাদীসটি দুর্বল।

একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মসজিদে ক্রয়–বিক্রয় করা মাকরূহ বলেছেন। আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাবিঈদের একদল মনীষী এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। মহানবী (সা)–এর কয়েকটি হাদীস থেকে মসজিদে কবিতা পাঠের অনুমতির কথা জানা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭

যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

٣٠٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اُنَيْسِ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اِمْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى فَقَالَ الْخُدْرِىُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الاٰخَرُ هُوَمَسْجِدُ قُبَاءٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ هُوَ هٰذَا يَعْنِىْ مَسْجِدَهُ وَفِىْ ذٰلِكَ خَيْرٌ كَثِيْرٌ .

৩০৩। আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুদরা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং আমর ইবনে আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি 'তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ' কোনটি–তা নিয়ে সন্দেহে পতিত হল। খুদরা গোত্রের লোকটি বলল, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ (মদীনার মসজিদ)। অপর ব্যক্তি বলল, এটা কুবার মসজিদ। বিষয়টি নিয়ে তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হল। তিনি বললেন ঃ এটা এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী। এ মসজিদে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে –(বু, মু)।[১৪১]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮

কুবার মসজিদে নামায পড়া।

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَبْرَدِ مَوْلَى بَنِىْ خَطْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْاَنْصَارِىَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ .

৩০৪। উসাইদ ইবনে যুহাইর আল–আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ছিলেন। তিনি (সা) বলেন, কুবার মসজিদে নামায পড়লে উমরা করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর থেকে আবু উসামা কর্তৃক

১৪১· তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "তাতে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করা পসন্দ করে" – (তওবা ঃ ১০৮)।

মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী মসজিদে কুবায় অবস্থানকারীদের প্রশংসায় নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কুবায় অবস্থানকারীদের নিকট যান। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি ধরনের পবিত্রতা এখতিয়ার করেছ যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা উত্তরে বলেন, আমরা পায়খানা বা পেশাবের পর পানি ব্যবহার করে থাকি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটাই সেই পবিত্রতা। এ ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই আয়াত মসজিদে কুবার অধিবাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

পক্ষান্তরে এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে নববীর ভিত্তিই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ এ সম্পর্কে সাহাবী যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি উত্তরে বলেন, "হুয়া হাযা" (সেটা হল এই মসজিদ)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, উল্লেখিত আয়াত মসজিদে নববী সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এ বিরোধের সমাধান দিতে গিয়ে কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন, এই আয়াত দুইবার নাযিল হয়েছে, একবার মসজিদে নববীর শানে। আর একবার মসজিদে কুবার শানে। কিন্তু উস্তাদ মাহমূদুল হাসানের মতে এ ব্যাখ্যা সুদূর পরাহত। সাহাবীদের মতবিরোধ ছিল অন্য অর্থে। এক সাহাবীর মতে এই ফযীলাত ও মর্যাদা শুধু কুববাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা)–র মতে আয়াত যদিও কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছে, কিন্তু মসজিদে নববীর সাহাবীরা ও এ ফযীলাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা উসূলে তাফসীরের নীতিমালা অনুসারে আয়াত কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও তার হুকুম সাধারণ এবং সর্বব্যাপীও হতে পারে – (মাহমূদ)।

বর্ণিত এ হাদীসটি ছাড়া উসাইদের আর কোন সহীহ হাদীস আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯

কোন্ মসজিদ সবচেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ।

٣٠٥- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই মসজিদে এক রাকআত নামায পড়া অন্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম, কিন্তু মসজিদুল হারাম ব্যতীত।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি আবু হুরায়রার কাছ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, মাইমূনা, আবু সাঈদ, জুবাইর ইবনে মুতইম, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, ইবনে উমার ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

৩০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি মসজিদ ছাড়া অপর কোথাও (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না। এ মসজিদগুলো হল, মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা –(বু, মু, দা, না, দার, আ)।[১৪২]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

১৪২. এ হাদীসের সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে দলীল নিয়ে কোন কোন আলেম বলেন, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ। অপর আলেমদের মতে এ হাদীস থেকে দলীল নিয়ে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করা ঠিক হবে না। কেননা আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে "মুসতাসনা" এবং "মুসতাসনা মিনহু" একই জাতীয় হতে হবে। কাজেই এ হাদীসে মুসতাসনা মিনহু হচ্ছে "মাসাজিদ' শব্দটি। অতএব হাদীসের অর্থ হবে, তিনটি মসজীদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুতরাং হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ এটা হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০

মসজিদে পদব্রজে যাতায়াত।

٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّـوَارِبِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَـوْنَ وَلٰكِنِ ائْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেলে তোমরা দৌড়ে বা তাড়াহুড়া করে এসো না, বরং ধীরেসুস্থে হেঁটে এসো। জামাআতে যতটুকু পাও পড়ে নাও, যতটুকু ছুটে যায় তা সালামের পরে পূর্ণ কর –(বু, মু, অন্যান্য)।

এ অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা, উবাই ইবনে কাব, আবু সাঈদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মসজিদে হেঁটে আসা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। এক দলের মতে, তাকবীরে উলা (তাকবীরে তাহরীমা) ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে জলদি করে আসবে। তাদের কারো করো সম্পর্কে এ পর্যন্তও বর্ণিত আছে, তাঁরা দৌড়ে এসে নামায ধরতেন। অপর দল দৌড়ে আসা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা ধীরেসুস্থে, শান্তভাবে আসাই পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের প্রবক্তা। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে আবু হুরায়রার হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইসহাক বলেছেন, তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দৌড়ে এসে জামাআত ধরাতে কোন দোষ নেই। আরো কয়েকটি সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আবদুর রায্যাকের বর্ণনাটি ইয়াযীদ ইবনে যুরাই–এর বর্ণনার চেয়ে অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১

মসজিদে বসা ও নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

٣٠٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

জমহুরের মতে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে এ যুগে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ হওয়াই উত্তম। কেননা এতে দীনের ক্ষতি হয় এবং বিদআতের প্রচলন ঘটে। যেমন মুর্খ ব্যক্তিরা বলে থাকে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরির মাযার একবার যিয়ারত করলে দুই হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায় –(মাহমূদ)।

لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا وَلاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى الْمَسْجِدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُوْتَ وَمَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ فُسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ .

৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ফেরেশতারা ততক্ষণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরহু আল্লাহুম্মারহামহু।" হাদাস (উযু ছুটে) না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য এ দোয়া চলতে থাকে। হাদরামাওতের এক ব্যক্তি বলল, হে আবু হুরায়রা! হাদাস কাকে বলে? তিনি বললেন, বায়ু নির্গত হওয়া – (বু, মু, অন্যান্য)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২

চাটাইর উপর নামায পড়া।

٣٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى الْخُمْرَةِ

৩০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন –(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মে হাবীবা, ইবনে উমার, উম্মে সালামা, আইশা, মাইমূনা ও উম্মে কুলসূম বিনতে আবু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় আলেম এ হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, চাটাইয়ের উপর নামায পড়া মহানবী (সা) থেকেই প্রমাণিত। আবু ঈসা বলেন, 'খুমরা' অর্থ ছোট চাটাই অথবা মাদুর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩

মাদুরের উপর নামায পড়া।

٣١٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى حَصِيْرٍ .

৩১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদুরের উপর নামায পড়েছেন।

হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মনীষী মাটিতে নামায পড়া মুস্তাহাব মনে করেছেন –(মু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪
বিছানার উপর নামায পড়া।

٣١١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتّٰى كَانَ يَقُوْلُ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

৩১১। আবু তাইয়াহ আদ–দুবাঈ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)–কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃত্রিম লৌকিকতা পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন ঃ হে·আবু উমায়ের! কোথা তোমার নুগায়ের (লাল পাখি)। রাবী বলেন, আমাদের বিছানা পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়া হল, তিনি তার উপর নামায পড়লেন –(বু, মু, না, ই, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ বিছানা ও কার্পেটের উপর নামায পড়া আপত্তিকর মনে করেন না। আহমাদ এবং ইসহাকও এ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫
বাগানের মধ্যে নামায পড়া।

٣١٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ فِى الْحِيْطَانِ .

৩১২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের মধ্যে নামায পড়া পছন্দ করতেন।

এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা এ হাদীসটি শুধু হাসান ইবনে আবু জাফরের সূত্রেই

জানতে পেরেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও অন্যান্যরা হাসান ইবনে আবু জাফরকে যঈফ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬

নামাযীর সামনে অন্তরাল (সুতরা) রাখা।

٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِىْ مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ .

৩১৩। মূসা ইবনে তালহা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তালহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের সামনে হাওদার খুঁটির ন্যায় কিছু রেখে দেয়, অতঃপর তার দিকে নামায পড়ে তখন খুঁটির বাইরে দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে কোন পরোয়া নেই।

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, সাহল ইবনে আবু হাসমা, ইবনে উমার, সাবরা ইবনে মাবাদ, আবু জুহাইফা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামের সুতরাই (অন্তরাল) মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭

নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ।

٣١٤- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَرْسَلَ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً .

৩১৪। বুসর ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (র) আবু জুহাইমের কাছে লোক পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করা। আবু জুহাইম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত তার কত বড় গুনাহ হয়, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা নিজের জন্যে উত্তম মনে করত। আবু নাদর বলেন, তিনি (আবু জুহাইম) কি চল্লিশ দিনের না চল্লিশ মাসের না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন :

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَاَنْ يَّقِفَ اَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ .

"তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে একশত বছর অপেক্ষা করা অধিক কল্যাণকর।"

এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ আল-খুদরী, আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ। তবে কেউ অতিক্রম করলে তাতে নামাযীর নামায নষ্ট হবে বলে তাঁরা মনে করেন না।

অনুচ্ছেদ : ১৩৮

নামাযীর সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না।

٣١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ الْفَضْلِ عَلَى اَتَانٍ فَجِئْنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ بِمِنًى قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ .

৩১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গাধীর পিঠে ফযলের পিছনে সওয়ার ছিলাম। আমরা মিনায় পৌছলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। আমরা এর পিঠ থেকে নেমে (নামাযের) কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। গাধীটা কাতারের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তাতে তাদের নামায নষ্ট হয়নি -(বু, মু, অন্যান্য)।

আবু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাসের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা,

ফযল ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে, কোন জিনিস নামায নষ্ট করতে পারে না। সুফিয়ান সাওরী এবং শাফিঈও একথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯

কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কিছু নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না।

٣١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصُورُ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُـولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاٰخِـرَةِ الرَّحْلِ اَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ لِاَبِىْ ذَرٍّ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ وَمِنَ الْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَاَلْتَنِىْ كَمَا سَاَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

৩১৬। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)–কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে তখন তার সামনে হাওদার পিছনের কাঠের মত কিছু (অন্তরাল) না থাকলে কালো কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক তার নামায নষ্ট করে দিবে।[১৪৩] আমি আবু যার (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, কালো কুকুর এমন কি দোষ করল, অথচ লাল অথবা সাদা কুকুরও তো রয়েছে? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমিও তোমার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ কালো কুকুর শয়তান সমতুল্য।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, হাকাম আল–গিফারী, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কিছু সংখ্যক মনীষী এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়; কিন্তু গাধা এবং স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ইমাম ইসহাক বলেন, কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়। এ ছাড়া আর কোন কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না।

১৪৩. এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী (রহ) বলেন ঃ "নামাযীর সামনে অন্তরাল রাখা সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, মহানবী (সা) নামাযীর সামনে সুতরা (লাঠি বা অন্য কিছু) রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তার কারণ বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪০

এক কাপড়ে নামায পড়া।

٣١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩১৭। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মে সালামা (রা)–র ঘরে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছেন – (বু, মু)।[১৪৪]

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরায়রা, জাবির, সালামা ইবনে আকওয়া, আনাস, আমর ইবনে আবু উসাইদ, আবূ সাঈদ, কাইসান, ইবনে আব্বাস, আইশা, উম্মে হানী, আম্মার ইবনে ইয়াসির, তলক ইবনে আলী ও উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, একই কাপড়ে নামায পড়া হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কতিপয় আলেম বলেছেন, দুই কাপড়ে নামায পড়া উচিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪১

কিবলা শুরু হওয়ার বর্ণনা।

٣١٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

সুতরার ব্যবস্থা না করে খোলা জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ায়, তবে তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, স্ত্রীলোক ইত্যাদি অতিক্রম করতে পারে। একথা শুনে কতিপয় লোক বলতে লাগল, নামাযীর সামনে দিয়ে এসব প্রাণী অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আইশা (রা) একথা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ "তাহলে স্ত্রীলোক তো খুব একটা খারাপ জানোয়ার! তোমরা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমতুল্য করে দিলে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে জানাযার লাশের মত আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম" (রাসায়েল–মাসায়েল, ২য় খণ্ড)। আইশা (রা) উল্লেখিত হাদীসটিকে অশুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ ও ৪৮২ নম্বর হাদীস দেখুন (অনু)।

১৪৪. তৎকালীন আরবের অনেক লোকই এক কাপড়ে সমস্ত শরীর আবৃত করত, ভিতরে কোন লুঙ্গি বা পাজামা থাকত না। এ ধরনের কাপড় যে পদ্ধতিতে পড়া হয় তাকে ইসতেমাল বলে (অনু)।

فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَوَجَّهَ الَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذٰلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ مَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ رُكُـوْعٌ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ قَدْ وَجَّـهَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ .

৩১৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর থেকে ষোল অথবা সতের মাংস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক বাসনা ছিল কাবার দিকে ফিরে নামায পড়া। অতঃপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমার বারবার আকাশের দিকে মুখ করে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তোমার আকাংখিত কিবলার দিকে আমরা তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে মসজিদে হারামের[১৪৫] দিকে তোমার মুখ ফিরাও" (সূরা আল–বাকারা ঃ ১৪৪)। তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরালেন, আর তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে আসরের নামায পড়ার পর আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে আসরের নামাযের রুকূর মধ্যে ছিলেন। লোকটি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তিনি এইমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এসেছেন। রাবী বলেন, তারা রুকূর অবস্থায়ই ঘুরে গেলেন –(বু, মু, না, ই, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, বারাআর হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, উমারা ইবনে আওস, আমর ইবনে আওফ ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوْا رُكُوْعًا فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

৩১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা তখন ফযরের নামাযের রুকূতে ছিলেন – (বু, মু, অন্যান্য)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

---

১৪৫. মসজিদে হারাম অর্থ— সম্মান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পন্ন মসজিদ। এ দ্বারা ইবাদতের সেই স্থানকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যস্থলে কাবাঘর অবস্থিত। বাইতুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরে এবং কাবা ঘর মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত (অনু)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২

পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা।

٣٢. – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ مَعْشَرٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা অবস্থিত – (না, ই, মা)।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবু মাশারের স্মরণশক্তি সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। মুহাম্মাদ বলেন, আমি তার কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করি না, অন্য লোকেরা তার কাছ থেকে বর্ণনা করে থাকে। মুহাম্মাদ বলেন, আবু মাশারের বর্ণনার চেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের বর্ণনাটি অধিক শক্তিশালী এবং সহীহ।

٣٢١ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُمِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

৩২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে কিবলা অবস্থিত –(ই)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসটি মহানবী (সা)–এর একাধিক সাহাবা বর্ণনা করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব ও ইবনে আব্বাস (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِيْنِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ اِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ .

"যখন তুমি পশ্চিমকে ডান দিকে এবং পূর্বকে বাম দিকে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াও তখন এই উভয় দিকের মধ্যবর্তী দিকগুলো কিবলার দিক।"[১৪৬]

---

১৪৬. হাদীসটি মদীনায় বর্ণিত হয়েছে। অন্যথায় আমাদের কিবলা হল ঃ দক্ষিণকে বাম পাশে এবং উত্তরকে ডান পাশে রেখে এর মধ্যবর্তী দিকগুলো (অনু.)।

ইবনুল মুবারক বলেন, পূর্ব–পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকগুলো প্রাচ্যবাসীদের কিবলা। তিনি মরুবাসীদের জন্য বাঁ দিক কিবলা নির্দিষ্ট করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৩

যে ব্যক্তি বৃষ্টি–বাদলের কারণে অন্যদিকে ফিরে নামায পড়ে।

٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وكِيْعُ اَخْبَرَنَا اَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدِ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلٰى حِيَالِه فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ .

৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আমের) বলেন, আমরা এক অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কিবলা যে কোন্ দিকে তা আমরা ঠিক করতে পারলাম না। আমাদের প্রত্যেকে যার যার সামনের দিকে ফিরে নামায পড়ল। সকাল বেলা আমরা এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। এ প্রসংগে এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র। যে দিকে তুমি মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান"– (দারু কুতনী, ই, বা)। (সূরা আল–বাকারাঃ ১১৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। এ হাদীসের রাবী আশআম ইবনে সাঈদ একজন দুর্বল রাবী। আমরা শুধু তাঁর মাধ্যমেই হাদীসটি জানতে পেরেছি।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, মেঘের কারণে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে নামায পড়া হল, অতঃপর নামাযশেষে জানা গেল যে, কিবলার দিক ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামায পড়া হয়েছে, এ অবস্থায় নামায শুদ্ধ হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ, (আবূ হানীফা) ও ইসহাক এ মতের সমর্থক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৪

কোথায় এবং কিসের দিকে ফিরে নামায পড়া মাকরূহ।

٣٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُصَلِّيْ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ

وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَــةِ الطَّرِيْقِ وَفِى الْحَمَّامِ وَفِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ .

৩২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ঃ আবর্জনার স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উট (পশু)–শালায় এবং বাইতুল্লাহর (কাবা ঘরের) ছাদে।

٣٢٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَنَحْوَهُ .

৩২৪। ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে আবু মারসাদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমারের হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। যায়েদ ইবনে জাবীরার স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে। লাইস ইবনে সাদ–আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল–উমারীর সনদ পরম্পরায় ইবনে উমারের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সনদ সূত্রটি প্রথম সূত্রটির চেয়েও দুর্বল। কতিপয় হাদীস বিশারদ আল–উমারীর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। সমালোচকদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল–কাত্তান অন্যতম। অতএব তুলনামূলকভাবে প্রথম বর্ণনাটিই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫

ছাগল ও উটশালায় নামায পড়া।

٣٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَــى بْنُ اٰدَمُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ا بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

৩২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছাগলের ঘরে নামায পড়তে পার কিন্তু উটশালায় নামায পড়বে না – (আ, ই)।[১৪৭]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

১৪৭. ছাগল–ভেড়ার ঘরে পাক স্থানে নামায পড়াতে আক্রান্ত হওয়ার কোন আশংকা নাই। কিন্তু

٣٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ اَوْ بِنَحْوِهِ .

৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ...উপরের হাদীসের অনুরূপ।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটি মাওকূফ হাদীসরূপেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে সামুরা, বারাআ, সাবরা ইবনে মাবাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, ইবনে উমার ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আমাদের সাথীরা এই হাদীস অনুসারে আমল করেন। আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেন।

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

৩২৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীশালায় নামায পড়েছিলেন – (বু, মু, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৬

চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে অবস্থানকালে জন্তুটি যে দিকে মুখ করে আছে সেদিকে ফিরে নামায পড়া।

٣٢٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُوْدُ اَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

৩২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি তাঁর

উট–গরু–মহিষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অন্যথায় যে কোন পাক স্থানে নামায পড়া যায় (অনু)।

সওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়ছেন এবং সিজদাতে রুকূ অপেক্ষা অধিক নীচু হচ্ছেন – (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, জাবিরের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনে উমার, আবু সাঈদ ও আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি জাবিরের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সব বিশেষজ্ঞ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আমরা তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনরূপ মতভেদ খুঁজে পাইনি। জন্তুযান যেদিকে মুখ করে থাকে আরোহী সেদিকে ফিরেই নফল নামায পড়তে পারে, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চাই জন্তুযান কিবলার দিকে হোক বা অন্য দিকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৭

জন্তুযানের দিকে ফিরে নামায পড়া।

٣٢٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى اِلٰى بَعِيْرِهِ اَوْ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ .

৩২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট অথবা বাহনের দিকে (বাহন সামনে রেখে) নামায পড়েছেন। জন্তুযান তাঁকে নিয়ে যেদিকে চলত তিনি সেদিকে ফিরেই (ফরয ছাড়া অন্যান্য) নামায পড়তেন–(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, উটকে অন্তরাল বানিয়ে (নামাযীর সামনে রেখে) নামায পড়াতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৮

রাতের খাবার উপস্থিত হওয়ার পর নামায শুরু হলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৩৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয় এবং নামাযের ইকামতও দেওয়া হয় তখন আগে খাবার খেয়ে নাও –(বু, মু, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে উমার, সালামা ইবনুল আকওয়া ও উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, আবূ বাকর, উমার ও ইবনে উমার (রা) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন ঃ যদি নামাযের জামাআতও হারাবার সম্ভাবনা থাকে তবুও আগে খাবার খেয়ে নিবে। ওয়াকী (রহ) এ হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, যদি খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে প্রথমে আহার করে নিবে। মহানবী (সা)–এর কতিপয় সাহাবা উল্লেখিত হাদীসের এই তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন যে, মন যদি কোন জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবে তখন নামায পড়বে না। এই মতের অনুসরণ করাই শ্রেয়। খাবারের ব্যাপারটাও তদ্রূপ, সুতরাং আহারই আগে সেরে নিবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন,

لاَ نَقُوْمُ اِلَى الصَّلاَةِ وَفِىْ اَنْفُسِنَا شَىْءٌ .

"মনের কোন চিন্তা বা ব্যস্ততা থাকলে আমরা নামাযে দাঁড়াই না।"

ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

"যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় এবং নামাযেরও ইকামত দেওয়া হয় তখন প্রথমে আহার করে নাও।"

ইমামের কিরাআতের শব্দ শুনার পরও ইবনে উমার (রা) "প্রথমে খাবার খেয়ে নিতেন" (বু, মু, দা)।[১৪৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৯

তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়া অনুচিৎ।

٣٣١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمَدَانِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعُسُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

১৪৮. হানাফী মাযহাব মতে ক্ষুধার তীব্রতা থাকলে প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে, অতঃপর নামায পড়বে। ক্ষুধার তীব্রতা না থাকলে আগে জামাআতে নামায পড়ে নিবে (অনু)।

৩৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসলে সে যেন প্রথমে ঘুমিয়ে নেয়। তাতে তার ঘুমের আবেশ কেটে যাবে। কেননা সে যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়ে তবে এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, সে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিবে –(বু, মু, অন্যান্য)

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫০

কোন সম্প্রদায়ের সাথে দেখা–সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের ইমাম হওয়া উচিৎ নয়।

٣٣٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبَانَ ابْنِ يَزِيْدَ الْعَطَارِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فِىْ مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتّٰى اُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ اَتَقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ .

৩৩২। আবু আতীয়া (রহ) থেকে বর্ণিত। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা) আমাদের নামাযের স্থানে (মসজিদে) এসে আমাদের সাথে আলাপ–আলোচনা করতেন। একদিন নামাযের সময় হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, সামনে যান (ইমামতি করুন)। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ সামনে যাক। আমি সামনে না যাওয়ার কারণ তোমাদের বলব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের মধ্যেরই কেউ যেন ইমামতি করে –(আ, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ সাহাবা ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামতি করার ব্যাপারে বাড়িওয়ালাই সাক্ষাতপ্রার্থীর চেয়ে অধিক হকদার। কতিপয় মনীষী বলেছেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে আগন্তুকের ইমাম হওয়াতে কোন দোষ নেই। ইমাম ইসহাক কঠোরতার সাথে বলেছেন, বাড়িওয়ালা অনুমতি দিলেও আগন্তুকের ইমামতি করা উচিত নয়। ঠিক তেমনিভাবে মসজিদেও ইমামতি করবে না, বরং তাদেরই কেউ ইমামতি করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫১

ইমামের কেবল নিজের জন্য দোয়া করা মাকরূহ।

٣٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ .

৩৩৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন লোকের পক্ষেই তার ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হালাল (জায়েয) নয়। যদি সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে সে যেন বিনা অনুমতিতেই তার ঘরে প্রবেশ করল। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে লোকদের ইমামতি করে এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করে। যদি সে এরূপ করে তবে সে যেন প্রতারণা (বিশ্বাসভংগ) করল। পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়েও কেউ যেন নামাযে না দাঁড়ায় - (আ, দা, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি পৃথক পৃথকভাবে আবু উমামা ও আবু হুরায়রা (রা)-ও মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে সাওবানের বর্ণনাসূত্রটি অধিকতর শক্তিশালী এবং মশহুর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫২

লোকদের অসন্তোষ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করা।

٣٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ

৩৩৪। হাসান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন। তা হল ঃ যে ব্যক্তি মুসল্লীদের অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে; যে নারী স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত কাটায় এবং যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনেও তাতে সাড়া

দেয় না (জামাআতে উপস্থিত হয় না) –(ই, দা)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, তালহা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আনাসের হাদীটি সহীহ নয়। কেননা এটি হাসানের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম আহমাদ এ হাদীসের অধঃস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে যঈফ এবং তাঁর স্মরণশক্তি মোটেই প্রখর নয়।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, লোকেরা যদি ইমামকে খারাপ জানে তবে তাদের ইমামতি করা তার জন্য মাকরূহ। কিন্তু ইমাম যদি যালেম না হয় তবে যারা তাকে খারাপ জানে তারা গুনাহগার হবে। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যদি এক, দুই অথবা তিনজন লোক তাকে খারাপ জানে তবে তার ইমামতি করাতে কোন দোষ নেই। হাঁ যদি অধিকাংশ মুক্তাদী তাকে খারাপ জানে তবে তাদের ইমামতি করা তাঁর জন্য ঠিক হবে না।

٣٣٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ كَانَ يُقَالُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اِثْنَانِ امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ .

৩৩৫। আমর ইবনুল হারিস ইবনে মুস্তালিক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে, দুই ব্যক্তির উপর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঃ যে নারী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করে এবং কোন সম্প্রদায়ের ইমাম যাকে তারা অপছন্দ করে।

জারীর বলেন, মানসূর বলেছেন, আমরা ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল, এটা যালেম ইমাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে ইমাম সুন্নাত (ইসলামী বিধান) কায়েম করে, তাকে অপছন্দকারী গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।

٣٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ .

৩৩৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না (কবুল হয় না)। পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ তার মনিবের কাছে ফিরে না আসে; যে মহিলা তার স্বামীর

অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত কাটায় এবং যে ইমামকে তার দলের লোকেরা পছন্দ করে না।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৩

ইমাম যখন বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও বসে নামায পড়।

٣٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلّٰى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ .

৩৩৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। তিনি বসে বসে আমাদের নামায পড়ালেন, আমরাও তাঁর সাথে বসে বসে নামায পড়লাম। নামায থেকে অবসর হয়ে তিনি বলেন ঃ ইমাম এজন্যই করা হয় যাতে তার অনুসরণ করা হয়। যখন সে আল্লাহু আকবার বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূতে যাবে তোমরাও রুকূতে যাবে; যখন সে মাথা তুলবে তোমরাও মাথা তুলবে; যখন সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'রব্বানা লাকাল হামদ' বল; যখন সে সিজদায় যায় তোমরাও সিজদায় যাও; যখন সে বসে নামায পড়ে তোমরা সবাইও বসে নামায পড় –(বু, মু, মা)।[১৪৯]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবনে উমার ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর কতিপয় সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, উসাইদ ইবনে হুদাইর, আবু হুরায়রা (রা) ও অন্যান্যরা রয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, ইমাম বসে নামায পড়লেও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি তারা বসে নামায পড়ে তবে তাদের নামায হবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনে আনাস, ইবনুল মুবারক, (আবু হানীফা) ও শাফিঈ একথা বলেছেন।

---

১৪৯. জমহুরের মতে হাদীসের এ অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন সময়ে ইমামতির হাদীসের দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা এ সময়ে নবী (সা) বসে ইমামতি করেছিলেন, সাহবীরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন। আর এটা ছিল মহানবী (সা) এর শেষ জীবনের ঘটনা –(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৪

একই বিষয় সম্পর্কে।

٣٣٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ قَاعِداً .

৩৩৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করলেন ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আবু বাকর (রা)-র পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। আইশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ جَالِساً فَصَلُّوْا جُلُوْساً .

"ইমাম যখন বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও বসে নামায পড়"।

وَرُوِيَ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِيْ مَرَضِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَصَلَّى اِلَى جَنْبِ اَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِاَبِيْ بَكْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

আইশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে আসলেন। আবু বাকর (রা) তখন লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি আবু বাকরের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। লোকেরা আবু বাকরের ইমামতীতে নামায পড়ল"। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন,

وَرُوِيَ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ قَاعِداً

নবী (সা) আবু বাকরের পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন।[১৫৫]

وَرُوِيَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ .

একইভাবে আনাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে, নবী (সা) আবু বাকর (রা)-র পিছনে বসে বসে নামায পড়েছেন।

٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ قَاعِدًا فِىْ ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

৩৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় এক কাপড় পরিধান করে আবু বাকর (রা)-র পিছনে বসে বসে নামায পড়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি আনাস (রা)-র কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বর্ণনায় সাবিতের নাম উল্লেখ করা হয়নি।। যেসব বর্ণনাকারী সাবিতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তাদের সূত্রটিই অপেক্ষাকৃত সহীহ।

অনুচ্ছেদ : ১৫৫

ইমাম যদি দু'রাকআত পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়।

٣٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِىْ فَعَلَ.

৩৪০। শাবী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুগীরা ইবনে শোবা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ তাঁকে শুনিয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলল। তিনিও তাদের সাথে সুবহানাল্লাহ বললেন। নামায শেষ করে তিনি সালাম ফিরালেন অতঃপর সহু (ভুলের) সিজদা করলেন। তিনি বসা অবস্থায় তাদেরকে বললেন, (নামাযে ভুল হওয়ায়) তিনি (মুগীরা) যেরূপ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে ঠিক এরূপই করেছেন।

---

১৫০. আইশা (রা) তাঁর বিস্তারিত হাদীসে বলেছেন, লোকেরা আবু বাক্‌র (রা)-র নামাযের অনুসরণ করছিল। সুতরাং আইশা (রা)-র বর্ণিত প্রথম হাদীসের অর্থ এই যে, নবী (সা) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন সময় এক দিন ঘর থেকে বের হন। তিনি মসজিদে এসে আবু বাক্‌র (রা)-র পেছনে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পাশে বসে পড়েন। আবু বাক্‌র (রা) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি বুঝতে পারেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করেন এবং পেছনে সরে আসেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হয়ে অবশিষ্ট নামায পড়ান। অবশিষ্ট এ নামাযে আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ইকতিদা করেন এবং লোকেরা আবু বাক্‌র (রা)-র অনুসরণ করে -(মাহমূদ)।

এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে আমের, সাদ ও আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, মুগীরা (রা)-র হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আবী লাইলার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইবনে আবী লাইলার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, ইবনে আবী লাইলা একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করি না। কেননা তিনি সহীহ এবং যঈফ হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। এ ধরনের যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করি না। সুফিয়ান সাওরীও তাঁর সনদ পরম্পরায় মুগীরার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সূত্রের একজন রাবী জাবির আল-জুফীকে কতিপয় হাদীস বিশারদ জঈফ বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদী তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

আলেমগণ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি (ভুলে) দ্বিতীয় রাকআতে না বসেই দাঁড়িয়ে যায় তবে সে অবশিষ্ট নামায পড়তে থাকবে এবং পরে দুটো সিজদা করে নিবে। একদল বলেছেন, সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা করবে। অন্যদল বলেছেন, সালাম ফিরানোর পর সিজদা করবে। যারা সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা করার রায় দিয়েছেন তাদের হাদীস অধিকতর সহীহ। তাদের পক্ষের হাদীসটি যুহরী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী-আবদুর রহমানের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِه سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৩৪১। যিয়াদ ইবনে ইলাকা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুগীরা ইবনে শোবা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাকআত পড়ে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের লোকেরা তাঁকে শুনিয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলল। তিনি তাদেরকে ইশারায় বললেন, দাঁড়িয়ে যাও। নামায শেষ করে তিনি সালাম ফিরালেন, অতঃপর দুটি ভুলের সিজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৬

প্রথম দুই রাকআতের পর বসার পরিমাণ।

٣٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا اَبُــوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَــنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْــنِ الْاَوَّلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَىَ الرَّضْفِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فَاَقُوْلُ حَتّٰى يَقُوْمَ فَيَقُوْلُ حَتّٰى يَقُوْمَ .

৩৪২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম দুই রাকআত পড়ার পর বসতেন, তখন মনে হত যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন (অল্প সময় বসতেন)। শোবা বলেন, সাদ কিছু বলে ঠোঁট নাড়ছিলেন [অর্থাৎ মহানবী (সা) কিছু পড়তেন]। আমি তখন বললাম, অতঃপর তিনি উঠে যেতেন? তিনি বললেন, হাঁ তিনি অতঃপর উঠে যেতেন –(আ, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা এ পন্থাই অনুসরণ করেছেন, কোন লোক প্রথম দুই রাকআতের পরের বৈঠক যেন লম্বা না করে এবং তাশাহ্হুদের পর অন্য কিছু না পড়ে। তাঁরা আরো বলেছেন, তাশাহ্হুদের পর অধিক কিছু পড়লে দুটি সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে। শাবী ও অন্যান্যরা (আবু হানীফা) এরূপই বলেছেন।[১৫১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৭

নামাযের মধ্যে ইশারা করা।

٣٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْــرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ

---

১৫১. এ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার অভিমত এ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার একটি স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে। এক সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। নবী (সা) তাঁকে স্বপ্নযোগে বলেন, "নামাযে আমার উপর কেউ ভুল করে দুরূদ পড়লে তুমি তার উপর সাহু সিজদা করা"

ওয়াজিব মনে কর। ইমাম আবু হানীফা এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর দুরূদ পড়ার কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব মনে করি না। বরং এটা আপনার প্রদর্শিত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই সাহু সিজদা করা ওয়াজিব মনে করি। কেননা আমাকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, "আপনি দুই রাকআত অন্তে এত দ্রুত উঠে পড়তেন যেন আপনি গরম পাথরের উপর বসা রয়েছেন।" কারো কারো বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র)

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ اِلَيَّ اِشَارَةً وَقَالَ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ اِشَارَةً بِاِصْبَعِهِ .

৩৪৩। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নামাযে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইশারায় আমার সালামের উত্তর দিলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি এটাই জানি যে, তিনি (সুহাইব) বলেছেন, তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে বিলাল, আবু হুরায়রা, আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, সুহাইবের হাদীসটি হাসান।

٣٤٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ .

৩৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে থাকতেন তখন তাঁকে সাহাবাগণ সালাম দিলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন? তিনি বলেন, তিনি হাত দিয়ে ইশারা করতেন –(দা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। যায়েদ ইবনে আসলাম– ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

قُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ (يَصْنَعُ) حَيْثُ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَانَ يَرُدُّ اِشَارَةً .

আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা যখন আমর ইবনে আওফ গোত্রের মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করত তখন তিনি কিভাবে তাদের সালামের উত্তর দিতেন? তিনি বললেন, তিনি ইশারায় উত্তর দিতেন (না, ই, দার)।[১৫২]

মহানবী (সা)–এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আপনার ওপর দুরূদ পড়ার কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না, বরং অমনোযোগী হয়ে আপনার উপর দুরূদ পড়ার কারণেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় –(মাহমূদ)।

১৫২. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলা এবং সালামের আদান–প্রদান করা জায়েয ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এ সুযোগ রহিত হয়ে গেছে। এখন নামাযের মধ্যে এসব কাজ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে (অনু)।

এ দুটি হাদীসই আমার কাছে সহীহ। কেননা উভয় হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ইবনে উমার (রা) উভয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হতে পারে তিনি উভয়ের কাছেই শুনেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৮

পুরুষদের সুবহানাল্লাহ ও নারীদের হাততালি।

٣٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ইমাম যখন নামাযে ভুল করে তাকে সতর্ক করার জন্য) পুরুষ মুক্তাদীগণ সুবহানাল্লাহ বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা 'হাততালি' দিবে (বু, মু, দা, না, ই, আ)।[১৫৩]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, সাহল ইবনে সাদ, জাবির, আবু সাঈদ ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রা) বলেন, আমি মহানবী (সা)–এর কাছে ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি নামাযের মধ্যে থাকলে 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৯

নামাযের মধ্যে হাই তোলা মাকরূহ।

٣٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاؤُبُ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ .

৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তা ফিরাতে সাধ্যমত চেষ্টা করে।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ আল–খুদরী এবং আদী ইবনে সাবিতের দাদা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমদের একটি দল নামাযের মধ্যে হাই তোলা মাকরূহ মনে করেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আমি কাশি দিয়ে হাই তোলা প্রতিরোধ করি–(বু, দা, না)।

---

১৫৩. ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ বাঁ হাতের তালুতে মারতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬০

বসে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়।

٣٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلاَّهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلاَّهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

৩৪৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ব্যক্তির বসে বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (নফল) নামায পড়ে সেটাই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায পাঠকারীর অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘুমে আড়ষ্ট অবস্থায় বা শুয়ে নামায পড়ে তার জন্য বসে বসে নামায পাঠকারীর অর্ধেক সওয়াব রয়েছে –(বু, দা, না)।[১৫৪]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস ও সাইব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১৫৪. ঘুমের অবস্থায় নামায পড়লে বসে বসে নামায পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে। জমহুরের মতে কোন অপারগতা ছাড়া ঘুমে আড়ষ্ট অবস্থায় এবং চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়েয নেই। অবশ্য এ হাদীস কি ধরনের অবস্থায় প্রযোজ্য তা নির্ধারণ করা একটি কঠিন ব্যাপার। এ হাদীসকে ঘুমন্ত ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য করা ঠিক হবে না। কারণ ঘুমে রত অবস্থায় নামায পড়লে নামাযই হবে না, অর্ধেক সওয়াব হওয়া তো দূরের কথা। আর যদি বলা হয়, এ হাদীস রুগ্ন ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, তবে তাকে শুধু অর্ধেক সওয়াব দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ রুগ্ন ব্যক্তির বসে বসে নামায পড়া সুস্থ ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান।

অতএব কোন কোন আলেমের মতে এ হাদীস এমন ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হবে যে পুরাপুরি সুস্থ্যও নয় এবং পুরাপুরি অসুস্থও নয়। অর্থাৎ সে এমন রোগী যে, বসে নামায পড়লে আরাম বোধ করে, দাঁড়িয়ে নামায পড়া যদিও তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এটা তার জন্য কষ্টকর। এ অবস্থায় সে বসে নামায পড়লে তার দাঁড়িয়ে নামায পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাবে। অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তি কষ্ট করে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যে সওয়াব পেত বসে নামায পড়লে তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। তার এ সওয়াব সুস্থ ব্যক্তির সওয়াবের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ নয়। কেননা সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যে সওয়াব পাবে রুগ্ন ব্যক্তি বসে নামায পড়লেও সেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে। আর শরীআতের দৃষ্টিতে যে রোগীর বসে বসে নামায পড়া জায়েয আছে সে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তাকে সুস্থ ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামায পড়ার দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তির কষ্ট সহকারে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও বসে বসে নামায পড়লে তাকে তার দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব দেয়া হবে –(মাহমূদ)।

٣٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

৩৪৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুগ্ন ব্যক্তির নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়; যদি দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হও তবে বসে নামায পড়; যদি বসে নামায পড়তে সক্ষম না হও তবে (শুয়ে) কাত হয়ে নামায পড়।

কতিপয় মনীষীর মতে নফল নামাযের জন্য এ অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلّٰى صَلاَةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا .

৩৪৯। হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, বসেও পড়তে পারে এবং শুয়েও পড়তে পারে।

যে অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামায পড়ার শক্তি রাখে না তার নামায পড়ার নিয়মের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, সে ডান কাতে শুয়ে নামায পড়বে। অপর দল বলেছেন, সে চিত হয়ে পা কিবলার দিকে রেখে নামায পড়বে। এ হাদীস সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, 'বসে নামায পড়লে যে অর্ধেক সওয়াব' তা সুস্থ ব্যক্তির জন্য এবং যার দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। কেউ যদি রোগ অথবা অন্য কোন ওজরের কারণে বসে নামায পড়ে, তবে এক্ষেত্রে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির সমানই সওয়াব পাবে। কোন কোন হাদীসে সুফিয়ান সাওরীর এ মতের সমর্থন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬১

নফল নামায বসে পড়া।

٣٥٠- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلّٰى فِىْ سُبْحَتِهٖ قَاعِدًا حَتّٰى كَانَ قَبْلَ وُفَاتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ فَاِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ سُبْحَتِهٖ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا .

৩৫০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের এক বছর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁকে বসে বসে নফল নামায পড়তে দেখিনি। অতঃপর তিনি বসে বসে নফল নামায পড়তেন এবং সূরাসমূহ ধীরেসুস্থে থেমে থেমে পড়তেন। এতে তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হত –(আ, মু, না)।

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মে সালামা এবং আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে এরূপও বর্ণিত হয়েছে।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ قَدْرُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

وَرُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَاعِدًا فَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ .

"তিনি রাতের বেলা বসে নামায পড়তেন। কিরাআতের তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তা পড়ে রুকূ–সিজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেও তিনি এরূপ করতেন। আরো বর্ণিত আছে, তিনি বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন, রুকূ–সিজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। তিনি বসে কিরাআত পাঠ করলে রুকূ–সিজদাও বসে করতেন।"

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, উভয় হাদীস অনুযায়ী আমল করা যায়। অর্থাৎ উভয় হাদীসই সহীহ এবং তদনুযায়ী আমল করার উপযুক্ত।

٣٥١- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৩৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায পড়লে কিরাআতও বসে পড়তেন। তাঁর কিরাআতের তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করতেন, অতঃপর রুকূ-সিজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেও তিনি এরূপ করতেন – (বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٣٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِه قَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِداً فَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

৩৫২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে আইশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁকে (আইশাকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আইশা (রা) বললেন, তিনি কখনও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার কখনও দীর্ঘ রাত ধরে বসে নামায পড়তেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন, তখন রুকূ-সিজদাও দাঁড়ানো অবস্থায় করতেন। তিনি বসে কিরাআত পড়লে রুকূ-সিজদাও বসে করতেন।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬২

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ঃ আমি শিশুদের কান্না শুনলে নামায সংক্ষেপ করি।

٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ فَاُخَفِّفُ مَخَافَةً اَنْ تُفْتَتَنَ اُمُّهُ .

৩৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি নামাযের মধ্যে শিশুর কান্না শুনতে পেলে তার মায়ের উদ্বিগ্ন হওয়ার আশংকায় আমি নামায সংক্ষেপ করি –(আ, বু, মু, ই)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ কাতাদা, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৩

দোপাট্টা পরিধান ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কার নামায কবুল হয় না।

٣٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الْحَائِضِ الاَّ بِخِمَارٍ .

৩৫৪। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের নামায কবুল হয় না (আ, দা, ই)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মনীষীগণ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, কোন মহিলা বালেগ হওয়ার পর নামাযের সময় মাথার চুলের কিছু অংশ খোলা রাখলে তার নামায জায়েয হবে না। ইমাম শাফিঈ এমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, তার শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকলে তার নামায হবে না, হাঁ পায়ের পাতার পিঠ খোলা থাকলে নামায হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৪

নামাযের মধ্যে সাদল করা (কাঁধের উপর কাপড় লটকে রাখা) মাকরূহ।[১৫৫]

٣٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ .

৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে সাদল করতে নিষেধ করেছেন – (আ, দা, হা)।

এ অনুচ্ছেদে আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি আমরা আতার সূত্রে মারফূ হিসাবে জানতে পারিনি, ইসল ইবনে সুফিয়ানের সূত্রে জানতে পেরেছি।

নামাযের মধ্যে বন্ধনহীনভাবে কাপড় ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের একদল এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

তাঁরা আরো বলেছেন, ইহূদীরা এরূপ করে। অপর দল বলেছেন, এক কাপড়ে নামায পড়লে বন্ধনহীনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। জামার উপর কাপড়ে সাদল করা

---

১৫৫. মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে বিনা বাঁধনে তা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়াকে সাদল বলে (অনু)।

হলে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আহমাদ এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল মুবারক নামাযের মধ্যে সাদল করা মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৫

নামাযের মধ্যে পাথর—টুকরা অপসারণ করা মাকরূহ।

٣٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلاَ يَمْسَحُ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ .

৩৫৬। আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের কাঁকর না মোছে। কেননা তখন 'রহমত' তার সামনে থাকে– (দা, না, ই)।

এ হাদীসটি হাসান।

٣٥٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً .

৩৫৭। মুআইকীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে কাঁকর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তা সরানো একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে একবার মাত্র সরাবে।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, হুযাইফা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মুআইকীব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে,

"মহানবী (সা) নামাযের মধ্যে কাঁকর পরিষ্কার করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন, যদি তা সরানো একান্তই দরকার হয় তবে একবারই সরাও"।

মনে হয় তিনি একবার এটা সরানোর অনুমতি দিয়েছে। মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৬

নামাযের মধ্যে (মাটিতে) ফুঁ দেওয়া মাকরূহ।

٣٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا مَيْمُوْنُ اَبُو

حَمْزَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا لَنَا يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ .

৩৫৮। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফলাহ্ নামের যুবককে দেখলেন, সে যখন সিজদায় যায় তখন ফুঁ দিয়ে ধূলা সরায়। তিনি বললেন ঃ হে আফলাহ! তোমার চেহারায় ধূলাবালি লাগতে দাও।

আহমাদ ইবনে মানী বলেন, আব্বাস (রা) নামাযের মধ্যে ফুঁ দেয়া মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলেছেন, এরূপ করলে নামায অবশ্য নষ্ট হবে না। অপর এক বর্ণনায় এ যুবকের নাম 'রাবাহ' বলে উল্লেখ আছে। আবু ঈসা বলেন, উম্মে সালামার হাদীসের সনদ তেমন একটা সুবিধাজনক নয়। মাইমুন আবু হামাযাকে কতিপয় বিশেষজ্ঞ দুর্বল বলেছেন। নামাযের মধ্যে ফুঁ দেয়া সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, নামাযের মধ্যে ফুঁ দিলে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ এ মত পোষণ করেছেন। অপর দল বলেছেন, এটা মাকরূহ, তবে এতে নামায নষ্ট হবে না। আহমাদ ও ইসহাক একথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৭

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

٣٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

৩৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে কোমরে হাত রেখে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন –(বু, মু, দা, না, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ কোমরে হাত দিয়ে নামাযে দাঁড়ানো মাকরূহ বলেছেন। অপর একদল মনীষী কোমরে হাত রেখে হাঁটা মাকরূহ বলেছেন। বর্ণিত আছে, শয়তান পথ চলার সময় কোমরে হাত রেখে পদচারণা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৮

চুল বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ।

٣٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِىْ قَفَاهُ

فَحَلَّهَا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا فَقَالَ اَقْبِلْ عَلٰى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ .

৩৬০। আবূ রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাসান ইবনে আলী (রা)–র কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তাঁর চুল ঘাড়ের কাছে বাঁধা ছিল। তিনি (আবূ রাফে) তা খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) রাগান্বিত হয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি (আবূ রাফে) বললেন, নামাযে মনোনিবেশ কর, রাগ কর না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা (রাগ) শয়তানের অংশ –(ই, দা)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উম্মে সালামা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা ঘাড়ের কাছে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৯

নামাযের মধ্যে বিনয় ও ভীতি।

٣٦١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلاَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهُّدٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ وَتَذَرُّعٌ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا كَذَا.

৩৬১। ফযল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায দুই দুই রাকআত; প্রতি দুই রাকআত পর তাশাহ্হুদ পড়তে হবে; নামাযীকে বিনয়ী হতে হবে, মিনতির সাথে প্রার্থনা করতে হবে; কপর্দকহীন হতে হবে। এ অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দরবারে নিজের দু'হাত তুলবে, হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকবে, অতঃপর বলবে, হে প্রভু, হে প্রতিপালক। যে ব্যক্তি এরূপ না করবে তার নামায এরূপ এবং এরূপ হবে।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনুল মুবারক ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ হাদীসের শেষের অংশ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ (বিনয়–নম্রতা অবলম্বন) করল না তার নামায পূর্ণাঙ্গ হল না।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি, শোবা এ হাদীসটি আবদে রব্বিহি ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কয়েকটি জায়গায় ভুল করেছেন। অতএব শোবার বর্ণিত হাদীসের চেয়ে লাইসের বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭০

নামাযের মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢোকানো মাকরূহ।

٣٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَلاَةٍ .

৩৬২। কাব ইবনে উযরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করে নামায পড়ার সংকল্প নিয়ে মসজিদের দিকে যেতে থাকে তখন সে যেন নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা সে তখন নামাযের মধ্যেই আছে –(ই, আ, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শারীক তাঁর সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি আবু হুরায়রার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাসূত্রটি সুরক্ষিত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭১

নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা (দাঁড়ানো)।

٣٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

৩৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ধরনের নামায উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো হয় –(ই, আ, মু)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে হাবশী ও আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি জাবিরের কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭২

অধিক পরিমাণে রুকূ–সিজদা করা (নামায পড়া)।

٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ وَثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللّٰهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّيْ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُ عَمَّا سَاَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

৩৬৪। মাদান ইবনে আবু তালহা আল–ইয়ামুরী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা)–র সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে কল্যাণ দান করবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আমার প্রশ্নে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তুমি অবশ্যই অধিক সিজদা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যেকোন বান্দাহ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। মাদান বলেন, অতঃপর আমি আবু দারদা (রা)–র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও সাওবানের কাছে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাই করলাম। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সিজদা করতে থাক। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন (আ, মু, দা)।

আবু ঈসা বলেন, অধিক রুকূ-সিজদা সম্পর্কিত সাওবান ও আবু দারদা (রা)–র হাদীসদ্বয় হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু ফাতিমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল আলেম বলেছেন, নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা অধিক রুকূ সিজদা করার চেয়ে উত্তম। অপর দল বলেছেন, দীর্ঘ কিয়ামের তুলনায় অধিক রুকূ–সিজদা করা উত্তম। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর হাদীস দুটি থেকে উভয় মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়, তাতে কোন ফায়সালা নাই। ইসহাক বলেন, দিনের বেলা অধিক রুকূ–সিজদা এবং রাতের বেলা দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম। হাঁ যদি কোন ব্যক্তি রাতের কিয়ামের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেয় তবে অধিক রুকূ সিজদা করাই উত্তম। কেননা সে তার নির্দিষ্ট সময়ও পূর্ণ করবে আর অধিক রুকূ সিজদারও সওয়াব পাবে এবং কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে। আবূ ঈসা বলেন, ইমাম ইসহাকের এ মতের সমর্থনে মহানবী (সা)–এর আমল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি রাতে দীর্ঘ কিয়াম করতেন এবং দিনে অধিক রুকূ–সিজদা করতেন (অনেক রাকআত নামায পড়তেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৩

নামাযরত অবস্থায় সাপ–বিছা হত্যা করা।

٣٦٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায়ও দুটি কালো প্রাণী অর্থাৎ সাপ এবং বিছা হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন (বু, মু, দা, না, ই)।[১৫৬]

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর একদল সাহাবা ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। কতিপয় মনীষী নামাযরত অবস্থায় সাপ–বিছা মারা মাকরূহ বলেছেন। ইবরাহীম বলেছেন, নামাযের মধ্যে একটা ব্যস্ততা রয়েছে। (তিরমিযী বলেন) প্রথম কথাটাই অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদঃ ১৭৪

সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসিজদা করা।

٣٦٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ

১৫৬· হানাফী মতে দুই–তিন আঘাতে মারতে পারলে নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু ততোধিক আঘাত করলে নামায ফাসেদ হবে। কেননা তা আমলে কাসীর (অধিক কাজ) বলে গণ্য হবে (অনু·)।

عَـنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَـلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ .

৩৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আল–আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে (দ্বিতীয় রাকআতে) বসার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি তাকবীর সহকারে দুটি সিজদা করলেন। তাঁর সাথের লোকেরাও সিজদা করলেন। ভুলে পরিত্যক্ত বসার পরিবর্তে এ সিজদা –(বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالَا اَخْبَـرَنَا هِشَامٌ عَـنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَالسَّائِبَ الْقَارِيَّ كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ .

৩৬৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা ও সায়েব আল–কারী (ফারিসী রা.) সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাহুসিজদা করতেন।

কতিপয় মনীষী উল্লেখিত হাদীস অনুসারে আমল করার কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, সাহুসিজদা সালাম ফিরানোর পূর্বেই করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, এ হাদীস (সাহুসিজদা সম্পর্কিত) অন্যান্য হাদীসগুলোকে মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে। মহানবী (সা) শেষের দিকে এ নিয়মেই সাহুসিজদা করেছেন।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাহুসিজদা করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনার হাদীসকে কেন্দ্র করে সাহুসিজদার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সিজদা কি সালাম ফিরানোর পূর্বে করবে না পরে করবে?[১৫৭]

---

১৫৭. নামাযে ভুল করার কারণে যে দুটি সাহু সিজদা দিতে হয় তা সালাম ফেরাবার আগে দিতে হয় না সালাম ফেরাবার পর? ইমাম আবু হানীফার মতে সালাম ফেরাবার আগেও সাহু সিজদা দেয়া যেতে পারে এবং সালাম ফেরাবার পরেও দেওয়া জায়েয আছে। তবে তাঁর মতে প্রথম সালামের পর এবং দ্বিতীয় সালামের আগে সাহু সিজদা দেওয়া উত্তম। ইমাম আবু হানীফার দৃষ্টিতে এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই আমলের উপযোগী। ইমাম শাফিঈর মতে ইবনে

সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীদের মতে সালাম ফিরানোর পর সাহুসিজদা করতে হবে। আর এক দল মনীষীর মতে, সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসিজদা করতে হবে। মদীনার অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ যেমন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, রবীআ ও অন্যান্যরা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈও একথা বলেছেন। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোন কাজ অতিরিক্ত করে ফেললে সালাম ফিরানোর পর সাহুসিজদা করবে। আর কোন কাজ কম করে ফেললে (যেমন প্রথম বৈঠক বাদ পড়া) সালামের পূর্বে সিজদা করবে।

ইমাম আহমাদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছ থেকে সাহুসিজদার হাদীসগুলো ঠিক যেখানে যেভাবে এসেছে ঠিক সেখানে সেভাবেই আমল করতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যোহর অথবা আসরের দ্বিতীয় রাকআতে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলে ইবনে বুহাইনার হাদীস অনুযায়ী সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসিজদা করবে। যদি যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে তবে সালাম ফিরানো পর সিজদা করবে। যদি যোহর ও আসরে দুই রাকআত পড়ার পর ভুলে সালাম ফিরায় তবে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরানোর পর সাহুসিজদা করবে। অর্থাৎ অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নিবে। যেসব ভুল–ক্রটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু উল্লেখ করেননি সেসব ক্ষেত্রে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসিজদা করবে। ইমাম ইসহাকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে যেসব ভুল–ক্রটির ব্যাপারে মহানবী (সা)–এর কোন আমলের উল্লেখ নাই সেসব ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমাদের সাথে একমত হননি। তিনি বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোন কাজ বেশী করে ফেললে সালাম ফিরানোর পর সাহুসিজদা করবে; আর কোন কাজ কম করে ফেললে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসিজদা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৫

সালাম ও কথাবর্তা বলার পর সাহুসিজদা করা।

٣٦٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ

বুহাইনার হাদীস তার পরবর্তী হাদীসের হুকুম রহিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ যে হাদীসে সালাম ফেরাবার পর সাহু সিজদা দেয়ার হুকুম এসেছে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নবী (সা) কোন্ হাদীস আগে বলেছেন এবং কোন্ হাদীস পরে বলেছেন এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ছাড়া কোন একটির মানুসূখ হওয়ার দাবি করা সঠিক হতে পারে না। কেননা দুটি দিক সম্পর্কেই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাওলী এবং ফেলী উভয় ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা সালাম ফেরাবার পর সিজদা সাহু দেওয়ার নিয়ম গ্রহণ করেছেন। সুনানে আবু দাউদে এর পক্ষে হাদীসও বর্ণিত আছে। তা এইঃ "নামাযে ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সিজদা দিতে হবে।" কোন কোন হাদীসে সালামের আগে সিজদা দেয়ার যে বর্ণনা এসেছে তা নবী (সা) জায়েয বর্ণনার উদ্দেশ্যে করেছেন – (মাহমূদ)।

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيْتَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

৩৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন।[১৫৮] তাঁকে বলা হল, নামায কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? সালাম ফিরানোর পর তিনি দুটি সিজদা করলেন –(বু, মু, দা, না, ই, আ)।[১৫৯]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٣٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ .

৩৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলার পর সাহুসিজদা করেছেন –(মু)।

---

১৫৮. কোন কোন হাদীসবিশারদের মতে যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লে তা জায়েয হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইসহাকও এই মত পোষণ করেন। অপর এক দল আলেমের মতে চতুর্থ রাকআতে তাশাহ্হুদ পড়ার পরিমাণ সময় না বসলে এ নামায জায়েয হবে না। আলেমদের মাঝে এ মতবিরোধের মূল কারণ হচ্ছে শেষ বৈঠক ফরয হওয়া বা না হওয়াকে কেন্দ্র করে। যে সকল আলেম শেষ বৈঠক ফরয মনে করেন, তাদের মতে চতুর্থ রাকআতে না বসলে নামায জায়েয হবে না। আর যারা শেষ বৈঠক ফরয মনে করেন না তাদের মতে চতুর্থ রাকআতে না বসলেও নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং কুফার আলেমদের মতে শেষ বৈঠক ফরয। তাদের দলীল এই যে, নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–কে বলেন ঃ "তুমি তাশাহ্হুদ পড়লে এবং শেষ বৈঠক করলে তোমার নামায পুরা হয়ে যাবে।"

কেননা উসূলে ফিক্হের নীতি অনুযায়ী খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস আকীদা সম্পর্কিত কোন ফরয হুকুম প্রমাণ করে না। কিন্তু আমল সম্পর্কিত ফরয নির্দেশ প্রমাণ করে। এ ছাড়া হানাফী আলেমরা শুধু হাদীস দিয়েই শেষ বৈঠককে ফরয প্রমাণ করেন না, পবিত্র কুরআনের হুকুম থেকেও তারা শেষ বৈঠককে ফরয প্রমাণ করেন। কুরআনের হুকুম সংক্ষিপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ (রা)–কে শেষ বৈঠক করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কুরআনের সংক্ষিপ্ত নির্দেশের ব্যাখ্যাস্বরূপ –(মাহমূদ)।

১৫৯. বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীসের শেষের অংশ নিম্নরূপ ঃ "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেরূপ ভুলে যাও আমিও তদ্রূপ ভুলে যাই। সুতরাং আমি যখন ভুলে যাই তোমরা তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য সে যেন চিন্তা করে; অতঃপর চিন্তার ফলের ভিত্তিতে অবশিষ্ট নামায সমাপ্ত করে; অতঃপর সালাম ফিরিয়ে ভুলের জন্য দুটি সিজদা করে" (অনু)।

এ অনুচ্ছেদে মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিতআছে।

৩৭. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ .

৩৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলের সিজদা দুটো সালাম ফিরানোর পর করেছেন –(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

একদল মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি ভুলে যোহরে পাঁচ রাকআত নামায পড়ে ফেলে তবে তার নামায জায়েয হবে, সে যদি চতুর্থ রাকআতে নাও বসে থাকে, তবে দুটি ভুলের সিজদা করবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ কথা বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কতিপয় কুফাবাসী বলেছেন, যদি যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়া হয় এবং চতুর্থ রাকআতে তাশাহ্হুদের পরিমাণ সময় না বসা হয়ে থাকে তবে এ নামায ফাসেদ বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৬

সাহুসিজদায় তাশাহ্হুদ পড়া।

৩৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهٰى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৩৭১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নামায পড়ালেন। তিনি ভুল করলেন, অতঃপর দুটি সিজদা করলেন, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন –(দা, হা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমরান ইবনে হুসাইনের অপর বর্ণনায় আছে ঃ নবী (সা) আসরের তৃতীয় রাকআতে ছিলেন। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, তার নাম ছিল খিরবাক (বা যুল–ইয়াদাইন) –(মু, দা, না,ই)।

সিজদায় সাহুর পর তাশাহ্হুদ পড়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, সিজদা করার পর তাশাহ্হুদ পড়বে, অতঃপর সালাম ফিরাবে। অপর

দল বলেছেন, সিজদায় সাহুর পর তাশাহ্হুদ নাই, সালামও নাই। সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা করলে তাশাহ্হুদ পড়বে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদায় সাহু করলে তাশাহ্হুদ পড়বে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৭

যে ব্যক্তি নামাযে কম অথবা বেশী পড়ার সন্দেহে পতিত হল।

٣٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ سَعِيْدٍ اَحَدُنَا يُصَلِّىْ فَلاَ يَدْرِىْ كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৩৭২। ইয়াদ ইবনে হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কেউ নামায পড়ল কিন্তু তার মনে নাই সে কত রাকআত পড়ল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ল, কিন্তু বলতে পারছে না সে কত রাকআত পড়ল, সে বসা অবস্থায়ই দুটি সিজদা করবে –(মু, দা, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। এই অনুচ্ছেদে উসমান, ইবনে মাসউদ, আইশা,আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আবু সাঈদের কাছ থেকে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا شَكَّ فِى الْاِثْنَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اِثْنَتَيْنِ وَيَسْجُدُ فِىْ ذٰلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

"যদি তোমাদের কেউ এক এবং দুই রাকআতের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় (এক রাকআত পড়েছে না দুই রাকআত পড়েছে) তবে সে এক রাকআতই হিসাবে ধরবে। যদি সে দুই এবং তিন রাকআতের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় তবে দুই রাকআতই হিসাবে ধরবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে।"

আমাদের সাথীরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। এক দল আলেম বলেছেন, কত রাকআত পড়েছে তা ঠিক করতে পারছে না– এজাতীয় সন্দেহে পতিত হলে পুনর্বার নামায পড়বে।

٣٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِىْ اَحَدَكُمْ

فِىْ صَلاَتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِىَ كَمْ صَلَّى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৩৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের সময় শয়তান উপস্থিত হয়ে তার নামাযের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এমনকি সে (কোন কোন সময়) বলতে পারে না যে, সে কত রাকআত পড়েছে। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পতিত হলে সে যেন বসা অবস্থায়ই দুটি সিজদা করে – (বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٣٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى اَوْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى اَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلاَثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

৩৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন তার নামাযে ভুল করে অতঃপর সে বলতে পারছে না সে কি এক রাকআত পড়েছে না দুই রাকআত পড়েছে, এমতাবস্থায় সে এক রাকআতের উপরই ভিত্তি করবে। সে কি দুই রাকআত পড়েছে না তিন রাকআত—তা ঠিক করতে না পারলে দুই রাকআতকেই ভিত্তি ধরবে। সে তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত— তা ঠিক করতে না পারলে তিন রাকআতকেই ভিত্তি ধরবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে – (আ, ই, হা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আবদুর রহমান (রা)–র কাছ থেকে অপরাপর সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৮

যে ব্যক্তি যোহর বা আসরের দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরায়।

٣٧٥- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ تَمِيْمَةَ

السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ .

৩৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়ে অবসর হলেন। যুল-ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি ঠিক বলছে? লোকেরা বলল, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, অবশিষ্ট দুই রাকআত পড়ালেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর তাকবীর বললেন এবং পূর্বের সিজদার সমান অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সময় সিজদায় থাকলেন, অতঃপর তাকবীর বলে মাথা তুললেন। তিনি পুনর্বার সিজদায় গিয়ে পূর্বের সিজদার সমান বা তার চেয়ে অধিকক্ষণ সিজদায় কাটালেন -(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, ইবনে উমার ও যুল-ইয়াদাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসকে কেন্দ্র করে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কুফাবাসীদের একদল বলেছেন, যদি ভুলে অথবা অজ্ঞতাবশত অথবা যে কোন প্রকারে নামাযের মধ্যে কথা বলা হয় তবে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। কেননা এ হাদীসটি নামাযের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার। ইমাম শাফিঈর মতে উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ। তিনি এ হাদীসের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "রোযাদার যদি ভুলক্রমে পানাহার করে ফেলে তবে তাকে এ রোযা পুনর্বার রাখতে হবে না (কাযা করতে হবে না)। কেননা আল্লাহই তাকে এ রিযক দিয়েছেন"- মহানবী (সা)-এর এ হাদীসটির তুলনায় পূর্বোল্লেখিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। তিনি আরো বলেছেন, ফকীহগণ আবু হুরায়রার হাদীস অনুযায়ী রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা এবং ভুলে পানাহার করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

আবু হুরায়রার হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, নামায পূর্ণ হয়েছে এই মনে করে যদি ইমাম নামাযের মধ্যে কথা বলে এবং পরে জানতে পারে যে, নামায এখনও অবশিষ্ট রয়েছে—এ অবস্থায় সে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে (কথা বলায় নামায বাতিল হয়নি)। নামায এখনো অবশিষ্ট রয়েছে একথা জেনেও মুক্তাদী যদি কথা বলে তবে তাকে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। তিনি এ যুক্তি প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ফরয নামাযে (ওহীর মাধ্যমে) কম বেশী করা হত। এজন্য যুল-ইয়াদাইনের বিশ্বাস ছিল

হয়ত নামায পূর্ণ হয়েছে। তাই তিনি কথা বলেছেন, কিন্তু আজকাল এরূপ কথা চলবে না, কেননা এখন আর নামাযে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আজকাল আর যুল-ইয়াদাইনের মত (নামায কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে?) প্রশ্ন করা চলবে না। ইমাম ইসহাকও এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদের সাথে একমত।[১৬০]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৯

জুতা পরিধান করে নামায পড়া।

٣٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৬। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আবু সালামা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতা পরিধান করে নামায পড়েছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ -(বু, মু, অন্যান্য)।

আবু ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাবীবা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আমর ইবনে হুরাইস, সাদ্দাদ ইবনে আওস, আওস আস-সাকাফী, আবু হুরায়রা ও আতা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীসের অনুকূলে ফায়সালা গ্রহণ করেছেন (জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া বৈধ, যদি তাতে নাপাক না থাকে)।

---

১৬০. নামাযে ভুলবশত কথা বললে নামায নষ্ট হয় কি না তা নিয়ে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযে ভুল করে কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈর মতে নামাযে ভুল করে কথা বলা দূষণীয় নয় এবং তাতে নামাযও নষ্ট হয় না। ইমাম শাফিঈ এ অনুচ্ছেদের হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ভুল করে কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈর মতে এ ঘটনা নামাযে কথা বলা নিষেধ হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছে। তিনি তাঁর এ মতের পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যুল-ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি খাইবার যুদ্ধের পর ঈমান এনেছিলেন। এ যুদ্ধ মহানবী (সা)-এর হিজরতের সপ্তম বছরে সংঘটিত হয়। আর নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। সুতরাং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনার আগেই নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে, পরে নয়। কেননা আবু হুরায়রা (রা) তাঁর অপর বর্ণনায় বলেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন।" তিনি তাঁর আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, "আমি নামায পড়েছি।" এখানে আবু হুরায়রা (রা) মুতাকাল্লিমের সীগা (ক্রিয়াপদের উত্তম পুরুষের রূপ) ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা)-র এ হাদীসের অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশ নাই।

ইমাম আবু হানীফা তাঁর মতের পক্ষে দলীল নিয়েছেন যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)–র হাদীস দিয়ে। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাযরত অবস্থায় পরস্পর কথা বলতাম। অতপর মহান আল্লাহর বাণী নাযিল হয়, "তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত হয়ে দাঁড়াও" –(বাকারাঃ ২৩৮)। এরপর আমাদেরকে নামাযে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।" এ হাদীসে স্পষ্টভাবে মদীনায় হিজরতের পর নামাযে কথা বলা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ভুল ভ্রান্তির সাথে কথা বলাকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। অর্থাৎ নামাযে ভুল করে কথা বলারও অনুমতি নেই।

হানাফীদের পক্ষ থেকে এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের জবাবে বলা হয়, ইমাম শাফিঈর দলীলের ভিত্তি এ কথার উপর যে, যুল–ইয়াদাইন এবং যুশ–শিমালাইনের সাথে আবু হুরায়রা (রা)–র সাক্ষাত প্রমাণিত হয়েছে। আর যুশ–শিমালাইন (রা) বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। শায়েখ মাহমূদুল হাসানের মতে শাফিঈপন্থীদের এ বর্ণনা সঠিক নয়। নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুল–ইয়াদাইন এবং যুশ–শিমালাইন একই ব্যক্তি ছিলেন। যেমন ইমাম নাসাঈর বর্ণনা, ইমাম যুহরীর বক্তব্য এবং রিজালশাস্ত্র (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থ) থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া কামূস নামক অভিধানের রচনাকারীর মত একজন কট্টর শাফিঈপন্থীর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে, যুল–ইয়াদাইন এবং যুশ–শিমালাইন একই ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর সাথে আবু হুরায়রা (রা)–র সাক্ষাত হয়নি। এতদ্ব্যতীত হানাফীরা এটাও স্বীকার করেন না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়ার পর যুল–ইয়াদাইনের সাথে ভুলবশতঃ কথা বলেছেন। বরং তাঁর কথোপকথন ছিল ইচ্ছাকৃত। যেমন অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ নবী (সা) দুই রাকআত নামায পড়ে তাঁর কামরায় ঢুকে পড়েন। তখন যুল–ইয়াদাইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় গিয়ে নামায কম হওয়ার ঘটনা বলেন। নবী (সা) বলেন, এসব কিছুই ঘটেনি। যুল–ইয়াদাইন বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! এর কিছুটা ঘটেছে। এ কথা শুনে নবী (সা) ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের একটি খামের নিকট পৌঁছে এক হাতের আংগুল অপর হাতের আংগুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁড়ান এবং কথা বলেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এ সব কথাবার্তাকে ভুলবশতঃ বলেছেন বলে চিহ্নিত করা সত্যই ইনসাফ এবং সত্যনিষ্ঠার পথ থেকে চোখ বুঝে থাকা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কেননা এ কথা সবারই জানা যে, এ ধরনের বিতর্ক, প্রশ্ন এবং জবাব শুধু ইচ্ছাকৃতভাবেই হতে পারে, ভুলবশতঃ নয়। এ মতের সমর্থনে মহানবী (সা)–এর আর একটি হাদীস পাওয়া যায়ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেনঃ আমি অবশ্যই একজন মানুষ। আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে অবহিত করে দিও।" এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)–এর এ সকল কথাবার্তা ভুলবশতঃ ছিল না। যদি তাই হত তাহলে প্রথমেই নবী (সা) এবং যুল–ইয়াদাইনের নামায নষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। এরপর নবী (সা) তাঁর হুজরায় প্রবেশ করেন, আবার সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং হেঁটে মসজিদের খামের নিকট গিয়ে দাঁড়ান। এ সকল কাজে তাঁকে কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরতে হয়েছে। এটা নামায নষ্ট হওয়ার আর একটি কারণ। এরপর তিনি সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেনঃ "যুল–ইয়াদাইন কি সত্য কথা বলেছে না মিথ্যা বলেছে? সাহাবীরা বললেন, হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! যুল–ইয়াদাইন সত্য কথা বলেছে।"

এই কথোপকথনের ফলে সাহাবীদের নামায নষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা শাফিঈ এবং হানাফী সকল আলেম একমত হয়ে বলেন, নামাযরত ব্যক্তি যদি প্রশ্নকারীর জবাবে হাঁ বলে, তবে তার

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮০

ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করা।

৩৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

৩৭৭। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করতেন (বু, মু, না, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং খুফাফ ইবনে আইমাআ ইবনে রাহাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ নিয়ে মতভেদ করেছেন। মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবী ও অন্যরা ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন। আহমাদ ও ইসহাক বলেন, আমাদের মতে ফজরে কোন কুনূত পাঠ করবে না। হাঁ যদি কোথাও মুসলমানদের উপর বিপদ এসে পড়ে তবে ইমাম সাহেব মুসলিম বাহিনীর জন্য দোয়া করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮১

কুনূত পরিত্যাগ করা।

৩৭৮- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ اَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ .

নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখানে সাহাবীগণ কর্তৃক মহানবী (সা)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সাহাবীদের এ সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ, তাঁর হেঁটে যাওয়া এবং কিবলার দিক থেকে মুখ ফেরানো এসব করতে অনেক সময় লেগেছে। সুতরাং কোন সুস্থ জ্ঞান এবং সঠিক বুদ্ধিমত্তা এ সকল কাজকে ভুলবশতঃ হয়েছে বলে গ্রহণ করতে পারে না। এতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সব কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে।

কারো কারো মতে যুল-ইয়াদাইনের এ ঘটনা নামাযে কথা বলা নিষেধ হওয়ার আগে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা আইনী (র) এ প্রসংগে বলেন, যুল-ইয়াদাইনের এ ঘটনায় হযরত উমার ফারূক (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং এতে জড়িত ছিলেন। অথচ তাঁর খেলাফতকালে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তিনি নামায পুনরায় শুরু থেকে পড়ার নির্দেশ দেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা নামাযে কথা বলা নিষেধ হওয়ার পূর্বে ঘটেছে। সুতরাং হানাফীদের অভিমত বিভিন্ন হাদীস এবং কুরআনের নির্দেশের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ নামাযে সাধারণভাবেই কথা বলা জায়েয নেই -(মাহমূদ)

৩৭৮। আবু মালিক আল–আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র, উমার ও উসমান (রা)–র পিছনে নামায পড়েছেন এবং এই কূফা শহরে প্রায় পাঁচ বছর যাবত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)–র পিছনে নামায পড়েছেন। তাঁরা কি কুনূত পড়তেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে বৎস! এটা তো বিদআত – (আ, ই, না)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অপর একটি সূত্রেও আবু মালিক আল-আশজাঈর কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, ফজরের নামাযে কুনূত পড়ে নিলে সেটাই উত্তম এবং যদি না পড়ে তাও উত্তম। কিন্তু তিনি না পড়াই অবলম্বন করেছেন। ইবনুল মুবারকের মতেও ফজরে কোন কুনূত নাই। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের রাবী আবু মালিক আল–আশজাঈর নাম সাদ ইবনে তারেক ইবনে আশয়াম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮২

নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে।

٣٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا .

৩৭৯। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি বের হল। আমি বললাম, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহে মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করে ফিরে বসলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযের

মধ্যে কে কথা বলেছে? কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না। তিনি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? এবারও কেউ কোন কথা বলল না। তিনি তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? (রাবী) রিফাআ ইবনে রাফে ইবনে আফরাআ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কথা বলেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে বললে? রাবী বলেন, আমি বলেছি, "আল্লাহর জন্য অশেষ প্রশংসা, পবিত্রময় প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা (এবং প্রশংসাকারীর জন্য) বরকতময় প্রশংসা যা আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি দেখছি তিরিশের অধিক ফেরেশতা তাড়াহুড়া করছে কে কার আগে এটা নিয়ে উপরে উঠবে।

আবু ঈসা বলেন, রিফাআর হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আনাস, ওয়াইল ইবনে হুজর ও আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় মনীষীর ধারণা হল, এটা নফল নামাযের ঘটনা ছিল। কেননা কয়েক জন তাবিঈ বলেছেন, যদি ফরয নামাযের মধ্যে কারো হাঁচি আসে তবে সে মনে মনে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে নিবে, এর অধিক নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮৩

নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হওয়া সম্পর্কে।

٣٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

৩৮০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ার সময় নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। কোন লোক তার পাশের লোকের সাথে কথা বলে নিত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল ঃ "নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাজত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের। আল্লাহর সামনে অনুগত সেবকের মত দন্ডায়মান হও" (সূরা আল–বাকারা ঃ ২৩৮)। অতঃপর আমাদেরকে (নামাযের মধ্যে) চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে (বু, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ হাদীস

অনুসারে আমল করেন। তাঁরা বলেন, নামাযের মধ্যে ইচ্ছায় অথবা ভুলে কথা বললে পুনর্বার নামায পড়তে হবে (সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম আবূ হানীফাও এমত পোষণ করেন)। ইমাম শাফিঈ বলেন, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নামাযের মধ্যে কথা বললে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। আর যদি ভুলে অথবা অজ্ঞতাবশতঃ কথা বলে তবে নামায জায়েয হবে (পুনর্বার পড়ার প্রয়োজন নেই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৪

তওবা করার সময় নামায পড়া।

٣٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اِنِّيْ كُنْتُ رَجُلاً اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهِ وَاِذَا حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ وَاِنَّهُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ .... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

৩৮১। আসমা ইবনে হাকাম আল–ফাযারী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)–কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনতাম, আল্লাহ যতটুকু চাইতেন আমি তা থেকে ফায়দা উঠাতাম। যখন তাঁর কোন সাহাবী আমার কাছে হাদীস বলতেন আমি তাঁকে শপথ করাতাম। সে যখন শপথ করে বলত আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবু বাক্‌র (রা) আমাকেও হাদীস বলেছেন, আর তিনি সত্যিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তি কোন গুনাহ করে বসবে, অতঃপর উঠে পবিত্রতা অর্জন করে কিছু নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। অতঃপর তিনি (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "যাদের অবস্থা এরূপ যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা তারা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তবে সংগে সংগেই তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে এবং তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের অন্যায় কাজ বারবার করে না"– (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫) –(আ)।

এ হাদীসটি হাসান। উসমান ইবনে মুগীরার সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু দারদা, আনাস, আবু উমামা, মুআয, ওয়াসিলা এবং আবুল ইয়ুসর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি শোবা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও মিসআর মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মিসআর অবশ্য মারফূ হিসাবেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৫

বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে।

٣٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ اَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ ابْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرَةٍ .

৩৮২। সাবরা ইবনে মাবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত বছর বয়সে বালকদের নামায শিখাও এবং দশ বছরে পদার্পণ করলে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈহিক শাস্তি দাও – (দা)।

আবু ঈসা বলেন, সাবরা ইবনে মাবাদের হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একথা বলেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, কোন বালক দশ বছরের পর নামায না পড়লে এগুলোর কাযা তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৬

তাশাহহুদ পড়ার পর উযু ছুটে গেলে।

٣٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ يَعْنِى الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ .

৩৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে

বাতকর্ম করে তবে তার নামায জায়েয হবে (পুনর্বার পড়তে হবে না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন একটা শক্তিশালী নয়। এর বর্ণনাকারীগণ তাদের বর্ণনায় গরমিল করেছেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে একদল মনীষী বলেছেন, তাশাহ্হুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসার পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম হলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। অপর একদল মনীষী বলেছেন, যদি তাশাহ্হুদ ও সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম হয় তবে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। ইমাম শাফিঈ একথা বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, যদি তাশাহ্হুদ না পড়ে সালাম ফিরানো হয় তবে নামায হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা হল সালাম।" আর তাশাহ্হুদ এমন কোন জরুরী বিষয় নয়। একদা মহানবী (সা) তাশাহ্হুদ না পড়েই দ্বিতীয় রাকআত থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায পূর্ণ করলেন। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেছেন, তাশাহ্হুদ পড়ার পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম হলে নামায জায়েয হবে। তিনি ইবনে মাসউদের হাদীসকে তাঁর মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা) তাঁকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় বললেন ঃ

اذَا فَرَغْتَ مِنْ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .

"যখন তুমি এটা পাঠ করে অবসর হলে, তখন তোমার দায়িত্ব শেষ হল।"

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের এক রাবী আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদকেও হাদীসবিশারদগণ দুর্বল বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল তাদের মধ্যে রয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৭

বৃষ্টির সময় ঘরে নামায পড়ে নিবে।

٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِىْ رَحْلِه .

৩৮৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার ইচ্ছা নিজের হাওদার। শিবিকা মধ্যে নামায পড়ে নিতে পারে (মু, দা, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, সামুরা, আবুল মালীহ

নিজ পিতার সূত্রে ও আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মনীষীগণ বৃষ্টি ও কাদা মাটির কারণে জামাআত ও জুমুআ পরিত্যাগ করে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ কথা বলেছেন।

আবু যুরআ বলেন, আফফান ইবনে মুসলিম (রহ) আমর ইবনে আলী (রহ)–এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু যুরআ আরো বলেন, আমি বসরায় আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনুশ শাযাকূনী ও আমর ইবনে আলী (রহ)–এর চেয়ে বড় হাফিজে হাদীস দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৮

নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করা।

٣٨٥- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ اَمْوَالٌ يُعْتِقُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ فَاِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلاَ يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ .

৩৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা আমাদের মত নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। তাদের সম্পদ আছে, তারা গোলাম আযাদ করতে পারে এবং দান–খয়রাত করতে পারে। তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা নামায পড়বে তখন (নামাযশেষে) তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ," চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" এবং দশবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পাঠ করবে। যারা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) তোমাদেরকে অতিক্রম করে গেছে এর দ্বারা তোমরা তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। আর যারা তোমাদের পিছে পড়ে আছে তারা তোমাদেরকে ধরতে পারবে না–(না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে কাব ইবনে উজরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, যায়েদ ইবনে সাবিত, আবু দারদা, ইবনে উমার ও আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَيَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَيُكَبِّرُهُ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ وَيُسَبِّحُ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا .

"দুটি বৈশিষ্ট্য যে মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তার একটি হল, প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ," তেত্রিশ বার "আলহামদু লিল্লাহ" এবং চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" পড়া। দ্বিতীয়টি হল, শোয়ার সময় দশবার "সুবহানাল্লাহ", দশবার "আলহামদু লিল্লাহ" এবং দশবার "আল্লাহু আকবার" পড়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৯

বৃষ্টি ও কাদার কারণে পশুর পিঠে নামায পড়া।

٣٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَانْتَهَوْا اِلٰى مَضِيْقٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاَذَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ يُوْمِئُ اِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ .

৩৮৬। আমর ইবনে উসমান ইবনে ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একবার তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলেন। তাঁদেরকে একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে অতিক্রম করতে হল। নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। উপর থেকে আসমান বৃষ্টিবর্ষণ করছিল এবং নীচে ছিল কর্দমাক্ত মাটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্তুযান থেকে আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। তিনি আপন সওয়ারীসহ সামনে আগালেন এবং তাদের নামায পড়ালেন। তিনি ইশারায় রুকূ সিজদা করলেন এবং রুকূর চেয়ে সিজদায় অধিক ঝুঁকলেন –(আ)।১৬১

১৬১. হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে বুঝা যায়, নবী (সা) এ অবস্থায় ইমামতি করে নামায পড়িয়েছিলেন। জমহুর আলেমরাও এ মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে এভাবে জামাআত করা সঠিক নয়। কেননা তাঁর মতে ইমাম এবং মুকতাদীর স্থান এক এবং অভিন্ন হতে

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। কেননা এক পর্যায়ে উমার ইবনে রিমাহ আল-বলখী একা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'তিনি পানি কাদার সময় বাহনের পিঠে নামায পড়েছেন।' বিশেষজ্ঞগণ বাহনের পিঠে বসে নামায পড়া জায়েয বলেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯০

নামাযে কষ্টস্বীকার করা।

٣٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اِنْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

৩৮৭। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সময় ধরে নামায পড়লেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে উঠল। তাঁকে বলা হল, আপনি এতো কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে! তিনি বললেন ঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না -(বু, মু, না, ই)?

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯১

কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে।

٣٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجُهْضَمِيُّ اَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ اِلَى اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يَّرْزُقَنِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِيْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

হবে। নবী (সা) এগিয়ে গিয়েছেন বলে হাদীসে যে উল্লেখ আছে তার জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এগিয়ে যাওয়া ইমামতির উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং নামাযের পদ্ধতি সাহাবীদের শিক্ষা দেয়ার জন্যই তিনি সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন -(মাহমূদ)।

وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ اِنْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৮৮। হুরাইস ইবনে কাবীসা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলাম এবং বললাম, "হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেককার সহযোগী দান কর।" রাবী বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)–র কাছে অবস্থান করলাম। আমি (তাঁকে) বললাম, আমি আল্লাহর কাছে একজন উত্তম সহযোগী চাইলাম। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। আশা করা যায় আল্লাহ আমাকে এর মাধ্যমে কল্যাণ দান করবেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত নামায পড়া হয়ে থাকে তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি নামায নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয নামাযের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি হয়ে থাকে তবে মহান প্রাচুর্যময় আল্লাহ বলবেন ঃ দেখ, বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর সমস্ত কাজের বিচার পর্যায়ক্রমে এভাবে করা হবে – (দা, না, আ)। [১৬২]

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে তামীম আদ–দারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আবু হুরায়রার কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯২

যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে তার প্রতিদান।

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

---

১৬২. "অতপর সমস্ত কাজের বিচার পর্যায়ক্রমে এভাবে করা হবে"।
হাদীসের এ অংশের দুইটি অর্থ হতে পারে। এক ঃ সকল ইবাদতের অবস্থা হবে নামাযের

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

৩৮৯। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা বার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করেন। এ সুন্নাতগুলো হল, যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকআত, এশার (ফরযের) পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত – (ই, না)।

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদে আইশা (রা)–র হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে উম্মে হাবীবা, আবু হুরায়রা, আবু মূসা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ মুগীরা ইবনে যিয়াদের স্মরণশক্তির (দুর্বলতার) সমালোচনা করেছেন।

٣٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَـنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَـنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْـرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

৩৯০। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দিন রাতে বার রাকআত নামায রয়েছে। এগুলো আদায়কারীর জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করা হয়। যোহরের নামাযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকআত, এশার নামাযের পরে দুই রাকআত এবং ভোরের ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত – (না, মু, দা, ই, আ)।

আনবাসার সূত্রে এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। তাঁর থেকে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অবস্থার মত। অর্থাৎ ফরয ইবাদতে কোন কমী হলে নফলের দ্বারা তা পুরা করা হবে। যেমন কারো ফরয যাকাতে কোন কমী দেখা দিলে তার নফল সাদকা থেকে সেটা পূরণ করা হবে। হজ্জ এবং রোযার বেলায়ও এ নিয়মের অনুসরণ করা হবে। দুই ঃ সকল ইবাদত নামাযের উপর নির্ভরশীল। যদি নামায সঠিক হয় তবে সকল ইবাদতই সঠিত হবে এবং সেসব ইবাদতের হিসাব দিতে গিয়ে সফলতা অর্জন করবে। আর নামাযে ক্ষতি এবং অকৃতকার্যতার সম্মুখিন হলে সব ইবাদতেই ক্ষতিগ্রস্ত,অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হবে। নামাযই যেন সকল ইবাদতের মূল এবং নামাযের উপরই সকল ইবাদতের পূর্ণতা নির্ভর করে। তবে নামাযের দ্বারা ইবাদতের পূর্ণতা কোন্ পদ্ধতিতে আসবে তা আমরা জানি না –(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদঃ ১৯৩

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলাত।

٣٩١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

৩৯১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম –(আ, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৪

ফজরের সুন্নাত এবং তার কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা।

٣٩٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ .

৩৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মাস যাবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করলাম। তিনি ফজরের (ফরযের) পূর্বের দুই রাকআতে সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন –(আ, ই, দা)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, হাফসা ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা উল্লেখিত হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী থেকে আবু ইসহাকের সূত্রে পাইনি, বরং আবু আহমাদের সূত্রে পেয়েছি। লোকদের কাছে ইসরাঈল থেকে আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিক পরিচিত। বুনদার বলেন, আবূ আহমাদ আয–যুবাইরী প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সিকাহ রাবী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৫

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর কথাবার্তা বলা।

৩৯৩- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ اِلَىَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِىْ وَاِلاَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ .

৩৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তেন, অতঃপর আমার সাথে কথা বলার প্রয়োজন থাকলে কথা বলতেন, অন্যথায় নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন-(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন সাহাবা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে নামায পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কথাবার্তা বলা মাকরূহ বলেছেন। হাঁ আল্লাহর যিকির ও অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা যেতে পারে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৬

ফজর শুরু হওয়ার পর দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া আর কোন নামায নেই।

৩৯৪- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই -(দা, বা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল কুদামা ইবনে মূসার সূত্রেই হাদীসটি অবগত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। আর উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হল, মহানবী (সা) বলেছেন যে, ফজরের দুই

রাকআত সুন্নাত নামায ছাড়া ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার পর আর কোন নামায নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৭

ফজরের সুন্নাত পড়ার পর শয়ন করা।

٣٩٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ .

৩৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ল তখন সে যেন ডান কাতে একটু শুয়ে নেয়।[১৬৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِىْ بَيْتِهِ اِضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের ঘরে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন তখন ডান কাতে শুয়ে নিতেন"-(বু, মু, অন্যান্য)।

কোন কোন মনীষী এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৮

ইকামত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায পড়া নিষেধ।

٣٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

---

১৬৩. কোন কোন আসহাবে যাহের আলেমের মতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ নির্দেশ ওয়াজিব পর্যায়ের। জমহুর আলেমের মতে এ নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের। আর এ মুস্তাহাব এমন ব্যক্তির বেলায় যে রাতভর আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত ছিল, যাতে ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং এরপর প্রশান্তির সাথে ফরয নামায আদায় করতে পারে। এ হুকুম এমন ব্যক্তির বেলায় নয় যে সকাল পর্যন্ত পুরো রাত ঘুমে থাকে। যে আলেম ব্যক্তি জ্ঞানচর্চায় রাত ধরে মশগুল থাকেন, তিনিও ফজরের সুন্নাত পড়ার পর অল্পক্ষণের জন্য শুয়ে পড়বেন, যাতে ধীরস্থিরতার সাথে ফরয নামায আদায় করতে পারেন-(মাহমূদ)।

৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হয় তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই –(মু, দা, না, ই, আ)।[১৬৪]

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে বুহাইনা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আইউব, ওয়ারাকা ইবনে উমার, যিয়াদ ইবনে সাদ, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম এবং মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা সম্মিলিতভাবে এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও সুফিয়ান ইবনে উআইনা তাদের সনদ পরম্পরায় আমর ইবনে দীনার–এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তবে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হাদীসটিই আমাদের মতে অধিকতর সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (সা)–এর সাহাবী ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হলে কোন ব্যক্তিই ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়বে না। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৯

ফজরের সুন্নাত ফরযের আগে পড়তে না পারলে ফরয নামায পড়ার পর তা পড়বে।

৩৯৭– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوَّاقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ اِنْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِىْ اُصَلِّىْ فَقَالَ مَهْلاً يَا قَيْسُ اَصَلاَتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قَالَ فَلاَ اِذَنْ .

---

১৬৪. "আল –মাকতূব" শব্দের মধ্যে যে 'আলিফ–লাম' অক্ষর আছে তা 'আহাদী' অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ যে নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন সে নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এ হাদীসে বিশেষ করে ফজরের দুই রাকআত নামাযের কথাই বলা হয়েছে। কেননা ফজরের দুই রাকআত নামাযের প্রতি খুব তাকীদ এসেছে। নবী (সা) এ সম্পর্কে বলেনঃ "ফজরের দুই রাকআত নামায দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম।" নবী (সা) ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত সম্পর্কে যে কথা বলেছেন (ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতকে ছাড়বে না, যদিও ঘোড়া লাথি দেয়) তার অর্থ, ফজরের সুন্নাত

৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম থেকে তাঁর দাদা কায়েস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কায়েস) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন, অতঃপর নামাযের ইকামত দেওয়া হল। আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম। নামায থেকে অবসর হয়ে তিনি আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখলেন। তিনি বললেন ঃ হে কায়েস, থামো! তুমি কি দুই নামায একত্রে পড়ছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়তে পারি নাই। তিনি বললেন ঃ তাহলে কোন দোষ নেই (পড়ে নাও)।[১৬৫]

আবূ ঈসা বলেন, সাদ ইবনে সাঈদের হাদীসের মাধ্যমেই কেবল আমরা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীমের হাদীসটি এভাবে জানতে পেরেছি। সুফিয়ান ইবনে উআইনা বলেন, আতা ইবনে আবূ রাবাহ এ হাদীসটি সাদ ইবনে সাঈদের কাছে শুনেছেন। এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।আবূ ঈসা বলেন,এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম কখনও কায়েসের কাছে শুনেননি। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَاٰى قَيْسًا .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং কায়েসকে দেখতে পেলেন.........." -(আ, দা, হা, বা)।

মক্কাবাসী আলেমদের একদল ফরয নামাযের পর সূর্য উঠার পূর্বে ফাওত হওয়া সুন্নাত দুই রাকআত পড়াতে কোন দোষ মনে করেন না।

পড়ে এক রাকআত ফরয পাওয়ার আশা থাকলেও সুন্নাত ত্যাগ করা যাবে না। আর ফরয না পাওয়ার আশংকা থাকলে সুন্নাত ছেড়ে দিতে হবে -(মাহমূদ)।

১৬৫. ফজরের নামাযের ইকামত অথবা জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়া যাবে কি না, অথবা জামাআত শেষ হওয়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এই সুন্নাত পড়া যাবে কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সংগীগণ বলেছেন, যদি ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গিয়ে থাকে এবং তখন সুন্নাত দুই রাকআত পড়তে গেলে জামাআতের দুই রাকআতই হারিয়ে ফেলার আশংকা থাকে, দ্বিতীয় রাকআতের রুকূতেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন সুন্নাত নামায না পড়েই জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ণ এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়ে নিবে, অতপর জামাআতে শামিল হবে।

ইমাম আওযাঈও এই মত সমর্থন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, জামাআতের শেষ রাকআত হারাবার আশংকা না থাকলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুন্নাত দুই রাকআত পড়া জায়েয।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, জামাআতের শেষ রাকআতও হারাবার আশংকা থাকলে সুন্নাত পড়া শুরু করবে না; বরং জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। অন্যথায় মসজিদে প্রবেশ করে থাকলে সেখানেই সুন্নাত দুই রাকআত পড়ে নেবে।

ইবনে হিব্বান বলেছেন, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোন অ-ফরয নামায শুরু করা যাবে না। তবে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফজরের নামায পড়তে এসে দেখলেন, ইমাম ফরয নামায পড়ছেন। তিনি জামাআতে শামিল না হয়ে হযরত হাফসা (রা)-র ঘরে গিয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়লেন, অতপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হলেন।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কিত বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তিনি থামের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়লেন অতপর জামাআতে শামিল হলেন (ইমাম কুরতুবীর তাফসীর, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৭)।

ইমাম মালিক বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তখন সে ইমামের সাথে ফরয নামাযে শামিল হবে, সুন্নাত পড়ায় লেগে যাবে না। কিন্তু সে যদি মসজিদে প্রবেশ না করে থাকে এবং এদিকে জামাআতও শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়ে নেবে, যদি জামাআতের এক রাকআত হারাবার ভয় না থাকে। আর যদি এক রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে এবং সুন্নাত পরে পড়বে- (ঐ)।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন, মসজিদে প্রবেশ করে কেউ যদি দেখে যে, ইকামত হয়ে গেছে তবে সে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। এ সময় সুন্নাত দুই রাকআত পড়াই যাবে না, মসজিদের ভেতরেও নয় এবং মসজিদের বাইরেও নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম তাবারীও এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই মতই অধিক যুক্তি সংগত ও সহীহ দলীল ভিত্তিক মনে হয়। তাঁদের দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ইকামত হয়ে গেলে বা হতে থাকলে তখন সেই সময়কার নির্দিষ্ট ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।" হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে- (ঐ)

হযরত মালিক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন, এক ব্যক্তি ইকামত বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল। নবী (সা) বললেন, সকাল বেলার নামায কি চার রাকআত, ভোরের নামায কি চার রাকআত? (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া শুরু করা যাবে না, ইমাম বুখারীরও এই মত। তিনি যে অনুচ্ছেদের অধীনে এই হাদীস সংযোজন করেছেন, তার শিরোনাম হচ্ছে- "ফজর নামাযের ইকামত শুরু হয়ে গেলে তখন সেই নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।"

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখ গ্রন্থে এবং বাযযার ও অপরাপর মুহাদ্দিস আনাস (রা)-র সূত্রে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "ফজরের জামাআতের ইকামত শুরু হয়ে গেলে তার দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন।"

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইকামতের পর দুই রাকআত সুন্নাত পড়াও কি নিষেধ? তিনি বললেন ঃ "ফজরের সুন্নাত দুই রাকআতও পড়া যাবে না" (বুখারীর শরাহ ফাতহুল বারী)।

মোটকথা ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোনরূপ নফল বা সুন্নাত নামায পড়া যাবে না। তবে একটি

কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইমামদের মধ্যে এই মতবিরোধ বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ভুক্ত।

ফরয নামাযের পূর্বে যে সুন্নাত পড়া সম্ভব হয়নি তা কখন পড়তে হবে- এ বিষয়েও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে তা সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) পড়ে নাই, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়" -(তিরমিযী)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরয নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন- (বুখারী)।

তিরমিযী উধৃত হাদীসটি মুহাদ্দিস হাকেম এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে ভুলে গেছে সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়।"

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায় এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতে, ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না পেলে তা ফরয নামাযের শেষে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়ে নেয়ায় কোন দোষ নেই। তিরমিযীতে ইবনে উমার (রা)-র এইরূপ আমলের কথা উল্লেখ আছে। এই মতের পক্ষে দলীল নিম্নরূপ ঃ

কায়েস ইবনে ফাহাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে আসলেন এবং নামাযের ইকামত বলা হল। আমি তাঁর সাথে ফজরের ফরয নামায পড়লাম। তিনি পেছন দিকে ফিরে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, হে কায়েস, থাম! তুমি কি একই সংগে দুই নামায পড়ছ? আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত পড়তে পারিনি, এখন তা-ই পড়ছি। তিনি বললেন, তাহলে আপত্তি নেই- (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, "জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব থাকলেন।"

"তাহলে আপত্তি নেই (ফালা ইযান)" কথার ব্যাখ্যায় আবু তাইয়্যেব সানদী হানাফী লিখেছেন, "আজকের ফজরের সুন্নাতই যদি তুমি এখন পড়ে থাক, তবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তোমার কোন গুনাহ নেই এবং তুমি তিরস্কৃতও হবে না।" "রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব থাকলেন"- কথার ব্যাখ্যায় ইবনে মালিক মুহাদ্দিস বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নাত নামায ফরয নামাযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা ফরয পড়ার পরপরই পড়া যেতে পারে।"

আল্লামা মোল্লা আলী কারী লিখেছেন, এই হাদীসটি সপ্রমাণিত নয়। তাই এটা ইমাম আবু হানীফার মতের বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে, তিরমিযী-উদ্ধৃত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল ও অপ্রমাণিত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এই ঘটনার বিবরণ অন্যান্য কয়েকটি সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুহাদ্দিস ইরাকী এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আবু শাইবা ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা যে পরস্পরের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা দানকারী তা সর্বজন সমর্থিত।

আল্লামা ইমাম শাওকানী লিখেছেন, 'ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত দুই রাকআত না পড়া হয়ে থাকলে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা পড়াই যাবে না এবং অবশ্যই সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে- একথা হাদীসে বলা হয়নি। এতে শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যে এই দুই রাকআত

অনুচ্ছেদ ঃ ২০০

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা সূর্য উঠার পর পড়বে।

٣٩٨- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ .

৩৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) পড়তে পারেনি সে সূর্য উঠার পর তা পড়বে –(হা)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা উল্লেখিত সূত্রেই কেবল এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এই হাদীস অনুসারে আমল করতেন। একদল বিশেষজ্ঞ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক এবং ইবনুল মুবারক অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

وَالْمَعْرُوْفُ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত ধরতে পারল সে ফজরের ওয়াক্ত পেল।"

উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটিই প্রসিদ্ধ।

ইতিপূর্বে পড়তে পারেনি। তাকে বলা হয়েছে, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়, যেন তা ভুলে না যায়। কেননা তা যথা সময়ে পড়ে না থাকলে তো যে কোন সময় পড়তেই হবে।" অতপর তিনি লিখেছেন, "সেই দুই রাকআত সুন্নাত ফরয নামাযের পরই পড়তে নিষেধ করা হয়েছে– এমন কথা এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না।"

বরং দারু কুতনী, হাকেম ও বায়হাকীতে বলা হয়েছে, "যে লোক সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে পারেনি, সে যেন তা পড়ে নেয়। অর্থাৎ ফরয নামাযের পরেই পড়া দোষের নয়"– (নাইলুল আওতার, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০)।

ফজর ও আসরের ফরয নামাযের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে– তা হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং মাকরূহ পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনু:)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০১

যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত।

٣٩٩- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

৩৯৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত (সুন্নাত নামায) পড়তেন।

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা)–র বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা ও উম্মে হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীগণ যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়া পছন্দ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা), ইবনুল মুবারক এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রাত এবং দিনের (অন্যান্য) নামায দুই দুই রাকআত। তাঁরা দুই দুই রাকআত পর সালাম ফিরানোর কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদ একথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০২

যোহরের ফরয নামাযের পর দুই রাকআত সুন্নাত।

٤٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا .

৪০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাকআত সুন্নাত পড়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে –(বু, মু)।[১৬৬]

---

১৬৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে যোহরের ফরযের আগে দুই রাকআত নামায এবং পরে দুই রাকআত নামায পড়েছি, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)–র হাদীস আইশা (রা), উম্মে হাবীবা (রা), আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। কেননা তাঁরা বলেন, "নবী (সা) যোহরের ফরযের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৩

পূর্ববর্তী বিষয়েয় উপর।

٤٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِىُّ الْمَرْوَزِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا .

৪০১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি যোহরের পূর্বে চার রাকআত না পড়তেন তবে যোহরের (ফরযের) পর তা পড়তেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। ইবনুল মুবারকের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

٤٠٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

৪০২। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামায পড়বে আল্লাহ তার প্রতি দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ التِّنِّيْسِىُّ الشَّامِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ

পরস্পর বিরোধী এ হাদীসসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, আইশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরে চার রাকআত নামায পড়তে দেখেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এ চার রাকআতের স্থলে কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রাকআত পড়তে দেখেছেন। কখনো চার রাকআতের স্থলে তাঁর দুই রাকআত পড়া উম্মাতকে জায়েয শিক্ষা দেয়ার জন্য ছিল, যদিও যোহরের ফরযের আগে চার রাকআত সুন্নাত পড়াই ছিল তাঁর অভ্যাস –(মাহমূদ)।

১৬৬· এ হাদীস অনুসারে ইমাম শাফিঈ যোহরের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার কথা বলেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (অন্য হাদীস অনুযায়ী) যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাতের কথা বলেছেন। মোটকথা রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও দুই রাকআত আবার কখনও চার রাকআত পড়েছেন (অনু·)।

الْحَارِث عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ اُخْتِىْ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

৪০৩। আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)–কে বলতে শুনেছি, আমি (উম্মে হাবীবা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামাযের হেফাজত করবে আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। আবু আবদুর রহমান আল–কাসিম একজন সিকাহ রাবী। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু উমামার শাগরিদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৪

আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত।

٤٠٤- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ .

৪০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন। তিনি (আল্লাহর) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা ও তাদের অনুগামী মুসলমান এবং মুমিনদের প্রতি সালাম করার মাধ্যমে এ নামাযের মাঝখানে বিভক্তি করতেন (দুই সালামে চার রাকআত পড়তেন, অথবা দুই রাকআত পর তাশাহ্হুদ পড়তেন)।

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা)–র হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আসরের পূর্বে এক সালামেই চার রাকআত পড়া পছন্দ করেছেন। তিনি এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, 'সালামের মাধ্যমে বিভক্তি করার' তাৎপর্য হল মহানবী (সা) দুই রাকআত পর তাশাহ্হুদ পড়তেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদের মতে, রাত এবং দিনের (ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য সব) নামায দুই রাকআত করে পড়তে হবে। তাঁরা উভয়ে দুই রাকআত পর পর সালাম ফিরানোই পছন্দ করেছেন।

٤٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسٰى وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا .

৪০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়বে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৫

মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত এবং তার কিরাআত।

٤٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ مَا اُحْصِيْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৪০৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পরের দুই রাকআতে এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" সূরাদ্বয় এত সংখ্যকবার পড়তে শুনেছি যে, গণনা করে শেষ করতে পারব না।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আবদুল মালিক ইবনে মাদান থেকে কেবল আসিমের সূত্রেই এ হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৬

মাগরিবের (সুন্নাত) দুই রাকআত বাসায় পড়া।

٤٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ .

৪০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বাসায় মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়েছি –(বু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে রাফে ইবনে খাদীজ ও কাব ইবনে উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٠٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيْهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ .

৪০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দশ রাকআত নামায শিখেছি। তিনি দিনরাত (চব্বিশ ঘন্টায়) এ নামাযগুলো পড়তেন। যোহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং এশার পর দুই রাকআত। রাবী বলেন, হাফসা আমাকে বলেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) ফজরের পূর্বেও দুই রাকআত পড়তেন।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤٠٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

৪০৯। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ...... একই হাদীস পুনর্বার বর্ণিত হয়েছে –(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৭

মাগরিবের পর ছয় রাকআত নফল নামায পড়ার ফযীলাত।

٤١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ يَعْنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِىْ خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً .

৪১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায পড়লে এবং তার মাঝখানে কোন অশালীন কথা না বললে তাকে এর বিনিময়ে বার বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব দান করা হয়।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَــنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরায়রার হাদীসটি গরীব। আমরা শুধুমাত্র যায়েদ ইবনে হুবাব থেকে উমার ইবনে আবু খাশআমের সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু খাশআম একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। হাদীসশাস্ত্রে তিনি খুবই দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৮

এশার নামাযের পর দুই রাকআত সুন্নাত।

٤١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْــنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ .

৪১১। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) যোহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন –(মু)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৯

রাতের (অন্যান্য) নামায দুই দুই রাকআত।

٤١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَـنِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا .

৪১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের নামায দুই দুই রাকআত (করে পড়তে হয়)। তুমি যদি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তবে এক রাকআত পড়ে বেতের পূর্ণ করে নাও। বেতের নামাযকেই তোমার সর্বশেষ নামায কর –(বু, মু)।[১৬৭]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন এবং রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়েছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১০

রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযের ফযীলাত।

٤١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ .

৪১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের রোযার পর সর্বোৎকৃষ্ট রোযা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। ফরয নামাযের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায –(মু, দা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে জাবির, বিলাল ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

---

১৬৭. এক রাকআত মিলিয়ে বিতর করে নাও।

অর্থাৎ তুমি যে দুই রাকআত নামায পড়েছ তার সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরকে তোমার সর্বশেষ নামায করে নাও। কেননা বিতর স্বয়ংসম্পূর্ণ এক রাকআত। ইমাম শাফিঈ বিতরের পর নফল নামায পড়া পসন্দ করেন না। তাঁর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,"বিতরকে তোমার সর্বশেষ নামায করো"। ইমাম আবু হানীফার মতে বিতরের পর নফল নামায পড়া মাকরূহ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিতরের পর দুই রাকআত নামায পড়ার প্রমাণ রয়েছে। হাদীসে বিতরকে শেষ নামায করার যে হুকুম এসেছে তার অর্থ তুলনামূলকভাবে শেষ নামায। প্রকৃত অর্থে এটা শেষ নামায নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১০

মহানবী (সা)–এর রাতের নামাযের বৈশিষ্ট্য।

٤١٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَـرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ .

৪১৪। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আইশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করা হল, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বৈশিষ্ট্য কি বা ধরন কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য সময়ে (রাতের বেলা) এগার রাকআত নামাযের অধিক পড়তেন না। তিনি চার রাকআত করে মোট আট রাকআত পড়তেন। এর সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর প্রশ্ন কর না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত নামায পড়তেন। আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর পড়ার পূর্বে ঘুমান?

তিনি বললেন ঃ হে আইশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না –(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤١٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

৪১৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা

বিতরকে প্রকৃত অর্থেই শেষ নামায বলে ধরে নিলে হাদীসে উল্লেখিত "সালাত" বলতে এশার নামাযকেই বুঝান হবে। অর্থাৎ এশার নামাযের পর তুমি বিতর নামায পড়, এশার আগে বিতর নামায পড়বে না –(মাহমূদ)।

এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে এক রাকআত বিতর পড়ে নিতেন। তিনি নামায শেষে অবসর হয়ে ডান কাতে শুয়ে পড়তেন (মা, মু)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১২

একই বিষয়।

٤١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

২১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাকআত নামায পড়তেন – (বু, মু)।[১৬৮]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৩

একই বিষয়।

٤١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ .

৪১৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নয় রাকআত নামায পড়তেন –(মু)।

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রা)–র হাদীসটি উল্লেখিত সনদে হাসান, সহীহ এবং গরীব।

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ ও ফযল ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায বিতরসহ সর্বোচ্চ তের রাকআত এবং সর্বনিম্ন নয় রাকআত ছিল বলে বর্ণিত আছে।

٤١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ

---

১৬৮. এ নামাযের মধ্যে আট রাকআত ছিল তাহাজ্জুদ, তিন রাকআত ছিল বিতর এবং তাঁর অভ্যাস অনুসারে তিনি বিতরের পর দুই রাকআত নামায পড়তেন। কারো কারো মতে বিতরের পর দুই রাকআত নামায ছিল ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত –(মাহমূদ)।

سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ اَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

৪১৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ঘুম অথবা তন্দ্রার আধিক্যের কারণে রাতের নামায পড়তে সক্ষম না হতেন, তবে দিনের বেলা বার রাকআত পড়ে নিতেন – (মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤١٩- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ اَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى قَاضِى الْبَصْرَةِ فَكَانَ يَؤُمُّ فِيْ بَنِيْ قُشَيْرٍ فَقَرَأَ يَوْمًا فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ خَرَّ مَيِّتًا وَكُنْتُ فِيْمَنْ اِحْتَمَلَهُ اِلٰى دَارِهِ.

৪১৯। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুরারা ইবনে আওফা বসরার কাযী (বিচারপতি) ছিলেন। তিনি কুশাইর গোত্রের ইমামতি করতেন। একদিন সকালের নামাযে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "স্মরণ কর, যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে। সে দিনটি বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে"–(সূরা আল–মুদ্দাসসির ঃ ৮, ৯)। তিনি সাথে সাথে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। যারা তাঁকে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৪

প্রতি রাতে প্রাচুর্যময় আল্লাহ দুনিয়ার নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন।

٤٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَاسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرُ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَضِيْءَ الْفَجْرُ .

৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচুর্যময় আল্লাহ তাআলা রাতের প্রথম এক–তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনাকারী, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। কে আছে আমার কাছে আবেদনকারী, আমি তার আবেদন পূর্ণ করব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব। সকাল উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের এভাবে আহবান করতে থাকেন –(বু, মু, দা, না, ই)।[১৬৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী ইবনে আবু তালিব, আবু সাঈদ, রিফাআ আল–জুহানী, জুবাইর ইবনে মুতইম, ইবনে মাসউদ, আবু দারদা ও উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ اَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى حِيْنَ يَبْقِىْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ .

উল্লেখিত হাদীসটি

আবু হুরায়রার কাছ থেকে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের এক–তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে বরকতময় আল্লাহ তাআলা (পৃথিবীর) নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হন।

সব বর্ণনাগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ বর্ণনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৫

রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযের কিরাআত।

٤٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَاُ وَاَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ اِنِّىْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ ارْفَعْ قَلِيْلاً وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَاُ وَاَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ اِنِّىْ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ اِخْفِضْ قَلِيْلاً .

---

১৬৯. আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। প্রাচীনপন্থী আলেমদের মতে আল্লাহ্র সত্তার যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, যেমন আল্লাহ্র মুখমন্ডল, তাঁর হাত এবং তাঁর নেমে আসা এসব মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এ মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা

৪২১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)–কে বললেন ঃ আমি আপনার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আপনি নামায পড়ছিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর খুব নীচু ছিল। তিনি (আবু বাকর) বললেন, আমি তাঁকে শুনাচ্ছিলাম যিনি আমার কানকথাও জানেন। তিনি (সা) বললেন ঃ কিছুটা উচ্চস্বরে পাঠ করুন। তিনি (সা) উমার (রা)–কে বললেনঃ আমি আপনার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আপনি নামায পড়ছিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর খুব উঁচু ছিল। তিনি (উমার) বললেন, আমি অলসদের জাগরিত করছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, আপনার কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু করুন।

এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মে হানী, আনাস, উম্মে সালামা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইসহাক মুসনাদ হিসাবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবাহর মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ فَقَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

৪২২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কেমন ছিল? তিনি বললেন, কখনও তিনি নীচু স্বরে এবং কখনও উঁচু স্বরে কিরাআত পাঠ করতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এ কাজের মধ্যে প্রশস্ততা রেখেছেন –(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ এবং গরীব।

٤٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَيْلَةً .

৪২৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেই রাত কাটিয়ে দিলেন-(না, ই, আ, হা)।[১৭০]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান এবং গরীব।

নেই। তবে পরবর্তী আলেমরা এর ব্যাখ্যা দান করেছেন, যাতে লোকেরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে না পড়ে। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যা রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয় – (মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৬

বাড়িতে নফল নামায পড়ার ফযীলাত

٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

৪২৪। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফরয নামায ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে পড়া নামায সর্বোৎকৃষ্ট -(বু, মু, দা, না)।[১৭১]

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উমার, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যে (সনদের দিক থেকে) মতভেদ হয়েছে। মূসা ইবনে উকবা ও ইবরাহীম ইবনে আবু নাদর এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কতিপয় বর্ণনাকারী তাদের সাথে একমত হয়েছেন। কিন্তু মালেক ইবনে আবু নাদর এ হাদীসটি মরফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। মরফূ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত সহীহ।

٤٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

৪২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের বাড়িতেও নামায পড়, তাকে কবরস্থানে পরিণত কর না -(বু, মু, দা, না, ই)।[১৭২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

১৭০· আয়াতটি হল ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"(হে আল্লাহ!) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দাহ; আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও সর্বজ্ঞ" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১১৮) (অনু·)।

১৭১· অর্থাৎ ফরয নামায মসজিদে পড়লে অধিক সওয়াব হয় এবং অন্যান্য সব ধরনের নামায ঘরে পড়লে অধিক সওয়াব হয় (অনু·)।

১৭২· কবরস্থানে নামায পড়া জায়েয নয়। অতএব ঘরে যেন সুন্নাত, নফল ইত্যাদি নামায পড়া হয় (অনু·)।

তৃতীয় অধ্যায়

اَبْوَابُ الْوِتْرِ

আবওয়াবুল বিতর

(বিতর নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বিতর নামাযের ফযীলাত।

٤٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَافَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ .

৪২৬। খারিজা ইবনে হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ একটি নামায দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম, তা হল বিতরের নামায। আল্লাহ তোমাদের জন্য এটা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন –(দা, ই, বা, হা)

আবু ঈসা বলেন, খারিজা ইবনে হুযাফার হাদীসটি গরীব। কেননা এটা আমরা শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীবের সূত্রেই জানতে পেরেছি। কতিপয় মুহাদ্দিস এ হাদীস সম্পর্কে সংশয়ে পড়েছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাশেদ আয–যাওফীকে আয–যুরাকী বলে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, বুরাইদা ও আবু বুসরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

বিতরের নামায ফরয নয়।

٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ .

৪২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতরের নামায তোমাদের ফরয নামাযসমূহের মত অত্যাবশ্যকীয় (ফরয) নামায নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ নামায) তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন।[১৭৩] তিনি (মহানবী) বলেছেন ঃ আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তিনি বিতরকে ভালবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ (মুমিনগণ)। তোমরা বিতর পড়–(না)।

আবু ঈসা বলেন, আলী (রা)–র হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِن سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্যরা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসিম ইবনে দমরা থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন, বিতরের নামায ফরয নামাযের মত জরুরী নামায নয়। বরং এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত নামায।

এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের চেয়ে অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

বিতরের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ।

٤٢٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِىْ عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ ثَوْرٍ الْاَزْدِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ .

৪২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু যার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম শাবী রাতের প্রথম দিকেই বিতর পড়তেন অতঃপর ঘুমাতেন। মহানবী (সা)–এর একদল সাহাবী ও তাদের পরবর্তীরা কোন ব্যক্তির বিতর পড়ার পূর্বে না ঘুমানোই পছন্দ করেছেন। নবী (সা) বলেন ঃ

১৭৩· ইমাম আবু হানীফার মতে বিতরের নামায ওয়াজিব এবং তার রাকআত সংখ্যা তিন। ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও অপরাপর ইমামদের মতে এ নামায সুন্নাত এবং তার রাকআত সংখ্যা এক (অনু·)।

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ اَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِهِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَهِيَ اَفْضَلُ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে সজাগ হতে পারবে না বলে আশংকা করে সে যেন রাতের প্রথম দিকেই বিতর পড়ে নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে দাঁড়ানোর (নামায পড়ার) আগ্রহ পোষণ করে সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের কুরআন পড়ায় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই উত্তম।" এ হাদীসটি জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বিতরের নামায রাতের প্রথম অথবা শেষাংশে পড়া।

٤٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ فِيْ وَجْهِ السَّحَرِ .

৪২৯। মাসরূক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আইশা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তিনি প্রত্যেক রাতেই বিতর পড়েছেন, হয় রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে অথবা শেষভাগে: মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিতর ভোর রাত পর্যন্ত পৌছিয়েছেন –(বু, মু, দা, না, ই, আ)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, জাবির, আবু মাসউদ আনসারী ও আবু কাতাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম শেষ রাতেই বিতর পড়া পছন্দ করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৫

বিতরের নামায সাত রাকআত।

٤٣٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ

بِثَلاَثَ عَشَرَةَ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ .

৪৩০। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকআত বিতর পড়তেন। যখন তিনি বার্ধক্যে পদার্পণ করলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন সাত রাকআত বিতর পড়েছেন –(না, হা)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা) থেকে বিতরের নামায তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন এবং এক রাকআত বর্ণিত আছে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, মহানবী (সা) থেকে তের রাকআত বিতর পড়ার যে বর্ণনা রয়েছে তার তাৎপর্য হল, রাতের বেলা তিনি (তাহাজ্জুদসহ) তের রাকআত বিতর পড়তেন। এজন্যই রাতের নামাযকে বিতর বলা হয়েছে (বিতরের নামায বলা হয়নি)। এ প্রসংগে আইশা (রা)–র একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইসহাক বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! বিতর পড়। এই বলে তিনি রাতের নামায বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি (ইসহাক) এর অর্থ করেছেন, হে কুরআনের ধারকগণ! রাতে দন্ডায়মান হওয়া (নামায পড়া) জরুরী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

বিতরের নামায পাঁচ রাকআত।

٤٣١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

৪৩১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তের রাকআত। এর মধ্যে পাঁচ রাকআত তিনি বিতর পড়তেন। এ পাঁচ রাকআত পড়া শেষ করেই তিনি বসতেন।[১৭৪] মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি উঠে নীরবে দুই রাকআত নামায পড়তেন –(বু, মু)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যরা বিতর নামায পাঁচ রাকআত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এর কোন রাকআতেই বসবে না, সর্বশেষ রাকআতে বসবে।

১৭৪· হাদীসের শব্দ থেকে বুঝা যায়, তিনি এ পাঁচ রাকআতের মধ্যে কোথাও বসতেন না। অধিকাংশ ফিক্হবিদ এর অর্থ করেছেন, তিনি কোথাও সালাম ফিরাতেন না, পাঁচ রাকআত শেষ করেই সালাম ফিরাতেন (অনু·)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

বিতরের নামায তিন রাকআত।

٤٣٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَاُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلاَثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৪৩২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকআত বিতরের নামায পড়তেন। তিনি এতে মুফাস্সাল সূরাসমূহের নয়টি সূরা পাঠ করতেন, প্রতি রাকআতে তিনটি করে সূরা পাঠ করতেন, এর মধ্যে সর্বশেষ সূরা ছিল "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ"–(আ)।

এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন, আইশা, ইবনে আব্বাস, আবু আইউব, আবদুর রহমান ইবনে আবযা প্রমুখ সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যরা তিন রাকআত বিতর পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, তুমি চাইলে বিতরের নামায পাঁচ, তিন বা এক রাকআতও পড়তে পার। তিনি আরো বলেছেন, ইবনুল মুবারক ও কুফাবাসীগণ (আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) তিন রাকআত বিতর পড়াই পছন্দ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বলেছেন, তাঁরা (নিজেরা) পাঁচ রাকআতও পড়তেন, তিন রাকআতও পড়তেন এবং এক রাকআতও পড়তেন। তাঁরা এর প্রতিটিকেই উত্তম মনে করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

বিতরের নামায এক রাকআত।

٤٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ

সাহাবীদের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল আলেমই আট, সাত, নয়, এগার এবং তের রাকআত বিতর পড়া ত্যাগ করেছেন। জমহুর আলেমের মতে তিন রাকআত বিতর পড়া ওয়াজিব। তাদের মতে শুধু এক রাকআত বিতর পড়া জায়েয নেই। সুফিয়ান সাওরীর মতে বিতর নামায এক রাকআত, তিন রাকআত এবং পাঁচ রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েয আছে। সুফিয়ান ছাড়া আর কোন আলেমের মতে পাঁচ রাকআত বিতর পড়া জায়েয নেই। সকল আলেমের ঐক্যমত অনুসারে এমনকি ইমাম শাফিঈ এবং সুফিয়ান সাওরীসহ জমহুর আলেমের মতে বিতর নামায তিন রাকআত পড়াই উত্তম এবং ফযীলতপূর্ণ। এমনকি তিন রাকআত বিতর উত্তম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইজমা নকল করেছেন।

এ তিন রাকআত বেতের নামাযে এক বার সালাম ফিরাতে হবে না দুই বার সালাম ফিরাতে হবে এ নিয়ে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে এতে দুই বার সালাম ফিরাতে হবে। আর ইমাম আবু হানীফার মতে তা শুধু এক সালামে শেষ করতে হবে –(মাহমূদ)।

ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَطِيلُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانُ فِيْ أُذُنِهِ يَعْنِيْ يُخَفِّفُ .

৪৩৩। আনাস ইবনে সীরীন (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সকালের দুই রাকআত (সুন্নাত) দীর্ঘ করতে পারি? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়তেন এবং এক রাকআত বিতর পড়তেন। অতঃপর দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়তেন এমনভাবে যে, তখনও তাঁর কানে আযানের শব্দ আসত-(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আইশা, জাবির, ফযল ইবনে আব্বাস, আবু আইউব ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর কতিপয় সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা দুই সালামে এক রাকআত বিতরসহ তিন রাকআত নামায পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

বিতরের নামাযের কিরাআত।

٤٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِيْ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ .

৪৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের এক রাকআতে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা", এক রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" ও এক রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" সূরা পাঠ করতেন।

এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, আবদুর রহমান ইবনে আবযা এবং উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিঈ উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিতরের তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন।

٤٣٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

৪৩৫। আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাকআতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা', দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন–নাস" সূরা পাঠ করতেন।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদও আমরার সূত্রে, তিনি আইশা (রা)–র সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

বিতরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করা।

٤٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

৪৩৬। আবুল হাওরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। এগুলো আমি বিতরের নামাযে পড়ে থাকি ঃ "হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছো আমাকেও তাদের সাথে হেদায়াত কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও। তোমার নির্ধারিত অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দিতে পার, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। যাকে তুমি বন্ধু ভেবেছ সে কখনও অপমানিত হয় না! তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ"–(আ, দা, না, ই, দার, হা, বা)।

এটি হাসান হাদীস। আবুল হাওরার সূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রে আমরা এ হাদীসটি জানতে পারিনি।

এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দোয়া কুনূতের ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসের চেয়ে অধিক ভাল হাদীস আমাদের জানা নাই। বিতরের কুনূতের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, সারা বছর (প্রতি রাতে) বিতরের নামাযে কুনূত পড়তে হবে। তিনি রুকূ করার পর কুনূত পড়া পছন্দ করেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞের এটাই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইসহাক এবং কূফাবাসীগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনি কেবল রমযান মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই রুকূ করার পর কুনূত পড়তেন, অন্য সময়ে কুনূত পড়তেন না।' কতিপয় বিশেষজ্ঞ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এ কথাই বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

ঘুমের কারণে অথবা ভুলে বিতরের নামায ছুটে গেলে।

٤٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ .

৪৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিতরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা পড়তে ভুলে গেল সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয় -(ই, দা, কু, বা, হা)।[১৭৫]

٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ .

৪৩৮। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিতরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল সে যেন সকাল বেলা তা পড়ে নেয়।

এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদকে আলী ইবনে আবদুল্লাহ দুর্বল বলেছেন। বুখারী (রহ)

---

১৭৫. এ হাদীস ইমাম আবু হানীফার মতের সহায়ক। কেননা নবী (সা) বিতর নামায কাযা করার হুকুম দিয়েছেন -(মাহমূদ)।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে সিকাহ রাবী বলেছেন। একদল কুফাবাসী এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, যখন বিতরের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে, এমনকি সূর্য উদয়ের পরে মনে হলেও। সুফিয়ান সাওরী এই মত পোষণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর পড়ে নেয়া।

٤٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ .

৪৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর পড়ে নিবে –(দা, হা, মু, বা)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا .

৪৪০। আবূ সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর পড়ে নাও –(ই, মু, দা, না, হা)।

٤٤١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

৪৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন ভোর হয় তখন রাতের সব নামায এবং বিতরের সময় চলে যায়। অতএব তোমরা সকাল হওয়ার পূর্বেই বিতর পড়ে নাও। সুলায়মান ইবনে মূসা কেবল উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন–(হা, বা)।

নবী (সা) আরো বলেছেন ঃ لاَ وِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

"সকালের নামাযের পর কোন বিতর নাই"।

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক বলেছেন, ফজরের নামাযের পর বিতরের ওয়াক্ত থাকে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

এক রাতে দুই বার বিতরের নামায নেই।

٤٤٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ .

৪৪২। তলক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এক রাতে দুইবার বিতর নাই –(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। যে ব্যক্তি রাতের প্রথম অংশে বিতর পড়েছে সে পুনরায় শেষ রাতে নামায পড়তে উঠলে তাকে পুনরায় বিতর পড়তে হবে কিনা এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল সাহাবী ও তাবিঈর মত হল, সে তার বিতর নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁরা বলেন, সে আরো এক রাকআত অতিরিক্ত পড়বে, অতঃপর যত রাকআত ইচ্ছা নামায পড়বে। সব নামাযের শেষে বিতর পড়বে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণ হল, রাতে একবারের অতিরিক্ত বিতর নাই। ইমাম ইসহাক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অপর একদল সাহাবা ও তাবিঈর মত হল, যে ব্যক্তি প্রথম রাতে বিতর পড়েছে সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলে যত রাকআত ইচ্ছা পড়ে নিবে। বিতর নষ্ট করার বা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নাই। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, মালিক এবং আহমাদ এ মত গ্রহণ করেছেন এবং এই মতই অধিকতর সহীহ। কেননা মহানবী (সা) বিতর পড়ার পর নফল পড়েছেন।

٤٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مُوْسَى الْمَرَائِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ .

৪৪৩। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযের পর দুই রাকআত নামায পড়তেন –(আ, ই)।

আবু উমামা, আইশা (রা) ও অন্যান্যরা মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

সওয়ারীর উপর বিতরের নামায পড়া।

٤٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ اَوْتَرْتُ فَقَالَ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

৪৪৪। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে ইবনে উমার (রা)–র সংগী ছিলাম। আমি (বিতর পড়ার উদ্দেশ্যে) তাঁর পিছনে থেকে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, বিতর পড়ছিলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সওয়ারীর উপর বিতরের নামায পড়তে দেখেছি –(বু, মু, দা, না, ই, আ)[১৭৬]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর একদল সাহাবী ও অন্যান্যরা এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, কোন লোকের জন্য তার বাহনের পিঠে বিতরের নামায পড়া জায়েয। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর বিতর পড়বে না। যখন সে বিতর পড়ার ইচ্ছা করবে তখন নীচে নেমে এসে মাটির বুকে বিতর পড়বে। কুফাবাসীদের একদল এ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

পূর্বাহ্নের (চাশতের) নামায।

٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ فُلَانِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

---

১৭৬. সাওয়ারীর উপর বিতর নামায পড়া জায়েয হওয়া না হওয়া নিয়ে আলেমদের মাঝে যে মতপার্থক্য আছে তা আর একটি মতপার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। তা এই যে, একদল আলেমের মতে বিতর ওয়াজিব। অপর এক দল আলেমের মতে বিতর ওয়াজিব নয়। যে সকল আলেম বিতরকে ওয়াজিব মনে করেন, তাদের মতে সওয়ারীর উপর বিতর পড়া জায়েয নেই। আর যে সকল আলেম বিতরকে ওয়াজিব মনে করেন না, তাদের মতে সওয়ারীর উপর বিতর নামায পড়া জায়েয আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে বিতর নামায ওয়াজিব এবং এটা সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয নেই –(মাহমূদ)।

صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ

৪৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের বার রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি সোনার প্রাসাদ তৈরী করেন–(ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে উম্মে হানী, আবূ হুরায়রা, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আবূ যার, আইশা, আবূ উমামা, উতবা ইবনে আবদ সুলামী,ইবনে আবূ আওফা, আবূ সাঈদ, যায়েদ ইবনে আরকাম ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا حَدَّثَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

৪৪৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন কোন লোকই অবহিত করেনি যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নের নামায পড়তে দেখেছে। কিন্তু উম্মে হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর গোসল করে আট রাকআত নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এতো সংক্ষিপ্তভাবে আর কখনও নামায পড়তে দেখিনি। হাঁ তিনি রুকূ–সিজদা ঠিকমত আদায় করছিলেন –(বু, মু)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম আহমাদের মতে, এ অনুচ্ছেদে উম্মে হানী (রা)–র হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ। নুআইম (রা)–র পিতার নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মতান্তরে তার নাম খাম্মার, আম্মার, হাব্বার, হাম্মাম ও হাম্মার। ঐতিহাসিক আবূ নুআইম ভুলবশত খাম্মার বলে সন্দীহান হয়েছেন এবং পরে পিতার নাম উল্লেখ বাদ দিয়েছেন। সঠিক নাম হাম্মার।

٤٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ السَّمْنَانِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ ابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ .

৪৪৭। আবু দারদা ও আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ করে দিব –(আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব।

٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

৪৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের জোড়া নামাযের নিয়মিত হেফাজত করে, তাঁর গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, তা সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও।

٤٤٩- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّىْ .

৪৪৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পূর্বাহ্নের নামায পড়তেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি কখনও এ নামায পরিত্যাগ করবেন না। তিনি আবার কখনও এমনভাবে এ নামায ছেড়ে দিতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত আর কখনও তা পড়বেন না–(আ,হা)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় নামায পড়া।

٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى الْوَضَاحِ هُوَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِىْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর এবং যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন। তিনি বলেছেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আমি এ সময় আমার ভাল কাজগুলো উঠিয়ে নেয়ার আকাংখা করি –(আ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اُخْرِهِنَّ .

"বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তেন"–(ই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

প্রয়োজন পূরণের নামায (সালাতুল হাজাত)

٤٥١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَاَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির আল্লাহর কাছে অথবা কোন আদম সন্তানের কাছে কোন প্রয়োজন রয়েছে সে যেন প্রথমে উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে, অতঃপর এ দোয়া পাঠ করে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ..... আরহামার রাহিমীন"।

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি পরম সহিষ্ণু ও মহামহিম। মহান আরশের মালিক আল্লাহ অতি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে তোমার রহমাত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের ঐশ্বর্য এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে মহা অনুগ্রহকারী। আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং যে প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পরিপূর্ণ করে দাও।"

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কেননা এ হাদীসের এক রাবী ফাইদ ইবনে আবদুর রহমান হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ইস্তিখারার নামায।

٤٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعِيْشَتِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعِيْشَتِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ قَالَ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ .

৪৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি কাজে আমাদেরকে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়, অতঃপর বলে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা— সুম্মা আরদিনী বিহি।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য প্রার্থনা করছি, তোমার শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোন জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্যবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন ঃ আমার দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে কল্যাণকর মনে কর তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজকর্মের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন ঃ আমার ইহ–পরকালের ব্যাপারে ক্ষতিকর মনে কর , তবে তুমি সে কাজটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখ। যেখান থেকে হোক তুমি আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও।" অতঃপর তিনি (সা) অথবা রাবী বলেন, (এ কাজটির স্থলে) প্রার্থনাকারী যেন নিজের উদ্দিষ্ট কাজের নাম করে –(আ, বু, দা, না, ই)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবূ আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আমরা কেবলমাত্র আবদুর রহমান ইবনে আবুল মাওয়ালীর সূত্রেই জানতে পেরেছি। তিনি মদীনার একজন শায়েখ এবং সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

সালাতুত তাসবীহ

٤٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَا عَمِّ اَلاَ اَصِلُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَنْفَعُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَا عَمِّ صَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ

فَاذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِىَ ثَلاَثُ مِائَةٍ فِىْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَقُوْلَهَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ اِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَقُوْلَهَا فِىْ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِىْ جُمُعَةٍ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَقُوْلَهَا فِىْ جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِىْ شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ حَتّٰى قَالَ فَقُلْهَا فِىْ سَنَةٍ .

৪৫৩। আবূ রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে চাচা! আমি কি আপনার সাথে সদ্ব্যবহার করব না, আমি কি আপনাকে ভালবাসব না, আমি কি আপনার উপকার করব না? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ হে চাচা! চার রাকআত নামায পড়ুন, প্রতি রাকআতে সূরা আল-ফাতিহা ও এর সাথে একটি করে সূরা পাঠ করুন। কিরাআত পাঠ শেষ করে রুকূ করার পূর্বে পনের বার বলুন, আল্লাহু আকবার ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অতঃপর রুকূতে গিয়ে দশবার, রুকূ থেকে মাথা তুলে দশবার, সিজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার, পুনরায় সিজদায় গিয়ে দশবার এবং সিজদা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার এটা পাঠ করুন। এভাবে প্রতি রাকআতে পঁচাত্তর বার পাঠ করা হবে, চার রাকআতে সর্বমোট তিনশো বার হবে। আপনার টিলা পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দৈনিক এরূপ নামায পড়তে কে সক্ষম হবে? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন পড়তে সক্ষম না হলে প্রতি শুক্রবারে (সপ্তাহে একবার) পড়ুন। যদি প্রতি জুমআয় পড়তে না পারেন তবে প্রতি মাসে পড়ুন। (রাবী বলেন,) তিনি এভাবে বলতে বলতে শেষে বললেন ঃ বছরে একবার পড়ে নিন-(ই, কু, বা)।

এ হাদীসটি গরীব।

٤٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

عَلِّمْنِىْ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ صَلاَتِىْ فَقَالَ كَبِّرِى اللّٰهَ عَشْرًا وَسَبِّحِى اللّٰهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِىْ مَا شِئْتِ يَقُوْلُ نَعَمْ نَعَمْ .

৪৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়ব। তিনি বললেন ঃ দশবার 'আল্লাহু আকবার' দশবার 'সুবহানাল্লাহ' এবং দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ কর। অতঃপর তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও। তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন ঃ হাঁ, হাঁ (কবুল করলাম)-(হা, আ, না)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ফযল ইবনে আব্বাস ও আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে মহানবী (সা) থেকে আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলো খুব একটা সহীহ নয়। ইবনুল মুবারক ও অন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সালাতুত তাসবীহ ও তার ফযীলাত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلاَةِ الَّتِىْ يُسَبَّحُ فِيْهَا فَقَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً ثُمَّ يَقُوْلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلٰى هٰذَا فَذَالِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ تَسْبِيْحَةً فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ يَبْدَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيْحَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا فَاِنْ صَلّٰى لَيْلاً فَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يُّسَلِّمَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاِنْ صَلّٰى نَهَارًا فَاِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَاِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ .

আবু ওয়াহ্‌ব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার বলবে, অতঃপর "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"

পড়বে। অতঃপর পনর বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াল–হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" পড়বে। অতঃপর আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য সূরা পাঠ করবে। অতঃপর দশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" পড়বে। অতঃপর রুকূতে গিয়ে দশবার, রুকূ থেকে মাথা তুলে দশবার, সিজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার এবং দ্বিতীয় সিজদায় দশবার উক্ত দোয়া পাঠ করবে। এভাবে চার রাকআত নামায পড়বে। এতে প্রতি রাকআতে পঁচাত্তর বার পড়া হবে। প্রতি রাকআতের প্রথমে এ দোয়া পনর বার পড়বে, অতঃপর কিরাআত পাঠ করবে, অতঃপর দশবার করে উক্ত দোয়া পাঠ করবে। যদি এ নামায রাতের বেলা পড়া হয় তবে আমি প্রতি দুই রাকআত অন্তর সালাম ফিরানো উত্তম মনে করি। আর যদি দিনের বেলা পড়ে তবে ইচ্ছা করলে দুই রাকআত অন্তর বা চার রাকআত পরও সালাম ফিরাতে পারে।

আবু ওয়াহ্‌ব বলেন, আবদুল আযীয আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, রুকূ-সিজদায় পর্যায়ক্রমে তিনবার করে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' ও 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' পাঠ করার পর উল্লেখিত দোয়া পড়বে। আবদুল আযীয বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, যদি এ নামাযে ভুল হয়ে যায় তবে ভুলের সিজদার মধ্যে উক্ত দোয়া পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, না, এ দোয়া তো মোট তিনশো বার পড়তে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

মহানবী (সা)–এর উপর দুরূদ ও সালাম পড়ার পদ্ধতি।

٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَالْأَجْلَحِ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَبُوْ أُسَامَةَ زَادَنِىْ زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ .

৪৫৫। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কিভাবে সালাম করতে হবে তা আমরা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি

কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বল, "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমাত বর্ষণ কর যেভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমাত বর্ষণ করেছ। (হে আল্লাহ!) তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের বরকত দান কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের বরকত দান করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা বলেন, আমরা "তাদের সাথে আমাদের প্রতিও" শব্দটুকুও বলতাম -(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু হুমাইদ, আবু মাসউদ, তালহা, আবু সাঈদ, বুরাইদা, যায়েদ ইবনে খারিজা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

মহানবী (সা)-এর প্রতি দুরূদ পাঠের ফযীলাত।

٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَيْسَانَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً .

৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে যে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ করেছে।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। মহানবী (সা) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি (সা) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেন।

٤٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

৪৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমাত বর্ষণ করেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আমের ইবনে রবীআ, আম্মার, আবু তালহা, আনাস ও উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরীও অপরাপর মনীষী বলেছেন, প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ থেকে সালাত শব্দের অর্থ রহমাত এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে 'সালাতের' অর্থ 'ক্ষমাপ্রার্থনা।'

٤٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَلْخِيُّ الْمَصَاحِفِيُّ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ اَبِىْ قُرَّةَ الْاَسَدِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّىْ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৪৫৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দোয়া আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যতক্ষণ তুমি দুরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না।

আবু ঈসা বলেন, আলা ইবনে আবদুর রহমান তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) ও অন্যান্যদের কাছে হাদীস শুনেছেন। আলার পিতা আবদুর রহমানও তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র কাছে হাদীস শুনেছেন। আবদুর রহমানের পিতা ইয়াকূব একজন বয়বৃদ্ধ তাবিঈ। তিনি উমার (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يَبِعْ فِىْ سُوْقِنَا اِلاَّ مَنْ تَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ .

৪৫৯। আলা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকূব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়াকূব) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ যার দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আছে কেবল সেই যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা করে।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

চতুর্থ অধ্যায়

اَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

আবওয়াবুল জুমুআ

(জুমুআর নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

জুমুআর দিনের ফযীলাত।

٤٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদয় হয় তাঁর মধ্যে জুমুআর দিনই উত্তম। এ দিনেই আদম (আ)–কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আর জুমুআর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে – (মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু লুবাবা, সালমান, আবু যার, সাদ ইবনে উবাদা ও আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

জুমুআর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যখন দোয়া কবুলের আশা করা যায়।

٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِىُّ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ .

৪৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর দিনের যে মুহূর্তে (দোয়া কবুল হওয়ার) আশা করা যায় তা আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে তালাশ কর।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। অন্য একটি সূত্রেও এ হাদীসটি আনাসের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ একজন দুর্বল রাবী। একদল বিশেষজ্ঞ তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল বলেছেন। তাঁকে হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদও বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইনি আবু ইবরাহীম আনসারী, ইনি একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। একদল সাহাবা ও তাবিঈর ধারণা হল দোয়া কবুলের এ সময়টি আসরের পর থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। আহমাদ বলেছেন, যে সময়ে দোয়া কবুলের আশা করা যায় সে সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময়টি আসরের পর এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকেও এর আশা করা যায়।

٤٦٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبُغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْــنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ اِلَى الْاِنْصِرَافِ مِنْهَا .

৪৬২। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর দিনের মধ্যে একটি বিশেষ সময় আছে। এ সময়ে বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ সময়টি কখন? তিনি বললেন ঃ যখন নামায শুরু হয় তখন থেকে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা, আবু যার, সালমান, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আবু লুবাবা ও সাদ ইবনে উবাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٦٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُــوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَــوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّىْ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ

اَنَا اَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِى بِهَا وَلاَ تَضْنَنْ بِهَا عَلَىَّ قَالَ هِىَ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلَى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ فَكَيْفَ تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّىْ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَلاَمٍ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى الصَّلاَةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

৪৬৩। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদয় হয় তাঁর মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদিনেই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং এ দিনেই তাঁকে সেখান থেকে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল -(আ, দা,না)।

এ দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যখন কোন মুসলিম বান্দা নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন, আমি সে সময়টি জানি। আমি বললাম, তাহলে আমাকেও বলে দিন, এ ব্যাপারে কৃপণতা করবেন না। তিনি বললেন, এ সময়টি আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, তা কি করে আসরের পর হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা নামাযরত অবস্থায় এই মুহূর্তটি পেয়ে—। অথচ আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, তখন তো নামায পড়া হয় না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে প্রকারান্তরে সে নামাযের মধ্যেই থাকে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সেটাই এ সময়।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

জুমুআর দিন গোসল করা।

٤٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৪৬৪। সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে আসে–(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, উমার, জাবির, বারাআ, আইশা ও আবু দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উমার (রা) থেকেও উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে এই সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, এখানে পৃথক দু'টি সূত্রে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ই সহীহ।

٤٦٥- وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْغُسْلِ .

৪৬৫। ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ

"একদা উমার (রা) জুমুআর নামাযের খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী এসে (মসজিদে) প্রবেশ করলেন। তিনি (উমার) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন সময় (বিলম্ব কেন)? তিনি বললেন, আমি আযান শুনেই চলে এসেছি, মোটেই বিলম্ব করিনি। তিনি (উমার) বললেন, শুধু উযুই করলেন? অথচ আপনার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

জুমুআর দিন গোসল করার ফযীলাত।

٤٦٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَاَبُوْ جَنَابٍ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ حَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ بَخْطُوْهَا اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا قَالَ مَحْمُوْدٌ

فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَكِيْعٌ اغْتَسَلَ هُوَوَغَسَّلَ امْرَأَتَهُ .

৪৬৬। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : যে ব্যক্তি গোসল করল এবং করাল, সকাল সকাল মসজিদে আসল, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনল এবং নিশ্চুপ থাকল– তাঁর জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের (নফল) রোযা ও নামাযের সওয়াব রয়েছে –(আ, দা, ই)।

ওয়াকী বলেন, 'গোসল করল এবং করাল' শব্দের অর্থ নিজে গোসল করল এবং স্ত্রীকে গোসল করাল। ইবনুল মুবারক বলেন, নিজে গোসল করল এবং মাথা ধুইল। এ অনুচ্ছেদে আবু বাকর, ইমরান ইবনে হুসাইন, সালমান, আবু যার, আবু সাঈদ, ইবনে উমার ও আবু আইউব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

অনুচ্ছেদ : ৫

জুমুআর দিনে উযূ করা।

٤٦٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِىُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

৪৬৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন শুধু উযূ করল সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল করাই উত্তম।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কেউ কেউ উল্লেখিত হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা)–এর সাহাবী ও তাদের পরবর্তীগণ শুক্রবার গোসল করা উত্তম মনে করেছেন; যদিও শুধু উযূ করাও যথেষ্ট।

ইমাম শাফিঈ বলেন, জুমুআর দিন গোসল করার জন্য মহানবী (সা) যে হুকুম দিয়েছেন তা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে দলীল হল : উমার (রা) উসমান (রা)–কে বললেন, শুধু উযুই করলেন? অথচ আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন গোসল করার হুকুম করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এ হুকুম দ্বারা যদি গোসল করা ওয়াজিব প্রমাণিত হত তবে উমার (রা) উসমান (রা)–কে বসতে দিতেন না; বরং তাঁকে মসজিদ থেকে বের হয়ে গোসল করে আসতে বাধ্য করতেন। অধিকন্তু উসমান (রা) নিজেও গোসল করে আসতেন, শুধু উযূ করে আসতেন না। কেননা উসমান (রা)

পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অতএব জুমুআর দিন গোসল করা উত্তম কিন্তু ওয়াজিব নয়।

٤٦٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا .

৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমুআর নামায পড়তে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে নীরবে খুতবা শুনে, তাঁর এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কাঁকর-বালি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করল সে বাজে কাজ করল –(মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

জুমুআর দিন সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া।

٤٦٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ .

৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নাপাকির গোসল সেরে দুপুরের সময় (জুমুআর নামায পড়ার জন্য) মসজিদে আসল সে যেন একটি উট কোরবানী করল। অতঃপর দ্বিতীয় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি গাভী কোরবানী করল। তৃতীয় মুহূর্তে যে আসল সে যেন শিংযুক্ত একটি মেষ কোরবানী করল। চতুর্থ মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি মুরগী কোরবানী করল। পঞ্চম মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি ডিম কোরবানী

করল। অতঃপর ইমাম যখন (নামাযের জন্য) বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ আলোচনা শুনার জন্য উপস্থিত হয়ে যান –(বু, মু, দা, না, ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

কোন ওজর ছাড়াই জুমুআর নামায ত্যাগ করা।

٤٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَــنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ يَعْنِى الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيْمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ .

৪৭০। আবুল জাদ আদ–দমরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক নিছক অলসতা ও গাফলতি করে পর পর তিন জুমুআ ত্যাগ করে আল্লাহ তাঁর অন্তরে মোহর মেরে দেন –(আ, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, আবুল জাদের হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে আমরের সূত্রেই কেবল আমরা এই হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারীকে আবুল জাদের নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাঁর সূত্রে কেবল এই হাদীসটিই বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

জুমুআর নামাযের জন্য কতদূর থেকে আসতে হবে।

٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ قُبَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِـنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءٍ .

৪৭১। জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুবা পল্লী থেকে জুমুআর নামাযে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা কেবল উল্লেখিত সনদেই জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে সহীহ সনদ সূত্রে মহানবী (সা)–এর কোন হাদীস নেই। আবু হুরায়রা (রা)

থেকে একটি বর্ণনা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"এমন ব্যক্তির উপরও জুমুআ ওয়াজিব যে নামায আদায় করে রাতের প্রথম দিকেই নিজ পরিবারে পৌছে যেতে পারে।"

এটাও যঈফ হাদীস। কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-মাকবুরী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। জুমুআর নামায কার উপর ওয়াজিব তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর নামায আদায় করে রাতের মধ্যেই ঘরে পৌছে যেতে পারে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব। অপর একদল মনীষী বলেছেন, যতদূর আযানের শব্দ পৌছে ততদূর পর্যন্তকার লোকদের উপর জুমুআ ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।[১৭৭]

আমি (তিরমিযী) আহমাদ ইবনে হাসানকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা আহমাদ ইবনে হাম্বলের কাছে উপস্থিত ছিলাম। কার উপর জুমুআ ওয়াজিব এ নিয়ে আলোচনা জমে উঠল। আহমাদ ইবনে হাম্বল এ বিষয়ের উপর মহানবী (সা)–এর কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। আহমাদ ইবনে হাসান বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বললাম, আবু হুরায়রা (রা) এ সম্পর্কে নবী (সা)–এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা)–এর হাদীস। আমি বললাম, হাঁ। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রাত হতে হতে বাড়ি পৌছতে পারবে তাঁর উপরও জুমুআ ওয়াজিব।" এ হাদীস শুনে আহমাদ ইবনে হাম্বল আমার উপর ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমার খোদার কাছে ক্ষমা চাও, তোমার খোদার কাছে ক্ষমা চাও। আহমাদ ইবনে হাম্বল একথা এজন্যই বলেছেন, তিনি এ হাদীসকে গণায়ই ধরেন না। কেননা তার সনদ দুর্বল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত।

٤٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ اَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ .

---

১৭৭. জুমুআর নামায কার উপর ওয়াজিব হয়, এ নিয়ে আলেমরা মতবিরোধ করেছেন। এক দল আলেম রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিম্নবর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। হাদীসটি এইঃ "নিজ পরিবারে বসবাসরত ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব"।

তাদের মতে এ হাদীস যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারেদ উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম আবু হানীফার মতে যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শুনতে পায় তার উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব। অর্থাৎ যে মুকীম এবং মুসাফির নয় তাকে জুমুআ পড়তে হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে সে মুকীম হবে, মুসাফির হবে না। সুতরাং তার উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব –(মাহমূদ)।

৪৭২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে গেলে জুমুআর নামায পড়তেন –(বু, দা)।[১৭৮]

আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)–র হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল আকওয়া, জাবির ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অধিকাংশ মনীষীর মতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জুমুআর ওয়াক্ত শুরু হয়, যেমন যোহরের ওয়াক্ত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন। একদল আলেমের মতে, জুমুআর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে পড়ে নিলে তাও জায়েয এবং নামায হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে জুমুআ পড়ে নিল আমার মতে তার নামায পুনর্বার পড়া তার উপর ওয়াজিব নয়।

অনুচ্ছেদ : ১০

মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া।[১৭৯]

٤٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلاَّسُ اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ اَبُوْ غَسَّانَ العَنْبَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ العَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ

১৭৮ হানাফী মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুমুআর নামাযের সময়, তার পূর্বেও জুমুআ হয় না পরেও হয় না। মালিকী মাযহাবে জুমুআর ওয়াক্ত সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামায থেকে এতটা পূর্ব পর্যন্ত থাকে যে, সূর্যাস্তের পূর্বে খুতবা ও নামায শেষ করা যায়। হাম্বলী মাযহাব মতে জুমুআর ওয়াক্ত সকাল বেলা সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর থেকে আসরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। আবু হানীফার মতে, জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম ছাড়া আরো তিনজন এমন লোক দরকার যাদের উপর নামায ফরয হয়েছে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ইমাম সহ দু'জন , শাফিঈ ও আহমাদের মতে ইমামসহ অন্ততঃ চল্লিশজন এবং মালিকের মতে ইমাম ছাড়া আরো বারজন লোক দরকার। অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা জুমুআর ১৮ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য (অনু)।

১৭৯ 'খুতবা' শব্দের অর্থ 'বক্তৃতা' বা ভাষণ। জুমুআর ফরয নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব মিম্বারে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে পরপর যে দুটি ভাষণ দেন তাই জুমুআর খুতবা নামে পরিচিত। জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা দেওয়া অপরিহার্য শর্ত। এই খুতবা বা ভাষণ আরবী ভাষায় হওয়া উচিৎ না স্থানীয় (মাতৃ) ভাষায় তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আরবীতে খুতবা দেয়ার পক্ষপাতী, অপর দল উপস্থিত নামাযীদের (বা তাদের অধিকাংশের) বোধগম্য ভাষায় খুতবা দেওয়ার পক্ষপাতী। উভয় দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে।

মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী বলেছেন, "খুতবার একটি অংশ অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান, মহানবী (সা), তাঁর পরিবার–পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি দুরূদ ও সালাম এবং দোয়া তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কুরআনের তিলাওয়াতও আরবীতেই হতে হবে। দ্বিতীয় অংশ যাতে উপদেশ, শরীআতের নির্দেশাবলী, যুগের প্রয়োজন ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশ উপস্থিত লোকদের বা তাদের অধিকাংশের বোধগম্য ভাষায় হওয়া উচিৎ। একই এলাকায় একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকলে সেখানকার মুসলমানগণ যে ভাষাটি অধিক ব্যবহার করেন খুতবার এ অংশটি সে ভাষাতেই হওয়া উচিৎ। যদি জুমুআর নামাযে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক একত্র হয় তবে সম্পূর্ণ খুতবাই আরবীতে হওয়া উচিৎ।" এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত জানার জন্য সাইয়েদ মওদূদীর "নির্বাচিত রচনাবলী" শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করা যেতে পারে (অনু)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ اِلٰى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ حَتّٰى اَتَاهُ فَالْتَزَمَهُ فَسَكَنَ .

৪৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের গুঁড়ির সাথে ভর দিয়ে জুমুআর বক্তৃতা করতেন। যখন মিম্বার তৈরী করা হল খেজুরের গুঁড়িটা কাঁদতে লাগল। তিনি গাছটির কাছে গেলেন এবং তা স্পর্শ করলেন। ফলে এটা চুপ করল –(বু, ই)।

এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস, জাবির, সাহল ইবনে সাদ, উবাই ইবনে কাব, ইবনে আব্বাস ও উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

দুই খুতবার মাঝখানে বসা।

٤٧٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَالَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ .

৪৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর উঠে পুনরায় খুতবা দিতেন, যেমন আজকালকার দিনে করা হয় –(দা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ দুইখুতবার মাঝখানে বসে উভয় খুতবার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।

٤٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

৪৭৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তাঁর নামায ছিল মধ্যম ধরনের এবং

খুতবাও ছিল মধ্যম ধরনের (সংক্ষেপও নয়, দীর্ঘও নয়) –(মু, ন, ই, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আম্মার ইবনে ইয়াসির ও ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মিম্বারের উপর কুরআন পাঠ করা।

٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ .

৪৭৬। সাফওয়ান ইবনে ইআলা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইআলা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে "ওয়া নাদাও ইয়া মালিকু ....." (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭) আয়াত পাঠ করতে শুনেছি –(বু, মু, দা, না)।

এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরায়রা ও জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল মনীষী জুমুআর খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ করার নীতি অবলম্বন করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, ইমাম যদি তাঁর খুতবার মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ না করে থাকে তবে তাকে পুনর্বার খুতবা দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ইমামের ভাষণের (খুতবার) সময় তার দিকে মুখ করে বসতে হবে।

٤٧٧- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا .

৪৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে উঠতেন তখন আমরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি যঈফ। কেননা এর এক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তাঁর স্মরণশক্তি ক্ষীণ। মহানবী (সা)–এর সাহাবী ও অন্যরা খুতবা চলাকালে ইমামের দিকে মুখ করে বসা পছন্দ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ আমল করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে কোন সহীহ হাদীস নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হলে তার দুই রাকআত নামায পড়া সম্পর্কে।

٤٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَقُمْ فَارْكَعْ

৪৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হাযির হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায পড়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ ওঠো এবং নামায পড়।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّىْ فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوْهُ فَاَبٰى حَتّٰى صَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كَادُوْا لَيَقَعُوْا بِكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لاَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَاَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَمَرَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ .

৪৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) জুমুআর দিন (মসজিদে) প্রবেশ করলেন। মারওয়ান তখন বক্তৃতা (খুতবা) দিচ্ছিল। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন। মারওয়ানের চৌকিদার তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার (নামায থেকে বিরত রাখার) জন্য আসল। কিন্তু তিনি তা মানলেন না এবং নামায পড়লেন। তিনি অবসর হলে আমরা তাঁর কাছে আসলাম। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, তারা আপনাকে কুপোকাত করার জন্য এসেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা কথা শিখে নিয়েছি। এরপর আমি এ দুই রাকআত কখনও ছাড়তে পারি না। অতঃপর তিনি উল্লেখ করলেন, জুমুআর দিন এক ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে উস্কখুস্ক অবস্থায় মসজিদে আসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জুমুআর

খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে দুই রাকআত নামায পড়ল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে থাকলেন। ১৮০

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসের এক রাবী ইবনে উমার বলেন, ইবনে উআইনা মসজিদে এসে দুই রাকআত নামায পড়তেন; ইমাম তখন খুতবা দিতে থাকতেন। তিনি এটা পড়ার হুকুমও দিতেন। আবু আবদুর রহমান আল–মাকবুরীও তাঁকে এরূপ করতে দেখেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আজলান একজন সিকাহ রাবী এবং হাদীসশাস্ত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, জাবির এবং সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকেন তখন কোন লোক আসলে সে বসে যাবে এবং নামায পড়বে না। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণ (আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এই মত পোষণ করেন। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ।

٤٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ.

৪৮০। আলা ইবনে খালিদ আল–কুরাশী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান আল–বসরীকে জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলাম, ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর বসলেন। হাদীসের অনুসরণ করার জন্যই হাসান এরূপ করলেন। তিনি এ সম্পর্কিত হাদীস জাবির (রা)–র মাধ্যমে মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

٤٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

১৮০. ইমামের খুতবা চলাকালে দুই রাকআত নামায পড়া যাবে কি না? ইমাম শাফিঈর মতে ইমামের খুতবা চলাকালে দুই রাকআত নামায পড়া যাবে। ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কথা বলার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে ইমাম শাফিঈ তা থেকে এই দুই রাকআত নামাযকে ব্যতিক্রম করেছেন। উমার (রা), আবু বাক্‌র (রা) এবং আলী (রা)-সহ জমহুর সাহাবী এবং বড় বড় তাবিঈসহ সালাফে সালেহীনের মতে ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে কোন নামায পড়া জায়েয নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। অনুচ্ছেদের হাদীসের জবাবে বলা হয়, নবী (সা) আগত ব্যক্তিকে নামায পড়ার হুকুম দিয়ে তিনি নিজে তার নামায থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কোন কোন আলেমের মতে সে নবী (সা)–এর খুতবা শুরু করার আগেই দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়। তবে সবচেয়ে উত্তম জবাব এই যে, এ ঘটনা খুতবার সময় কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটেছে –(মাহমূদ)।

سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا .

৪৮১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে ইমামের খুতবা দানকালে (অন্যকে) বলল, 'চুপ কর' সে অনর্থক কথা বলল –(বু, মু)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু আওফা ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইমামের খুতবা চলাকালে কথা বলাকে মাকরূহ বলেছেন। যদি কেউ কথা বলে তবে হাত দিয়ে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিবে। কিন্তু তাঁরা সালামের উত্তর দেওয়া ও হাঁচির জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইমামের খুতবা চলাকালে সালামের জবাব দেওয়া ও হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার অনুমতি দিয়েছেন। একদল তাবিঈ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মতগ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

জুমুআর দিন লোকদের ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া মাকরূহ।

٤٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اُتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ .

৪৮২। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুআয) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন (নামাযের সময়) যে ব্যক্তি লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে (কাতার ভেদ করে) সামনে যাবার চেষ্টা করে (কিয়ামতের দিন) তাকে দোযখের পুল (সাঁকো) স্বরূপ করা হবে –(ই)।[১৮১]

এ হাদীসটি গরীব। কেবল রিশদীন ইবনে সাদের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের

---

১৮১. এ সতর্কবাণী এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সম্মুখের কাতারে খালি জায়গা না থাকা সত্ত্বেও লোকদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। সম্মুখের কাতারে স্থান খালি থাকলে লোকদেরকে অতিক্রম করে সম্মুখের কাতারে বসা জায়েয আছে। কিন্তু অতিক্রম করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না – (মাহমূদ)।

এক শ্রেণীর লোককে দেখা যায়, মসজিদে বিলম্বে এসে নামাযীদের ঠেলে সামনে বসার চেষ্টা করে। এতে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হয়। অবশ্য সামনের কাতারে ফাঁকা জায়গা থাকলে কাতার ভেদ করে সামনে যেতে দোষ নেই (অনু)।

পরিপ্রেক্ষিতে লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে কোন ব্যক্তির সামনে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন এবং কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

এ হাদীসের রাবী রিশদীন ইবনে সাদকে কতিপয় হাদীস বিশারদ স্মরণশক্তির দিক থেকে দুর্বল বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ইমামের খুতবা চলাকালে পায়ের নালা জড়িয়ে বসা মাকরূহ।

٤٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

৪৮৩। সাহল ইবনে মুআয (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ইমামের খুতবা চলাকালে দুই হাতে (পায়ের) নালা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন –(আ, দা, বা)।

অনুচ্ছেদঃ ১৯

মিম্বারে অবস্থানকালে দোয়ার মধ্যে হাত তোলা মাকরূহ।

٤٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ .

৪৮৪। উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন বিশর ইবনে মারওয়ান জুমুআর খুতবা দেওয়াকালে দোয়া করার সময় উভয় হাত উপরে তুললেন। এতে উমারা বললেন, আল্লাহ এই বেঁটে হাত দুটিকে বিশ্রী করুন। আমি নিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি নিজের হাত দিয়ে এর অধিক কিছু করতেন না। (অধঃস্তন রাবী) হুশাইম এ কথা বলার সময় নিজের তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন –(আ, মু, না)।[১৮২]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

১৮২. একদল আলেম খুতবা চলাকালে মুক্তাদীদের এভাবে বসাকে মাকরূহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও অন্যরা এভাবে বসার অবকাশ আছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এভাবে বসায় কোন দোষ মনে করেন না (অনু.)।

অনুচ্ছেদঃ ২০

জুমুআর আযান সম্পর্কে।

٤٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ .

৪৮৫। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র ও উমার (রা)–র যুগে ইমাম বের হয়ে আসলে এবং নামায শুরু হওয়ার সময় জুমুআর আযান হত। উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর 'যাওরায়' তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করা হয় –(আ, বু, দা, ন, ই, বা)।[১৮৩]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ইমামের মিম্বার থেকে অবতরণের পর কথা বলা।

٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ اِذَا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ .

৪৮৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করে প্রয়োজনবোধে কথা বলতেন –(দা, না, ই)।

আমি (তিরমিযী) এ হাদীসটি কেবলমাত্র জারীর ইবনে হাযিমের সূত্রে জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, জারীর ইবনে হাযিম এ হাদীসে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। আনাসের সূত্রে সাবিত যে বর্ণনা করেছেন সেটাই সহীহ। তাতে আছে ঃ

اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَاَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ .

---

১৮৩. "যাওরা" মসজিদে নবরীর সামনে একটি উচু স্থানের নাম ছিল। মহানবী (সা), আবু বাকর ও উমারের সময়ে ইমাম যখন মিম্বারে বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হত, আমাদের যুগে দ্বিতীয় আযান যা খুতবা আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে দেওয়া হয়। উসমান (রা)–এর খেলাফতকালে লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওরাতে তিনি যাওরায় দাঁড়িয়ে তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। আমাদের যুগে এটাই প্রথম আযান। সাইব (রা) ইকামতকেও আযান বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তৎকালের সময়ে দ্বিতীয় আযান, আর আমাদের সময়ে তৃতীয় আযান (অনু:)।

"নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হল। এমন সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর হাত ধরে কথা বলতে থাকল। এমনকি লোকেরা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে লাগল।"

মুহাম্মাদ বলেন, আসলে হাদীস হল এটি। কখনও কখনও জারীর ইবনে হাযিম অনুমানে লিপ্ত হন কিন্তু তিনি সত্যবাদী। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ .●

"নামাযের জন্য ইকামত হয়ে গেলেও আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না।"

জারীরের বর্ণিত সনদের পরিপ্রেক্ষিতে এ হাদীসটি ভুল কিন্তু অন্য সনদে এটি সহীহ হাদীস। তিনি রাবীদের সনদ বর্ণনায় ভুল করে ফেলেন। যেমন হাদীসটি সাবিত আল–বুনানী আবু কাতাদা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আনাস (রা)–র সূত্রে বর্ণিত বলেছেন।

٤٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُوْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُوْلِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৪৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইকামত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে দেখলাম। লোকটি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে দাঁড়ানো ছিল। সে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আমি লোকদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে দেখেছি –(বু, মু, না, দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

জুমুআর নামাযের কিরাআত।

٤٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فَصَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَفِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ

عُبَيْدُ اللّٰهِ فَأَدْرَكْتُ اَبَا هُرَيْـرَةَ فَقُلْتُ تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَؤُهُمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْـرَأُ بِهِمَا .

৪৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু রাফে (রা)–র পুত্র উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)–কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) আমাদের জুমুআর নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইযা জাআকাল মুনাফিকূন পাঠ করলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি আবু হুরায়রার সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা পাঠ করলেন যা আলী (রা) কূফায় পাঠ করতেন। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দুটো সূরা পড়তে শুনেছি –(মু, দা, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, নোমান ইবনে বাশীর ও আবু ইনাবা আল–খাওলানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী (সা) জুমুআর নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' সূরা পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

জুমুআর দিন ভোরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে।

٤٨٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُخَوَّلٍ (مخول) بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৪৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে 'তানযীলুস সিজদা' এবং 'হাল আতা আলাল ইনসান' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন –(আ, মু, দা, না)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা এ হাদীসটি মুখাওয়ালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে সাদ, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জুমুআর (ফরযের) পূর্বের ও পরের নামায।

٤٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

৪৯০। সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর (ফরযের) পরে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। নাফে (রহ) ইবনে উমার (রা)–র কাছ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ اِنْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

৪৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর (ফরয) নামায শেষ করে বাড়িতে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন –(মু)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٤٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا .

৪৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের পর নামায পড়তে চায় সে যেন চার রাকআত পড়ে –(মু, দা, না, ই, আ)।

এ হাদীসটি হাসান।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, সুহাইল ইবনে আবু সালেহ হাদীসশাস্ত্রে একজন শক্তিশালী রাবী। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রা) জুমুআর (ফরযের)) পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমুআর পর দুই রাকআত অতঃপর চার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক (রহ) ইবনে মাসউদের মত গ্রহণ করেছেন। ইসহাক বলেছেন, জুমুআর দিন যদি মসজিদে (সুন্নাত) নামায পড়া হয় তবে চার রাকআত পড়বে, আর যদি ঘরে পড়ে তবে দুই রাকআত পড়বে। তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاحْتَجَّ بِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ

" রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর পর বাসায় গিয়ে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়েছেন।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَلِحَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا .

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুআর (ফরযের) পরে নামায পড়তে চায় সে যেন চার রাকআত পড়ে।"

আবু ঈসা বলেন, ইবনে উমার (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, "জুমুআর পর তিনি বাসায় গিয়ে দুই রাকআত পড়তেন।" তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা)–এর পরে জুমুআর নামাযের পর মসজিদেই দুই রাকআত নামায পড়েছেন, অতঃপর চার রাকআত পড়েছেন।

আতা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)–কে জুমুআর (ফরয নামাযের) পর দুই রাকআত অতঃপর চার রাকআত নামায পড়তে দেখেছি।

আমর ইবনে দীনার বলেন, যুহরীর চেয়ে উত্তমরূপে হাদীস বর্ণনা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি এবং তাঁর মত অপর কাউকে অর্থ সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে দেখিনি। তাঁর দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ উটের বিষ্টাবৎ তুচ্ছ জিনিস। আমর ইবনে দীনার যুহরীর চেয়ে অধিক বয়স্ক ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকআত পায়।

٤٩٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকআত নামায পেল সে পূর্ণ নামায পেল –(বু, মু, আ, না,ই)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ সাহাবা ও অন্যান্যরা উল্লেখিত হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমুআর এক রাকআত নামায পায় সে এর সাথে অবশিষ্ট রাকআত পূর্ণ করবে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকে জামাআতে শামিল হয় সে চার রাকআত (যোহর) পড়বে।[১৮৪] সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

জুমুআর দিন দুপুরের বিশ্রাম (কাইলূলা)।

٤٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَتَغَدّٰى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৪৯৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জুমুআর নামাযের পরেই দুপুরের খাবার খেতাম ও বিশ্রাম গ্রহণ করতাম –(বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

জুমুআর নামাযের সময় তন্দ্রা আসলে নিজ স্থান থেকে উঠে যাবে।

٤٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ .

৪৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর দিন তোমাদের কোন ব্যক্তির তন্দ্রা আসলে সে যেন নিজ স্থান থেকে উঠে যায় –(দা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

---

১৮৪. হানাফী মতে সালাম ফিরানোর পূর্বে জামাআতে শরীক হতে পারলে চার রাকআত পড়বে না, দুই রাকআতই পড়বে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮
জুমুআর দিন সফর করা।

٤٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا اَصْحَابُهُ فَقَالَ اَتَخَلَّفُ فَاُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغْدُوَ مَعَ اَصْحَابِكَ قَالَ اَرَدْتُّ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَقَالَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ مَا اَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ .

৪৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে একটি সেনাদলের সাথে পাঠালেন। ঘটনাক্রমে তা ছিল জুমুআর দিন। তাঁর সংগীরা সকাল বেলা রওনা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি পিছনে থেকে যেতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ব, অতঃপর তাদের সাথে মিলিত হব। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লে নবী (সা) তাঁকে দেখে ফেললেন। তিনি তাঁকে বললেন সকাল বেলা তোমার সাথীদের সাথে একত্রে যেতে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিল? তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে নামায পড়ার ইচ্ছা করেছি, অতঃপর তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তিনি বললেন ঃ পৃথিবীর সমস্ত কিছু খরচ করলেও তুমি সকাল বেলায় চলে যাওয়া দলের সমান ফযীলাত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না -(আ, বা) ।

আবু ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদেই জানতে পেরেছি (অর্থাৎ এটা গরীব হাদীস)। শোবা বলেছেন, হাকাম মিকসামের কাছে মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। শোবা হাদীসগুলো গণনা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখিত হাদীসটি নেই। সম্ভবত হাকাম এ হাদীসটি মিকসামের কাছে শুনেননি।

জুমুআর দিন সফর করা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল বলেছেন, যদি নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত না হয় তবে জুমুআর দিন সফরে বের হওয়ায় কোন দোষ নেই। অপর এক দল বলেছেন, শুক্রবার সকাল হওয়ার পর জুমুআর নামায আদায়ের পূর্বে সফরে বের হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

জুমুআর দিন মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো।

٤٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَحْيٰى اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ اَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ .

৪৯৭। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের কর্তব্য হল, তারা যেন জুমুআর দিন গোসল করে। তাদের প্রত্যেকে যেন নিজ পরিবারে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে। তা না পাওয়া গেলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ ও একজন আনসারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার চেয়ে অধিকতর হাসান। কেননা পূর্ববর্তী সনদের রাবী ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমকে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

اَبْوَابُ الْعِيْدَيْنِ

আবওয়াবুল ঈদাইন

(দুই ঈদের নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

ঈদের দিন পদব্রজে যাতায়াত করা।

٤٩٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَاَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ .

৪৯৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের মাঠে পদব্রজে যাওয়া এবং যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কোন ওজর না থাকলে যানবাহনে চড়ে না গিয়ে বরং ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়াকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

খুতবার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়বে।

٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُوْنَ .

৪৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা) খুতবা দেওয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায পড়তেন, অতঃপর খুতবা দিতেন (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর সাহাবী ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী

আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, খুতবা দেওয়ার পূর্বে নামায পড়তে হবে। কথিত আছে, মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়েছিল (মুসলিম)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই।

٥٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ .

৫০০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সাথে দুই ঈদের নামায আযান এবং ইকামত ব্যতীত একবার দু'বার নয় একাধিকবার পড়েছি (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)–এর বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী দুই ঈদের নামায ও নফল নামাযের জন্য আযান দিতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দুই ঈদের নামাযের কিরাআত।

٥٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اِجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا .

৫০১। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে এবং জুমুআর নামাযে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা" এবং "ওয়াহাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। কয়েকবার ঈদ এবং জুমুআর নামায একই দিনে হয়ে গেল। তিনি তখনও এ দুই নামাযে উল্লেখিত সূরা দুটিই পাঠ করলেন (মুসলিম)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু ওয়াকিদ, সামুরা ইবনে জুনদুব ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আরো কয়েকটি সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা)

দুই ঈদের নামাযে সূরা 'কাফ' ও সূরা "ইকতারাবাতিস সাআহ" পাঠ করতেন। ইমাম শাফিঈ এই মতের সমর্থক।

٥٠٢ - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ اَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

৫০২। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি (সা) 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' ও 'ইকতারাবাতিস-সাআহ ওয়ান শাক্কাল কামার' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন (মুসলিম ও আসহাবুস সুনান)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

দুই ঈদের নামাযের তাকবীর।

٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَذَّاءُ الْمَدِيْنِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

৫০৩। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে কিরাআত পাঠ করার পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআত পাঠ করার পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলেছেন (ইবনে মাজা)।

এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসটিই অধিকতর হাসান।

মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবা ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি মদীনাতে এভাবেই নামায পড়েছেন। মদীনাবাসীদের এটাই মত। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ

করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে বলেছেন ঃ ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর রয়েছে (মুসনাদে আবদুর রাযযাক)। প্রথম রাকআতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর। দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পর রুকূর তাকবীরসহ মোট চার তাকবীর। মহানবী (সা)-এর একাধিক সাহাবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কুফাবাসীদের (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দের) এটাই মত। সুফিয়ান সাওরীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

দুই ঈদের নামাযের পূর্বে এবং পরে কোন নামায নেই।

٥٠٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

৫০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন নামায পড়তে বের হলেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়ালেন এবং তার পূর্বেও তিনি কোন (নফল) নামায পড়েননি এবং পরেও পড়েননি (বুখারী, মুসলিম, আসহাবুস সুনান)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের সমর্থক (ঈদের নামাযের আগে-পরে কোন নফল নামায নেই)। অপর এক দল মনীষীর মতে, ঈদের নামাযের আগে বা পরে নফল নামায পড়া যায়। এ দুটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর সহীহ।

٥٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُوْ عَمَّارٍ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبَانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ .

৫০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ঈদের দিন নামায পড়তে বের হলেন। তিনি এর পূর্বেও কোন (নফল) নামায পড়েননি এবং পরেও পড়েননি। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন (হাকেম, আহমাদ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া।

٥٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْاَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلّٰى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُعِرْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

৫০৬। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশিন এবং ঋতুবতী সব মহিলাদের (নামাযের জন্য) বের হওয়ার (ঈদের মাঠে যাওয়ার) নির্দেশ দিতেন। ঋতুবতী মহিলারা নামাযের জামাআত থেকে এক পাশে সরে থাকত কিন্তু তারা মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হত। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি কোন নারীর কাছে (শরীর ঢাকার মত) চাদর না থাকে? তিনি বললেন ঃ তার (মুসলিম) বোন তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দিবে (বু, মু, দা, না, ই, আ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একদল মনীষী এ হাদীসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অপর একদল মনীষী মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন। ইবনুল মুবারক বলেছেন, আজকাল মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়াকে আমি মাকরূহ মনে করি। যদি কোন মহিলা ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তবে তার স্বামী তাকে পুরাতন কাপড় পরিধান করে যাওয়ার অনুমতি দিবে, কিন্তু সাজসজ্জা করে বের হতে দিবে না। যদি স্ত্রী এতে রাজী না হয় তবে স্বামী তাকে মাঠে যাওয়ার অনুমতি দিবে না। আইশা (রা) বলেছেন, আজকালকার মহিলারা যেরূপ বিদআতি সাজসজ্জা উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো দেখতেন তবে তাদেরকে তিনি মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন,যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল (বুখারী, মুসলিম)। সুফিয়ান সাওরীও মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নবী (সা) এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।

٥٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ وَاَبُوْ زُرْعَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِى طَرِيْقٍ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهِ .

৫০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন (আহমাদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। অপর এক সনদসূত্রে এ হাদীসটি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী)। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবু রাফে (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করার জন্য ইমামের এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত পোষণ করেছেন। জাবির (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

ঈদুল ফিতরের দিন নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া।

٥٠٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّىَ .

৫০৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত নামাযে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (ইবনে মাজা, আহ্মাদ।)

এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, এ হাদীসটি ব্যতীত ছাওয়াব ইবনে উতবার সূত্রে বর্ণিত আর কোন

হাদীস আমার জানা নেই। একদল মনীষী ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে ঘর থেকে নামাযের জন্য বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁরা খেজুর খাওয়া পছন্দ করেছেন। তাদের মতে ঈদুল আযহার দিন নামায থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর খাওয়া–দাওয়া করা মুস্তাহাব।

৫০৯– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلٰى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الْمُصَلّٰى .

৫০৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন নামায পড়তে বের হওয়ার পূর্বে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন (বুখারী)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং গরীব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

أَبْوَابُ السَّفَرِ

আবওয়াবুস সাফার

(সফরকালীন নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

সফরকালে নামায কসর করা।

٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ وَاَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا اَوْ بَعْدَهَا لاَتْمَمْتُهَا .

৫১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র, উমার ও উসমান (রা)-র সাথে একত্রে সফর করেছি। তাঁরা যোহর ও আসরের (ফরয) নামায দুই রাকআত দুই রাকআত পড়েছেন। তাঁরা এর পূর্বে বা পরে কোন (সুন্নাত বা নফল) নামায পড়েননি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে যদি এর (ফরযের) পূর্বে অথবা পরে নামায পড়তেই হত তবে আমি ফরয নামায কেন পূর্ণ পড়তাম না।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইমের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার সুরাকার সন্তানের সূত্রে, তিনি ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, ইবনে আব্বাস, আনাস, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, আতিয়্যা আল-আওফী (র) ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে নফল নামায পড়তেন।"

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ .

সহীহ সনদসূত্রে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা), আবূ বাক্র ও উমার (রা) সফরে নামায কসর করতেন। উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে সফরে কসর করতেন। মহানবী (সা)–এর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ সফরে নামায কসর করতেন। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে পূরা নামায পড়তেন (কসর করতেন না, বুখারী)। কিন্তু মহানবী (সা) ও তাঁর অধিকাংশ সাহাবী যেভাবে কসর করেছেন তদনুযায়ী আমল করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু শাফিঈ আরো বলেছেন, সফরে কসর করাটা ঐচ্ছিক ব্যাপার। যদি কেউ পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে, পুনর্বার তা পড়তে হবে না।

٥١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ خِلاَفَتِهِ أَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

৫১১। আবূ নাদরা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)–কে মুসাফিরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি। তিনি চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকআত পড়েছেন। আমি আবূ বাক্র (রা)–র সাথেও হজ্জ করেছি। তিনিও দুই রাকআত পড়েছেন। উমার (রা)–র সাথেও এবং তিনিও দুই রাকআত পড়েছেন। আমি উসমান (রা)–র সাথেও হজ্জ করেছি। তিনিও তাঁর খিলাফতের (প্রথম) ছয় অথবা আট বছর দুই রাকআতই পড়েছেন(আবুদাউদ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

٥١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ .

৫১২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ও ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (রহ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় যোহরের নামায চার রাকআত পড়েছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের নামায দু'রাকআত পড়েছি (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

এ হাদীসটি সহীহ।

٥١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

৫১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলেন। এ সময় সারা জাহানের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো ভয় তাঁর ছিল না। তিনি (চার রাকআত ফরযের স্থলে) দুই রাকআত পড়েছেন (নাসাঈ, আহ্মাদ)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

কত দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে।

٥١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا .

৫১৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলাম। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিন মক্কায় ছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন (আহ্মাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَقَامَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ اِذَا اَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا

وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَاِنْ زِدْنَا عَلَى ذٰلِكَ اَتْمَمْنَا الصَّلٰوةَ

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন সফরে উনিশ দিন অবস্থান করলেন। তিনি বরাবর (চার রাকআত ফরযের স্থলে) দুই রাকআতই পড়তে থাকলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এজন্য আমরাও উনিশ দিন অবস্থান করলে দুই রাকআতই পড়ে থাকি। যদি এরপর আরো বেশী দিন অবস্থান করতে হয় তবে আমরা পূর্ণ নামায পড়ি।"

আলী (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সফরে দশ দিন অবস্থান করে তবে সে পূর্ণ নামায পড়বে। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পনর দিন অবস্থান করবে সে পূর্ণ নামায পড়বে। ইবনে উমার (রা)-র অপর মতে বার দিনের কথা উল্লেখ আছে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি চার দিন অবস্থান করবে সে চার রাকআত পড়বে। কাতাদা ও আতা তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনে আবু হিন্দ তাঁর কাছ থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) পনর দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি কমপক্ষে পনর দিন (সফরে একই এলাকায়) অবস্থানের নিয়াত করা হয় তবে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। আওযাঈ বলেন, যদি বার দিন অবস্থানের নিয়াত করা হয় তবে পূর্ণ নামায পড়। মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ বলেন, যদি চার দিন একই স্থানে অবস্থানের নিয়াত করা হয় তবে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইসহাক বলেন, শক্তিশালী মত হল ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত মত।[১৮৫] তিনি এ হাদীসই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা)-এর কাছ থেকে বর্ণিত তাঁর নিজের হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। এ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সফরে কোথাও উনিশ দিন অবস্থান করার নিয়াত করে তবে সে পূর্ণ নামায পড়বে।

অসংখ্য মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মনীষীগণ একটি বিষয়ে মতৈক্যে পৌছেছেন। তা হল, মুসাফির ব্যক্তি কোন স্থানে নির্দিষ্ট কতদিন অবস্থান করবে তা যদি ঠিক না করে থাকে বা তার নিয়াত না করে থাকে তবে সে কসরই পড়তে থাকবে, তা যত বছরই হোক না কেন।

٥١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

---

১৮৫. ইমাম ইসহাকের মতে উনিশ দিন এক স্থানে অবস্থানের নিয়াত করলে মুকীম হবে। ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস থেকে প্রমাণিত এ মতটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। কোন হাদীসে উনিশ দিনের কম নিয়াত করলেও মুকীম হবে বলে উল্লেখ আছে। যেমন পনর দিন এবং পনর দিনের কম হলেও মুকীম হবে বলে উল্লেখ আছে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এ সকল বর্ণনা এসেছে-(মাহমূদ)।

عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا فَصَلّٰى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا اَقَمْنَا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا .

৫১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে গিয়ে উনিশ দিন অবস্থান করলেন। এ কয়দিন তিনি দুই রাকআত দুই রাকআত করে নামায পড়লেন (চার রাকআত ফরযের পরিবর্তে)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরাও আমাদের (মদীনার ও মক্কার) মধ্যেকার উনিশ দিনের পথে দুই রাকআত দুই রাকআত করে নামায পড়ে থাকি। যখন এর চেয়ে অধিক দিন অবস্থান করি তখন চার রাকআতই পড়ে থাকি (বুখারী, ইবনে মাজা, আহ্মাদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সফরে নফল নামায পড়া।

٥١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُسْرَةَ الْغِفَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَاَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ .

৫১৬। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। কোন সফরেই আমি তাঁকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পরিত্যাগ করতে দেখিনি (আবু দাউদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এটা লাইস ইবনে সাদের সূত্রেই জানতে পেরেছি এবং তিনি আবু বুসরার নাম বলতে পারেননি, তবে তাঁকে উত্তম ধারণা করেছেন।

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا وَرُوِىَ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ .

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) সফরে ফরয নামাযের পূর্বে বা পরে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তেন না।[১৮৬] অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (সা) সফরে নফল নামায পড়তেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আলেমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টিহয়েছে।

একদল সাহাবার মত হল, সফরে নফল নামায পড়বে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সফরে ফরয নামাযের আগে বা পরে কোন নফল নামায নাই। যে লোক নফল নামায পড়ল না সে অনুমতি ও অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করল। আর যদি কেউ নফল পড়ে তবে সে ফযীলাত লাভ করল। অধিকাংশ মনীষীর মতে সফরে নফল এবং সুন্নাত নামায পড়াই উত্তম।

٥١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

৫১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে যোহরের নামায দুই রাকআত পড়েছি। এরপর আরো দুই রাকআত পড়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস। অপর একটি সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لاَ يُنْقِصُ فِيْ حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .

---

১৮৬. ইমাম বুখারী (র) বলেন, নফল দুই প্রকার। ফরযের অনুগত নফল যা ফরযের সাথে পড়া হয় এবং ফরযের অনুগত নয় এমন নফল। যেমন তাহাজ্জুদ এবং চাশতের নামায ইত্যাদি। যে হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল পড়তেন না বলে উল্লেখ আছে তা প্রথম প্রকারের নফল। আর যে হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল পড়তেন বলে উল্লেখ আছে তা দ্বিতীয় প্রকারের নফল। অনন্তর মুসাফির সফরে পথচলাকালে নফল পড়া ত্যাগ করবে। আর মুসাফির সফরে কোথাও অবস্থান করলে ফযীলাত লাভের উদ্দেশ্যে নফল নামায পড়বে – (মাহমূদ)।

৫১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ এলাকায় অবস্থানকালে এবং সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। বাড়িতে থাকাকালে তাঁর সাথে যোহরের (ফরয) নামায চার রাকআত পড়েছি, অতঃপর আরো দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়েছি। সফরে তাঁর সাথে যোহরের (ফরয) নামায দুই রাকআত, অতঃপর আরো দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়েছি। আসরের (ফরয) নামায (সফরে) দুই রাকআত পড়েছি। অতঃপর তিনি আর কোন নামায পড়েননি। মাগরিবের (ফরয) নামায সফরে ও আবাসে সমানভাবে তিন রাকআত পড়েছি। এটা সফরে ও আবাসে কম হয় না। আর এটাই হল দিনের বিতরের (বেজোর) নামায। অতঃপর দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়েছি।

আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, ইবনে আবী লাইলার বর্ণনাগুলোর মধ্যে এই বর্ণনাটিই আমার কাছে অধিকতর সুন্দর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

৫১৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى أَنْ يَّجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ اِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ .

৫১৯। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে নিজের তাঁবু ত্যাগ করলে যোহরের নামায বিলম্ব করে আসরের সাথে একত্রে পড়তেন। তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাঁবু ত্যাগ করলে আসরের নামায এগিয়ে এনে যোহরের সাথে একত্রে পড়তেন। তিনি মাগরিবের পূর্বে তাঁবু ত্যাগ করলে মাগরিব বিলম্ব করে এশার সাথে একত্রে পড়তেন। তিনি মাগরিবের পর তাঁবু ত্যাগ করলে এশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সাথে একত্রে পড়তেন (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে উমার, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আইশা, ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস

বর্ণিত আছে। লাইসের সূত্রে কুতাইবা ছাড়া আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লাইস–ইয়াযীদ–আবুত তুফাইল–মুআয (রা)–র সূত্রের বর্ণনাটি গরীব। মনীষীদের কাছে আবুয–যুবাইর–আবুত তুফাইল–মুআয (রা)-র সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রসিদ্ধ যে,

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

"মহানবী (সা) তাবুক যুদ্ধে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়েছেন।" ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের সমর্থক। তাঁরা বলেছেন, সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়াতে কোন দোষ নেই। (হানাফী মাযহাব মতে হজ্জের সময় ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয নয়)।

٥٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتُغِيْثَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

৫২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট তাঁর কোন এক স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থার খবর এলে তিনি দ্রুত রওনা হলেন এবং পথ চলতে চলতে (পশ্চিম আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হয়ে গেল। অতপর তিনি (বাহন থেকে) অবতরণ করে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়লেন। অতঃপর তিনি সফরসংগীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন তাড়াহুড়া করে যাওয়ার প্রয়োজন হত তখন তিনি এরূপই করতেন (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

বৃষ্টি প্রার্থনার নামায (সালাতুল ইসতিসকা)।

٥٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৫২১। আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন। এতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন। তিনি তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন, দুই হাত উপরে তুললেন এবং কিবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ)।[১৮৭]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আনাস ও আবুল লাহম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম আল–মাযিনী (রা)।

٥٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِىْ اللَّحْمِ عَنْ اَبِى اللَّحْمِ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِىْ وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُوْ .

৫২২। আবুল লাহাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুয–যাইত নামক স্থানে বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখলেন। তিনি দুই হাত তুলে দোয়া করলেন (নাসাঈ)।

---

১৮৭. বৃষ্টি প্রার্থনা করাঃ ইসতিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোয়াই হচ্ছে আসল। ইমাম আবু হানীফার মতে এ দোয়া নামাযের মাধ্যমেও হতে পারে এবং নামায ছাড়াও হতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, " তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন– (নূহ ঃ ১০, ১১)।"

হাদীসে আছে, এক জুমুআর দিনে নবী আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে বলল, হে আল্লাহুর রাসূল! ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবারপরিজন মরে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে আল্লাহুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এতে মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে যায় এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করে। এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারকে পানি বেয়ে পড়ে। এরপর নবী (সা) জুমুআর নামায আদায় করেন।

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য জামাআতে নামায পড়া জরুরী নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে জামাআতে নামায পড়লেও জায়েয হবে এবং একাকী নামায পড়লেও জায়েয হবে। এ দুটির কোনটিতেই অসুবিধা নেই। ইমান শাফিঈর মতে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য জামাআতে নামায পড়তে হবে –(মাহমূদ)।

ইমাম আবু হানীফার মতে, ইসতিসকার নামায জামাআতে পড়ার বিধান নেই। তাঁর মতে এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো নির্দোষ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ ও অপরাপর ইমামের মতে এ নামায জামাআতেই পড়তে হয় (অনু.)।

আবু ঈসা বলেন, আমরা আবুল লাহমের সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এই একটি মাত্র হাদীসই জানতে পেরেছি। তবে তাঁর মুক্তদাস উমায়ের (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন।

٥٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنْ اِسْتِسْقَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ .

৫২৩। হিশাম ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইসহাক) বলেন, মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বৃষ্টি প্রার্থনা' সম্পর্কে জানার জন্য ইবনে আব্বাস (রা)–র কাছে পাঠান। আমি তাঁর কাছে এলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ পোশাক পরিধান করে বিনয় ও নম্রতা সহকারে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হয়ে ঈদের মাঠে আসেন। তিনি তোমাদের এ খুতবা দেওয়ার ন্যায় খুতবা দেননি। বরং তিনি অবিরত দোয়া–আরাধনা ও তাকবীর বলতে থাকেন। তিনি ঈদের নামাযের মত দুই রাকআত নামাযও পড়লেন (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম, দারু কুতনী, বায়হাকী।)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে 'মুতাখাশশিআন' (ভীত–সন্ত্রস্ত) শব্দটিও উল্লেখ আছে এবং এ শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান এবং সহীহ।

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দুই ঈদের নামাযের নিয়মেই পড়তে হবে। প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। আবু ঈসা বলেন, মালিক ইবনে আনাস (রহ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ঈদের নামাযের মত বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে (অতিরিক্ত) তাকবীর বলবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ)।

٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا .

৫২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য-গ্রহণকালে নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত পড়লেন, অতঃপর রুকূ করলেন, পুনরায় কিরাআত পাঠ করলেন, অতঃপর রুকূ করলেন, পুনরায় কিরাআত পাঠ করলেন, অতঃপর রুকূ করলেন, অতঃপর দুটি সিজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকআতও তিনি এভাবেই পড়লেন (মুসলিম)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, নোমান ইবনে বশীর, মুগীরা ইবনে শোবা, আবু মাসউদ, আবু বাকরা, সামুরা, ইবনে মাসউদ, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র, ইবনে উমার, কাবীসা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু মূসা, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, "মহানবী (সা) চার রুকূতে চার রাকআত সূর্যগ্রহণের নামায পড়েছেন।" ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, দিনের বেলা অস্পষ্ট স্বরে কিরাআত পড়বে। অপর দল বলেছেন, দুই ঈদ ও জুমুআর নামাযের মত এ নামাযেও স্পষ্ট স্বরে কিরাআত পাঠ করবে। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং ইসহাক উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ অনুচ্চস্বরে কিরাআত পড়ার পক্ষপাতী। মহানবী (সা) থেকে উভয় মতই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন–

قَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

"তিনি চার সিজদায় চার রাকআত নামায পড়েছেন।"

অপর বর্ণনায় আছে "তিনি চার সিজদায় ছয় রাকআত নামায পড়েছেন।"

বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রতিটি নিয়মই জায়েয। এটা সূর্যগ্রহণের সময়সীমার উপর নির্ভর করবে। গ্রহণ দীর্ঘায়িত হলে চার সিজদায় ছয় রাকআত পড়াও জায়েয। আবার চার সিজদায় ও দীর্ঘ কিরাআতে চার রাকআত পড়াও জায়েয। আমাদের সাথীরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায জামাআতে পড়ার পক্ষপাতী।

٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَسِفَتِ

الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُوْنَ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ .

৫২৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে (জামাআতে) নামায পড়লেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কিরাআত পাঠ করলেন, অতঃপর রুকূ করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন, অতঃপর মাথা তুললেন (রুকূ' থেকে উঠলেন)। তিনি পুনরায় দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু প্রথমবারের চেয়ে কম লম্বা করলেন, অতঃপর রুকূতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় রুকূতে অবস্থান করলেন, কিন্তু পূর্বের চেয়ে সংক্ষেপে করলেন। অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতও উল্লেখিত নিয়মে পড়লেন (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, সূর্যগ্রহণের নামায চার রুকূ ও চার সিজদায় আদায় করবে। শাফিঈ আরো বলেছেন, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার মত যে কোন দীর্ঘ সূরা পড়বে। দিনে হলে নিঃশব্দে কিরাআত পড়বে। অতঃপর রুকূতে গিয়ে কিরাআত পাঠের পরিমাণ সময় রুকূতে থাকবে। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা আল ইমরানের মত লম্বা সূরা পাঠ করবে। অতঃপর রুকূতে গিয়ে কিরাআত পাঠের পরিমাণ সময় রুকূতে অবস্থান করবে। অতঃপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা তুলবে। অতঃপর দুটি পূর্ণাঙ্গ সিজদা করবে এবং প্রত্যেক সিজদায় রুকূর পরিমাণ সময় অবস্থান করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর সূরা নিসার মত দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে, অতঃপর কিরাআতের মত দীর্ঘ রুকূ করবে। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অতঃপর সূরা মাইদার মত দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে, রুকূও কিরাআতের মত দীর্ঘ করবে। অতঃপর মাথা তুলবে এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। অতঃপর দুটি সিজদা করে, তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।[১৮৮]

---

১৮৮. গ্রহণের নামায ঃ

বিভিন্ন হাদীসে গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকআতে এক থেকে ছয় রুকূ পর্যন্ত উল্লেখ আছে। এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে প্রতি রাকআতে শুধুমাত্র একটি রুকূ করতে হবে। ইমাম শাফিঈর মতে প্রতি রাকআতে দুইটি করে রুকূ করতে হবে। তাঁরা উভয়ই এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনাসমূহ ত্যাগ করেছেন। অধিক সংখ্যক রুকূ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম শাফিঈ একমত

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

গ্রহণের নামাযের কিরাআতের ধরন।

٥٢٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كُسُوْفٍ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

৫২৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সূর্যগ্রহণের নামায পড়ালেন। কিন্তু আমরা তাঁর (কিরাআত পাঠের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম)।[১৮৯]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (ও ইমাম আবু হানীফার) এটাই মত (নিঃশব্দে কিরাআত পড়বে)।

٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا .

৫২৭। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুসূফের নামায পড়লেন এবং তাতে সুস্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ করলেন (তহাবী)।

হয়েছেন। সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার পর নবী (সা) সাহাবীদের বলেছিলেন, "সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তাআলার অন্যতম দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা কারো জন্মের কারণে এ দুটির গ্রহণ হয় না। সুতরাং যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাবে তখন তোমাদের সবচেয়ে ছোট নামাযের মত নামাযপড়"।

সূর্যগ্রহণের নামাযকে 'সালাতুল কুসূফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাযকে সালাতুল খুসূফ বলে। তবে কখনও কখনও একটি অন্যটির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হানাফী মতে সূর্যগ্রহণের নামায সুন্নাত এবং জামাআতে পড়তে হয়। চন্দ্র গ্রহণের নামায মুস্তাহাব এবং একা একা পড়তে হয়। দুই থেকে চার রাকআত পর্যন্ত পড়া যায় (উভয় নামায)। অন্যান্য সুন্নাত ও নফল নামাযের নিয়মেই তা পড়তে হয়; প্রতি রাকআতে এক রুকূ দুই সিজদা। যদিও মহানবী (সা) প্রতি রাকআতে ব্যতিক্রমধর্মীভাবে দুটি করে রুকূ করেছিলেন (অনু.)।

১৮৯. গ্রহণের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা নিয়ে আলেমরা মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম শাফিঈর মতে সূর্যগ্রহণের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "দিনের নামায চুপে চুপে পড়তে হবে।" কিন্তু এই দুই ইমামের অনুসারীরা তাদের স্বস্ব ইমামের মত ত্যাগ করেছে। তাদের মতে গ্রহণের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তে হবে – (মাহমূদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আবু ইসহাক আল–ফাযারী থেকে সুফিয়ান ইবনে হুসাইনের সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, আহমাদ ও ইসহাক সুস্পষ্ট স্বরে কিরাআত পড়ার পক্ষপাতী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)।

৫২৮– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

৫২৮। সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের মধ্য থেকে এক দলের সাথে এক রাকআত নামায পড়লেন। এ সময় অপর দল শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর প্রথম দল এক রাকআত পড়ে দ্বিতীয় দলের স্থানে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হল। দ্বিতীয় দল আসলে তিনি তাদের সাথে দ্বিতীয় রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান। তারা উঠে নিজেদের অবশিষ্ট রাকআত পূর্ণ করল। অতপর তারা পুনরায় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হল এবং প্রথম দল এসে তাদের অবশিষ্ট রাকআত পূর্ণ করল।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মূসা ইবনে উকবার সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির, হুযাইফা, যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, সাহল ইবনে আবু হাসমা, আবু আইয়াশ আয–যুরাকী ও আবু বাকরাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম মালিক শংকাকালীন নামাযের ব্যাপারে সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা)–র হাদীসের অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফিঈও তাঁর অনুসরণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কাছ থেকে শংকাকালীন নামাযের বেশ কয়েকটি নিয়ম বর্ণিত আছে। আমি এগুলোর মধ্যে শুধু সাহল ইবনে আবু হাসমার হাদীসকেই সহীহ মনে করি। অনুরূপভাবে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেছেন, নবী (সা)–এর কাছ থেকে শংকাকালীন নামাযের বেশ কয়েকটি নিয়মই বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর যে কোন নিয়মেই নামায পড়া যায়। এটা শংকাকালীন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। তিনি আরো বলেছেন, আমি অন্যান্য বর্ণনার উপর সাহলের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেই না।

৫২৯– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ اَخْبَرَنَا يَحْيَى

ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْخَوْفِ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِىْ مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُوْنَ اِلَى مَقَامِ اُولٰئِكَ وَيَجِيْئُ اُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِىَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ.

৫২৯। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শংকাকালীন নামায সম্পর্কে বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। একদল তার সাথে দাঁড়াবে এবং অপর দল শত্রুর প্রতিরোধে থাকবে। তাদের অবস্থান শত্রুর দিকে থাকবে। ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকআত পড়বে, অতঃপর মুক্তাদীরা এক রুকূ ও দুই সিজদা করবে (আরো এক রাকআত পড়বে)। অতঃপর তারা গিয়ে প্রতিরক্ষা বুহ্য রচনা করবে এবং দ্বিতীয় দল আসলে ইমাম তাদের সাথে আর এক রাকআত পড়বে। তাদের সাথে দুটি সিজদা করবে, এতে তার দুই রাকআত পূর্ণ হবে এবং তাদের হবে এক রাকআত। অতঃপর তারা আরো এক রাকআত পড়বে এবং দুটি সিজদা করবে (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর পরিবর্তে শোবার কাছ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি সালেহ ইবনে খাওয়্যাত থেকে, তিনি সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে, মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাকে আরো বলেন, এ হাদীসটি ঐ হাদীসটির পাশাপাশিই লিখে নাও। হাদীসটি আমার স্মরণ না থাকলেও এটা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর হাদীসের অনুরূপই ছিল।

আবু ঈসা বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী এ হাদীসটি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আনসারীর সাথীরা এ হাদীসটি মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শোবা এটিকে আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক তাঁর সনদ পরম্পরায় এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি মহানবী (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) পড়েছেন। আবু ঈসা বলেন, এ বর্ণনাটিও হাসান এবং সহীহ।

ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীস অনুযায়ী সালাতুল খাওফ

পড়ার কথা বলেছেন। আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) এক এক দলের সাথে এক এক রাকআত নামায পড়েছেন। এভাবে তাঁর দুই রাকআত পূর্ণ হয়েছে এবং মুক্তাদীদের এক রাকআত হয়েছে।[১৯০]

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কুরআনের সিজদাসমূহ।

٥٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِىْ فِى النَّجْمِ.

৫৩০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (কুরআনে) এগারটি সিজদা করেছি যার মধ্যে সূরা নাজমের সিজদাটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটি আমরা কেবল উমার ইবনে হায়্যান আদ-দিমাশকীর বরাতে সাঈদ ইবনে আবু হিলাল থেকেই জানেত পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউস, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আমর ইবনুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ اِبْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُنِىْ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِىْ فِى النَّجْمِ .

৫৩১। আবু দারদা (রা) মহানবী (সা)-এর ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১৯১]

এ বর্ণনাসূত্রটি পূর্ববর্তী বর্ণনাসূত্রটির চেয়ে অধিকতর সহীহ।

---

১৯০. ভয়ের নামায পড়ার প্রায় ষোলটি নিয়ম প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে দুটি হাদীস সবচেয়ে শক্তিশালী। একটি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস এবং অপরটি সাহল ইবনে আবী হাসমা (রা)-র হাদীস। ইমাম আবু হানীফা ইবনে উমারের হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ইবনে আবী হাস্‌মার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

১৯১. কুরআন মজীদের কতিপয় সূরায় এমন কতগুলো আয়াত রয়েছে যা তিলাওয়াত করলে বা

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত।

٥٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ الَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ وَاللّٰهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً فَقَالَ فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ وَفَعَلَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ لاَ نَأْذَنُ .

৫৩২। মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ইবনে উমার (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

যার তিলাওয়াত শুনলে সিজদা দিতে হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ সূরা আরাফের সর্বশেষ আয়াত, রা'দ ১৫ নং আয়াত, নাহল ৪৯ নং আয়াত, ইসরা ১০৭-১০৯ আয়াত, মরিয়ম ৫৮ নং আয়াত, হজ্জ ১৮ ও ৭৭ নং আয়াত, ফুরকান ৬০ নং আয়াত, নামল ৪৫ নং আয়াত, আলিফ লাম-মীম সাজদা ১৫ নং আয়াত, সাদ ২০ নং আয়াত, হা-মীম সাজদা ৩৭-৩৮ নং আয়াত, নাজম শেষ আয়াত, ইনশিকাক ২৯ নং আয়াত এবং আলাক শেষ আয়াত।

ইমাম আহমাদ ও শাফিঈর মতে সিজদার সংখ্যা ১৫। তাঁদের মতে সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে সিজদার সংখ্যা ১৪। তাঁর মতে সূরা হজ্জে সিজদা মাত্র একটি (১৮ নং আয়াত)। ইমাম মালিকের মতে এর সংখ্যা ১১। তাঁর মতে সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাক-এ কোন সিজদা নেই। আবু হানীফা ও মালিকের মতে সূরা সাদ-এর সিজদা বাধ্যতামূলক। কিন্তু শাফিঈ ও আহমাদের মতে এটা কৃতজ্ঞতার সিজদা, তিলাওয়াতের সিজদা নয়।

তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব কি না এ নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত উমার (রা)-র মতে তিলাওয়াতের সিজদা বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বারে জুমুআর খোতবায় সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, অতপর নীচে নেমে এসে সিজদা করলেন। পরবর্তী জুমুআর খোতবায়ও তিনি একই আয়াত পাঠ করলেন। লোকেরা সিজদার জন্য উদ্যোগী হলে তিনি বললেন, এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। আমরা ইচ্ছা করলে সিজদা নাও করতে পারি। অতএব তিনিও সিজদা করেননি এবং উপস্থিত লোকেরাও করেনি। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ এই মত পোষণ করেন- (তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃ ৭৫; বুখারী, ১০১১ নং হাদীস)।

ইমাম মালিক ও জমহুরের মতে তিলাওয়াতের সিজদা সুন্নাত। ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফের মতে এই সিজদা ওয়াজিব। ইমামদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে, তিলাওয়াতের সিজদা পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ের উপরই ওয়াজিব, শ্রোতা চাই ইচ্ছা করে শুনুক অথবা অনিচ্ছায় তার কানে গিয়ে আয়াতের শব্দ পৌছুক। অপরাপর ইমামের মতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিলাওয়াত শুনে কেবল তার উপর সিজদা সুন্নাত হিসাবে ধার্য হয়। কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে, শ্রোতার উপর সিজদা বাধ্যতামূলক নয়, তবে সে যদি সিজদা করে তা উত্তম। ("বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা" প্রবন্ধের অংশ বিশেষ, পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৮৪ সংখ্যা)- (অনু')।

তোমরা মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তাঁর (ইবনে উমারের) ছেলে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি কখনও দিব না। কেননা তারা এটাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবে। ইবনে উমার বললেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করেছেন এবং করবেন! আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (অনুমতি দিতে), আর তুমি বলছ, অনুমতি দিব না (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব ও যায়েদ ইবনে-খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ।

٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتَ فِى الصَّلاَةِ فَلاَ تَبْزُقْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَلٰكِنْ خَلْفَكَ اَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ اَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرٰى .

৫৩৩। তারিক ইবনে আবদুল্লাহ আল–মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নামাযে রত থাকাকালে তোমার ডান দিকে থুথু ফেল না, বরং তোমার পিছনে অথবা বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেল (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ওয়াকী (রহ) বলেন, রিবঈ ইবনে হিরাশ (খিরাশ) ইসলামে কখনও মিথ্যা বলেননি।[১৯২] আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, কূফায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেন মানসূর ইবনুল মুতামির। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ, ইবনে উমার, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন।

٥٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

---

১৯২. জারূদ ওয়াকী থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, রিবঈ ইবনে হিরাশ ইসলামী জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। রিবঈ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি চির সুস্থ ছিলেন, কখনও হাসতেন না, সব সময় কাঁদতেন, পরিতাপ করতেন এবং দানশীল ছিলেন। একদা তাঁকে তাঁর না হাসার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে সে কি করে হাসতে পারে? কেননা আমি জানি না আমার বাসস্থান জান্নাতে হবে না জাহান্নামে? যে দিন আমি আমার জান্নাতবাসী হওয়ার কথা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবো সে দিন আমি হাসব। এভাবেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে মৃত্যুর সময় তাঁকে হাসতে দেখা যায় – (মাহমূদ)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৫৩৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। এর জরিমানা হল তা মাটিতে পুঁতে ফেলা (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

সূরা ইনশিকাক ও সূরা ইকরার সিজদা সম্পর্কে।

٥٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

৫৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'ইকরা বিসমি রব্বিকা' ও 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছি (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। অপর একটি সূত্রে আবু হুরায়রার কাছ থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদে চারজন তাবিঈ রয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ মনীষী এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাদের মতে উল্লেখিত সূরাদ্বয়ে সিজদা আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

সূরা নাজমের সিজদা।

٥٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا يَعْنِى النَّجْمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ .

৫৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজম–এ সিজদা করেছেন। মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানুষ সবাই তাঁর সাথে সিজদা করেছে (বুখারী, ইবনে মাসউদের সূত্রে)।

এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল মনীষীর মতে সূরা নাজম–এ সিজদা রয়েছে। একদল

সাহাবা ও তাবিঈনের মতে মুফাসসাল সূরাসমূহে কোন সিজদা নেই।[১৯৩] মালিক ইবনে আনাস এই মতের সমর্থক। কিন্তু প্রথম দলের মতই অধিকতর সহীহ। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ ও আহমাদ প্রথম মতের সমর্থক। (অর্থাৎ মুফাসসাল সূরায় সিজদা আছে)।

অনুচ্ছেদ : ১৪

যে ব্যক্তি সূরা নাজমে সিজদা করে না।

৫৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا .

৫৩৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা নাজম পাঠ করে শুনালাম, কিন্তু তিনি সিজদা করেননি (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। কতিপয় আলেম উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সিজদা করেননি তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-ও সিজদা করেননি। তাদের মতে তিলাওয়াতকারী সিজদা না করলে শ্রোতার উপর সিজদা ওয়াজিব হয় না। কতকে বলেন, শ্রবণকারীর উপরও সিজদা করা ওয়াজিব, এটা পরিত্যাগের কোন অনুমতি নাই। যদি উযুহীন অবস্থায় শুনে তবে উযু করার পর সিজদা করবে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (আবু হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ) একথা বলেছেন। ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অপর একদল মনীষী বলেছেন, যে ব্যক্তি সিজদা করতে চায় এবং তার ফযীলাত (সাওয়াব) অর্জন করতে ইচ্ছুক কেবল সেই সিজদা করবে। সিজদা পরিত্যাগেরও অনুমতি আছে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে সিজদা নাও করতে পারে। তাঁরা উপরে উল্লেখিত যায়েদ (রা)-র মারফূ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, যদি সিজদা করা ওয়াজিব হত তবে মহানবী (সা) যায়েদ (রা)-কে সিজদা করতে বাধ্য করতেন এবং তিনি (সা) নিজেও সিজদা করতেন।

তাঁরা উমার (রা) হাদীসও নিজেদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ عُمَرَ اَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِى الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ اِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ

---

১৯৩. সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল সূরা বলে। ইমাম মালেকের মতে এ মুফাসসাল সূরাগুলোতে কোন সিজদা নেই। সুতরাং তাঁর মতে সূরা নাজম, ইনশিকাক ও ইকরার মধ্যে সিজদা নেই। ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি মুরসাল। কারণ ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না। তবে ইবনে মাসউদ (রা)-র বর্ণনা সঠিক- (অনু.)।

فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوا .

"তিনি মিম্বারের উপর (জুমুআর খুতবায়) সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, অতঃপর মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করলেন। উল্লেখিত সিজদার আয়াতটি তিনি (উমার) পরবর্তী জুমুআর দিনও (খুতবার মধ্যে) পাঠ করলেন। লোকেরা সিজদা দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। তিনি বললেন, সিজদা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, হাঁ যে চায় (সে করতে পারে)। উমার (রা)-ও সিজদা করলেন না এবং লোকেরাও সিজদা করল না" (বুখারীতেও এ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে)। একদল আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এমত সমর্থন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

সূরা সাদ-এর সিজদা।

٥٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِىْ صٓ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ .

৫৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করতে দেখেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা ওয়াজিব সিজদার অন্তর্ভূক্ত নয় (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। উল্লেখিত সিজদা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল সিজদা করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী, (আবু হানীফা), ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। অপর দল বলেছেন, এটাতো একজন নবীর (দাউদ আলাইহিস সালামের) তওবার সিজদা ছিল। অন্যথায় এ সূরায় কোন সিজদা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সূরা হজ্জের সিজদা।

٥٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا .

৫৩৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সূরা হজ্জকে সমধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কেননা এর মধ্যে দুটি সিজদা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হাঁ। যে ব্যক্তি এই সিজদা দুটো না করে সে যেন এই দুটো (সিজদার আয়াত) না পড়ে (আবু দাউদ, দারু কুতনী, হাকেম, আহমাদ)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটির সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। সূরা হজ্জের সিজদার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, সূরা হজ্জকে সম্মানিত করা হয়েছে। কারণ এতে দুটো সিজদা রয়েছে। ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর এক দল বলেছেন, সূরা হজ্জে একটি মাত্র সিজদা। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও কূফাবাসীগণ (আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এই মত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

তিলাওয়াতের সিজদায় পড়ার দোয়া।

٥٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَأَيْتُنِى اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَأَنِّىْ اُصَلِّىْ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِىْ فَسَمِعْتُهَا وَهِىَ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِىْ جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

৫৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আজ রাতে নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি ঘুমিয়ে আছি, আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি। আমি তিলাওয়াতের সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার সিজদার সাথে সাথে সিজদা করল। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম ঃ "হে আল্লাহ! এই সিজদার বিনিময়ে তোমার কাছে আমার জন্য সাওয়াব নির্ধারণ করে রাখ, এর বিনিময়ে আমার একটি গুনাহ অপসারণ কর, এটাকে তোমার কাছে আমার জন্য সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখ এবং এটা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে নাও, যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আ)-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলে।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) পুনরায় বলেন, আমি তাঁকে

তখন সেই গাছের দোয়াটির অনুরূপ পড়তে শুনলাম,যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে লোকটি তাঁকে অবহিত করেছিল (হাকেম)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উপরোক্ত সূত্রেই কেবল আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

৫৪১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পড়তেন ঃ'আমার চেহারা সেই মহান সত্তার জন্য সিজদা করল যিনি নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন'।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

কারো রাতের নিয়মিত তিলাওয়াত ছুটে গেলে সে তা দিনে পূর্ণ করে নিবে।

٥٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

৫৪২। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)–কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ (কুরআন) তিলাওয়াত অথবা তার অংশবিশেষ বাকী রেখে ঘুমিয়ে গেল এবং ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নিল, সে যেন তা রাতেই পড়ে নিয়েছে বলে লিখা হবে (আসহাবুস সুনান, আহমাদ, দারু কুতনী, হাকেম, বায়হাকী)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ইমামের আগে রুকূ–সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনকারীর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী।

٥٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ اَبُو الْحَارِثِ الْبَصَرِيُّ ثِقَةٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

৫৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইমামের আগে (রুকূ–সিজদা থেকে) মাথা উত্তোলনকারীর কি ভয় নেই যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন? আবু হুরায়রা (রা) 'আমা ইয়াখশা' (সে কি ভয় করে না) শব্দ বলেছেন (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ফরয নামায আদায় করার পর পুনরায় লোকদের ইমামতি করা।

٥٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ .

৫৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন, অতঃপর নিজের গোত্রে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।[১৯৪]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আমাদের সাথী ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি ফরয নামায পড়ার পর পুনরায় ইমাম হয়ে সে যদি ঐ নামায পড়ায় তবে তার পিছনে ইকতিদাকারীদের নামায আদায় হয়ে যাবে। তাঁরা উপরের হাদীস নিজেদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা একটা সহীহ হাদীস। আর এটা বেশ কয়েকটি সূত্রে জাবির (রা)–র কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৯৪. ইমাম আবু হানীফার মতে নফল নামায পাঠকারীর পেছনে ফরয নামায পাঠকারীর ইকতেদা করা জায়েয নেই, কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে জায়েয। অনুরূপভাবে এক ওয়াক্তের ফরয পাঠকারীর পেছনে আর এক ওয়াক্তের ফরয পাঠকারীর নামায পড়া ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয নেই, কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে জায়েয। ইমাম শাফিঈ মুআয ইবনে জাবাল (রা)–র হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি হাদীসে উল্লেখিত মাগরিব শব্দকে এশার নামায বলে ধরেছেন। তাঁরা বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)–এর পেছনে ফরয নামায

وَرُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُ اَنَّهَا صَلاَةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِ قَالَ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ .

"আবু দারদা (রা)–কে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। লোকেরা তখন আসরের নামায পড়ছিল। সে অনুমান করল তারা যোহরের নামায পড়ছে। সে জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ল (তার নামাযের হুকুম কি)। তিনি বলেন, তার নামায জায়েয হয়েছে।"

কূফাবাসীদের একদল (হানাফীগণ) বলছেন, একদল লোক ইমামের পিছনে এসে ইকতিদা করল। সে তখন আসরের নামায পড়ছিল। তারা ধারণা করল, সে (ইমাম) যোহরের নামায পড়ছে। সে তাদের নামায পড়াল এবং তারাও তার পিছনে ইকতিদা করল। এ অবস্থায় তাদের নামায ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যাবে। কেননা ইমাম ও মুক্তাদীদের নিয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

গরম অথবা ঠান্ডার কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করার অনুমতি আছে।

٥٤٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا اذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ .

৫৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ার সময় গরম থেকে বাঁচার জন্য কাপড়ের উপর সিজদা করতাম (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ওয়াকী (রহ) খালিদ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আদায় করতেন। অতপর তিনি তাঁর কাওমে গিয়ে তাদের ফরয নামাযে ইমামতি করতেন। তাঁর নামায হত নফল এবং কাওমের নামায হত ফরয। অনুরূপভাবে নফল নামায পাঠকারীর পেছনে ফরয নামায পাঠকারীর ইকতেদা করা জায়েয নয়। এভাবে এক ফরয নামায পাঠকারীর পেছনে আরেক ফরয নামায পাঠকারীর ইকতেদা করাও জায়েয নয়। কেননা ইমাম এবং মুকতাদীর নামায এক এবং অভিন্ন। ইমাম এবং মুকতাদীর নামায এক এবং অভিন্ন হওয়ার কারণেই ভিন্ন নামায পাঠকারীর পেছনে ইকতেদা করা জায়েয নয়। ইমাম এবং মুকতাদীর নামাযের এই অভিন্নতার কথা হাদীস থেকে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও হাদীসের ইংগিত এবং ভাব থেকে তা জানা যায় –(মাহমূদ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য উঠা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা মুস্তাহাব।

٥٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِيْ مُصَلاَّهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৫৪৬। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের নামাযের স্থানে বসে থাকতেন– (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

٥٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصَرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ ظِلاَلٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ .

৫৪৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে, অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করে, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ে—তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরার সওয়ার রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ, (হজ্জ ও উমরার সওয়াব)—(তাবারানী)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নামাযে এদিক—সেদিক তাকানো।

٥٤٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

৫৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় ডানে–বাঁয়ে দেখতেন কিন্তু পিছনের দিকে ঘাড় মোড়াতেন না (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব, ওয়াকী (রহ) তাঁর বর্ণনায় আল–ফাদল ইবনে মূসার বর্ণনার সাথে মতভেদ করেছেন।

٥٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ عِكْرَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِى الصَّلاَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫৪৯। ইকরামার কতিপয় সংগী থেকে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এদিক–সেদিক চোখ ঘুরাতেন ..... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আইশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٥٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِىُّ اَبُوْ حَاتِمٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ لاَ فِى الْفَرِيْضَةِ .

৫৫০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন ঃ হে বৎস, সাবধান! নামাযের মধ্যে কখনও এদিক–সেদিক দেখবে না। কেননা নামাযরত অবস্থায় এদিক–সেদিক তাকানো ধ্বংস ডেকে আনে। যদি তাকানো একান্তই প্রয়োজন হয় তবে নফল নামাযে তাকাও, ফরয নামাযে নয়।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٥٥١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ قَالَ هُوَ اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ .

৫৫১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় এদিক–সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের ছোঁ মারা, শয়তান সুযোগ বুঝে ছোঁ মেরে কোন ব্যক্তির নামায থেকে কিছু অংশ নিয়ে যায় (আহমাদ, বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।[১৯৫]

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

কোন ব্যক্তি ইমামকে সিজদায় পেলে সে তখন কি করবে।

٥٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ .

৫৫২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়তে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেল। ইমাম যেরূপ করে সেও যেন তদ্রূপ করে (তাকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাবে)।

এটি গরীব হাদীস। উল্লেখিত সূত্রটি ছাড়া আর কোন সূত্রে এ হাদীসটি কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মনীষীগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে ইমামকে সিজদারত অবস্থায় পেলে সেও তার সাথে সিজদায় শরীক হবে। যদি ইমামকে রুকূতে না পায় তবে সেই রাকআত পেল না। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইমামের সাথে সিজদায় শরীক হওয়া পছন্দ করেছেন। কোন কোন মনীষী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, আশা করা যায় এ সিজদা থেকে মাথা তোলার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

নামায শুরু হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ।

٥٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

---

১৯৫. নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক দেখা তিন প্রকার হতে পারে। এক ঃ চোখ দিয়ে দেখা; দুইঃ মাথা ঘুরিয়ে দেখা; তিন ঃ বুক ঘুরিয়ে দেখা। সকল আলেমের মতে প্রথম প্রকারের দেখা জায়েয আছে। তাদের মতে এটা মাকরূহ নয়, তবে এটা উত্তম কাজ নয়। প্রয়োজনে দ্বিতীয় প্রকারের দেখাও জায়েয আছে। তৃতীয় প্রকারের দেখা কোন অবস্থাতেই জায়েয নাই। বরং এটা নামাযকে নষ্ট করে দেয় –(মাহমূদ)।

اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ خَرَجْتُ .

৫৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে কাতাদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু কাতাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হলে আমাকে (কামরা থেকে) বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদার হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁর হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। মহানবী (সা)-এর একদল সাহাবা ও অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের জন্য অপেক্ষা করা মাকরূহ বলেছেন। অপর দল বলেছেন, ইমাম মসজিদে উপস্থিত থাকলে এবং নামাযের ইকামতও দেওয়া হলে মুয়াজ্জিন "কাদ কামাতিস সালাত কাদ কামাতিস সালাত" বললে উঠে দাঁড়াবে। ইবনুল মুবারক একথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

দোয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে।

٥٥٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَاْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ .

৫৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু বাকর এবং উমার (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আমি (শেষ বৈঠকে) বসলাম, প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা কারলাম, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত পেশ করলাম, অতপর নিজের জন্য দোয়া করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি প্রার্থনা করতে থাক তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি প্রার্থনা করতে থাক তোমাকে দেওয়া হবে (ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। আহমাদ ইবনে হাম্বল হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদমের সূত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

মসজিদ সুগন্ধময় করে রাখা।

٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ .

৫৫৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুগন্ধময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান)।

٥٥٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ .

৫৫৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

এই বর্ণনা পূর্ববর্তী সূত্রের চেয়ে অধিকতর সহীহ।

٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫৫৭। হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন .....উপরের হাদীসের অনুরূপ।

সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের অর্থ প্রতি গোত্র ও জনপদে মসজিদ নির্মাণ করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

দিন ও রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাকআত করে।

٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْاَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

৫৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রাকআত দুই রাকআত (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।

আবু ঈসা বলেন, শোবার সঙ্গীরা ইবনে উমার (রা)–র হাদীসটি বর্ণনায় মতভেদ করেছেন। তাদের কতেকে এটাকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, আবার কতেকে মাওকূফ হিসাবে। নাফে (রহ) ইবনে উমারের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বর্ণনা হলঃ ইবনে উমার (রা) মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ "রাতের নামায দুই দুই রাকআত"। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবীগণ ইবনে উমারের সূত্রে, তিনি মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে দিনের নামাযের উল্লেখ করেননি। ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাতের নামায দুই রাকআত করে এবং দিনের নামায চার রাকআত করে পড়তেন।

এ সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ রাত ও দিনের (ফরয ছাড়া অন্যান্য) নামায এক সালামে দুই দুই রাকআত (করে পড়তে হবে) বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপর একদল বলেছেন, রাতের নামায দুই দুই রাকআত। তাদের মতে দিনের নফল ও অন্যান্য নামায চার রাকআত করে, যেমন যোহরের পূর্বে চার রাকআত পড়া হয়। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক এ মত ব্যক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

মহানবী (সা)–এর দিনের নামায কিরূপ ছিল?

٥٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لاَ تُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَقُلْنَا مَنْ اَطَاقَ ذٰلِكَ مِنَّا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى اَرْبَعًا وَيُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ .

৫৫৯। আসিম ইবনে দমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)–কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তোমরা তদ্রূপ নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে কে তদ্রূপ পড়তে সক্ষম হবে? তিনি বললেন, যখন সূর্য এদিকে

(পূর্বাকাশে) এরূপ হত যেমন আসরের সময় হয়ে থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত (সালাতুল ইশরাক) নামায পড়তেন। আবার যখন সূর্য এদিকে (পূর্বাকাশে) এরূপ হত, যেমন যোহরের ওয়াক্তের সময় (পশ্চিমাকাশে) হয় তখন তিনি চার রাকআত (সালাতুদ দুহা) নামায পড়তেন।

তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন। তিনি নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারী মুমিন মুসলমানদের প্রতি সালাম প্রেরণের মাধ্যমে প্রতি দুই রাকআতের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করতেন (অর্থাৎ দুই দুই রাকআত করে পড়তেন) (ইবনে মাজা, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

অপর একটি সূত্রেও আসিম (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এটি হাসান হাদীস। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, মহানবী (সা)-এর দিনের বেলার নফল নামায সম্পর্কে এ হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা সহীহ। ইবনুল মুবারক এ হাদীসটিকে যঈফ বলতেন। আমার মতে তাঁর এ হাদীসটিকে যঈফ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ই অধিক ভাল জানেন, কেবল উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় হাদীস বিশারদের মতে আসিম ইবনে দমরা নির্ভরযোগ্য রাবী। সুফিয়ান সাওরী বলেন, আমাদের কাছে হারিসের হাদীসের তুলনায় আসিমের হাদীস অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

মহিলাদের দোপাট্টা, চাদর ইত্যাদিতে নামায পড়া মাকরূহ।

٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِ نِسَائِهِ.

৫৬০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের দোপাট্টা, চাদর ইত্যাদিতে নামায পড়তেন না- (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে অনুমতির কথাও উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

নফল নামাযরত অবস্থায় হাঁটা এবং কোন কাজ করা।

٥٦١ - حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشٰى حَتّٰى فَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَكَانِهٖ وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِى الْقِبْلَةِ .

৫৬১। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (যখন) আসলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তখন) নামায পড়ছিলেন। এ সময় ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তিনি (নামাযরত অবস্থায়) হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসলেন। দরজাটি কিবলার দিকে ছিল (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

এক রাকআতে দুটি সূরা পাঠ করা।

٥٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ هٰذَا الْحَرْفِ (غَيْرِ اٰسِنٍ اَوْ يَاسِنٍ) قَالَ كُلَّ الْقُرْاٰنِ قَرَاْتَ غَيْرَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنَّ قَوْمًا يَقْرَأُوْنَهٗ يَنْثُرُوْنَهٗ نَثْرَ الدَّقَلِ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَاَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَاَلَهٗ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

৫৬২। আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে (সূরা মুহাম্মাদের) একটি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এটা কি 'গাইরু আসিনিন' হবে না 'গাইরু ইয়াসিনিন' হবে? তিনি বলেন, এটা ছাড়া তুমি কি সমস্ত কুরআন পড়ে নিয়েছ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন, একদল লোক কুরআন পড়ে এবং তারা এটাকে ঝাড়ে নিকৃষ্ট খেজুর ঝাড়ার ন্যায়। তাদের (কুরআন) পাঠ তাদের কণ্ঠনালীর উপরে উঠে না। আমি দুই দুইটি সাদৃশ্যপূর্ণ সূরা সম্পর্কে জানি যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে মিলিয়ে পড়তেন। রাবী বলেন, আমরা আলকামা (রহ)-কে জিজ্ঞেস করতে বললে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মধ্যে এমন বিশটি সূরা রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোর দুই দুইটিকে পরস্পরের সাথে

মিলিয়ে প্রতি রাকআতে পাঠ করতেন (অর্থাৎ এক এক রাকআতে দুটি করে সূরা পাঠ করতেন) (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

পদব্রজে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত এবং প্রতিটি পদক্ষেপের পুরস্কার।

٥٦٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ سَمِعَ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ لاَ يُخْرِجُهُ اَوْ قَالَ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ اِيَّاهَا لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

৫৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযু করল অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা হল। একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করল অথবা নামাযই তাকে উঠিয়েছে,এ অবস্থায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার একগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করে দিবেন (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

মাগরিবের (ফরয) নামাযের পর (অন্যান) নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ الْمَغْرِبَ فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلاَةِ فِى الْبُيُوْتِ .

৫৬৪। সাদ ইবনে ইসহাক ইবনে কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কাব) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। লোকেরা নফল নামায পড়তে

দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ নামায অবশ্যই তোমাদের ঘরে পড়া উচিৎ (আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা এটা আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই জানতে পেরেছি। ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ। তাতে আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ .

"মহানবী (সা) মাগরিবের পরের দুই রাকআত নিজের ঘরেই পড়তেন (বুখারী ও অন্যান্য)। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ .

"মহানবী (সা) মাগরিবের নামায পড়লেন, তিনি বরাবর মসজিদে নামায পড়তে থাকলেন। এমনকি এশার ওয়াক্ত হাযির হল। তিনি এশার নামায পড়লেন" (আহমাদ)। নবী (সা) মাগরিবের পর দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায মসজিদেই পড়লেন, এ হাদীস থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

ইসলাম গ্রহণ করার সময় গোসল করা।

٥٦٥- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

৫৬৫। কায়েস ইবনে আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইসলাম কবুল করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। তিনি কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করলেন (আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে হিশাম, ইবনে খুযাইমা)।

এ হাদীসটি হাসান। উপরোক্ত সনদসূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেছেন, মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করা ও পরিধেয় বস্ত্র ধোয়া মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

পায়খানায় যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়া।

٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ اَخْبَرَنَا خَلاَّدٌ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ .

৫৬৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হল, যখন তাদের কেউ পায়খানায় যায় সে যেন বিসমিল্লাহ বলে।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। এর সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। এ সম্পর্কে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

কিয়ামতের দিন এই উম্মাতের নিদর্শন হবে সিজদা ও উযুর চিহ্ন।

٥٦٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِّنَ السُّجُوْدِ مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ .

৫৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের চেহারা সিজদার কল্যাণে আলোক উদ্ভাসিত হবে এবং উযুর কল্যাণে হাত-মুখ চমকপ্রদ (আলোকিত) হবে (আহ্‌মাদ)।[১৯৬]

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান, সহীহ ও গরীব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডানদিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।

٥٦٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ

১৯৬. মুসনাদের আহমাদে সাফওয়ান (রা)-র সূত্রে, বুখারী মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে, ইবনে মাজায় ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত (অনুবাদক)।

اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِيْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِيْ اِنْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ .

৫৬৮। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, মাথা আচড়ানো এবং জুতা পরিধান করার সময় এ কাজগুলো ডান দিক থেকে শুরু করাই পছন্দ করতেন (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

উযুর জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট।

٥٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْزِئُ فِي الْوُضُوْءِ رِطْلاَنِ مِنْ مَاءٍ .

৫৬৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই রোতল পানিই উযুর জন্য যথেষ্ট।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি জানতে পেরেছি। আনাস (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

وَرَوٰى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوْكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

নবী (সা) এক মাকূক পানি দিয়ে উযূ এবং পাঁচ মাকূক পানি দিয়ে গোসল করতেন।[১৯৭]

অপর বর্ণনায় আছে, আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া।

٥٧٠- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ بَوْلِ الْغُلاَمِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَاذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا .

৫৭০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব সম্পর্কে বলেন ঃ পুরুষ শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং কন্যা শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। কাতাদা (রহ) বলেন, শিশুরা যতক্ষণ শক্ত খাবার না ধরবে ততক্ষণ এই হুকুম কার্যকর থাকবে। শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করলে উভয়ের পেশাবই ধুয়ে ফেলতে হবে (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা)।

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। হিশাম আদ্–দাসতাওয়াঈ এটি মারফূ হিসাবে এবং কাতাদা মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

নাপাক অবস্থায় উযু করে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি।

৫৭১– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَنَامَ اَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৭১। আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন (আবু দাউদ, আবু দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদে আহমাদ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

নামাযের ফযীলাত।

৫৭২– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا غَالِبُ اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ غَشِىَ

---

১৯৭. রোতল আমাদের দেশীয় ওজনের আধা সের। মাকূক শব্দটি মুদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক মুদ্দ প্রায় এক সেরের সমান। এক সা প্রায় সাড়ে তিন সেরের সমান (অনু.)।

أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبَ ابْنَ عُجْرَةَ الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيُّ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ اِنَّهُ لاَ يَرْبُوا لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ اِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ .

৫৭২। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে কাব ইবনে উজরা! আমার পরে যেসব আমীরের আবির্ভাব হবে আমি তাদের (অনিষ্ট) থেকে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হল (সাহচর্য লাভ করল), তাদের মিথ্যাকে সত্য বলল এবং তাদের স্বৈরাচার ও যুলুম–নির্যাতনে সহায়তা করল, আমার সাথে এ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যক্তি 'কাওসার' নামক কূপের ধারে আমার নিকট আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হল (তাদের কোন পদ গ্রহণ করল) কিন্তু তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মানল না এবং তাদের স্বৈরাচার ও যুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করল না,আমার সাথে এ ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে। অচিরেই সে 'কাওসার' নামক কূপের কাছে আমার সাথে সাক্ষাত করবে। হে কাব ইবনে উজরা! নামায হল (মুক্তির) সনদ, রোযা হল মজবুত ঢাল (জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক) এবং সদকা (যাকত বা দান–খয়রাত) গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। হে কাব ইবনে উজরা! হারাম (পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)–এর জন্য (দোযখের) আগুনই উপযুক্ত (আহমাদ)।

এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব। আমরা কেবলমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও কেবলমাত্র উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসার সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে খুবই গরীব বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

একই বিষয়।

٥٧٣– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ اُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ سَمِعْتُ وَاَنَا ابْنُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً .

৫৭৩। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়। তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর, তবেই তোমাদের প্রভুর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। আমি (সুলাইম) আবু উমামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতদিন পূর্বে মহানবী (সা)-এর নিকট এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তিরিশ বছর বয়সে তাঁর নিকট এ হাদীস শুনেছি (আহমাদ)।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত